ভূমিকা।

(প্রথম সংস্করণ)

আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশিত হইল। প্রথমখণ্ড অপেক্ষা দ্বিতীয়খণ্ডে যাহাতে চিকিৎসা-বিধি ও ঔষধ-প্রয়োগ-প্রণালী বিস্তারিতরূপে সরল ভাষায় ব্যাখ্যাত হয়, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা পাইয়াছি। চিকিৎসা অত্যন্ত কঠিন বিষয়। অতি সংক্ষেপে চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ মুদ্রিত হইলে, যাঁহারা চিকিৎসা বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাঁহারা উহার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না, বিশেষতঃ এমন অনেক জটিল রোগ আছে, যাহাতে সহসা মারাত্মক উপসর্গ উপস্থিত হইয়া রোগীকে বিনষ্ট করিতে পারে, তখন মূল-রোগের চিকিৎসা কিয়ৎকাল স্থগিত রাখিয়া মারাত্মক উপসর্গের চিকিৎসা অগ্রে করিতে হয়; তজ্জন্য এইখণ্ডেও বিসূচিকা, অতিসার, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের উপসর্গের চিকিৎসা সরল ভাষায় বিস্তারিতরূপে পৃথক্ আলোচিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের যে সামান্য অভিজ্ঞতা আছে, তদ্দ্বারা চিকিৎসা-বিধি ও ঔষধ প্রয়োগ-প্রণালী যাহাতে উত্তরোত্তর অধিকতর সরল হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। প্রথমতঃ যখন এই দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তখন চিকিৎসকমণ্ডলী আমার এই গ্রন্থের জন্য এতাদৃশ আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিবেন এবং এই কার্য্য এতদূর অগ্রসর হইবে, এইরূপ আশা করিতে পারি নাই। যাহা হউক, এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, একমাত্র ভগবানের কৃপা ব্যতীত মাদৃশ ক্ষুদ্রব্যক্তির পক্ষে এরূপ দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করাই সম্ভবপর হইত না। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থদ্বারা জনসাধারণ বিশেষ উপকৃত হইবেন, এরূপ আশা করাই আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র, তবে প্রথমখণ্ড যেরূপ অত্যল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়াছে, তাহাতে আশা করিতেছি যে, এই খণ্ডও প্রথম খণ্ডের ন্যায় আদৃত হইবে।

নিবেদন।

আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশিত হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছে। আশা করি সহৃদয় গ্রাহকেরা বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করিয়া এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া লইবেন। গ্রন্থখানি যে ধরণে মুদ্রিত হইতেছে, ঐ ধরণের গ্রন্থ আয়ুর্ব্বেদে একখানিও নাই, সুতরাং বলিতে গেলে, কেবলমাত্র রোগের লক্ষণ সংগ্রহ-ব্যতীত অন্য কোনও প্রকারে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে বিশেষ সাহায্য পাই নাই, কারণ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে কেবল রোগের অধিকার ভেদে কতকগুলি করিয়া ঔষধ বিন্যস্ত হইয়াছে; কিন্তু ঐ সকল ঔষধের প্রয়োগ-প্রণালী, চিকিৎসা-বিধি এবং মারাত্মক উপসর্গের চিকিৎসা বিস্তারিত রূপে লিপিবদ্ধ হয় নাই; অথচ ঔষধের প্রয়োগ-প্রণালী সবিশেষ জানা না থাকিলে, ঔষধ প্রয়োগই চলে না, এস্থলে একটী উপমা দিলে কথাটা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

কুইনাইন আমাদের দেশে বহু প্রচলিত, জ্বর নষ্ট করা উহার প্রধান গুণ বা মুখ্যক্রিয়া। পিত্তনাশ করা ও বলবৃদ্ধি করা অপ্রধান গুণ বা গৌণক্রিয়া, কিন্তু কুইনাইনের এরূপ অনেক গুণ সত্ত্বেও, প্রায়শঃ জ্বর বিনাশের জন্যই উহার প্রয়োগ হইয়া থাকে; পিত্ত বিনাশেরজন্য বা বলবৃদ্ধির জন্য উহা প্রায়শঃ ব্যবস্থা করা হয় না। কুইনাইন জ্বর-নাশক ঔষধের মধ্যে এতাদৃশ শক্তিশালী অথচ উহার প্রয়োগ-প্রণালী অনেকেই অবগত নহেন, এই জন্যই কেহ বা আমরসের অপক্কাবস্থায় কেহ বা অন্ত্রাদি পরিস্কৃত না করিয়াই কুইনাইন প্রয়োগ করেন এবং তাহার ফলে রোগীর জ্বর আটকাইয়া প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি মারাত্মক উপসর্গ উপস্থিত হয়। এই সকল কারণে যে কোনও ঔষধ হউক, তাহার প্রয়োগ প্রণালী উত্তমরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক। প্রয়োগ প্রণালী না জানিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে, তদ্দ্বারা সর্ব্বদা বিপদ ঘটিতে নাও পারে; কিন্তু রোগীর রোগ মুক্তির পক্ষে যে বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে, তাহা বলাই বাহুল্য।

এইরূপ চিকিৎসাবিধি জানা না থাকিলেও, কোনও রোগের চিকিৎসাই চলে না, আবার মারাত্মক উপসর্গের চিকিৎসা জানা না থাকিলে, চিকিৎসার অভাবে উপসর্গ দ্বারাই রোগী বিনষ্ট হইতে পারে; সুতরাং এ সম্বন্ধে চিকিৎসা

কার্য্যে ব্রতী হইয়া জ্ঞানলাভব্যতীত উপায়ান্তর নাই। আয়ুর্ব্বেদে চিকিৎসা-বিধি ও উপসর্গ চিকিৎসার যে সামান্য উল্লেখমাত্র দৃষ্ট হয়, তাহারই ক্ষীণসূত্র অবলম্বন পূর্ব্বক চিকিৎসা-বিষয়ে আমাদের যে সামান্ত অভিজ্ঞতা আছে, কেবল তাহারই উপর নির্ভর করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। ইহাতে উপদ্রব এবং মূল রোগের বিবিধ ঔষধ সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, সকল দেশের জল-বায়ু একপ্রকার নহে, কোন দেশ উচ্চ, কোন দেশ জলব্যাপ্ত, আবার কোন দেশ পর্ব্বত বা বালুকা সমাচ্ছন্ন, সুতরাং সকল দেশের লোকের পক্ষে একই ঔষধ সমান কার্য্যকরী হয় না, আমি বিভিন্ন দেশে চিকিৎসা করিতে গিয়া ইহা বিশিষ্টরূপে পরীক্ষা করিবার অবসর পাইয়াছি; নানাশ্রেণীর ঔষধ এই গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ হওয়ায় গ্রন্থের আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। এই সকল কারণে দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশিত হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

"আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রথম সংস্করণের গ্রন্থ নিঃশেষিত হওয়াতে, দিন দিন যে এই গ্রন্থের আদর বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা তাহারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

তৃতীয় সংস্করণ।

এবারে দ্বিতীয় খণ্ডের ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এতদ্বারা গ্রন্থের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইতেছে।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

চতুর্থ সংস্করণ।

তৃতীয় সংস্করণের দুই সহস্র পুস্তক অল্পকালেই নিঃশেষিত হওয়ায় এবারে চতুর্থ সংস্করণ দুই সহস্র পুস্তক মুদ্রিত হইল।

।অমৃতলাল গুপ্ত।

পঞ্চম সংস্করণ।

এবারে পঞ্চম সংস্করণ দুই সহস্র পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

২০।১০।৩৫

সূচীপত্র।

[দ্বিতীয় খণ্ড।]

—:*:—

প্রথমখণ্ডের সূচিপত্রের সহিত ইহার পত্রাঙ্কের মিল আছে।

যক্ষ্মারোগে-রক্ত-বমন ও সরক্ত-শ্লেষ্মোদগীরণ চিকিৎসা।

যক্ষ্মারোগে-শ্বাস-চিচিৎসা।

যক্ষ্মারোগে—প্রমেহ-চিকিৎসা।

যক্ষ্মারোগে—বেদনা-চিকিৎসা।

যক্ষ্মারোগে-উদরাময়-চিকিৎসা।

যক্ষ্মারোগে-শোথ-চিকিৎসা।

অতিসারে-শূল-চিকিৎসা।

অতিসারে-পিপাসা-চিকিৎসা।

অতিসারে-বমন-চিকিৎসা।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক

অতিসারে-উদরাধ্মান-চিকিৎসা।

অতিসারে-জ্বর-চিকিৎসা।

অতিসারে নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খলতা ও হিমাঙ্গ চিকিৎসা।

অতিসারে শ্বাস চিকিৎসা।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক

গ্রহণীরোগ চিকিৎসা

অর্শে—উদরাধ্মান-চিকিৎসা।

অর্শে—কোষ্ঠবদ্ধতা-চিকিৎসা।

দ্বিতীয় খণ্ডের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কাস-চিকিৎসা।

বাতিক কাসের লক্ষণ। হৃদয়, ললাটের একদেশ, মস্তক, উদর এবং পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, মুখ সর্ব্বদা শুষ্ক, বল, স্বর এবং ওজোধাতুর-ক্ষীণতা, সর্ব্বদা কাসের বেগ, স্বরভঙ্গ ও শুষ্ককাস অর্থাৎ তরল শ্লেষ্মাবিহীন থুথু-নির্গমন; এই সমস্ত বাতিক কাসের লক্ষণ।

পৈত্তিক কাসের লক্ষণ। বক্ষঃস্থলে দাহ, জর ও মুখের-শুষ্কতা এবং মুখের তিক্তাস্বাদ, পিপাসা, পীতবর্ণ বমন, কাসের কটু আস্বাদ এবং শরীরের পীতবর্ণতা ও দাহ; এই সমস্ত পৈত্তিক কাসের লক্ষণ।

শ্লৈষ্মিক কাসের লক্ষণ। মুখের লিপ্ততা, শরীরের-অবসন্নতা, শিরো-বেদনা, শরীরে কফের আধিক্য, অরুচি, শরীরে ভারবোধ, কণ্ডু এবং কাসে পুনঃ পুনঃ গাঢ় শ্লেষ্মানিঃসরণ, এই সমস্ত শ্লৈষ্মিক কাসের লক্ষণ।

ক্ষয়জ-কাসের লক্ষণ। বিবিধ কারণে বক্ষঃস্থল (ফুস্ফুস্) ক্ষত হইলে, বায়ু উহাকে আশ্রয় করিয়া এই কাস উৎপাদন করে। এই কাসে প্রথমতঃ শুষ্ক (তরল শ্লেষ্মাবিহীন) থুথু নির্গত হয়, অনন্তর রক্তমিশ্রিত কাস নির্গত, কণ্ঠদেশ শূলবিদ্ধবৎ প্রবল বেদনাযুক্ত, বক্ষঃস্থলে-ভঙ্গবৎ বেদনা ও শূলদ্বারা বিদ্ধবৎজ্ঞান, পার্শ্বাদি স্থানস্পর্শে অত্যন্ত কষ্ট, ঐ সকল স্থান তাপযুক্ত বোধ ও গণ্ডস্থলে বেদনা অনুভূত হয় এবং রোগী জর, শ্বাস, তৃষ্ণা ও স্বরভঙ্গরোগে আক্রান্ত হয় এবং কপোতের ন্যায় অব্যক্ত শব্দ-উচ্চারণ করে, এই সমস্ত ক্ষতজ কাসের লক্ষণ।

ক্ষয়জকাসের লক্ষণ। ক্ষয়কাসে রোগীর শরীরে শূল-বিদ্ধবৎ বেদনা, জ্বর, দাহ, মোহ ও বলক্ষয় জন্মে এবং ধাতুক্ষয় প্রযুক্ত রোগী দুর্ব্বল হয় ও তাহার মাংস ক্ষয় হইতে থাকে এবং কাসের সহিত পূযসংযুক্ত রক্ত নির্গত হয়, এই সমস্ত ক্ষয়জ কাসের লক্ষণ।

কাসের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

ক্ষীণব্যক্তিদিগের ক্ষয়জ কাস দেহনাশক, কিন্তু, বলবান্ ব্যক্তির ক্ষয়কাস কদাচিৎ প্রতিকারসাধ্য, বলবান্ ব্যক্তির ক্ষতজকাসও সাধ্য। ক্ষয়জ ও ক্ষতজ কাস অল্প দিনের হইলে এবং উপযুক্ত চিকিৎসক, উপযুক্ত ঔষধ ও উপযুক্ত পরিচারক প্রযুক্ত হইলে, প্রশমিত হইতে পারে।

বৃদ্ধ ব্যক্তির সকল প্রকার কাসই যাপ্য, ইহাকে জরাকাস কহে। অপরা-পর বাতাদি দোষজনিত ত্রিবিধ কাস সাধ্য।

কাস-চিকিৎসা-বিধি।

কাসরোগে প্রাণ ও উদান বায়ুর ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলতা লক্ষিত হয়। হৃদয়স্থিত প্রাণ নামক বায়ু বিবিধ কারণে বিপথগামী হইলে, কণ্ঠদেশস্থিত উদান বায়ুর অনুগত হইয়া কণ্ঠদেশ হইতে ভগ্ন কাংস্যপাত্রের ন্যায় শব্দ উৎপাদন করে, ইহাকেই চলিত ভাষায় কাস কহে। ধূমপান, ধুলা, ব্যায়াম ও অতিদ্রুত আহার ইত্যাদি কারণে প্রাণবায়ু আহত হয়। শ্বাস-গ্রহণকালে দেহ-মধ্যে যে বায়ু প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে প্রাণবায়ু কহে এবং প্রশ্বাসকালে শরীর হইতে ঊর্দ্ধগামী হইয়া যে বায়ু নির্গত হয়, তাহাকে উদানবায়ু কহে। শ্বাসপ্রশ্বাস-ধমনীতে শ্লেষ্মা সর্ব্বদা অবস্থিত থাকায় শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া সমাধা হয়। বিবিধ কারণে শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মিলে এবং শ্বাসবাহিনী ধমনীস্থিত শ্লেষ্মা শুষ্ক হইলে, শুষ্ককাস নির্গত হয় অর্থাৎ কাসের সহিত তরল শ্লেষ্মা নির্গত হয় না, শ্বাসপথে তরল শ্লেষ্মা সঞ্চিত থাকিলে, কাসে অধিক পরিমাণে তরল শ্লেষ্মা নির্গত হয়। পৈত্তিক-কাসে পিত্তরসমিশ্রিত শ্লেষ্মা শ্বাসবাহিনী ধমনী দ্বারা নির্গত হয়, এই জন্য মুখের তিক্ততা অনুমিত হয়। উৎকট শারীরিক পরিশ্রম অথবা অশ্বারোহণাদি বশতঃ হৃদয় আহত হইলে, আভ্যন্তরিক উষ্ণতাবশতঃ

এবং বায়ুর রুক্ষতা হেতু ঐ শ্লেষ্মা শুষ্ক হয়, সুতরাং এই অবস্থায় কাসের সহিত তরল শ্লেষ্মা নির্গত হয় না; প্রথমে কাস নির্গত হয়, অনন্তর শ্বাসবহা ধমনী-দ্বারা ফুস্‌ফুস্‌স্থিত রক্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে।

শুক্রাদিধাতুর ক্ষয়বশতঃ অগ্নি হীনবল হইলে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা কুপিত হয়, সুতরাং ক্ষয়ী ব্যক্তির দৈহিক বিধানানুসারে সঞ্চিত রক্ত অথবা পূষমিশ্রিত শ্লেষ্মা শ্বাসবাহিনী ধমনী দ্বারা নির্গত হয়।

ক্ষয়কাসরোগে রোগীর কাসের সহিত পূষসংযুক্ত যে সমস্ত কফ নির্গত হয়, তাহা দেখিতে শ্বেতাভ, হরিদ্রাভ বা পীতাভ লক্ষিত হয়; ঐ সকল পূষসংযুক্ত কাস জলে নিঃক্ষিপ্ত হইলে, নিমজ্জিত হয়, কিন্তু, সাধারণতঃ শ্লেষ্মা জলের উপর ভাসমান থাকে। ফুস্ফুসের স্ফোটক, প্লীহা বা যকৃতের স্ফোটক অথবা অন্যান্য যন্ত্রের বিকৃতিবশতঃ ঐ সমস্ত পূষমিশ্রিত শ্লেষ্মার ন্যূনাধিক্যতা দৃষ্ট হয়।

সাধারণতঃ বাতিক কাসে বা শ্লৈষ্মিক কাসে যে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, ক্ষতজ এবং ক্ষয়জ কাসে উহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক, যেহেতু ক্ষয়কাস উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে পরিণামে যক্ষ্মাকাসে পরিণত হয়, তখন ঐ কাস রোগীর মারাত্মক হয়। সমস্ত কাসই দীর্ঘকাল পরে চিকিৎসার অভাবে কষ্টকর হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক কাস উপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা অল্প দিনে প্রশমিত হইতে পারে। বাতিক কাসে রোগী প্রবলবেগে পুনঃ পুনঃ কাসিতে থাকে, নিরন্তর কাসের বেগবশতঃ রোগীর অত্যন্ত কষ্ট এবং স্বরভঙ্গ, পার্শ্ব ও বক্ষঃস্থল প্রভৃতি স্থানে বেদনা পরিলক্ষিত হয়। শ্লৈষ্মিক কাসে রোগীর মুখ হইতে শ্লেষ্মা যথারীতি কাসের বেগকালে নির্গত হয়। পৈত্তিক কাসে রোগীর মুখের আস্বাদ তিক্ত হয় এবং যে সমস্ত শ্লেষ্মা নির্গত হয়, তাহা ঈষৎ কটু বোধ হয়। এই সমস্ত বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা রোগীর কাস পরীক্ষা করা যায়। জ্বর, যকৃৎ ও শোথ প্রভৃতি রোগে কাস প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়, ঐ সমস্ত রোগে বাতাদির প্রকোপ অনুসারে কাসে বাতাদি-দোষের আধিক্য অনেক স্থানে লক্ষিত হয়, আবার অনেক স্থলে বাতিক বা পৈত্তিকরোগেও, কোন কারণে শৈত্যক্রিয়া বশতঃ তরল বা ঘন শ্লেষ্মা নির্গত হইতে দেখা যায়, সুতরাং মূল রোগের সঙ্গে তজ্জনিত কাসে বাতাদির আধিক্য

সকল স্থানে একরূপ থাকে না, সেই জন্যই কাসে দোষ-বিশেষের উপর লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য, নচেৎ চিকিৎসায় ফললাভ অসম্ভব।

জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ এবং অন্যান্য রোগের সঙ্গেও কাস বিদ্যমান থাকে, কখনও কখনও ঐ সমস্ত রোগ হ্রাস পাইলেও, কাসের প্রবলবেগ বিদ্যমান থাকে, কখনও বা ঐ সমস্ত মূলরোগ ও কাস উভয়ই সমানভাবে লক্ষিত হয়। যে সমস্ত রোগের সঙ্গে কাস প্রকাশ পায়, তাহাদের চিকিৎসাকালে কাসে সাধারণ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য ; কিন্তু, কাস প্রবল হইলে, মুখ্যরোগের ন্যায় তাহার চিকিৎসা করিবে।

ক্ষয় ও ক্ষতজকাস অতি কঠিন, সুতরাং তাহাদের চিকিৎসাকালে চিকিৎসকের বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। ক্ষতজকাসে রোগীর কখনও ভারবহন বা পথ-পর্য্যটন করা কর্ত্তব্য নহে এবং ক্ষয়কাসাক্রান্ত ব্যক্তির স্ত্রী-সহবাস, অহিতকর দ্রব্য ও বিরেচক ঔষধ-সেবন পরিত্যাগ সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, যেহেতু সময়ান্তরে ক্ষয় ও ক্ষতজকাস অতি কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে, এ কারণ ঐ দুই প্রকার কাসের চিকিৎসাকালে রোগীর জ্বর, শ্বাস ও পার্শ্বশূল প্রভৃতি উপদ্রব সমূহের-উপর দৃষ্টি প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। অনেক স্থানে অন্যান্য রোগ হইতে ক্ষয়কাস উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, তখন মুখ্যরোগের চিকিৎসার উপর লক্ষ্য রাখিয়া কাসের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

কাসরোগ অন্যান্য রোগের উপদ্রব রূপে এবং বিবিধ কারণে স্বয়ং উৎপন্ন হয় ও অত্যন্ত যন্ত্রণা প্রদান করে, সুতরাং উহাকে উপেক্ষা করা নিতান্তই মূঢ়তার কার্য্য। কাস স্বয়ং উৎপন্ন হইলে বা অন্যান্য রোগের সঙ্গে বিদ্যমান থাকিলে, কাসের অবস্থানুসারে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

শ্লৈষ্মিক কাসে অর্থাৎ কাসের বেগকালে গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য উপসর্গ থাকিলে, প্রথমতঃ কাসান্তকরস বা কাসকুঠার এবং অবস্থা-ভেদে শৃঙ্গারাভ্র বা অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনন্তর শ্লেষ্মা ক্রমশঃ পরিপাক হইয়া আসিলে এবং কাসের বেগ ও তৎসঙ্গে যাবতীয় উপসর্গ প্রশমিত হইলে, যথারীতি উহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে।

শ্লৈষ্মিক কাসে রোগীকে শীতল পানীয় ও শ্লেষ্মাবর্দ্ধক দ্রব্য কখনও প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে।

বাতিককাস অনেক সময় অতি প্রবল হয়, উহাতে আদৌ শ্লেষ্মা নির্গত হয় না, রোগী পুনঃ পুনঃ কাসের বেগবশতঃ বক্ষঃস্থল ও পার্শ্ব বেদনায় পীড়িত হয় এবং অবস্থাবিশেষে শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হয়। এই কাস অন্য রোগের সঙ্গে বা স্বয়ং প্রকাশ পাইলে, চন্দ্রামৃতরস, অমৃতার্ণব রস, পঞ্চামৃতরস বা পুরন্দরবটী এবং অবস্থাবিশেষে রোগ কঠিন ও শ্বাস প্রবল হইলে, তরুণানন্দরস, নিত্যোদয়রস বা অন্যান্য বিবিধ বটিকা, চূর্ণ অথবা অবলেহ প্রয়োগ করিবে।

পৈত্তিক কাসে প্রায়শঃ জরাদির হ্রাসবৃদ্ধি দৃষ্ট হয়; ঐ কাস অন্য রোগের সঙ্গে বা স্বয়ং উৎপন্ন হইলে, বিবেচনার সহিত উহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য; যেহেতু উহাতে জরাদি উপসর্গ সময়ে প্রবল হইতে পারে। এই অবস্থায় রোগীকে পিত্তকাসান্তকরস ও তালীশাদ্যচূর্ণ বা সমশর্করচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ এবং অবস্থাবিশেষে চন্দ্রামৃতলৌহ, বৃহৎ রসেন্দ্রগুড়িকা প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে।

ক্ষতজ বা ক্ষয়কাস চিকিৎসাকালে ঐ সকল রোগে জরাদি উপদ্রবসমূহের উপর দৃষ্টি প্রদান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ক্ষতজকাসে চন্দ্রামৃতলৌহ, শর্করাদ্যলৌহ ও বাসাবলেহ প্রভৃতি ঔষধ এবং ক্ষয়জকাসে, কাসলক্ষ্মীবিলাস, নিত্যোদয়রস, বসন্ততিলক, সার্ব্বভৌমরস বা কাঞ্চনাভ্র প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিবে এবং জর প্রবল থাকিলে, তজ্জন্য মহারাজবটী, বৃহৎ চূড়ামণি বা জরমাতঙ্গকেশরী প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। ক্ষয়কাসরোগে রোগীর শরীরের পুষ্টিবিধানার্থ মকরধ্বজবটী এবং জর নিবৃত্তি হইলে, চ্যবনপ্রাশ ব্যবস্থা করিবে। কাসরোগে প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি হইলে, তজ্জন্য প্লীহা ও যকৃৎ-নিবারক ঔষধসকল প্রদান করিবে, কিন্তু, ঐ সকল ঔষধ তীব্রবিরেচক না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। কাসরোগে শোথ ও উদরাময় প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, ঐ রোগ প্রায়শঃ প্রাণনাশক হয়, তখন সাধারণ চিকিৎসা দ্বারা উপকার লাভ অতীব কঠিন হইয়া থাকে। ঐ অবস্থায় শোথ-চিকিৎসার নিয়মানুসারে চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ লবণ ও জল বন্ধ করিয়া স্বর্ণপর্পটী বা বিজয়পর্পটী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে।

কাসরোগে সাধারণতঃ উপদ্রবসমূহ নষ্ট হইলে এবং রোগীর অগ্নিবল প্রবল থাকিলে, শারীরিক বলরক্ষার্থ কৃশব্যক্তিকে দশমূলঘৃত বা দশমূলষট্পলকঘৃত প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে, এই সকল ঘৃত ক্ষয়জন্য কাসেই সমধিক উপকারী।

রোগীর গাত্রে বাসাচন্দনাদি-তৈল বা চন্দনাদি-তৈল মর্দ্দন করিতে দিবে। বাসাচন্দনাদি-তৈল দুগ্ধের সহিত অবস্থানুসারে পান করাইলেও উপকার হয়। এই তৈল কোষ্ঠবদ্ধতা ও শ্বাসের ঈষৎ প্রকোপ থাকিলে অথবা শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে, পান করিতে দিবে।

কাসরোগ পুরাতন হইলে অত্যন্ত কষ্টপ্রদ হয়। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক কাস এবং ক্ষয় ও ক্ষতজ কাসরোগ পুরাতন হইলে, রোগীর শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হয়; পরন্তু, ঐ অবস্থায় কাসের সহিত জ্বরভাব ও শ্লেষ্মানিঃসরণ, কাহারও বা কাসের সঙ্গে শ্বাসের প্রাকোপ দৃষ্ট হয় এবং ক্ষয়কাসাদি রোগে কাহারও বা রক্ত নির্গত হইতে দেখা যায়; অতএব এই অবস্থায় যাহাতে শরীরের ধাতুপুষ্টি ও রোগের সমতা হয়, এমত ধাতুপোষক ও দোষপ্রশমক ঔষধ প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

পুরাতন কাসে শ্লেষ্মার অত্যধিক নিঃসরণ ও তৎসঙ্গে দোষভেদে জ্বরভাব লক্ষিত হয় ও রাত্রিতে গাঢ় শ্লেষ্মা অধিক পরিমাণে নির্গত হইতে দেখা যায়, এমত অবস্থায় পুষ্পায়ুধরস, সার্ব্বভৌমরস, বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্র বা বসন্ততিলক প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক রোগীর বয়ঃক্রমানুসারে সেবন করিতে দিবে এবং জ্বরে সময় সময় সর্দ্দি ও মাথাভার প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, তন্নিবারণার্থ বিবিধ ঔষধ অর্থাৎ জ্বরাধিকারোক্ত বৃহৎ চূড়ামণি, সার্ব্বভৌমরস, শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস, সর্ব্বতোভদ্ররস বা মহালক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি অনুপানভেদে ব্যবস্থা করিবে, ইহাতে জ্বর এবং শ্লেষ্মা উভয়ই বিনষ্ট হয়। যকৃতের বৃদ্ধিবশতঃ কাসের প্রকোপ লক্ষিত হইলে, যকৃৎ নিবারক ঔষধ দোষভেদে প্রদান করিবে। ঐ অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এবং কাসের শুষ্কতা বা শ্বাসের প্রবলতা প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, মৃদুবিরেচক ও যকৃৎ-নাশক মাণকাদি-গুড়িকা, বৃহৎ মাণকাদিগুড়িকা ও অভয়ালবণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রোগী দুর্ব্বল হইলে, যকৃৎ-নিবারক তীক্ষ্ণবিরেচক ঔষধসকল কখনও প্রদান করিবে না।

বাতিক কাসের পুরাতন অবস্থায় নিরন্তর কাসের বেগবশতঃ পুনঃ পুনঃ শ্লেষ্মাবিহীন থুথুমাত্র নির্গত হইলে, রোগীকে তরুণানন্দরস, নিত্যোদয়রস, কাসলক্ষ্মীবিলাসরস বা কণ্টকার্য্যবলেহ প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে প্রদান

করিবে, ঐ সমস্ত ঔষধে, জ্বরের বেগ নিবৃত্ত হয়। জ্বরের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, জ্বরাধিকারোক্ত জ্বরাশনিলৌহ, জ্বরারি-অভ্র বা বৃহৎ চূড়ামণি প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে প্রদান করিবে। রোগের পুরাতন অবস্থায় বাসাচন্দনাদিতৈল বা চন্দনাদিতৈল প্রয়োগে প্রায়শঃ উপকার পাওয়া যায়।

পৈত্তিক কাস পুরাতন হইলে, কাসলক্ষ্মীবিলাস, দশমূলষট্পলক ঘৃত ও চন্দ্রামৃত লৌহ প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিবে। ঐ সকল ব্যক্তির প্রায়শঃ জ্বর হইলে, তদ্দ্বারা শরীর ক্রমশঃ কৃশ হইতে থাকে; অতএব যাহাতে জ্বর-নিবৃত্তি হয় অথচ কৃশতা উপস্থিত হইতে না পারে, তাদৃশ ঔষধ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আয়ুর্ব্বেদীয় একই ঔষধ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় অনুপান-বিশেষে প্রয়োগ করিলে, তদ্দ্বারা নানা উপসর্গের প্রতীকার হয়, সুতরাং ঐ অবস্থায় জ্বরাধিকারোক্ত জ্বরাশনিলৌহ, মহারাজবটী, বৃহৎ বিষমজ্বরারিরস বা পুটপক্ব বিষমজ্বরান্তকলৌহ প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে ব্যবস্থা করিলেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধ হইতে পারে।

ক্ষতজ ও ক্ষয়কাস দীর্ঘকালজাত হইলে, জ্বরাদি উপদ্রব সহকারে অত্যন্ত কষ্টকর হয়, পরন্তু, উহারা যক্ষ্মাকাসে পরিণত হইয়া থাকে, সুতরাং ক্ষয়কাস ও ক্ষতজকাস দীর্ঘকালজাত এবং রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে, কাস-নিবারক অথচ পুষ্টিজনক ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ প্রদান করিবে এবং তৎসঙ্গে ছাগ-মাংসযূষ বা কুক্কুটযূষ পথ্য প্রদান করিবে। ঐ অবস্থায় শ্লেষ্মা ও তৎসঙ্গে রক্তাদি অধিক নির্গত হইলে, কাঞ্চনাভ্র, সার্ব্বভৌমরস ও নিত্যোদয়রস প্রয়োগ করিবে। কাসের সঙ্গে রক্ত নির্গত হইলে, বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড, বৃহৎ বাসাবলেহ বা শর্করাদ্যলৌহ প্রভৃতি যক্ষ্মারোগে বক্ষ্যমান ঔষধ সেবন করাইবে। রোগীর জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, তাহার প্রতীকার করা বিশেষ আবশ্যক. জ্বরাধিকারোক্ত মহারাজবটী, জ্বরমাতঙ্গকেশরী বা বৃহৎ চূড়ামণিরস প্রভৃতি ঔষধ কাসের পুরাতন অবস্থায় জ্বরবিনাশার্থ প্রদান করা যায়।

জরাকাস অর্থাৎ বার্দ্ধক্যজনিত কাস অতি কষ্টকর, ইহা একেবারে নিবৃত্ত হয় না, বিবিধ ঔষধ প্রয়োগে যাপ্য থাকে, কিন্তু, সামান্য অহিতাচরণবশতঃ পুনরায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। অনেকের কাসের সহিত জ্বর বিদ্যমান থাকে, এমত অবস্থায় বাতাদিদোষ বিবেচনা করিয়া রোগীকে ঔষধ এবং পুষ্টিকর

খাদ্য প্রদান বিশেষ আবশ্যক। জ্বরের হ্রাস বৃদ্ধি এবং বাতাদিদোষবিশেষের প্রবলতা বিবেচনা করিয়া জ্বরঘ্ন ঔষধ এবং পুরাতন কাস ও ক্ষয়কাস রোগে নির্দ্দিষ্ট ঔষধসমূহ যথা—সার্ব্বভৌমরস, শৃঙ্গারাভ্র, বসন্ততিলক, পুষ্পায়ুধরস, নিত্যোদয়রস, কণ্টকার্য্যাদি অবলেহ, দশমূলষট্পলকঘৃত, ছাগলাদ্যঘৃত বা চ্যবনপ্রাশ প্রভৃতি অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে। বার্দ্ধক্যজনিত কাসরোগে বল ও পুষ্টিকর ঔষধসমূহ এবং পথ্য-প্রয়োগ বিশেষ আবশ্যক, কিন্তু, জ্বরসত্ত্বে কোনও প্রকার ঘৃত বা চ্যবনপ্রাশ ব্যবস্থেয় নহে।

সমস্ত কাসরোগে ধূমপান, শারীরিক কঠোর পরিশ্রম ও রুক্ষান্ন সেবন প্রভৃতি পরিত্যাগ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

কাসরোগে—ঔষধ।

পঞ্চমূলাদিক্বাথ*। বাতজ কাসরোগে কাস শুষ্ক হইলে এবং রোগীর পার্শ্বদ্বয়ে ও মস্তকে বেবনা এবং স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া উহাতে পিপুলচূর্ণ ৵০ দুই আনা প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ক্বাথ বাতজকাসে অত্যন্ত উপকারী; জ্বর, বিদ্যমানেও প্রয়োগ করা যায় এবং উপকার হয়।

* পঞ্চমূলাদিক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহৌষধাদিলেহ। বাতজকাসরোগে কাস শুষ্ক হইলে এবং রোগীর পার্শ্বে, মস্তকে বা বক্ষঃস্থলে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে তিল তৈলের সহিত চাটিয়া সেবন করিতে দিবে।

মহৌষধাদিলেহ। শুঁঠ, দুরালভা, কাকড়াশৃঙ্গী, দ্রাক্ষা, শঠীর পালো ও ইক্ষুচিনি; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ দুই আনা বা ।০ চারি আনা।

বৃহত্যাদিক্বাথ। পৈত্তিককাসে মুখের তিক্তাস্বাদ, জ্বর ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ক্বাথ সিদ্ধ করতঃ উহাতে ইক্ষুচিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বৃহত্যাদিক্বাথ। বৃহতী, কণ্টকারী, কিস্‌মিস্, বাসক, শটী, বালা, শুঁঠ ও পিপুল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বলাদ্যক্বাথ। পৈত্তিককাসে রোগীর জ্বর, মুখের তিক্ততা,

কাসের বেগবশতঃ বমন ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ক্বাথ সিদ্ধকরতঃ উহাতে ইক্ষুচিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বলাদ্যক্বাথ। বেড়েলা, বৃহতী, কণ্টকারী, বাসকছাল ও কিস্‌মিস্; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

দ্রাক্ষাদ্যবলেহ। পৈত্তিককাসে কফের অনুবন্ধ দৃষ্ট হইলে- অর্থাৎ কাসে গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গত এবং দেহের গুরুতা বোধ হইলে, বিশেষতঃ রোগীর মুখ তিক্ত ও পুনঃ পুনঃ কাসের বেগবশতঃ বমন হইলে, এই ঔষধ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে।

দ্রাক্ষাদ্যবলেহ। কিস্‌মিস্, আমলকী, পিণ্ডীখর্জ্জুর, পিপুল ও মরিচচূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵৹ দুই আনা হইতে ।৹ চারি আনা।

শট্যাদিযোগ। পৈত্তিককাসে মুখের তিক্ততা, কাসের বেগবশতঃ বমন এবং দাহ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে ঘৃতের সহিত সেবন করিতে দিবে।

শট্যাদিযোগ। শটী, বালা, কণ্টকারী, ইক্ষুচিনি ও শুঠ সমভাগে লইয়া জলে পেষণ পূর্ব্বক উহাতে জল মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রখণ্ডে ছাকিয়া লইবে।

দশমূলক্বাথ। কফজকাসে রোগীর মাথায় বেদনা, দেহে- ভারবোধ, আহারে অরুচি ও মুখ হইতে ঘনশ্লেষ্মা নির্গত প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর ও পার্শ্বে বেদনা অনুভূত হইলে, এই ক্বাথে পিপুল- চূর্ণ ৵৹ দুই আনা বা ।৹ চারি আনা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

দশমূলক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পুষ্করাদিক্বাথ। কফজ কাসরোগে রোগীর মাথায় ভার, আহারে অরুচি ও শরীর ভারবোধ এবং তৎসঙ্গে জ্বর ও শ্বাসের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, এই ক্বাথ তাহাকে প্রাতঃকালে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিতে দিবে। জ্বরে কাসের সঙ্গে শ্বাসের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, এই ক্বাথ সেবন করান যায়।

পুষ্করাদি ক্বাথ। কুড়, কট্‌ফল, বামনহাটী, শুঠ ও পিপুল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

ককুভাদ্যযোগ। ক্ষতজকাস বা ক্ষয়কাসরোগে রোগীর কাশের সহিত পূয-সংযুক্ত রক্ত অথবা কেবল রক্ত নির্গত হইলে, এই ঔষধ ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

ককুভাদ্যযোগ। অর্জ্জুনছাল চূর্ণ করিয়া তাহাকে বাসক-রস দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিবে। মাত্রা /০ এক আনা বা ৵০ দুই আনা।

পিপ্পল্যাদ্য চূর্ণ। কাসে কেবল শ্লেষ্মা নির্গত হইলে অথবা রোগীর শ্বাসবেগ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া চাটিয়া সেবন করিতে দিবে।

পিপ্পল্যাদ্য চূর্ণ। পিপুল পদ্মকাষ্ঠ, কিস্‌মিস্ ও বৃহতীফল; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ দুই আনা।

মরিচাদ্য চূর্ণ। বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক কাসের লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে অথবা ক্ষতজ ও ক্ষয়কাসে রোগীর মুখ হইতে রক্ত বা পূয-মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে, এই চূর্ণ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা কাসের সহিত জ্বরাদি অনুভূত হইলেও, সেবন করান যায়।

মরিচাদ্যচূর্ণ। মরিচচূর্ণ ২ তোলা, পিপুলচূর্ণ ১ তোলা, অম্লদাড়িমবীজ চূর্ণ ৮ তোলা, পুরাতন গুড় ১৬ তোলা এবং যবক্ষার ১ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা /০ এক আনা।

এলাদিচূর্ণ। পৈত্তিক কাসে রোগীর মুখের তিক্ততা, কাসের বেগবশতঃ বমন ও জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে অথবা ক্ষতজ ও ক্ষয়কাসে রোগীর মুখ হইতে কেবল রক্ত বা পূযমিশ্রিত রক্ত নির্গত হইলে, এই চূর্ণ উষ্ণ জলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা রক্তপিত্তরোগে এবং যক্ষ্মা-রোগেও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। রক্ত নির্গত হইলে, অনুপান—শীতল জল।

এলাদি চূর্ণ। এলাইচ ১ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, নাগেশ্বর ৩ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, সোহাগার খৈ ৫ তোলা, পিপুলচূর্ণ ৬ তোলা এবং ইক্ষুচিনি ২১ তোলা; সমুদয় একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা /০ এক আনা বা ৵০ দুই আনা।

সমশর্করচূর্ণ। কাসরোগীর গাত্রবেদনা, পার্শ্ববেদনা, জ্বর, মুখের তিক্ততা, দাহ এবং ঘনশ্লেষ্মা উদ্গীরণ অথবা কাসের বেগবশতঃ বমন

প্রভৃতি পৈত্তিক এবং শ্লৈষ্মিক কাসের লক্ষণসকল দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ জলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবৰ্দ্ধক; কাসরোগে অগ্নিমান্দ্য এবং উদরাময় বিদ্যমান থাকিলে, ব্যবহৃত হয়। অনুপান—উষ্ণ জল।

সমশর্করচূর্ণ। লবঙ্গ ২ তোলা, জাতিফল ২ তোলা, পিপুল ২ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, শুঁঠ ৩২ তোলা; এই সমুদয় চূর্ণের সমান ইক্ষুচিনি একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵৹ দুই আনা।

তালীশাদ্য চূর্ণ। পৈত্তিক কাসে রোগীর মুখের তিক্ততা, জ্বর, হৃদয়ে দাহ বা কাসের নিরন্তর বেগ বশতঃ বমন এবং শরীর ভারবোধ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে কাসের বেগকালে জলসহ সেবন করিতে দিবে। কাসের প্রবলতাবশতঃ শ্বাস ও অরুচি প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এবং উদরাময়, হৃদ্রোগ ও যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগেও, ইহা সেবন করান যায়।

তালীশাদ্য চূর্ণ। তালীশপত্র ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, শুঁঠ ৩ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, বংশলোচন ৫ তোলা, দারুচিনি ৷৹ তোলা, ছোট এলাইচ ৷৹ তোলা ও ইক্ষুচিনি ৩২ তোলা; এই সমুদয় চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৴৹ এক আনা বা ৵৹ দুই আনা। ইহা বালক ও বৃদ্ধব্যক্তিকে অৰ্দ্ধমাত্রায় সেবন করিতে দিবে।

মনঃশিলাদ্য ধূম। রোগীর নিরন্তর কাস উপস্থিত হইলে এবং কাসের বেগ বশতঃ শ্বাস, বমন ও জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, রোগীকে এই ধূম পান করিতে দিবে এবং ধূমপানান্তে ইক্ষুগুড় মিশ্রিত দুগ্ধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ অল্প বয়স্ক বালকদিগকে সেবন করাইবে না।

মনঃশিলাদ্য ধূম। মনঃশিলা, হরিতাল, যষ্টিমধু, জটামাংসী; মুথা ও ইঙ্গুদী বৃক্ষের ছাল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগীমূত্রে মর্দ্দন পূৰ্ব্বক উহা দ্বারা একখানা বস্ত্র রঞ্জিত করিবে; অনন্তর ঐ বস্ত্রদ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া একটী শরায় স্থাপিত কুল-কাষ্ঠের প্রদীপ্ত অগ্নির উপর রাখিবে এবং ছিদ্র-বিশিষ্ট অপর শরা দ্বারা উহা আবৃত করিবে; এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা ঐ শরার ছিদ্র হইতে যে ধূম বাহির হইবে, তাহা একটি নলদ্বারা টানিতে দিবে।

মনঃশিলা ধূম। রোগীর কাসের প্রবল বেগ প্রকাশ পাইলে এবং কাসের বেগবশতঃ বমন ও শ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, তাহাকে এই ধূম পান করাইয়া গোদুগ্ধ পান করিতে দিবে।

মনঃশিলা ধূম। মনঃশিলা জলে ঘর্ষণ করিয়া উহা কুলের পাতায় মাখিবে এবং রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া কুটিয়া উহার ধূম পান করাইবে।

অগস্ত্যহরীতকী। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক কাসের সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, বিশেষতঃ রোগীর জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধতা ও কাসের প্রকোপবশতঃ শ্বাস, হৃদয়ে বেদনা, কাসের প্রবল বেগ ও অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, দীর্ঘকালব্যাপী কাসে শীর্ণদেহ ব্যক্তির পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন। হৃদ্রোগ ও শ্বাসকাসে এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়।

অগস্ত্যহরীতকী। বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, আলকুশী-বীজ, শঙ্খপুষ্পী, শটী, বেড়েলা, গজপিপ্পলী, আপাঙ্, পিপুলমূল, রক্তচিতা, বামনহাটী ও কুড়; ইহাদের প্রত্যেকে ১৬ তোলা, পুটুলীবদ্ধ যবধান /৮ সের, হরীতকী ১০০টা; এই সমস্ত দুই মণ জলে পাক করিবে, ২০ কুড়ি সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া লইয়া ঐ হরীতকীগুলি, ঘৃত /১ সের ও তিল তৈল /১ সের দ্বারা যথাক্রমে ভাজিয়া পূর্ব্বোক্ত ক্বাথে মিশ্রিত করিবে এবং উহাতে পুরাতন গুড় ১২॥০ সের প্রদান করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে, অগ্নি হইতে নামাইয়া উহাতে পিপুলচূর্ণ অর্দ্ধসের প্রক্ষেপ দিবে এবং শীতল হইলে, উহাতে মধু /১ সের মিশাইবে। মাত্রা—॥০ অর্দ্ধ তোলা ও হরীতকী ১টি।

কণ্টকার্য্যাদি অবলেহ। বাতিক কাসে রোগীর অল্পজ্বর, কাস বা শ্লেষ্মাবিহীন থুথু উদ্গীরণ এবং কাসের প্রকোপজন্য পার্শ্ব ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে এবং ঐ কাস দীর্ঘকালব্যাপী হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে; বিশেষতঃ কাসের প্রকোপবশতঃ শ্বাস প্রবল হইলে, ইহা অত্যন্ত উপকারী। প্রতমক কাস ও হিক্কা প্রভৃতি রোগেও, এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। অনুপান—উষ্ণজল।

কণ্টকার্য্যাদি অবলেহ। কণ্টকারী ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ছাকিয়া লইয়া ঐ ক্বাথ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে; অনন্তর ক্বাথ গাঢ় হইলে, অগ্নি হইতে পাত্র অবতরণ করিয়া গুলঞ্চের পালো, চই, রক্তচিতা, মুথা, কাকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দুরালভা বামনহাটী, রাস্না ও শঠী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, ইক্ষুচিনি ২॥০ সের (১৬০ তোলা

এবং ঘৃত ও তিল-তৈল প্রত্যেকে ৬৪ তোলা, মধু ৩২ তোলা ও বংশলোচন ৩২ তোলা উহাতে প্রদান করিবে। মাত্রা—॥০ অর্দ্ধ তোলা।

বাসাবলেহ। ক্ষতজকাসে বা ক্ষয়কাসে রোগীর কাসের সঙ্গে ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ বা বিশুদ্ধ রক্ত নির্গত অথবা কেবলমাত্র মুখ হইতে রক্ত নিঃসৃত হইলে এবং পার্শ্বে ও হৃদয়ে বেদনা জ্বর ও হৃদয়ে দাহ প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রযোজ্য। বাতশ্লেষ্মপ্রধান কাসরোগে কাসের বেগ-বশতঃ শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। উর্দ্ধগত রক্তপিত্তে মুখ ও নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে রক্ত নির্গত হইলে, ও তৎসঙ্গে জ্বর থাকিলে অথবা শ্বাসকাসরোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উষ্ণজল।

বাসাবলেহ। বাসকপত্রের স্বরস /৪ সের মৃদু অগ্নিতে কিছুক্ষণ পাক করিয়া উহাতে ইক্ষুচিনি /১ এক সের প্রদান পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিয়া পাক করিবে. উভয়ে মিশ্রিত হইয়া গাঢ় হইলে, উহাতে ঘৃত ১৬ তোলা ও পিপুল চূর্ণ ১৬ তোলা যথাক্রমে প্রদান করিয়া আলোড়ন করতঃ পাত্র নামাইবে এবং শীতল হইলে, মধু /১ সের উহাতে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা।০ আনা বা ॥০ আনা।

কাসান্তকরস। শ্লৈষ্মিক কাসরোগে রোগীর গাঢ় বা তরল শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং অল্পদিন সমুৎপন্ন বাতিক কাসে রোগীর হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও উৎকাসি দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। কাসের সহিত জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, তাহাও ইহাতে বিনষ্ট হয়। অনুপান—পানেররস ও মধু অথবা আদাররস ও সৈন্ধবলবণ।

কাসান্তকরস। প্রস্তুতবিধি ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কাসকুঠার। শ্লৈষ্মিক কাসরোগে গাঢ় বা তরলশ্লেষ্মা মুখ হইতে নির্গত হইলে বা বাতিক কাস অল্পদিন প্রকাশ পাইলে এবং ঐ কাসের প্রকোপবশতঃ বক্ষঃস্থল, পার্শ্বদেশ ও মস্তকে বেদনা এবং জ্বর অনুভূত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, আদাররস ও সৈন্ধবলবণ বা তুলসী পাতাররস ও সৈন্ধবলবণ।

কাসকুঠার। প্রস্তুতবিধি ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অমৃতার্ণবরস। বাতিককাসে রোগীর নিরন্তর কাসের বেগ অথচ শ্লেষ্মাবিহীন থুথুমাত্র নির্গত হইলে এবং রোগীর কাসের বেগবশতঃ হৃদয়, পার্শ্ব ও মস্তক প্রভৃতি স্থানে বেদনা লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে মধুসহ সেবন করিতে দিবে। কাসের সঙ্গে জ্বর থাকিলেও, ইহা প্রয়োগ করা যায়।

অমৃতার্ণবরস। পারদ, গন্ধক, লৌহ, সোহাগার খৈ, রাস্না, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দেবদারু, রক্তচিতা, পদ্মগুলঞ্চের পালো, পদ্মকাষ্ঠ, মধু ও বিষ; এই সকল দ্রব্য, সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

পঞ্চামৃত রস। বাতিক কাসে রোগীর নিরন্তর কাসের বেগ এবং শ্লেষ্মাবিহীন থুথুমাত্র নির্গত হইলে ও কাসের বেগবশতঃ হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। কাসের বেগবশতঃ শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলেও, ইহা সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—বহেড়া-ঘসা ও মধু।

পঞ্চামৃত রস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, তাম্র ২ তোলা, মরিচ ১০ তোলা, অভ্র ৪ তোলা ও বিষ ১ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়া লেবুর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী- ১ রতি।

পুরন্দর বটী। বাতিক কাসে রোগীর প্রবল কাসের বেগ অথচ শ্লেষ্মা উদ্গীরণ না হইলে এবং হৃদয়ে ও বক্ষঃস্থলে বেদনা ও কাসের বেগবশতঃ শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে আদাররস ও মধু-সহ সেবন করিতে দিবে।

পুরন্দরবটী। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা এবং শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা একত্র ছাগী দুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া ছাগীদুগ্ধে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

চন্দ্রামৃতরস। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক কাসে রোগীর নিরন্তর কাসের বেগ অথচ গাঢ় বা তরল শ্লেষ্মা অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে এবং মুখের তিক্ততা, তৃষ্ণা ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। যাহাদের কাসের প্রকোপ বশতঃ হৃদয়ে এবং

বক্ষঃস্থলে বেদনা ও কাসের সঙ্গে রক্ত নির্গত ও শ্বাস লক্ষিত হয়, তাহাদিগকেও, ইহা সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—পানের রস ও মধু বা বাসক পাতার রস ও মধু অথবা পিপুলচূর্ণ ও মধু। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও সৈন্ধবলবণ।

চন্দ্রামৃত রস। প্রস্তুতবিধি ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কাসসংহারভৈরব রস। বাতিককাসে রোগীর শ্লেষ্মাবিহীন থুথু উদ্গীরণ হইলে এবং কাসের প্রকোপবশতঃ শ্বাসের প্রবলতা, জীর্ণজ্বর ও হৃদয়, পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং পৈত্তিক কাসে রোগীর মুখের তিক্ততা, পিপাসা ও অন্যান্য উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ ঐ কাস দীর্ঘকালোৎপন্ন হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে।—অনুপান —বাসক, শুঁঠ ও কণ্টকারী প্রত্যেকে দশ আনা লইয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ।

কাসসংহারভৈরব রস। পারদ, গন্ধক, অমৃতীকরণবিধান অনুসারে তাম্রভস্ম, অভ্র, শঙ্খ-ভস্ম, সোহাগার খৈ, লৌহ, মরিচ, কুড়, তালীশপত্র, জাতীফল ও লবঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া থুলকুড়ি, কেশুর্ণে, নিসিন্দা, কাকমাচী, ঘলঘসিয়া, শালপাণী, গীমা, বামনহাটী, হরীতকী ও বাসক; ইহাদের প্রত্যেকের রস দ্বারা যথাক্রমে ভাবনা দিবে। বটী ৫ রত্তি।

পিত্তকাসান্তক রস। পৈত্তিক কাসে রোগীর মুখে তিক্ততা, জ্বর ও পিপাসা প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ বাসক পত্রের রস ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে অগ্নিমান্দ্য ও কাসের সঙ্গে শ্বাসের প্রকোপ থাকিলে, তাহাও নষ্ট হয়।

পিত্তকাসান্তক রস। অমৃতীকরণবিধি অনুসারে তাম্রভস্ম, অভ্র ও কান্তলৌহ সমভাগে লইয়া কালকাসুন্দেছালের রস, বকপুষ্প ও অম্লবেতসের রসে যথাক্রমে ১ দিন মর্দ্দন করিবে। বটী ৬ রত্তি।

চন্দ্রামৃতলৌহ। পৈত্তিক কাসে রোগীর মুখের তিক্ততা, বিশেষতঃ পিপাসা ও বমন প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে এবং ক্ষতজ কাস-রোগে বাতপিত্তাধিক রোগীর রক্তবমন ও অন্যান্য লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ

তাহাকে বাসকপাতার রস ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে। রক্তবমন হইলে, কচি দুর্ব্বার রস ও মধু সহ প্রযোজ্য।

চন্দ্রামৃত লৌহ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ হরীতকী, আমলা, বহেড়া, ধনে, চই, জীরা ও সৈন্ধব-লবণ; এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং মনঃশিলা দ্বারা জারিত লৌহ সর্ব্ব সমান, সমস্ত একত্র-জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

বৃহৎ রসেন্দ্রগুড়িকা। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও ক্ষতজনিতকাসে রোগীর জীর্ণজ্বর, দাহ, পিপাসা, মুখশোষ, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাসের প্রবলতা এবং হৃদয়ে ও বক্ষঃস্থলে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, বিশেষতঃ রোগীর কাস দীর্ঘকাল হইতে প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে আদার রস ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনকালে ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জনাদি সেব্য।

বৃহৎ রসেন্দ্রগুড়িকা। পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, তাম্র, হরিতাল, বিষ, মনঃশিলা, যবক্ষার সাজিমাটী, সোহাগার খৈ, ধুস্তুরবীজ ও মরিচ; এই সমুদয় সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া জয়ন্তী, চিতামূল, মান, ঘেঁটুকোল, থুলকুড়ী, সিদ্ধিপত্র, কেশুর্য্যা, ভৃঙ্গরাজ, আদা ও নিসিন্দা-পাতা; ইহাদের প্রত্যেকের রসে যথাক্রমে ভাবনা দিবে। বটী—মটর প্রমাণ।

শৃঙ্গারাভ্র ও সার্ব্বভৌম রস। শ্লৈষ্মিককাসে, পৈত্তিক কাসে ও ক্ষয়কাসে রোগীর গাঢ় শ্লেষ্মা অথবা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত এবং মুখের স্বাদ মধুর বা তিক্ত বোধ হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। কাসের প্রকোপকালে রোগীর জ্বর, পার্শ্বশূল, হৃৎশূল ও শরীরের কৃশতা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলেও, ইহা সেবন করান যাইতে পারে। যাহাদের কাসরোগে অগ্নি দুর্ব্বল এবং মুখ হইতে দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত, বমন ও শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হয়, তাহাদিগকেও, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা অত্যন্ত বলবর্দ্ধক, যক্ষ্মারোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই ঔষধ সেবনে শ্লেষ্মা ক্রমশঃ পরিপাক হইতে থাকে ও কাসের বেগ হ্রাস হইয়া আইসে। বাতশ্লেষ্মাপ্রধান কাসরোগীর পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—আদার রস ও মধু বা পানের রস ও মধু অথবা বাসক পত্রের রস ও মধু।

শৃঙ্গারাভ্র ও সার্ব্বভৌমরস। অভ্র ১৩ তোলা এবং কর্পূর, জয়িত্রী, বালা, গজপিপ্পলী, তেজপাতা, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশপত্র, দারুচিনি, নাগেশ্বর, কুড় ও ধাইফুল; ইহাদের প্রত্যেক ৷৹ তোলা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেক ।৹ আনা; এলাইচ, জায়ফল ও গন্ধক; ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা, ও পারদ ৷৹ তোলা; এই সমুদয় দ্রব্যের চূর্ণ মিলিত করিয়া জলে পেষণ করিবে। বটী ২ রতি।

স্বর্ণভস্ম ১ তোলা পরিমাণে লইয়া উক্ত শৃঙ্গারাভ্রস্থিত অন্যান্য সমস্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করিলে, তাহাকে সার্ব্বভৌমরস কহে। বটী ২ রতি।

কাসলক্ষ্মীবিলাস। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও ক্ষয়কাসে রোগীর জ্বর, হৃদয় ও পার্শ্বে-বেদনা, শরীরের অত্যন্ত কৃশতা, পুনঃ পুনঃ কাসের-প্রকোপ বশতঃ শ্বাসের প্রবলতা বা মুখ হইতে গাঢ় শ্লেষ্মা নিঃসরণ, মুখের তিক্ততা, দেহের পাণ্ডুতা, প্রমেহ-দোষ অথবা হস্ত বা পদাদি স্থানে শোথ প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনকালে শাক, অম্লদ্রব্য এবং ভাজা-দ্রব্য ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে। পুষ্টিকরদ্রব্য অর্থাৎ দুগ্ধ ও মাংসযূষ প্রভৃতি অবস্থাভেদে রোগীকে ব্যবস্থা করা উচিত। কাসরোগে জীর্ণদেহ ব্যক্তিকে ইহা প্রদান করিলে, বিশেষ উপকার হয়। অনুপান—শীতল জল।

কাসলক্ষ্মীবিলাস। বঙ্গ, লৌহ, অভ্র, অমৃতীকরণ নিয়মানুসারে তাম্রভস্ম, কাঁসা, পারদ, গন্ধক ও হরিতাল; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং খর্পর ৪ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়া কেশুর্য্যারসে ও কুলত্থকলায়ের কাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া পরে উহার সহিত এলাইচ, জাতীফল, তেজপাতা, লবঙ্গ, যমানী, জীরা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, তগরপাদুকা, দারুচিনি ও বংশলোচন; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া পুনরায় কেশুর্য্যে ও কুলত্থকলায়ের কাথে মর্দ্দন করিবে। বটী-বুট প্রমাণ।

বিজয়ভৈরবরস। কাসরোগে রোগীর শ্বাসের প্রবলতা ও কোষ্ঠকাঠিন্য দৃষ্ট হইলে এবং হৃদয়, পার্শ্ব অথবা সর্ব্বাঙ্গে বেদনা প্রকাশ পাইলে, সবল রোগীকে এই ঔষধ প্রদান করিবে। কাসের সহিত জ্বর, প্লীহা বা যকৃৎ-বৃদ্ধি ও পাণ্ডুতা প্রভৃতি দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু, ক্ষয় ও ক্ষতজ কাসরোগীকে এই ঔষধ কদাপি প্রদান করিবে না। অনুপান—আদার রস ও মধু।

বিজয়ভৈরবরস। পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, অভ্র, হরিতাল, বিড়ঙ্গ, রেণুকা, মুথা,

এলাইচ, পিপুলমূল, নাগেশ্বর, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচিতা এবং শোধিত জৈপাল বীজ ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা এবং পুরাতন গুড় ২ তোলা একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রত্তি।

জয়াগুড়িকা। কাসরোগে শ্বাসের প্রবলতা ও কোষ্ঠকাঠিন্য দৃষ্ট হইলে এবং জীর্ণজ্বর, প্রমেহদোষ ও গাত্র-বেদনা প্রভৃতি থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পুরাতন সুতিকারোগে কাস দৃষ্ট হইলে, ইহা প্রয়োগ করা যায়। কাসরোগে পাণ্ডুতা, কামলা, অরুচি, হৃদয়ে-বেদনা এবং প্লীহা বা যকৃৎ-বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগে যথেষ্ট উপকার হয়। ইহা দুর্ব্বল, ক্ষতজ ও ক্ষয়কাসাক্রান্ত ব্যক্তিকে কখনও সেবন করাইবে না। অনুপান—আদার রস ও মধু।

জয়াগুড়িকা। পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, কুড়চিছাল, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর, মুথা, এলাইচ, পিপুলমূল, রেণুকা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচিতা ও শোধিত জৈপাল, বীজ ; ইহাদের প্রত্যেক ১ ভাগ ও পুরাতন গুড় ২ ভাগ ; এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রত্তি।

পুষ্পায়ুধরস। শ্লৈষ্মিক কাসরোগে রোগীর মুখ হইতে গাঢ় শ্লেষ্মা অত্যধিক নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে রোগীর জ্বর, হৃদয় ও পার্শ্ব-প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও শরীরের কৃশতা থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনে শ্লেষ্মা শীঘ্রই পরিপাকপ্রাপ্ত হয় এবং জ্বর ও কাসের বেগ হ্রাস পায় ; সুতরাং কাসের অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা আবশ্যক। শ্বাসের প্রকোপ থাকিলে, সেবন করাইবে না। অনুপান—পানেররস ও মধু।

পুষ্পায়ুধরস। স্বর্ণসিন্দূর, অভ্র, লবঙ্গ, কর্পূর, জাতীফল ও পিপুল ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা এবং ছোট এলাইচ ১ তোলা ও কস্তুরী ।০ অর্দ্ধতোলা ; এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ১০ রত্তি।

কাঞ্চনাভ্ররস। ক্ষয়কাসরোগে রোগীর পূয বা রক্ত-সংযুক্ত শ্লেষ্মা বা কেবলমাত্র শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা, প্রবল জ্বর ও প্রমেহদোষ অর্থাৎ শুক্রক্ষরণ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ পিপুলচূর্ণ ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা বল ও পুষ্টিজনক। এই ঔষধ যক্ষ্মারোগে ব্যবহৃত হয়। পৈত্তিক ও

শ্লৈষ্মিক কাসে রোগীর প্রবল জ্বর ও শরীরের কৃশতা বিদ্যমান থাকিলে, ইহা প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়।

কাঞ্চনাভ্ররস। স্বর্ণ, স্বর্ণসিন্দূর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, হরীতকী, রৌপ্য, কস্তুরী ও মনঃশিলা; ইহাদের প্রত্যেককে সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

তরুণানন্দরস। বাতিক, পৈত্তিক, ক্ষয় ও ক্ষতজকাসে রোগীর শরীর অতি কৃশ হইলে এবং কাসের বেগ বশতঃ শ্বাসের প্রকোপ, তৎসঙ্গে জীর্ণজ্বর এবং স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। বাতিক কাসে মুখ হইতে শ্লেষ্মাবিহীন থুথু ও ক্ষয়কাসে রক্ত বা পূয মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কাসের সঙ্গে অরুচি, কামলা এবং হস্ত পদাদিতে শোথ প্রভৃতি থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। পুরাতন কাসে ইহা অতি উপকারী। শ্বাসকাসরোগেও ইহা প্রয়োগে অনেক স্থলে উপকার পাওয়া যায়।

তরুণানন্দরস। প্রস্তুতবিধি ২১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নিত্যোদয়রস। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিককাস দীর্ঘ-কালব্যাপী হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, অরুচি বা প্রমেহ প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, অথবা ক্ষয়কাসে বা রাজযক্ষ্মারোগে ঐ সমস্ত লক্ষণ থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কাসের প্রকোপ বশতঃ হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং স্বরভঙ্গ প্রভৃতি থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ পুরাতন কাসের সহিত জীর্ণজ্বর, প্রমেহ, পাণ্ডু অথবা কামলা দোষ থাকিলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। ইহা পুষ্টি ও বলবর্দ্ধক। অনুপান—শ্লেষ্মা তরল থাকিলে, পিপুলচূর্ণ ও মধু। শ্লেষ্মা শুষ্ক হইলে ও শ্বাসের প্রবলতা থাকিলে, বাবুই তুলসীপাতার রস ও সৈন্ধবলবণ। কাসের সহিত রক্ত-মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে, বাসক পাতার রস ও মধু।

নিত্যোদয়রস। শোধিত পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া যথা নিয়মে কজ্জলী করিবে। অনন্তর ঐ কজ্জলী ৪ তোলা লইয়া উহাকে বিষছাল, গণিয়ারী, শোণাছাল, গাম্ভারী, পারুল, বেড়েলা, মুথা, পুনর্ণবা, আমলকী, বৃহতী, বাসক, ভুমিকুষ্মাণ্ড ও শতমূলী; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা রস (অভাবে কাথ) দ্বারা ভাবনা দিবে; তৎপরে উহার সহিত স্বর্ণ ।• আনা, রৌপ্য ।• আনা, স্বর্ণমাক্ষিক ।• আনা, অভ্র ৮ তোলা, কর্পূর ৪ তোলা এবং জাতীফল, জাতিত্রী, জটামাংসী তালীশপত্র, ছোট এলাইচ ও লবঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা

মিশ্রিত করিয়া বাসক পত্রের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক পুনরায় ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

বসন্ততিলক রস। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ক্ষয় অথবা ক্ষতজকাসে রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। পূয বা রক্তসংযুক্ত শ্লেষ্মা অথবা অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হইলে কিম্বা কাসের সহিত শ্বাসের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। কাস দীর্ঘকালব্যাপী ও রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে, ঐ সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত রোগীকে এই ঔষধ শরীরের বলরক্ষার্থ সেবন করান আবশ্যক। ইহাতেশারীরিক বল বৃদ্ধি পায়। শ্লেষ্মাধিক বা বাতশ্লেষ্মাধিক ব্যক্তির হৃদ্‌রোগে, প্রতমক শ্বাসরোগে (হাঁপিতে) এবং পুরাতন কাসের সঙ্গে জ্বর ও প্রমেহ-দোষথাকিলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—বাসক পাতার রস ও মধু।

বসন্ততিলকরস। স্বর্ণ ১ তোলা, অভ্র ৩ তোলা, লৌহ ৩ তোলা, স্বর্ণসিন্দূর ৪ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, মুক্তা ৪ তোলা, ও প্রবাল ৪ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক গোক্ষুর কাথ, বাসকপত্ররস ও ইক্ষুরস দ্বারা যথাক্রমে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে; অনন্তর কস্তুরী ১ তোলা ও কর্পূর ১ তোলা উহাতে মিশ্রিত করিবে। বটী ২ রতি।

চ্যবনপ্রাশ। বাতিক কাসরোগ পুরাতন হইলে এবং রোগীর কাসের সহিত শ্বাসের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। যে সকল ব্যক্তির কাসের প্রকোপ বশতঃ শরীর অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ প্রশস্ত। ক্ষতকাস ও ক্ষয়কাস রোগে পূয বা রক্তসংযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং জ্বর ও অন্যান্য উপদ্রব না থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। পুরাতন কাসরোগে বায়ু ও পিত্তপ্রবল শরীরে প্রমেহদোষ বিদ্যমান্ থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করান যায়। বৃদ্ধ ব্যক্তির কাসরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। বালকদিগকেও অবস্থাভেদে প্রয়োগ করা যায়। প্রতমকশ্বাসরোগে (হাঁপি) কৃশ ও দুর্ব্বল বাতপিত্তাধিক ব্যক্তির পক্ষে এবং হৃদ্রোগ ও যক্ষ্মারোগে ইহা প্রযোজ্য। এই ঔষধ অত্যন্ত অগ্নি ও বলবর্দ্ধক এবং পুষ্টিকর। অনুপান—মধু।

চ্যবনপ্রাশ। বিল্বছাল, গণিয়ারীছাল, সোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, বেড়েলা, শালপাণী, চাকুলে, মুগাণী মাষাণী, পিপুল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, কাকড়াশৃঙ্গী ভুঁই-আমলা, দ্রাক্ষা, জীবন্তী, কুড়, অগুরু, হরীতকী, গুলঞ্চ, বেড়েলা, গুলঞ্চ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শঠী,

মুথা, পুনর্ণবা, অশ্বগন্ধা, ছোটএলাইচ, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বাসকছাল, কাকোলী ও কাকজঙ্ঘা, ইহাদের প্রত্যেক ৮ তোলা, পোট্টলীবদ্ধ গোটা সুপক্ক এবং সরস আমলকী ৫০০ শত (৭৸৹ ছটাক), এই সমুদয় ৬৪ সের জলে পাক করিবে এবং ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঐ কাথ বস্ত্রখণ্ডে ছাকিয়া লইবে; অনন্তর আমলকীর বীজগুলি ফেলিয়া চটকাইয়া কাপড়ে ছাকিয়া লইয়া ঐ আমলকীকে গব্য ঘৃত ৪৮ তোলা ও তিল তৈল ৪৮ তোলা উভয় মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ভাজিয়া লইবে। পরে ঐ কাথের সহিত মিছরী ৬।০ সের মিশ্রিত করিয়া ভর্জ্জিত আমলকীর সহিত পাক করিবে; লেহবৎ ঘন হইলে, উহাতে বংশলোচন ৩২ তোলা, পিপুল ১৬ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, তেজপাতা ২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা ও নাগেশ্বর ২ তোলা, এই সমুদয় চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিবে। যখন উহা অঙ্গুলিতে সংলগ্ন না হইবে এবং বটিকাকারে পরিণত করা যাইবে, তখন পাক শেষ হইয়াছে জানিবে। শীতল হইলে, উহাতে মধু ৪৮ তোলা দিবে। মাত্রা।০ হইতে ১ তোলা।

দশমূল ষট্পলকঘৃত। বাতিক কাসরোগের পুরাতন অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য, শরীরের কৃশতা এবং কাসের বেগবশতঃ শ্বাসের প্রকোপ, হৃদয় ও পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এবং শ্লৈষ্মিক কাসের রোগীর শরীরের কৃশতা ও গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গত হইলে, এই ঘৃত সেবন করিতে দিবে। কিন্তু, কাসরোগীর উদরাময়, জ্বর ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই ঘৃত তাহাকে কখনও সেবন করিতে দিবে না। যাহাদিগের অগ্নি সবল অর্থাৎ ঘৃত সেবনে অম্লোদ্গার বা পাতলা দাস্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, কেবলমাত্র তাহাদিগকেই ঘৃতপান ব্যবস্থা করিবে। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

দশমূলষট্পলকঘৃত। গব্য ঘৃত /৪ সের যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ্য দ্রব্য—বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; এই সকল দ্রব্য সমভাবে মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—পিপুল, পিপুলমূল, চই, রক্তচিতা, শুঁঠ, ও যবক্ষার; ইহাদের প্রত্যেক ৮ তোলা। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা।০ আনা বা ॥০ তোলা।

ছাগলাদ্যঘৃত। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক কাসের পুরাতন অবস্থায় রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য, হৃদয়, পার্শ্বদেশে বা অন্যান্য স্থানে বেদনা, শ্বাস ও জীর্ণজ্বর দৃষ্ট হইলে, এই ঘৃত তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ক্ষতজ ও ক্ষয়কাসরোগে শ্লেষ্মাসংযুক্ত পূয বা রক্ত

অথবা শ্লেষ্মাবিহীন রক্ত নির্গত ও রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে, এই ঘৃত সেবন করিতে দিবে। যাঁহাদের কাসের সঙ্গে উদরাময়, প্রবল জ্বর অথবা হস্ত বা পদাদি স্থানে শোথ প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হয়, তাহাদিগকে এই ঘৃত সেবন করাইবে না। এই ঘৃত অত্যন্ত বলবর্দ্ধক ও মাংসবর্দ্ধক। ইহা হৃদ্রোগ ও যক্ষ্মারোগে প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

ছাগলাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ্য দ্রব্য—নপুংসক ছাগমাংস ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, গুলঞ্চ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা। যথানিয়মে পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে, শীতল হইলে ইক্ষুচিনি /১ সের ও মধু /১ সের মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।০ তোলা।

বাসাচন্দনাদি তৈল। পুরাতন কাসরোগে রোগীর শরীর কৃশ এবং তৎসঙ্গে জীর্ণজ্বর, পাণ্ডু বা কামলা প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, এই তৈল তাহার গাত্রে মালিশ করিতে দিবে। কাসের প্রকোপ বশতঃ শ্বাসের প্রবলতা এবং কোষ্ঠবদ্ধতা দৃষ্ট হইলে, এই তৈল ২০।৩০ ফোঁটা মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধের সঙ্গে সেবন করান যাইতে পারে। এই তৈল যক্ষ্মা ও রক্তপিত্তরোগে প্রয়োগ করা যায়। কাসের সঙ্গে জ্বর, শোথ ও উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ প্রবলরূপে প্রকাশ পাইলে, এই তৈল মর্দ্দন ও পান করিতে দিবে না। বাতাধিক ও কৃশ ব্যক্তির পক্ষে এই তৈল উপকারী। বাতিককাস, ক্ষয়কাস, ক্ষতজ কাসও তমকশ্বাসরোগে এই তৈল প্রয়োগে অধিক উপকার পাওয়া যায়।

বাসাচন্দনাদি তৈল। তিলতৈল ১৬ সের, কাথ্যদ্রব্য—বাসকছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। লাক্ষা ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দধির মাত ১৬ সের। রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, বামনহাটীর মূল ও কণ্টকারী; ইহাদের প্রত্যেক /২॥০ সের এবং বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; ইহাদের প্রত্যেক ১৬ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পাক করিবে, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—রক্তচন্দন, রেণুকা, শোধিত খট্টাশী, অশ্বগন্ধা, গন্ধভাদুলে, দারুচিনি এলাইচ, তেজপাতা, পিপুলমূল, নাগেশ্বর, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রাস্না, যষ্টিমধু, শৈলজ, শটী, কুড়, দেবদারু প্রিয়ঙ্গু ও বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেক ৮ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

কাসরোগে—পাণ্ডু ও কামলা চিকিৎসা।

নবায়সলৌহ। পৈত্তিক, ক্ষয়, ক্ষতজ অথবা অন্যান্য কাসে বিবিধ কারণে শরীরের পাণ্ডুতা বা কামলা দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। কাসের সঙ্গে, জ্বর, দাহ, শরীরের কৃশতা এবং পিত্তের প্রকোপ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার হয়।

নবায়স লৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অষ্টাদশাঙ্গলৌহ। কাসরোগে বিবিধ কারণে পাণ্ডু বা কামলা লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে রোগীর উদরাময়, জ্বর, শোথ, প্রমেহ বা অন্যান্য উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বাতপিত্তাশ্রিত কাসে অথবা ক্ষয় ও ক্ষতজ কাসে, কামলা বা পাণ্ডুতা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার হয়।

অষ্টাদশাঙ্গলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কাসরোগে—রক্তবমন-চিকিৎসা।

এলাদিগুড়িকা। ক্ষতজ বা ক্ষয়কাসে রক্তবমন হইলে অথবা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে, এই ঔষধ প্রাতে, মধ্যাহ্নে বা সন্ধ্যায় কিম্বা অবস্থাভেদে প্রত্যহ দুই তিনবার সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণ জল।

এলাদিগুড়িকা। প্রস্তুতবিধি ৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাসাখণ্ড। ক্ষতজ বা ক্ষয়কাসে রোগীর রক্ত বমন বা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে শ্বাসের প্রবলতা, কোষ্ঠকাঠিন্য ও উৎকাসি প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা কাস, প্রতমক শ্বাস, যক্ষ্মা এবং ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে অতি উপকারী, পরন্তু, পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক। অনুপান—জল।

বাসাখণ্ড। বাসকমূলের ছাল ৮০০ তোলা, জল ১০০ সের, শেষ ২৫ সের। এই কাথ ছাকিয়া ইক্ষুচিনি ৮০০ তোলা মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। অনন্তর পাকাবসানে হরীতকী চূর্ণ ৵৮ সের প্রদান করিবে। পাক শেষ হইলে চুলী হইতে পাত্র অবতরণ করিয়া উহাতে পিপুলচূর্ণ ১৬ তোলা এবং দারুচিনি, তেজপাত, এলাইচ ও নাগেশ্বর; ইহাদের প্রত্যেকের

চূর্ণ ৬ তোলা প্রদান করিবে। ঔষধ শীতল হইলে, উহাতে মধু ১ সের মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।॰ আনা বা ॥॰ তোলা।

শর্করাদ্যলৌহ। পিত্ত বা বাতপিত্তপ্রধান রোগীর ক্ষতজ বা ক্ষয়কাসরোগে রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। অনুপান—কচি দূর্ব্বার রস ও মধু।

শর্করাদ্যলৌহ। ইক্ষুচিনি, কৃষ্ণতিলের শাস, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুথা ও রক্তচিতা; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান লৌহ; এই সকল মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ⁄॰ আনা।

শতমূল্যাদ্যলৌহ। বায়ুপিত্তপ্রধান রোগীর পৈত্তিক কাস রোগে বমন এবং শ্লেষ্মা মিশ্রিত রক্তবমন অথবা কেবলমাত্র রক্ত বমন দৃষ্ট হইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—কচি দূর্ব্বার রস ও মধু।

শতমূল্যাদ্যলৌহ। শতমূলী, ইক্ষুচিনি, ধনে, নাগেশ্বর, রক্তচন্দন, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুথা, রক্তচিতা এবং কৃষ্ণতিলের শাস; তহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান লৌহ, মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ৪ রতি।

কাসরোগে—স্বরভঙ্গ-চিকিৎসা।

ভৈরবরস। কাসরোগের প্রথম অবস্থায় স্বরভঙ্গ ও শ্বাসের প্রকোপ থাকিলে এবং গাঢ় শ্লেষ্মা অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

ভৈরবরস। পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খৈ, মরিচ, চৈ ও রক্তচিতা; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া আদার রস দ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

ত্র্যম্বকাভ্র। কাসরোগের পুরাতন অবস্থায় স্বরভঙ্গ ও শ্বাসবেগ দৃষ্ট হইলে, অথবা রক্ত বা পূযসংযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পিপুল চূর্ণ ও মধু।

ত্র্যম্বকাভ্র। অভ্রভস্ম ৮ তোলা লইয়া উহাকে কণ্টকারী, বেড়েলা, গোক্ষুর, ঘৃতকুমারী পিপুলমূল, ভৃঙ্গরাজ, বাসক, কুলপত্র, আমলা, হরিদ্রা ও গুলঞ্চ; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা রসে (অভাবে কাথদ্বারা, পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

কাসরোগে শ্বাসের প্রবলতা, কাসাশ্রিত জীর্ণজ্বর এবং হৃদয় ও পার্শ্বদেশে বেদনা প্রভৃতি উপদ্রবসমূহের চিকিৎসা কাসরোগের নির্দ্দিষ্ট ঔষধে বর্ণিত

হইয়াছে। প্রবল জ্বর, উদরাময়, শোথ এবং যকৃৎ ও প্লীহা-বৃদ্ধি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গ কাসের সঙ্গে বিদ্যমান থাকিলে, তাঁহার চিকিৎসা যথাবিধি করিবে। শোথ ও উদরাময় প্রভৃতি কাসের সহিত দৃষ্ট হইলে, শোথ ও উদরাময়ের চিকিৎসানুসারে তাহার চিকিৎসা করিবে। প্রবল কাসে রোগীর শ্বাসের অত্যধিক বেগ অথচ কোষ্ঠকাঠিন্য বিদ্যমান থাকিলে, বিরেচনার্থ বিজয়ভৈরবরস ও জয়াগুড়িকা প্রভৃতি প্রদান করিবে অথবা অন্যান্য মৃদুবিরেচক ঔষধও অবস্থানুসারে বিবেচনা পূর্ব্বক সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

কাসরোগে—পথ্য।

কাসরোগে শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন, গোধূম, শ্যামাধান্য, যবধান এবং মাষকলায়, মুগ ও কুলথকলায়ের যূষ, গ্রাম্য (ছাগাদি) আনুপ ও মরুদেশজ প্রাণীর মাংসের যূষ, পুরাতন ঘৃত, ছাগদুগ্ধ, ছাগঘৃত, বেতোশাক, কাকমাচী, বেগুন, কচি মূলা, কালকাসুন্দা, সুষুণীশাক, কিস্‌মিস্, তেলাকুচাশাক, ছোলঙ্গলেবু, রসোন, উষ্ণ জল ও ছোট এলাইচ, এই সমস্ত দ্রব্য রোগীর পক্ষে হিতকর। কাসরোগের নূতন অবস্থায় জ্বর বা অন্য কোনও রোগ তৎসঙ্গে বিদ্যমান না থাকিলে, উষ্ণজলে রোগীকে স্নান করান কর্ত্তব্য; ঐ অবস্থায় শীতল জল পান ও শীতল জলে স্নান এবং শীতল অথচ জলীয়াংশ বহুল দ্রব্য অর্থাৎ ইক্ষু, শাকআলু ও শশা প্রভৃতি ফল ও মূল এবং রুক্ষদ্রব্য সেবন কর্ত্তব্য নহে। কাস পুরাতন হইলে, বিশেষতঃ রোগীর শরীর কৃশ হইলে, বাতিক, পৈত্তিক, ক্ষয় ও ক্ষতজ কাসে দুগ্ধ ও মাংসযূষ প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিবে। ক্ষয় ও ক্ষতজ কাসরোগে মৈথুন, রৌদ্র এবং বিরেচক ঔষধ অত্যন্ত অহিতকর।

রাজযক্ষ্মারোগ-চিকিৎসা।

যক্ষ্মারোগের সাধারণ লক্ষণ। স্কন্ধ ও পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, হস্ত ও পদদ্বয়ে অধিক তাপ এবং সর্ব্বদা অবিচ্ছেদী জ্বর; রাজযক্ষ্মারোগের এই তিনটী সাধারণ লক্ষণ।

বাতিক যক্ষ্মার লক্ষণ। স্বরভঙ্গ, স্কন্ধ ও পার্শ্বদেশ সঙ্কোচ এবং শূলবিদ্ধবৎ বেদনা; এই তিনটী বাতিক যক্ষ্মার লক্ষণ।

পৈত্তিক যক্ষ্মার লক্ষণ। জ্বর, দাহ, অতিসার ও মুখ হইতে রক্ত-মিশ্রিত শ্লেষ্মার উদ্গীরণ অথবা রক্তবমন ; এই চারিটী পৈত্তিক যক্ষ্মার লক্ষণ।

শ্লৈষ্মিক যক্ষ্মার লক্ষণ। মাথায় ভারবোধ, অরুচি, কাস, গলায় সুড়্ সুড়্ করা অথবা উৎকাসি ; এই চারিটী শ্লৈষ্মিক যক্ষ্মার লক্ষণ।

ব্যবায়শোষের লক্ষণ। ব্যবায় অর্থাৎ মৈথুনের আধিক্যপ্রযুক্ত যে শোষ অর্থাৎ ক্ষয়রোগ জন্মে, তাহাকে ব্যবায়শোষ কহে। এই রোগে শুক্রক্ষয়জনিত লক্ষণ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ লিঙ্গ ও অণ্ডকোষে বেদনা, মৈথুনে অশক্তি, সহবাসকালে বিলম্বে শুক্রের বা রক্তের নির্গমন, শরীরের পাণ্ডুতা, শুক্রক্ষয়-হেতু বায়ুর প্রকোপবশতঃ মজ্জা, অস্থি, মাংস, মেদ, রক্ত এবং রসধাতু যথাপূর্ব্ব ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে।

শোকজ শোষের লক্ষণ। বন্ধুবিয়োগে সর্ব্বদা চিন্তায় নিমগ্ন ব্যক্তির ক্রমশঃ শোকজ শোষ উৎপন্ন হয়। এই রোগে শরীর ক্রমশঃ শিথিল এবং পাণ্ডুবর্ণ লক্ষিত হয় ও শরীরস্থ ধাতুসমূহ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে।

জরাশোষের লক্ষণ। বার্দ্ধক্যহেতু ক্ষয় উৎপন্ন হইলে, তাহাকে জরাশোষ কহে। জরাশোষাক্রান্ত ব্যক্তির দেহ কৃশ এবং বীর্য্য, বল, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের শক্তি অল্প হয়। শরীরের কম্প, অরুচি, ভগ্নকাংস্যপাত্রবৎ স্বর, শ্লেষ্মাবিহীন শুষ্ক কাস (থুথ্) নিঃসরণ, দেহের গুরুতা, চিত্তের অস্থিরতা, মুখ, নাসিকা ও চক্ষু হইতে জলস্রাব, শুষ্ক মল নির্গমন এবং দেহের রুক্ষতা ; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অধ্বশোষের লক্ষণ। অধিক পথ-ভ্রমণ বশতঃ যে ক্ষয়রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অধ্বশোষ কহে। ঐ সকল ব্যক্তির অঙ্গ শিথিল, দেহের কান্তি ভর্জ্জিত দ্রব্যের ন্যায় রুক্ষ, শরীরের স্পর্শশক্তিহীনতা, ক্লান্তিবোধ এবং কণ্ঠ ও মুখ শুষ্ক হইয়া থাকে।

ব্যায়ামশোষের লক্ষণ। অধিক শারীরিক ব্যায়াম বশতঃ যে ক্ষয়রোগ জন্মে, তাহাকে ব্যায়ামশোষ কহে। এই রোগে পূর্ব্বোক্ত অধ্বশোষের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং ক্ষয়ভিন্ন উরঃক্ষতের অন্যান্য উপসর্গ বিদ্যমান থাকে।

ব্রণশোষের লক্ষণ। কোন স্থানে ব্রণ জন্মিলে, রক্তস্রাব এবং বেদনা ও আহারের অক্ষমতা বশতঃ শোষ হইলে, তাহাকে ব্রণশোষ কহে। এই রোগ অসাধ্য।

উরঃক্ষতের সাধারণ লক্ষণ। ধনুরাকর্ষণ, গুরুভার বহন, উচ্চস্থান হইতে পতন, ধাবমান অশ্বে ও গো প্রভৃতিকে বলপূর্ব্বক ধারণ, প্রশস্ত নদী পার হওয়া, ধাবমান অশ্বের সহিত বেগে গমন, দূরে লম্ফ প্রদান এবং অন্যান্য বিবিধ কারণে বক্ষঃস্থলে ক্ষত হইলে অথবা অত্যধিক স্ত্রী-সহবাস বা রুক্ষ ও অল্পপরিমিত অন্ন ভোজনে বায়ু কুপিত হইলে, উরঃক্ষতরোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে বক্ষঃস্থল ভগ্ন, বিদীর্ণ বা দ্বিধা বিভক্তপ্রায় অনুমিত হয় এবং পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, অঙ্গশোষ ও কম্প উপস্থিত হয়, ক্রমশঃ বীর্য্য, বল, বর্ণ, আহারে অরুচি ও অগ্নিবল নিস্তেজ হইতে থাকে এবং জ্বর, শরীরে বেদনা, মনের গ্লানি ও পাতলা দাস্ত প্রকাশ পায়। কাসের সহিত পচা, দুর্গন্ধ, পীতবর্ণ, গ্রন্থিবৎ ও রক্তসংযুক্ত শ্লেষ্মা অধিক পরিমাণে নির্গত হয়। বক্ষঃক্ষত-হেতু বিশেষতঃ স্ত্রী-সহবাস দ্বারা শুক্র ও ওজোধাতুর ক্ষয় হইলে, উরঃক্ষত রোগীও অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

উরঃক্ষতের বিশিষ্ট লক্ষণ। বক্ষঃস্থলে বেদনা, রক্ত-বমন ও প্রবল কাস, এই সকল লক্ষণ উরঃক্ষতরোগাক্রান্ত ব্যক্তির প্রকাশ পায়।

উরঃক্ষতজাত ক্ষয়রোগের বিশিষ্ট লক্ষণ। শোষাক্রান্ত রোগীর রক্তের সহিত মূত্র নির্গত হয় এবং পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও কটিদেশে বেদনা জন্মে।

রাজযক্ষ্মারোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক যক্ষ্মারোগের সর্ব্বশুদ্ধ এগারটী লক্ষণ একত্র দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ সান্নিপাতিক লক্ষণাক্রান্ত যক্ষ্মারোগী অসাধ্য।

অন্নে অরুচি, জ্বর, শ্বাস, কাস, রক্ত-বমন ও স্বরভঙ্গ; এই ছয়টি লক্ষণা-ক্রান্ত যক্ষ্মারোগ অসাধ্য; অথবা কাস, অতিসার, পার্শ্ববেদনা, স্বরভঙ্গ, অন্নে অরুচি এবং জ্বর; এই ছয়টী লক্ষণাক্রান্ত রোগও অসাধ্য।

কাস, শ্বাস ও রক্তপিত্ত এই তিনটী লক্ষণাক্রান্ত যক্ষ্মারোগ অসাধ্য।

উল্লিখিত ১১ একাদশ বা ছয় অথবা তিনটী লক্ষণাক্রান্ত রোগীর মাংস ও বলক্ষয় হইলে, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে; কিন্তু, রোগী সবল এবং পরিপুষ্ট থাকিলে, উল্লিখিত তিন, ছয় বা একাদশ লক্ষাণাক্রান্ত হইলেও, তাহাকে চিকিৎসা করিবে।

অধিক ভোক্তী অথচ ক্ষয়প্রাপ্ত অতিসারাক্রান্ত এবং মুষ্ক (অণ্ডকোষ) ও উদরে শোথযুক্ত যক্ষ্মারোগীকে পরিত্যাগ করিবে।

যে যক্ষ্মারোগীর চক্ষু রক্তবর্ণ ও অন্ন ভোজনে বিদ্বেষ জন্মে এবং যে রোগী ঊর্দ্ধ-শ্বাসে পীড়িত ও কষ্টসহকারে পুনঃপুনঃ প্রস্রাব করে, সেই সকল যক্ষ্মারোগী বিনষ্ট হয়।

যক্ষ্মারোগীর সহস্র দিন অতীত হইলে, ঐ যক্ষ্মারোগ সাধ্য।

সর্ব্বদা জ্বরবিহীন, বলবান, বমন ও বিরেচনাদি ক্রিয়া-সহিষ্ণু, লোভসংবরণ-সমর্থ, দীপ্তাগ্নি ও অকৃশ ব্যক্তির রোগ সাধ্য।

রাজযক্ষ্মারোগ চিকিৎসা-বিধি।

যক্ষ্মা, ক্ষয় এবং শোষ ইহাদের ধাত্বর্থের প্রভেদ থাকিলেও আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে ঐ তিনটি শব্দ একই রোগার্থ-বাচক। এই ত্রিবিধ শব্দের একই অর্থ শাস্ত্র-কারগণ নির্ণয় করিয়াছেন। বিবিধ কারণে রসাদি ধাতুর যথাক্রমে শোষণ বশতঃ ইহাকে শোষ কহে অর্থাৎ রসধাতুর পথ রুদ্ধ হইলে, তৎপরবর্ত্তী ধাতু-সকল অর্থাৎ রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র যথাক্রমে অনুলোমভাবে শুষ্ক হইতে থাকে; এবং রতিক্রিয়াসক্ত ব্যক্তির ধাতুক্ষয়বশতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী ধাতু সকল প্রতিলোম ভাবে ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে থাকে ও মানব শরীর ক্রমশঃ শুষ্ক হয়, ইহাকে ক্ষয় কহে। ফলতঃ রসাদি ধাতুর অনুলোম ভাবে ক্ষয় এবং শুক্র ও মজ্জা প্রভৃতির প্রতিলোম ভাবে ক্ষয়, এই উভয় কারণেই ক্ষয় অর্থাৎ যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হয়। ব্যবায় শোষের লক্ষণ পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা শুক্র ও মজ্জা প্রভৃতি ধাতুর প্রতিলোম ক্ষয়বশতঃ উৎপন্ন হয়। জরাশোষ, অধ্বশোষ ও শোকজশোষ প্রভৃতি রোগে ধাতুসমূহের ক্ষয় হয়। ব্যায়ামশোষ ও উরঃক্ষত রোগের লক্ষণ প্রায়শঃ তুল্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, উরঃক্ষতরোগে ফুস্ ফুসে ক্ষত হওয়ায় রক্ত বা পূযাদি কাসের সহিত নির্গত হয়, ব্যায়াম

শোষরোগে ফুস্‌ফুসে সেইরূপ ক্ষত না হইলেও, তাহার লক্ষণসকল প্রকাশ পায়। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক যক্ষ্মার প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ রোগারম্ভে প্রকৃত রোগ অনুমান করা অনেক স্থানে কষ্টকর হয়, কারণ রোগারম্ভে লক্ষণ গুলি সম্যকরূপে প্রকাশ পায় না, স্বল্প জ্বর, কাস ও তৎসঙ্গে দুই একটী লক্ষণ-মাত্র প্রকাশ পায়। কাহারও জ্বর, প্রমেহ, উৎকাসি অথবা সর্দ্দির লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং হৃদয়ে ও স্কন্ধদেশে সামান্য বেদনা অনুমিত হয়, সর্দ্দি ও কাস ক্রমশঃ গাঢ় হয়। তৎসঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাসের বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়, কাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কাসে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হয়, ঐ শ্লেষ্মা কাহারও রোগের আক্রমণের সঙ্গে গাঢ় হয়, ক্রমশঃ শ্লেষ্মা ঈষৎ পীতবর্ণ ধারণ করে, আবার কাহারও শ্লেষ্মা সম্পূর্ণ হরিদ্রাভ লক্ষিত হয়, উহা দেখিতে পক্ক-শ্লেষ্মাবৎ প্রতীয়মান হয়, শরীরও তৎসঙ্গে শীর্ণ হইতে থাকে এবং জ্বর বৃদ্ধি পায়, অনেক স্থানে শ্লেষ্মা ক্রমশঃ ঘন হইতে দেখা যায়, কফের আধিক্য বশতঃ কাহারও শ্লেষ্মা রাত্রিকালে অধিক পরিমাণে নির্গত হয়, অবস্থাবিশেষে কাসের বেগবশতঃ রোগীর বমন লক্ষিত হয়, বাতাদি দোষভেদে কাসের বেগ-বশতঃ রক্ত-মিশ্রিত শ্লেষ্মা দৃষ্ট হয়, রোগের প্রকোপের সঙ্গে ক্রমশঃ রক্ত এবং শ্লেষ্মা উভয় অধিক পরিমাণে নির্গত হয়; সকল অবস্থায় রক্ত নির্গত হয় না, বাতাদি দোষভেদে বিশুদ্ধ শ্লেষ্মা, রক্ত-মিশ্রিত শ্লেষ্মা বা অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হয় এবং স্বরভঙ্গ, শ্বাসের প্রবলতা ও স্কন্ধদেশে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। সাধারণতঃ যক্ষ্মারোগে নিয়ত জ্বর, গলায় সুড়্ সুড়্ করা, সর্ব্বদা গ্লানিবোধ, স্কন্ধদেশে ও পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, কাসের বেগকালে অল্প বা অধিক শ্লেষ্মার নিঃসরণ অথবা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মার নিঃসরণ ও শরীরের কৃশতা; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। অন্যান্য যে সমস্ত লক্ষণ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, দোষের হ্রাসবৃদ্ধি বশতঃ ঐ সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে, রোগের বৃদ্ধির অবস্থায় জ্বর ও ফুস্‌ফুসের পীড়ার আধিক্য হয় এবং প্রমেহদোষ, মূত্রাধিক্য বা প্রস্রাবে খড়িগোলার ন্যায় পূর্ব্বোক্ত চিহ্ন প্রভৃতি প্রকাশ পায়।

ব্যবায়শোষ ও ব্যায়ামশোষ প্রভৃতি রোগে প্রাগুক্ত লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়, ঐ সমস্ত শোষ অর্থাৎ ক্ষয়রোগে জ্বর, কাস ও শরীরের কৃশতা ক্রমশঃ

লক্ষিত হয়, অনন্তর রোগ-বৃদ্ধির সঙ্গে বিবিধ অরিষ্ট লক্ষণ অর্থাৎ উদরাময়, শোথ ও অরুচি প্রভৃতি প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন রোগ অসাধ্য হইয়া পড়ে। যক্ষ্মারোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, জ্বরের প্রবলতা, কাস ও তৎসঙ্গে শ্বাসের প্রবলতা, স্কন্ধদেশে বেদনা, অগ্নিমান্দ্য, উদরাময়, শোথ ও প্রমেহদোষ ইত্যাদি লক্ষণ দোষভেদে প্রকাশ পাইয়া থাকে। রক্তপিত্ত-রোগেও ঐ সমস্ত লক্ষণের অনেকগুলি ক্রমশঃ প্রকাশ পায়, কিন্তু, বক্ষ্যমান রক্তপিত্তের লক্ষণসমূহ দ্বারা যক্ষ্মারোগের বিশেষত্ব নির্ব্বাচন করিয়া লক্ষণভেদে অর্থাৎ যাহাতে জ্বর নিবৃত্ত থাকে ও অন্যান্য উপসর্গ সমূহ ক্রমশঃ হ্রাস পায়, এরূপ ঔষধ প্রদান করিবে। যক্ষ্মারোগে জ্বরই প্রধান উপদ্রব, ঐ জ্বর সর্ব্বদাই হ্রাসবৃদ্ধি ক্রমে প্রকাশ পাইয়া থাকে; সুতরাং জ্বরাদি উপদ্রবনাশার্থ ঔষধ প্রয়োগ একান্ত কর্ত্তব্য; উপদ্রব নাশ হইলে, মুখ্যরোগ-নাশক ঔষধ প্রদান করিবে।

যক্ষ্মারোগে-জ্বর। যক্ষ্মারোগে জ্বর-নিবারণার্থ কাঞ্চনাভ্ররস, বৃহৎবসন্ততিলক, রাজমৃগাঙ্ক কিম্বা কনকসুন্দররস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে রোগীকে সেবন করিতে দিবে, কিন্তু, জ্বর প্রবল হইলে, কেবল-মাত্র ঐ সমস্ত ঔষধের উপর নির্ভর না করিয়া ঐ সমস্ত ঔষধ এবং জ্বরাধিকা-রোক্ত মহারাজ-বটী, বৃহৎ কস্তুরীভৈরব (ভাবনার), জ্বরমাতঙ্গকেশরী বা বৃহৎচূড়ামণি প্রভৃতি ঔষধও প্রদান করিবে; জ্বরাধিকারে মধ্যজ্বর ও জীর্ণজ্বর-চিকিৎসা বাতশ্লেষ্মনাশক অথচ ধাতুপোষক যে সমস্ত ঔষধ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই বিবেচনা পূর্ব্বক প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য; যেহেতু যক্ষ্মারোগে জ্বর প্রবল ও শ্লেষ্মদোষ সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে। পুরাতন অবস্থায় জ্বর হ্রাস পাইলে এবং বায়ু ও পিত্তের আধিক্য দৃষ্ট হইলে অথবা জ্বর সময় বিশেষে প্রকাশ পাইলে, বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ ও জয়মঙ্গলরস প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করা যায়, কিন্তু যক্ষ্মারোগীর জ্বর-বেগ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া ঐ সমস্ত ঔষধ সেবন করান আবশ্যক। মুখ্যরোগনিবৃত্তির সহিত রোগীর জ্বরের বেগ সময় সময় হ্রাস পায় বটে; কিন্তু, তজ্জন্য ঔদাস্য প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। এই রোগে জ্বর নিবারণার্থ অত্যন্ত তীক্ষ্ণবীর্য্য বা অধিক বিষাক্ত দ্রব্যে প্রস্তুত মৃত্যুঞ্জয়রস, শম্ভুনাথ রস ও জ্বরকুলান্তক প্রভৃতি ঔষধ কখনও রোগীকে

সেবন করাইবে না; অথবা রোগীকে লঙ্ঘন (উপবাস) করাইয়া জ্বর হ্রাস করিবার চেষ্টা করিবে না, যেহেতু ক্ষয় নিবৃত্তি না হইলে, জ্বর কদাপি নিবৃত্তি হয় না, পরন্তু তীক্ষ্ণ ঔষধ প্রয়োগ বা উপবাস দ্বারা ক্ষয়রোগীর বিষম অনিষ্ট ঘটে। জ্বর বিদ্যমান থাকিলেও, বল রক্ষার্থ অন্ন, মাংসযূষ ও দুগ্ধ সর্ব্বতোভাবে প্রদান কর্ত্তব্য। অবস্থাবিশেষে রাত্রে দুগ্ধ ও রুটী প্রদান করিবে।

যক্ষ্মারোগে-রক্তবমন। রক্তবমন যক্ষ্মারোগের একটী প্রধান উপদ্রব, পিত্তের আধিক্য বশতঃ ঐরূপ বমন হয়; তবে সমস্ত যক্ষ্মা-রোগীর রক্ত-বমন হয় না। অনেকস্থলে রক্ত শ্লেষ্মার সহিত মিশ্রিত থাকে অর্থাৎ কাসের সঙ্গে রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া থাকে, এমতাবস্থায় উহা রক্তপিত্ত কি যক্ষ্মারোগ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে, যেহেতু উর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে কফ-সংযুক্ত রক্ত নির্গত হয় এবং শ্বাস কাস ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব সকল বিদ্যমান থাকে। এমতাবস্থায় জ্বরের সর্ব্বদা বেগ ও স্কন্ধদেশে বেদনা প্রভৃতি বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা উভয় রোগের মধ্যে ভেদ নিরূপণ করিবে; কিন্তু রোগের লক্ষণসমূহ সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত না হইলে এবং রোগ নিরূপণ করিতে না পারিলে, যাহাতে উভয় রোগের নিবৃত্তি হয়, এইরূপ ঔষধ প্রদান করিবে। শাস্ত্রোক্ত কতকগুলি ঔষধ উভয়রোগ নিবর্ত্তক, সুতরাং শ্লেষ্মামিশ্রিত রক্তবমন দৃষ্ট হইলে, এলাদি-গুড়িকা, বাসাবলেহ, বৃহৎ বাসাবলেহ এবং অবস্থাভেদে বাসাখণ্ড, শর্করাদ্যলৌহ ও পিত্তান্তকরস, প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিবে। পুনঃ পুনঃ সমধিক রক্ত নির্গমন নিবৃত্তি করিবার জন্য ঐ সমস্ত ঔষধ এবং বিবিধ মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু বাহ্য শীতল দ্রব্য প্রয়োগ বা পানার্থ শৈত্যগুণবিশিষ্ট তরল দ্রব্য প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। শৈত্যদ্রব্য প্রয়োগে জ্বরবেগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় ও তৎসঙ্গে কাস, কফ, বৃদ্ধি পাইলে, বিপদ ঘটিতে পারে। শ্লেষ্মামিশ্রিত রক্ত অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে, রোগী অল্পদিনের মধ্যে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে পারে; সুতরাং তাহা নিবারণার্থ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। রোগীর জ্বরবেগ কম হইলে এবং অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হইলে, বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড বা কুষ্মাণ্ডখণ্ড পিত্তাধিক্য অবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ঐ সমস্ত ঔষধের পিত্ত-নাশক ও

রক্তরোধক উভয় গুণ বিদ্যমান সত্ত্বেও, কিঞ্চিৎ শৈত্যগুণ থাকায় জ্বরের প্রবলাবস্থায় প্রদান করা যুক্তিযুক্ত নহে।

যক্ষ্মারোগে শ্বাস। যক্ষ্মারোগে কাসের সঙ্গে শ্বাসেরও প্রবলতা দৃষ্ট হয়, যাহাদের কাসের সঙ্গে রক্ত নির্গত হয়, তাহাদের শ্বাসের বেগ যেমন দৃষ্ট হয়, যাহাদের রক্তবিহীন শ্লেষ্মা নির্গত হয়, তাহাদেরও তাদৃশ শ্বাসের প্রকোপ হইয়া থাকে, এই শ্বাস প্রশ্বাস সময়বিশেষে অতি বলবান্ হইয়া পড়ে, এমন কি শ্বাস সংরুদ্ধপ্রায় অনুমিত হয়, তখন রোগীকে দেখিলে সদ্যঃ মরণোন্মুখ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু ক্ষণকাল পরে ঐ শ্বাসবেগ পুনরায় কিয়দংশে হ্রাস পায়, এই শ্বাসের আশু প্রতীকারার্থ ঔষধ প্রয়োগ করিলেও, বিশেষ উপকার হয় না, রোগ যতই বলবান্ হয় শ্বাসের বেগও ততই প্রবল হয়, রোগ হ্রাস না পাইলে, শ্বাসের জন্য যতই ঔষধ প্রদান করা যায়, উহা দ্বারা বিশেষ কোন উপকার পাওয়া যায় না; এই অবস্থায় শ্বাসকাসচিন্তামণি, শ্বাসকুঠার বা অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং অবস্থা-বিশেষে বিবিধ মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করা যায়। কাসের জন্য শ্বাসের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; যেহেতু শ্বাস, কাসেরই আশ্রিত; কাস হ্রাস পাইলে, তৎসঙ্গে শ্বাসও হ্রাস পায়; সুতরাং বাসাবলেহ, বৃহৎ বাসাবলেহ, বাসাখণ্ড, নিত্যোদয়রস ও তরুণানন্দ প্রভৃতি শ্বাস ও কাস উভয় নিবর্ত্তক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। শ্বাসের অত্যন্ত প্রবলতা দেখিতে পাইলে, পূর্ব্বোক্ত শ্বাসকুঠার প্রভৃতি প্রযোজ্য। শ্বাস কাসের আশ্রিত; সুতরাং উল্লিখিত কাসের ঔষধ সর্ব্বদা প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

যক্ষ্মারোগে-কাস। যক্ষ্মারোগে বিবিধ প্রকারের কাস দৃষ্ট হয়, রক্তমিলিত শ্লেষ্মা, শ্লেষ্মার সহিত রক্তকণা বা পূয নির্গমন, অথবা পুনঃ পুনঃ অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মার উদ্গীরণ, স্বরবিকৃতি বা দুর্গন্ধ লক্ষিত হয়। উরঃক্ষতরোগে পূযাদি-মিশ্রিত শ্লেষ্মা অধিকাংশ লক্ষিত হয়, অন্যান্য শোষরোগেও প্রথমতঃ কাসের স্বল্পবেগ প্রকাশ পায়; কিন্তু কালবিলম্বে উহা প্রাণনাশক হইয়া থাকে; সুতরাং যক্ষ্মারোগে কাসে রক্তাদির উদ্গীরণ পর্য্যালোচনা করিয়া কাসের চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ কাসে রক্তের ভাগ অধিক হইলে, বাসবলেহ, বৃহৎ বাসবলেহ প্রভৃতি ঔষধ এবং কেবলমাত্র শ্লেষ্মা অধিক পরিমাণে

নির্গত হইলে শৃঙ্গারাভ্র, বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্র অথবা সার্ব্বভৌমরস প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিবে। কাসের হ্রাস হইলে, যথাবিধানে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। যক্ষ্মারোগে জ্বরাদি উপদ্রব-চিকিৎসার সহিত কাসেরও চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। যক্ষ্মারোগে যে সমস্ত ঔষধ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ঐ সমস্ত ঔষধের মধ্যে অনেক-গুলি ঔষধ মুখ্য রোগ ও উপদ্রব উভয় নাশক। রোগারম্ভ কালে কাস ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব প্রবলরূপে প্রকাশ পাইলে, যে সমস্ত ঔষধে উপদ্রবসমূহ ও মুখ্য রোগ অর্থাৎ ক্ষয় উভয়ই বিনষ্ট হয়, তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক ঔষধ প্রয়োগ অত্যন্ত আবশ্যক, এমতাবস্থায় কনকসুন্দররস, কাঞ্চনাভ্ররস, বৃহৎ কাঞ্চনাভ্ররস, রাজমৃগাঙ্ক নিত্যোদয়রস বা বৃহৎ বসন্ততিলক প্রভৃতি যক্ষ্মারোগে নির্দ্দিষ্ট ঔষধসমূহ প্রয়োগ করিবে, কারণ ইহার প্রত্যেক ঔষধই কাস, জ্বর, প্রমেহ ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব-নাশক অথচ ক্ষয় নিবারক, সুতরাং যক্ষ্মারোগে কাস, জ্বর ও মেহ প্রভৃতি উপ দ্রব বিদ্যমান থাকিলে, উপদ্রব ও মুখ্যরোগ নাশক ঐ সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। জ্বর ও রক্ত-বমন প্রভৃতি উপদ্রব বিনষ্ট হইলে বা কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে, মহামৃগাঙ্ক, ক্ষয়কেশরী, কুমুদেশ্বর, চ্যবনপ্রাশ, অমৃতপ্রাসঘৃত, ছাগলাদ্যঘৃত, অশ্ব-গন্ধাঘৃত বা অন্যান্য ঔষধ রোগের অবস্থানুসারে সেবন করাইবে। রসচিকিৎ-সায় উক্ত মহামৃগাঙ্ক প্রভৃতি ঔষধ জ্বরাদি উপদ্রবের প্রবলতাসত্ত্বে ব্যবহার করিলে, তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না, কিন্তু উপদ্রব কথঞ্চিৎ হ্রাস হইলে উহা সমধিক ফলদায়ক হইয়া থাকে। যক্ষ্মারোগে কাঞ্চনাভ্র বা বৃহৎ কাঞ্চনাভ্র প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিলে, ক্ষয় নষ্ট হওয়ায় কাসও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

যক্ষ্মারোগে প্রমেহ। যক্ষ্মারোগে মেহ একটী প্রধান উপ-দ্রব। স্ত্রীসহবাসে আসক্ত ব্যক্তিদিগের ধাতুক্ষয় বশতঃ ব্যবায়শোষ উৎপন্ন হইলে, মেহদোষ বলবান্ হয়। অন্যান্য কারণ বশতঃ যক্ষ্মারোগে মেহদোষ (শুক্রক্ষরণ ও অন্যান্য লক্ষণ) বা মূত্রকৃচ্ছ্রাদি দৃষ্ট হয় এবং তৎসঙ্গে জ্বরাদি উপদ্রবসমূহও বিদ্যমান থাকে। জ্বরাদি উপদ্রব চিকিৎসার ন্যায় মেহরোগের চিকিৎসা কর্ত্তব্য। মেহদোষ নিবারণার্থ রোগীকে বৃহৎ বঙ্গেশ্বর, চন্দ্রকান্তিরস ও অপূর্ব্ব-মালিনী-বসন্ত প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে এবং ধাতুক্ষয় নিবারণার্থ মকরধ্বজ বটী, বৃহৎ মকরধ্বজ বা বসন্তকুসুমাকর রস প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শুক্রক্ষরণ বা ধাতুক্ষয় এই রোগের প্রধান

লক্ষণ। উহা হইতে শরীর ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে থাকে; সুতরাং তাহা নিবারণার্থ বিশেষ চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। মেহরোগে বক্ষ্যমাণ অন্যান্য ঔষধ সকলও বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

যক্ষ্মারোগে বেদনা। যক্ষ্মারোগীর পার্শ্বদেশ, বক্ষঃ, মস্তক ও স্কন্ধ প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পায় ও ঐ বেদনা সময় সময় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তজ্জন্য তাহার পার্শ্বদেশে স্কন্ধে ও মস্তক প্রভৃতি স্থানে বলাদি-প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। ঐ সমস্ত প্রলেপ দ্বারা কিছু সময়ের জন্য বেদনা তিরোহিত হয়, কিন্তু মূলরোগ অর্থাৎ ক্ষয় নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ বেদনা প্রায়শঃ রোগী অনুভব করিয়া থাকে, রোগীর যন্ত্রণা লাঘবের নিমিত্ত ঐ প্রলেপ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

যক্ষ্মারোগে উদরাময়। যক্ষ্মারোগীর জ্বরাদি উপদ্রব প্রবল হইলে অথবা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ঐ সকল উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, তাহার শরীর ক্রমশঃ কৃশ হইতে আরম্ভ হয় এবং শারীরিক বল, বর্ণ ও পাচকাগ্নি ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে থাকে। রোগীর ক্ষুধা হ্রাস পায় এবং অরুচি জন্মে, তখন উদরাময় একটী প্রধান লক্ষণরূপে প্রতীয়মান হয়। এই উদরাময় রোগে বিবিধ বর্ণের অর্থাৎ অপক্ব শ্লেষ্মাযুক্ত বা রক্ত সংযুক্ত অথবা মিশ্রিত নানা বর্ণের পাতলা মল নির্গত হয়। অবস্থা বিশেষে রোগের প্রারম্ভে পাতলা দাস্ত হয় এবং ক্রমশঃ আমাতিসার রক্তাতিসার প্রভৃতি উৎকট রোগে পরিণত হয় ও নাভিমূলে প্রায়শঃ বেদনা থাকে, এই সঙ্গে জ্বর, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব-গুলিও হ্রাসবৃদ্ধি ক্রমে প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় রোগ অতি কঠিন হইয়া পড়ে; উদরাময় যক্ষ্মারোগের একটী অরিষ্ট লক্ষণমধ্যে গণনীয়, যক্ষ্মারোগীর মল রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য; সুতরাং উদরাময় নিবারণার্থ রোগীকে জাতী-ফলাদিচূর্ণ ও মহারাজনৃপতিবল্লভ এবং রোগের প্রবলাবস্থায় পঞ্চামৃতপর্পটী স্বর্ণপর্পটী বা বিজয়পর্পটী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। উদরাময়রোগের প্রবলাবস্থায় রোগীকে লঘু পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। উদরাময় হইতে শোথাদি লক্ষণও প্রকাশ পায়, সুতরাং উদরাময় নিবৃত্তি না হইলে, রোগীর মৃত্যুই অবশ্য ঘটে।

যক্ষ্মারোগে শোথ। যক্ষ্মারোগে উদরাময় প্রকাশ পাইলে,

অল্পকাল মধ্যেই রোগীর হস্তপদাদি অঙ্গে শোথ ও যকৃতের ক্ষীণতা প্রকাশ পায়। অবস্থা বিশেষে শোথ ও উদরাময় একসময়ে দৃষ্ট হয়; শোথ প্রকাশ পাইলে রোগীরসমস্ত লক্ষণগুলি বদ্ধমূল হয়, তখন জীবনের আশঙ্কা হইয়া থাকে; এই সময় শ্বাস, কাসাদি প্রায়শঃ প্রবল হয়, হস্তপদাদি অঙ্গে, কাহারও বা উদরে, অণ্ডকোষে বা লিঙ্গে শোথের আধিক্য দৃষ্ট হয়; এই অবস্থায় শোথকালানল রস, ক্ষেত্রপাল রস, বিজয়পর্পটী বা পঞ্চামৃতপর্পটী রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ঐ সমস্ত ঔষধের অনেকগুলি শোথ এবং উদরাময় এই উভয়ের প্রকোপ অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়; কিন্তু শোথ বিদ্যমান সত্বে পথ্যাদির নিয়ম উদরাময়ের অবস্থা হইতে পৃথক; উহা ঔষধের প্রয়োগবিধি স্থলে দ্রষ্টব্য। শোথের অল্পতা দৃষ্ট হইলে এবং উদরাময় সম্যক্‌রূপে প্রকাশ না পাইলে, শোথ-কালানল রস বা কটুকাদ্য লৌহ প্রভৃতি সেবন করান যাইতে পারে। শোথ নিবারণার্থ ঔষধ ব্যবহার কালে যক্ষ্মারোগীর জ্বরাদি উপদ্রব বিনাশার্থ পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শোথের নিমিত্ত যে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, সেই অনুসারে পথ্য প্রদান করা আবশ্যক, কিন্তু যক্ষ্মারোগীর পক্ষে মাংসযূষ বা অন্যান্য বলকারক যে সমস্ত পথ্য উক্ত হইয়াছে, তাহাও অবস্থা-বিশেষে শোথ এবং উদরাময় বিদ্যমান সত্ত্বেও রোগীকে সেবন করিতে দিবে, যেহেতু উহা দ্বারা বল-রক্ষা পাইয়া থাকে।

সর্ব্ববিধ যক্ষ্মারোগেই রোগীর বল-রক্ষার্থ বিবিধ ঔষধ ও পথ্য আবশ্যক। ব্যবায়শোষে রোগীর উপদ্রব সকল বিনষ্ট হইলে, ছাগলাদ্য ঘৃত, বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত বা চ্যাবনপ্রাশ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ এবং দুগ্ধ ও ছাগমাংসযূষ প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিবে।

শোকজনিত শোষে রোগীর মনে হর্ষোৎপাদন বিশেষ আবশ্যক এবং আশ্বাস প্রদান কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় দুগ্ধ ও স্নিগ্ধ-মধুর রসাত্মক শীতল দ্রব্য এবং অগ্নিদীপক ও লঘুপাক দ্রব্য ভোজনের ব্যবস্থা করিবে ও অন্যান্য উপদ্রব উপস্থিত হইলে, যথানিয়মে তাহার চিকিৎসা করিবে।

ব্যায়াম দ্বারা শোষরোগ উৎপন্ন হইলে, উরঃক্ষত রোগের নিয়মানুসারে তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। জ্বরাদি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, যথানিয়মে তাহার নিবারণার্থ ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে।

অধ্বশোষে রোগীর নিদ্রার ব্যবস্থা করিবে এবং শীতল ও মধুররস-বিশিষ্ট দ্রব্য সেবন করিতে দিবে; বিশেষতঃ এই রোগে শতাবরীঘৃত বা ছাগলাদ্য ঘৃত এবং মাংস-যূষ পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য; রোগ প্রবল হইলে, উপদ্রব বিনাশার্থ তাহার পৃথক্ চিকিৎসা করিবে।

ব্রণশোষরোগে স্নিগ্ধ অথচ অগ্নিবর্দ্ধক, স্বাদু ও শীতল আহার্য্য দ্রব্য এবং দাড়িমাদি রসে ঈষৎ অম্লীকৃত বা নিরম্ল মুগযূষ ও মাংসযূষ প্রদান করা কর্ত্তব্য এবং যথানিয়মে ব্রণের চিকিৎসা করা আবশ্যক।

উরঃক্ষতরোগে পার্শ্ববেদনা, জ্বর ও অতিসার প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, ঐ সকল উপদ্রবের যথানিয়মে চিকিৎসা করিবে এবং রোগীকে বলাদি চূর্ণ বা অন্যান্য বিবিধ যোগ সেবন করিতে দিবে, পরন্তু উপদ্রব সকল বিনষ্ট হইলে, রোগীকে বলকর পানীয় অর্থাৎ মাংস-যূষ প্রভৃতি প্রদান করা কর্ত্তব্য।

সর্ব্ববিধ ক্ষয়রোগ পুরাতন হইলে এবং জ্বর ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব নষ্ট হইলে রোগীকে বিবিধ পুষ্টিকর খাদ্য এবং ছাগলাদ্য ঘৃত বা অমৃতপ্রাশ ঘৃত এবং বৃহৎ মকরধ্বজ রস প্রভৃতি ঔষধ সেবন ও চন্দনাদি তৈল বা বাসা চন্দনাদি তৈল রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে ও কিছুকাল পর্য্যন্ত রোগীকে স্ত্রীসহবাস, উৎকট পরিশ্রম, ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম, পথগমন এবং পচা, বাসি বা রুক্ষ দ্রব্য সেবন করিতে দিবে না। যাহাতে শরীর সবল হয় এরূপ খাদ্য, পরিষ্কার বায়ু সেবন, পরিমিত আহার, ছাগ-সন্নিধানে শয়ন ও ছাগদুগ্ধ-পান প্রভৃতি নিতান্ত আবশ্যক। উদরাধ্মান, অগ্নিমান্দ্য, শুক্রক্ষয়, মলক্ষয় বা জ্বর যাহাতে না হয়, তৎপক্ষে সাবধান হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

যক্ষ্মারোগে—ঔষধ।

অশ্বগন্ধাদ্য ক্বাথ। ক্ষয়রোগে পার্শ্বাদি বেদনা, জ্বর ও রক্তবমন প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এই ক্বাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে এবং মাংস-যূষ ও দুগ্ধ পথ্য প্রদান করিবে।

অশ্বগন্ধাদ্য ক্বাথ। অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, শতমূলী, বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল-ছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; এই সকল দ্রব্য

সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপার্থ—কুড়চূর্ণ ৵৹ আনা ও আতইচ চূর্ণ ৵৹ আনা।

ত্রয়োদশাঙ্গ ক্বাথ। যক্ষ্মারোগীর পার্শ্ববেদনা, জ্বর ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই কাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

ত্রয়োদশাঙ্গ কাথ। ধনে, পিপুল, শুঁঠ, বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; এই ১৩টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

শৃঙ্গ্যর্জ্জুনাদ্য চূর্ণ। যক্ষ্মারোগীর পার্শ্বদেশে ও বক্ষঃস্থলে বেদনা, কাস এবং শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ ঘৃত ও মধুর সহিত তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

শৃঙ্গ্যর্জ্জুনাদ্য চূর্ণ। কাকড়াশৃঙ্গী, অর্জ্জুনছাল, অশ্বগন্ধা, গোরক্ষচাকুলে, কুড়, হরীতকী, গুলঞ্চের পালো, তালীশপত্র, মরিচ, শুঁঠ, পিপুল, বংশলোচন, দারুচিনি, এলাইচ ও ইক্ষুচিনি; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵৹ আনা বা।৹ আনা।

কর্পূরাদ্য চূর্ণ। যক্ষ্মারোগীর শ্বাস, কাস, স্বরভঙ্গ ও বমন প্রভৃতি দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে দিবে।

কর্পূরাদ্য চূর্ণ। কর্পূর, দারুচিনি, কাকোলী, জাতীফল ও জয়িত্রী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ একভাগ; লবঙ্গচূর্ণ ২ ভাগ, জটামাংসী ৩ ভাগ, মরিচ ৪ ভাগ, পিপুল ৫ ভাগ, শুঁঠ ৬ ভাগ এবং ইক্ষুচিনি সর্ব্ব সমান; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵৹ আনা।

বলাদি চূর্ণ। উরঃক্ষতরোগে রোগীর রক্ত ও পূযাদিসংযুক্ত কাস নির্গত এবং শরীর অত্যন্ত কৃশ বোধ হইলে, এই ঔষধ দুগ্ধের সহিত প্রত্যহ সেবন করাইবে।

বলাদি চূর্ণ। বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, গাম্ভারীফল, শতমূলী ও পুনর্ণবা; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা।৹ আনা।

ককুভাদ্যবলেহ। উরঃক্ষতরোগে ও অন্যান্য যক্ষ্মারোগে রোগীর রক্ত বা পূযাদি সংযুক্ত কাস নির্গত হইলে এবং রোগীর পার্শ্বে ও বক্ষঃস্থলে বেদনা ও শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে, এই চূর্ণ প্রত্যহ দুগ্ধসহ সেবন করাইবে।

ককুভাদ্যবলেহ। অর্জ্জুনছাল, গোরক্ষচাকুলের মূলের ছাল ও শূকশিম্বীর বীজ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, ইক্ষু চিনি ১২ তোলা, গোদুগ্ধ /২ সের; এই সমস্ত যথানিয়মে পাক করিবে, অনন্তর /০ ছটাক ঘৃতে সন্তলন করিয়া উহার সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা।০ আনা।

রাস্নাদিলৌহ। উরঃক্ষত, ব্যবায়শোষ, ব্যায়ামশোষ ও যক্ষ্মারোগে রোগীর রক্ত ও পূযাদিসংযুক্ত কাস, শরীর অত্যন্ত কৃশ এবং উদরাময়, জ্বর, শোথ, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, বাতপিত্ত প্রধান রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। এই ঔষধ পুরাতন যক্ষ্মারোগে অতি উপকারী। অনুপান—বাসকপাতার রস ও মধু বা কচি দূর্ব্বার রস ও মধু।

রাস্নাদিলৌহ। রাস্না, অশ্বগন্ধা, কর্পূর, থানকুনি, শিলাজতু, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুথা, রক্তচিতা; ইহাদের চূর্ণ সমভাগ এবং লৌহ সর্ব্বসমান; একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

যক্ষ্মারিলৌহ। উরঃক্ষত, ব্যায়ামশোষ ও যক্ষ্মারোগে রোগীর রক্ত এবং পূযাদি সংযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত ও শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে, বাতপিত্তের প্রবলাবস্থায় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—দুগ্ধ।

যক্ষ্মারিলৌহ। স্বর্ণমাক্ষিক, বিড়ঙ্গশাস, শিলাজতু ও হরীতকী; ইহাদের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান লৌহ; এই সমস্ত একত্র করিয়া ঘৃত ও মধুসহ বটিকা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা /০ আনা।

বিন্ধ্যবাসিযোগ। যক্ষ্মা, উরঃক্ষত ও ব্যায়ামশোষ প্রভৃতি রোগে রোগীর রক্ত বা পূযাদি সংযুক্ত কাস নির্গত এবং তাহার শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে বাতপিত্তের প্রবলাবস্থায় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল।

বিন্ধ্যবাসিযোগ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, শতমূলী, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বেড়েলা ও গোরক্ষ চাকুলে; ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা এবং লৌহ ৯ তোলা এই; সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া ঘৃত ও মধুসহযোগে বটিকা করিবে। মাত্রা /০ আনা।

রুদ্রবর্কশস্ত্রী। যক্ষ্মা, উরঃক্ষত ও ব্যায়ামশোষরোগে রোগীর রক্ত বা পূযাদি সংযুক্ত কাস, শরীরের অত্যন্ত কৃশতা এবং উদরাময় ও শোথ

দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—বাসক পাতার রস ও মধু।

জয়কেশরী। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, এলাইচ, জাতীফল ও লবঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা এবং লৌহ ৪।৹ তোলা ও রসসিন্দূর ৪।৹ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়া ছাগীদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

চূড়ামণিরস। যক্ষ্মা এবং অন্যান্য শোষরোগে রোগীর শরীরের কৃশতা, অল্প জ্বর এবং বক্ষঃস্থল ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, বাতপিত্তের প্রবলাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—মধু। ঔষধ সেবনান্তে চিনি ও কিঞ্চিৎ মধুসংযুক্ত ছাগীদুগ্ধ সেব্য।

চূড়ামণিরস। রসসিন্দূর ১ তোলা, স্বর্ণ ।৹ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা; একত্র করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক রক্তচিতা ও ঘৃতকুমারীর রসে যথাক্রমে এক প্রহর এবং ছাগীদুগ্ধে তিন প্রহর মর্দ্দন করিয়া উহার সহিত মুক্তা, প্রবাল ও বঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেক ।৹ অর্দ্ধ তোলা মিশ্রিত করতঃ মুষা মধ্যে রাখিয়া মৃত্তিকা লেপন পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা—২ দুই রতি।

মৃগাঙ্করস। যক্ষ্মা ও উরঃক্ষতরোগে রোগীর মৃদুজ্বর, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে বেদনা, প্রমেহ, রক্ত বা পূয সংযুক্ত কাস নির্গত এবং শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ঔষধ সেবন কালে রোগীকে মাংসযূষ এবং ছাগীদুগ্ধ পথ্য প্রদান করিবে। অনুপান—২টী মরিচচূর্ণ ও মধু অথবা ২টী পিপুল চূর্ণ ও মধু।

মৃগাঙ্করস। পারদ ১ তোলা গন্ধক ২ তোলা, মুক্তা ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, ও সোহাগার খৈ ।৹ আনা; এই সমুদয় একত্র করিয়া কাঁজিতে পেষণ করতঃ গোলাকার করিবে; অনন্তর শুষ্ক করিয়া মুষা-মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক লবণ যন্ত্রে পাক করিবে। মাত্রা ৪ রতি।

রাজমৃগাঙ্করস। যক্ষ্মারোগে ব্যায়ামশোষে বা উরঃক্ষত-রোগে রোগীর কেবল মাত্র শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে প্রবল বা মধ্যবিধ জ্বর, শ্বাস, বক্ষঃস্থল, পার্শ্বদেশ ও মস্তক প্রভৃতি স্থানে বেদনা, প্রমেহ, স্বরভঙ্গ এবং অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা জ্বর ও প্রমেহ প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমানেও অতিশয় উপকারী। অনুপান—পিপুল চূর্ণ ও মধু।

রাজমৃগাঙ্করস। রসসিন্দূর ৩ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ, রৌপ্য ১ ভাগ, মনঃশিলা ২ ভাগ হরী-তাল ২ ভাগ ও শোধিত গন্ধক ২ ভাগ; এই সমুদয় একত্র করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক একটা বড় কড়ির মধ্যে পূর্ণ করতঃ ছাগীদুগ্ধে পেষিত সোহাগা দ্বারা ঐ কড়ির মুখ রুদ্ধ করিয়া মাটীর মূষামধ্যে পূর্ণ করিবে এবং মূষা-রুদ্ধ করিয়া মাটীদ্বারা লেপন করতঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া গজ-পুটে পাক করিবে; শীতল হইলে কড়ি হইতে বাহির করিয়া চূর্ণ করিবে। মাত্রা ৪ রতি

কনকসুন্দর রস। কাস, ব্যবায়শোষ ও উরঃক্ষতরোগে রোগীর কাসে অত্যধিক শ্লেষ্মা নির্গত এবং প্রবল জ্বর, শ্বাস, পার্শ্ববেদনা, মাথায় ভার ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। কাসে রক্ত বা পূয নির্গত হইলেও এই ঔষধ সেবন করান যায়। অনুপান—পিপুল চূর্ণ ও মধু।

কনকসুন্দররস। পারদ ১ তোলা, স্বর্ণ ।০ আনা এবং মনঃশিলা, গন্ধক, তুঁতে, স্বর্ণ-মাক্ষিক, হরীতাল, বিষ ও সোহাগার খৈ; ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া জয়ন্তীপাতা, ভৃঙ্গরাজ, আকনাদি, বাকসপাতা, বকপুষ্প, ঈশলাঙ্গলা ও রক্তচিতা; ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৭ বার ভাবনা দিবে; শুষ্ক হইলে, আদার রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

বসন্ততিলক রস। যক্ষ্মা, উরঃক্ষত বা অন্যান্য শোষরোগে রোগীর বিবিধ বর্ণের শ্লেষ্মা বা পূযাদি সংযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত এবং তৎসঙ্গে বক্ষঃস্থলে বেদনা, মধ্যবিধ জ্বর, শ্বাস ও প্রমেহ প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এবং অত্যন্ত কৃশতা ও দুর্ব্বলতা থাকিলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা শরীরের পুষ্টিবর্দ্ধক। অনুপান—পিপুল চূর্ণ ও মধু বা বাসক পত্রের রস ও মধু।

বসন্ততিলক রস। প্রস্তুতবিধি ২৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ বসন্ততিলক রস। যক্ষ্মা, ব্যায়ামশোষ বা উরঃক্ষতরোগে রোগীর রক্ত বা পূযসংযুক্ত কাস বা দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে প্রবল জ্বর, প্রমেহ, পার্শ্ববেদনা, শ্বাস ও মাথায় ভার প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ক্ষয়রোগীর সর্ব্বদা জ্বর ও অন্যান্য উপদ্রব সত্ত্বে ইহা অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ বসন্ততিলকরস। অভ্র, লৌহ, বঙ্গ, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণমাক্ষিক, কর্পূর, রসসিন্দূর ও কস্তুরী; ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণসিন্দূর সর্ব্বসমান; এই সমুদয় একত্র করিয়া পানের রসদ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

কাঞ্চনাভ্ররস। যক্ষ্মারোগে বা উরঃক্ষতরোগে রোগীর রক্ত বা পূয সংযুক্ত শ্লেষ্মা অথবা কেবলমাত্র শ্লেষ্মা কাসের সহিত নির্গত ও তৎসঙ্গে প্রবল-জ্বর, শ্বাস, প্রমেহ ও বক্ষ বা পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। যক্ষ্মারোগীর প্রবল জ্বর ও মেহ প্রভৃতি উপদ্রব সত্ত্বেও এই ঔষধ অতি উপকারী। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

কাঞ্চনাভ্ররস। প্রস্তুতবিধি ২৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কাঞ্চনাভ্ররস। যক্ষ্মা ও বিবিধ শোষরোগে রোগীর শরীর অতি কৃশ হইলে এবং প্রমেহ, শ্বাস ও অল্প জ্বর প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা ক্ষয়রোগের পুরাতন অবস্থায় অত্যন্ত উপকারী। রোগের অল্পতা সত্ত্বে সেবন করিলে, শরীরের পুষ্টিসাধন হয়। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ।

বৃহৎ কাঞ্চনাভ্ররস। স্বর্ণ, স্বর্ণসিন্দূর, মুক্তা, লোহ, অভ্র, প্রবাল, বৈক্রান্ত, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, কস্তুরী, লবঙ্গ, জয়িত্রী ও এলুবালুকা; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা লইয়া একত্র মর্দ্দন করতঃ ঘৃতকুমারী, কেশুর্য্যা ও ছাগীদুগ্ধে ক্রমান্বয় ৩ তিনদিন ভাবনা দিবে। বটী ৪ রত্তি।

নিত্যোদয় রস। বিবিধ যক্ষ্মারোগে রক্ত বা পূযমিশ্রিত শ্লেষ্মা বা কেবল শ্লেষ্মা অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে অরুচি স্বরভঙ্গ, শ্বাস, প্রমেহ, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে বেদনা এবং অল্প বা মধ্যবিধ জ্বর অথবা পাণ্ডু ও কামলা বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। ক্ষয়কাসরোগের পুরাতন অবস্থায় ঐ সমস্ত রোগ হ্রাস পাইলে, এই ঔষধে অত্যন্ত উপকার দর্শে। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

নিত্যোদয় রস। প্রস্তুতবিধি ২৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সার্ব্বভৌমরস। যক্ষ্মারোগে রোগীর কাসের সহিত অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হইলে ও তৎসঙ্গে জ্বর, প্রমেহ, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, মাথার ভার, স্বরভঙ্গ, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বদেশে বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, বাতশ্লেষ্মার প্রবল অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

যক্ষ্মারোগের পুরাতন অবস্থায় অথবা জ্বর ও অন্যান্য উপদ্রবের অল্পতা দৃষ্ট হইলেও এই ঔষধ সেবন করান যায়। অনুপান—বাসক পাতার রস ও মধু।

সার্ব্বভৌম রস। প্রস্তুতবিধি ২২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চ্যবনপ্রাশ। যক্ষ্মা বা অন্যান্য শোষ অথবা উরঃক্ষতরোগে রোগীর শ্বাস, প্রমেহ, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে বেদনা, রক্ত বা পূয মিশ্রিত শ্লেষ্মা নিঃসরণ, স্বরভঙ্গ ও মাথায় ভার প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ কৃশ ব্যক্তিকে সেবন করিতে দিবে। যক্ষ্মা বা উরঃক্ষত রোগীর শ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় এবং জ্বরাদি উপদ্রব প্রবল হইলে, এই ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য নহে। রোগের পুরাতন অবস্থায় অথবা বৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। কৃশ, বালক ও যুবা ব্যক্তিকে বায়ু ও পিত্তের প্রবলাবস্থায় সেবন করাইলে, উপকার দর্শে। এই ঔষধ বিবিধরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা বলবর্দ্ধক। অনুপান—মধু।

চ্যবনপ্রাশ। প্রস্তুতবিধি ২৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ছাগলাদ্য ঘৃত। যক্ষ্মা, ব্যায়ামশোষ, ব্যবায়শোষ, অধ্বশোষ ও উরঃক্ষতরোগে রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে এবং পূয বা রক্ত সংযুক্ত শ্লেষ্মা অথবা বিশুদ্ধ ফেণবৎ শ্লেষ্মা কাসের সহিত নির্গত হইলে ও তৎসঙ্গে প্রমেহ, অল্পজ্বর, বক্ষঃস্থলে বা পার্শ্বে বেদনা, স্বরভঙ্গ, পাণ্ডু বা কামলা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঘৃত তাহাকে সেবন করিতে দিবে। যক্ষ্মা বা অন্যান্য শোষরোগে রোগীর উদরাময়, শোথ ও শ্বাসের প্রবলতা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, ঘৃত সেবন করাইবে না। পাচক অগ্নি প্রবল থাকিলে, ঘৃত সেবন কর্ত্তব্য। এই ঘৃত ক্ষত-কাস ও রক্তপিত্তরোগে রোগীর দুর্ব্বলাবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ।

ছাগলাদ্য ঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছা পাক করিবে। নপুংসক ছাগমাংস ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। বাসকছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। অশ্বগন্ধা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ছাগীদুগ্ধ /৮ সের। কল্কদ্রব্য—শতমূলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, জীবক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা, নাগেশ্বর, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কচিশিমূলমূল,

বচ, চোরকাচকীমূল, শালেমমিশ্রী, তালমূলী, চই, শূকশিম্বীবীজ, যমানী, খদিরকাষ্ঠ, কৃষ্ণজীরা, ছোট এলাইচ, মেথী ও বামনহাটী ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা লইয়া যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা।০ আনা বা ।• তোলা।

বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত। যক্ষ্মা, উরঃক্ষত, ব্যবায়শোষ, অধ্বশোষ ও অন্যান্য ক্ষয়রোগে রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে এবং রক্ত বা পূযমিশ্রিত কাস অথবা অত্যধিক ফেণাবৎ শ্লেষ্মা নির্গত হইলে ও রোগীর বক্ষঃস্থল, পার্শ্বদেশ ও স্কন্ধ প্রভৃতি স্থানে বেদনা, স্বরভঙ্গ এবং জীর্ণজ্বর প্রভৃতি উপদ্রব তৎসঙ্গে লক্ষিত হইলে, এই ঘৃত উষ্ণদুগ্ধ সহ সেবন করাইবে। রোগীর উদরাময়, শোথ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, ঘৃত সেবন করাইবে না ; অগ্নি সবল থাকিলে ঘৃত সেবন করিতে দিবে। যক্ষ্মা-রোগীর বল-রক্ষার্থ এই ঔষধ অত্যন্ত আবশ্যক। ইহা কাস ও ইন্দ্রিয়ের শক্তি-হীনতা প্রভৃতি রোগেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছা পাক করিবে। কাথ্য দ্রব্য—অশ্বগন্ধা ১২৷৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। নপুংসক ছাগমাংস ২৫ সের, জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, আলকুশীবীজ, এলাইচ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, মুগাণী, মাষাণী, জীবন্তী, পিপুল, বেড়েলা, শতমূলী, ও ভূমিকুষ্মাণ্ড ; এই সকল দ্রব্য মিলিত /১ সের। পাক শেষে ঘৃত ছাকিয়া লইবে। শীতল হইলে, ইক্ষুচিনি ৩২ তোলা ও মধু ৩২ তোলা মিশ্রিত করিবে। মাত্রা। ০ আনা বা ।০ তোলা।

বৃহৎ চন্দনাদি তৈল। যক্ষ্মা ও অন্যান্য শোষরোগে রোগীর জ্বর, পার্শ্বশূল, উদরাময় ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব হ্রাস হইলে অথবা বাতপিত্ত প্রধান রোগীর শারীরিক কৃশতা, শ্বাস, কাস ও রক্তবমন প্রভৃতি লক্ষিত হইলে, এই তৈল রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে ; কিন্তু যক্ষ্মারোগের প্রবলাবস্থায় তৈল মর্দ্দন নিষিদ্ধ।

বৃহৎ চন্দনাদিতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথাবিধানে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য—লাক্ষা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪। দধির মাত ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—রক্তচন্দন, বালা, নখী, কুড়, যষ্টিমধু, শৈলজ, পদ্মকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, শটী, এলাইচ, খাটাশী, নাগেশ্বর, তেজপাতা, শিলারস, মুরামাংসী, জটামাংসী, কাকলা, প্রিয়ঙ্গু, মুথা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, লতাকস্তূরী, লবঙ্গ, অগুরু, কুঙ্কুম, দারচিনি,

রেণুকা ও বালুকা, ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা। পাকার্থ জল ১৬ সের। পরে গন্ধদ্রব্য প্রদান করিয়া যথানিয়মে পাক শেষ করিবে।

বাসাচন্দনাদি তৈল। যক্ষ্মা, উরঃক্ষত ও ব্যায়ামশোষ প্রভৃতি রোগে রোগীর শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে এবং জ্বর, উদরাময় ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান না থাকিলে অথবা বায়ু ও পিত্তপ্রধান শ্বাস ও কাসযুক্ত রোগীকে এই তৈল সমস্ত গাত্রে, বিশেষতঃ বক্ষঃস্থলে ও সন্ধিতে মালিশ করিতে দিবে। এই তৈল সবল-অগ্নি ব্যক্তিকে ২০।২৫ ফোঁটা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধ সহ সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে; রোগের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে বা শ্লেষ্মপ্রধান অবস্থায় তৈল মর্দ্দন নিষিদ্ধ। তৈল মর্দ্দন করাইয়া রোগীকে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করাইবে।

বাসাচন্দনাদি তৈল। প্রস্তুতবিধি ২৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যক্ষ্মারোগে—রক্তবমন ও সরক্তশ্লেষ্মোদ্গীরণ-চিকিৎসা।

অলক্তকযোগ। যক্ষ্মা, শোষ, বা উরঃক্ষতরোগে রোগীর রক্তবমন হইলে, এই ঔষধ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় অথবা অবস্থাভেদে দিনে ৩।৪ বার ও রাত্রে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে।

অলক্তকযোগ। জলে আল্‌তা ভিজাইয়া সেই জল ২ তোলা পরিমাণে লইয়া উহাতে মধু ।০ আনা মিশ্রিত করিয়া লইবে।

বিশল্যকরণীক্কাথ। যক্ষ্মা, শোষ ও উরঃক্ষত প্রভৃতি রোগে রোগীর পুনঃ পুনঃ রক্তবমন লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সিদ্ধ করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ রক্তামাশয় এবং রক্তাতিশারেও প্রয়োগ করা যায়।

বিশল্যকরণীকাথ। বিশল্যকরণীর (আয়াপানের) পাতা ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; অথবা পাতার রস ২ তোলা।

চন্দনাদিযোগ। যক্ষ্মা, উরঃক্ষত ও শোষরোগে রক্তবমন লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায় বা অবস্থাভেদে রাত্রিতে সেবন করাইবে।

চন্দনাদিযোগ। রক্তচন্দন ও যষ্টিমধু সমভাগে মর্দ্দন করিয়া মধুর সহিত রোগীকে সেবন করাইবে।

এলাদিগুড়িকা ঃ যক্ষ্মা, উরঃক্ষত বা অন্যান্য শোষরোগে রোগীর রক্তবমন অথবা রক্ত বা পূঁয মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে, এই ঔষধ প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায় বা অবস্থাভেদে রাত্রিতে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ রক্তপিত্তরোগেও ব্যবহৃত হয়। অনুপান—জল।

এলাদিগুড়িকা। প্রস্তুতবিধি ৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দ্রাক্ষারিষ্ট ঃ যক্ষ্মা, উরঃক্ষত, অধ্বশোষ ও অন্যান্য ক্ষয়রোগে, রোগীর শরীর কৃশ হইলে এবং রোগীর শ্বাস, কাস, প্রমেহ বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে বেদনা, স্বরভঙ্গ, উদরাময় প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রোগের পুরাতন অবস্থায় অথবা বৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। এই ঔষধ বিবিধ রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা, অগ্নি ও বলবর্দ্ধক এবং রসায়ন। অনুপান—শীতল জল।

দ্রাক্ষারিষ্ট। দ্রাক্ষা /৬।০ সের, পাকার্থ জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। এই কাথে ২৫ সের ইক্ষুগুড় গুলিয়া তাহাতে দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, মরিচ, পিপুল ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ৮ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করতঃ সমুদয় আলোড়ন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে একমাস মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে, পরে উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ১ তোলা বা ২ তোলা।

বৃহৎ বাসাবলেহ ঃ যক্ষ্মা ও শোষরোগে রোগীর রক্ত বা পূয মিশ্রিত কাস ও তৎসঙ্গে শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে এবং বক্ষঃস্থল ও পার্শ্বদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

বৃহৎ বাসাবলেহ। বৃহতী ২০০ তোলা, কণ্টকারী ২০০ তোলা, বাসকমূলের ছাল ২০০ তোলা ও বামনহাটীরছাল ২০০ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কাথে মিছরি ২ সের মিশ্রিত করতঃ পাক করিবে, ঘনীভূত হইলে উহাতে অভ্র ৮ তোলা, পিপুল ৩২ তোলা এবং কুড়, তালীশপত্র, মরিচ, তেজপাতা, কুমারিকা, খোরমূল ... , দারুচিনি,

বামনহাটী, বালা ও মুথা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা দিবে এবং পাক শেষে চুলী হইতে পাত্র অবতরণ করিয়া ঘৃত ১৬ তোলা ও শীতল হইলে মধু ৩২ তোলা প্রদান করিবে। মাত্রা ।।০ অর্দ্ধ তোলা।

বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড। যক্ষ্মা, উরঃক্ষত অথবা শোষরোগে রোগীর প্রবল বমন অথবা রক্তের সহিত শ্লেষ্মা বা পূযমিশ্রিত কাস লক্ষিত হইলে অথবা কাসে দুর্গন্ধ অনুমিত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। যক্ষ্মারোগীর বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে বেদনা, শ্বাস, পাণ্ডু বা কামলা ও বমন প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ অতি উপকারী। রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও ক্ষতজ কাসেও, এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড। বাসকছাল /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। পুরাতন কুষ্মাণ্ডের শাস চূর্ণ ৪০০ তোলা লইয়া উহাকে /৪ সের ঘৃতে ভাজিয়া উহার সহিত ইক্ষুচিনি ৮০০ তোলা এবং উল্লিখিত বাসকের কাথ মিশ্রিত করতঃ পাক করিবে। পাকাবসানে মৃদু অগ্নিতে মুথা, আমলকী, বংশলোচন, বামনহাটী, দারুচিনি, তেজপাতা ও এলাইচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং এলুবালুকা, শুঁঠ, ধনে, মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা ও পিপুলচূর্ণ ৩২ তোলা প্রদান করিবে। শীতল হইলে মধু /১ এক সের মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।০ হইতে ।।০ তোলা।

শর্করাদ্যলৌহ। যক্ষ্মা উরঃক্ষত ও শোষরোগে রক্তবমন দৃষ্ট হইলে অথবা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে ও তৎসঙ্গে জ্বর, দাহ, হৃদয়ে ও পার্শ্বদেশে বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ রক্তপিত্তরোগে ব্যবহৃত হয়। অনুপান—কচি দুর্ব্বার রস অথবা পাকা যজ্ঞডুমুরের রস।

শর্করাদ্য লৌহ। প্রস্তুতবিধি ২৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রক্তপিত্তান্তকরস। যক্ষ্মা, উরঃক্ষত ও অন্যান্য শোষরোগে রক্তবমন, জ্বর ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে হৃদয় ও পার্শ্ব-দেশে বেদনা হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা রক্ত-পিত্তরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনুপান—কচি দূর্ব্বার রস ও মধু অথবা ইক্ষুচিনি এবং মধু।

রক্তপিত্তান্তকরস। রস, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, বংশপত্রহরিতাল ও গন্ধক, এই সকল

দ্রব্য সমভাগে লইয়া যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্ ও ভূমকের রসে যথাক্রমে ১ দিন মর্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

যক্ষ্মারোগে—শ্বাস-চিকিৎসা।

শ্বাসকুঠাররস। যক্ষ্মা, উরঃক্ষত বা অন্যান্য শোষরোগের প্রবলাবস্থায় রোগীর শ্বাসের বেগ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, রক্তমিশ্রিত অথবা বিশুদ্ধ শ্লেষ্মা নিঃসরণ, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বদেশে বেদনা এবং অন্যান্য লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ বাতশ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় সেবনবিধি অনুপান—বহেড়া ঘসা ও মধু।

শ্বাসকুঠাররস। প্রস্তুতবিধি ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্বাসচিন্তামণি। যক্ষ্মা ও অন্যান্য শোষরোগের প্রবলাবস্থায় শ্বাসের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে এবং শ্বাস অত্যন্ত কষ্টজনক বোধ হইলে ও তৎসঙ্গে জ্বর পার্শ্ব-শূল প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু অথবা বহেড়া-ঘসা ও মধু।

শ্বাসচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্বাসকাসচিন্তামণি। যক্ষ্মা, উরঃক্ষত ও অন্যান্য রোগের প্রবলাবস্থায় শ্বাসের প্রবলতা ও শ্বাস-কষ্ট দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে, রক্ত বা পূয মিশ্রিত শ্লেষ্মা অথবা কেবলমাত্র শ্লেষ্মা কাসের সঙ্গে নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ শ্বাসজকাসে ও বাতজকাসে, ব্যবহৃত হয়। অনুপান পিপুল-চূর্ণ ও মধু।

শ্বাসকাসচিন্তামণি। পারদ, গন্ধক ও স্বর্ণ; ইহাদের প্রত্যেক ১ ভাগ, মুক্তা ।০ অর্দ্ধভাগ, গন্ধক ২ দুই ভাগ, অভ্র ২ দুই ভাগ এবং লৌহ ৪ চারি ভাগ; এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া কণ্টকারীর কাথ, ছাগীদুগ্ধ, যষ্টিমধুর কাথ ও পানের রস দ্বারা যথাক্রমে সাতবার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

যক্ষ্মারোগে—প্রমেহ-চিকিৎসা।

বৃহৎ সোমেশ্বররস। ব্যবায়শোষ বা যক্ষ্মারোগে শুক্রক্ষরণ, মূত্রাধিক্য অথবা প্রমেহের অন্যান্য লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—যজ্ঞডুমুর চূর্ণ ও মধু অথবা গোদুগ্ধ।

বৃহৎ বঙ্গেশ্বররস। বঙ্গ, রস, গন্ধক, রূপা, কর্পূর ও অভ্র; ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা স্বর্ণ ও মুক্তা ইহাদের প্রত্যেক ।০ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া কেশুর্য্যার রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ১০ রত্তি।

অপূর্ব্বমালিনীবসন্ত। যক্ষ্মা, ব্যবায়শোষ বা অন্যান্য ক্ষয়রোগে শুক্রক্ষরণ, প্রস্রাবে জ্বালা, মূত্রাধিক্য অথবা প্রমেহের অন্যান্য লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা প্রমেহাশ্রিত জ্বরে ও জীর্ণজ্বরে প্রয়োগ করা যায়। ব্যবায়শোষে রোগী অত্যন্ত কৃশ হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—গুলঞ্চের রস ও চিনি।

অপূর্ব্বমালিনীবসন্ত। বৈক্রান্ত (অভাবে পীতবর্ণ কড়িভস্ম), অভ্র, অমৃতিকরণবিধি অনুসারে তাম্রভস্ম, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্য, বঙ্গ, প্রবাল রসসিন্দূর, লৌহ, সোহাগার খৈ এবং শঙ্খভস্ম; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া বেণার মূলের কাথ, শতমূলীর রস ও হরিদ্রার রসে যথাক্রমে সাত সাত বার ভাবনা দিয়া কস্তুরী ও কর্পূর ইহাদের প্রত্যেক বৈক্রান্তের সমান মিশ্রিত করিবে। বটী ২ রত্তি।

বসন্তকুসুমাকররস। যক্ষ্মা, ব্যবায়শোষ এবং অন্যান্য শোষরোগে শুক্রক্ষরণ, মূত্রাধিক্য, প্রস্রাবে জ্বালা অথবা প্রমেহজনিত বিবধ লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ব্যবায়শোষে অত্যধিক শুক্রক্ষয় বশতঃ বিবিধ লক্ষণ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। ইহা অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক এবং বহুমূত্র নিবারক। অনুপান—ঘৃত, মধু ও চিনি।

বসন্তকুসুমাকর রস। স্বর্ণ ও রৌপ্য; ইহাদের প্রত্যেক ২ ভাগ; বঙ্গ সীসা ও লৌহ ইহাদের প্রত্যেক ৩ ভাগ, অভ্র, প্রবাল ও মুক্তা; ইহাদের প্রত্যেক ৪ ভাগ; এই সমুদয় একত্র মর্দ্দন করিয়া যথাক্রমে দুগ্ধ, ইক্ষুরস বাসকছালের কাথ লাক্ষার কাথ, বালার কাথ, কদলীমূলের রস, কলার মোচার রস, পদ্মের রস, মালতীফুলের রস ও কুঙ্কুমের কাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া পশ্চাৎ স্বর্ণের সমান কস্তুরী মিশ্রিত করিবে। বটী ৩ রত্তি।

চন্দ্রকান্তিরস। যক্ষ্মা, ব্যবায়শোষ ও অন্যান্য ক্ষয়রোগে রোগীর শুক্রক্ষয়, প্রস্রাবে জ্বালা, মূত্রাধিক্য অথবা প্রমেহজনিত অন্যান্য লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এবং রোগী অত্যন্ত কৃশ হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ মূত্রাতিসারে অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—মূত্রাধিক্যাবস্থায় আমলকীচূর্ণ, শুক্রক্ষয়ে খর্জ্জুরের চূর্ণ বা শতমূলীর রস।

চন্দ্রকান্তিরস। রস, গন্ধক, অভ্র, রৌপ্য, হরিতাল, কাংস্য, লৌহ, বোলসিন্দূর, স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণ; ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ এবং সর্ব্ব সমান বঙ্গ; একত্র মর্দ্দন করিয়া আমহালের কাথ, আমলকীর রস, কুলথকলায়ের কাথ, লজ্জাবতীর রস, বটের ঝুরির রস ও শিমুলমূলের রসে যথাক্রমে ৩ বার ভাবনা দিয়া পরে জাতীফল, লবঙ্গ, মুথা, দারুচিনি, এলাইচ ও জয়িত্রী; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ পারদের সমান মিশ্রিত করিবে। বটী ২ রত্তি।

বৃহৎ মকরধ্বজ। যক্ষ্মা, ব্যবায়শোষ এবং অন্যান্য ক্ষয়রোগে শুক্রক্ষরণ ও মূত্রাধিক্য প্রভৃতি কারণে শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে, এবং যক্ষ্মা, উরঃক্ষত বা শোষরোগীর রসাদি ধাতুসমূহের পোষণার্থ এই ঔষধ সেবন করাইবে। ব্যবায়শোষে এবং যক্ষ্মারোগে প্রমেহদোষ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবন অত্যন্ত আবশ্যক। অনুপান—পানের রস ও মধু।

বৃহৎ মকরধ্বজ। স্বর্ণ ২ ভাগ এবং বঙ্গ, মুক্তা, লোহ, জাতীফল, জয়িত্রী, রূপা, কাংস্য, রসসিন্দূর, প্রবাল, কস্তুরী, কর্পূর ও অভ্র; ইহাদের প্রত্যেক ১ ভাগ এবং স্বর্ণসিন্দূর ৪ ভাগ; এই সকল দ্রব্য একত্র করতঃ জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রত্তি।

যক্ষ্মারোগে—বেদনাচিকিৎসা।

শতপুষ্পাদিলেপ। যক্ষ্মারোগে রোগীর স্কন্ধে, মস্তকে ও পার্শ্বে বেদনা থাকিলে, এই প্রলেপ ঈষদুষ্ণ করিয়া রাত্রে ও প্রাতে লাগাইবে, এইরূপ ভাবে প্রত্যহ ২।৩ বার প্রলেপ লাগাইয়া দিবে।

শতপুষ্পাদি লেপ। শুল্ফা, কুড়, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা ও শ্বেতচন্দন; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে, অনন্তর উহাতে কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লইবে।

বলাদিলেপ। যক্ষ্মারোগে রোগীর পার্শ্বদেশে, মস্তকে ও স্কন্ধদেশে বেদনা থাকিলে, এই প্রলেপ ঈষদুষ্ণ করিয়া ঐ সকল স্থানে প্রাতে ও রাত্রে ২।৩ বার ক্রমান্বয় লাগাইয়া দিবে।

বলাদিলেপ; বেড়েলা, গান্ধা, তিল, যষ্টিমধু, নীলোৎপল ও ঘৃত; এই সকল সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে।

পলঙ্কষাদিলেপ। যক্ষ্মারোগে রোগীর মস্তকে, পার্শ্বদেশে ও বক্ষঃস্থলে বেদনা লক্ষিত হইলে, এই প্রলেপ ঈষদুষ্ণ করিয়া ঐ সকল স্থানে দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার লাগাইয়া দিবে।

পলঙ্কষাদিলেপ। গুগ্‌গুলু, দেবদারু, শ্বেতচন্দন, নাগেশ্বর ও ঘৃত; সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিয়া লইবে।

যক্ষ্মারোগে—উদরাময়-চিকিৎসা।

জাতীফলাদিচূর্ণ। যক্ষ্মারোগীর উদরাময় অর্থাৎ পাতলা দাস্ত লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে, স্বরভঙ্গ, স্কন্ধদেশে বা মস্তকে বেদনা, মাথায় ভার, অন্নে অরুচি, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল। প্রাতে বা সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেব্য।

জাতীফলাদি চূর্ণ। জাতীফল, বিড়ঙ্গ, রক্তচিতা, তগরপাদুকা, কৃষ্ণতিলের শাস, তালীশ-পত্র, রক্তচন্দন, শুঁঠ, লবঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, কর্পূর, হরীতকী, আমলকী, মরিচ, পিপুল, বংশ-লোচন, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ ও নাগেশ্বর; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, শোধিত সিদ্ধি পত্র চূর্ণ ৫৬ তোলা এবং ইক্ষুচিনি সর্ব্বচূর্ণের সমান, এই সমুদয় সম্যক্ প্রকারে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—দুই আনা বা চারি আনা।

ত্রিকট্বাদিচূর্ণ। যক্ষ্মারোগীর উদরাময় অর্থাৎ আম বা রক্ত নির্গত হইলে ও তৎসঙ্গে শ্বাস, মেহ অর্থাৎ শুক্রক্ষরণ, প্রস্রাবে জ্বালা, পাণ্ডু বা কামলা এবং হস্তপদাদি অঙ্গে শোথ ইত্যাদি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—আম্রপানের রস ও মধু।

ত্রিকট্বাদি চূর্ণ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, এলাইচ, জায়ফল, ও লবঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা ও লৌহ ৯ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মারিবে। মাত্রা /০ আনা।

মহারাজ নৃপতিবল্লভরস। যক্ষ্মারোগীর প্রবল উদরাময় দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ পাতলা দাস্ত বা আমসংযুক্ত পাতলা মল নির্গত হইলে ও তৎসঙ্গে উদরে বেদনা, কাস, শ্বাস, পার্শ্ব ও মস্তকে বেদনা, কাসে অত্যধিক রক্ত বা শ্লেষ্মা নিঃসরণ, অরুচি, হৃদয়ে দাহ ও প্রমেহ প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ তাহাকে জীরাচূর্ণ ও মধুসহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে।

মহারাজ নৃপতিবল্লভরস। কান্তলৌহ ৬ তোলা এবং অভ্র, অমৃতীকরণ নিয়মানুসারে তাম্রভস্ম, রৌপ্য ও স্বর্ণমাক্ষিক; ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা এবং স্বর্ণ, মুক্তা, সোহাগার খৈ কাকড়াশৃঙ্গী, গজপিপ্পলী, দন্তীমূল, মরিচ, তেজপাতা, যমানী, বালা, শুঁঠ, ধনে, সৈন্ধব-

লবণ, কর্পূর, বিড়ঙ্গ, রক্তচিতা ও বিষ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, শ্বেতভীমরাজ ২ তোলা এবং লবঙ্গ, জয়িত্রী, জায়ফল ও দারুচিনি; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা ও সমস্ত দ্রব্যের অর্দ্ধেক বিটলবণ এবং বিটলবণ সহ সমস্ত দ্রব্যের সমান ছোট এলাইচ চূর্ণ; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক ছাগী দুগ্ধে ৭ বার ও ছোলঙ্গলেবুর রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ১০ রতি।

পঞ্চামৃতপর্পটী। যক্ষ্মা এবং অন্যান্য শোষে রোগীর প্রবল উদরাময় দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে হস্ত, পদ ও অন্যান্য অঙ্গে শোথ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। যক্ষ্মা বা অন্যান্য শোষরোগীর কাস, শ্বাস, মেহ, রক্তবমন বা অন্যান্য উপদ্রব উদরাময়ের সঙ্গে প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন বিধি। প্রথম দিন প্রাতে দুই রতি সেবন করিতে দিবে, অনন্তর প্রত্যহ প্রাতে ২ রতি নিয়মে মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ৬৪ রতি পর্য্যন্ত সেবন করিতে দিবে ও পুনরায় ২ রতি নিয়মে প্রত্যহ মাত্রা হ্রাস করিবে। অনুপান—ধনে ও জীরার কাথ। শোথাধিক্যে, এই ঔষধ সেবনকালে লবণ জল বর্জ্জন করিয়া করিয়া কেবলমাত্র দুগ্ধ সেবন করিতে দিবে।

পঞ্চামৃতপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণপর্পটী। যক্ষ্মা, উরঃক্ষত ও শোষরোগীর উদরাময় প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে শোথ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ক্ষয়রোগীর জ্বর, কাস, শ্বাস ও পার্শ্বদেশ এবং হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা, এই সকল উপদ্রব উদরাময়ের সঙ্গে প্রকাশ পাইলে অথবা ঐ সকল উপদ্রব উদরাময়ের সঙ্গে বিদ্যমান না থাকিলেও, এই ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য অর্থাৎ উদরাময় এবং শোথ উভয়ের প্রকোপসত্ত্বে এই ঔষধ সেবন করান আবশ্যক। ঔষধ প্রথম দিন প্রাতে ১ রতি পরিমাণে সেবন করাইবে, এবং প্রত্যহ ১ রতি পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া ১০ রতি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবে, অনন্তর ১ রতি পরিমাণে হ্রাস করিবে। ঔষধ সেবন কালে উদরাময় অত্যন্ত প্রবল থাকিলে, প্রথমাবস্থায়-সজল দুগ্ধ অথবা জীরা, মরিচ, ধনে ও সৈন্ধবলবণ সংযোগে ছাগমাংস ও জাঙ্গলমাংসের পাতলা যূষ রোগীকে প্রদান করিবে। তৎপর মল গাঢ় হইয়া আসিলে অর্থাৎ ২।৩ দিন পরে ঐ সমস্ত পথ্য পরিবর্ত্তন

করিয়া লবণ জল বর্জ্জন পূর্ব্বক দুগ্ধান্ন যথেচ্ছ নির্ভয়চিত্তে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—দুগ্ধ।

স্বর্ণপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ঃ যক্ষ্মা এবং শোষ রোগীর প্রবল উদরাময় অর্থাৎ আম বা রক্তসংযুক্ত মল অথবা পাতলা দাস্ত হইলে ও তৎসঙ্গে হস্ত, পদ প্রভৃতি স্থানে বা সর্ব্বাঙ্গে শোথ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। যক্ষ্মারোগীর, জ্বর, কাস ও পার্শ্বদেশে বেদনা, প্রমেহ, শ্বাস, স্বরভঙ্গ এবং অন্যান্য যাবতীয় লক্ষণ উদরাময়ের সঙ্গে প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য। প্রথম দিন ২ রতি প্রযোজ্য; অনন্তর প্রত্যহ প্রাতে ১ রতি মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ১০ রতি পর্য্যন্ত সেবন করাইয়া পুনরায় ১ রতি ক্রমে মাত্রা হ্রাস করিবে। পথ্য স্বর্ণপর্পটীবৎ। শোথ প্রবল হইলে, লবণ ও জল বর্জ্জন করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—দুগ্ধ।

বিজয়পর্পটী। আমলাসা গন্ধক ভৃঙ্গরাজরসে তিন বার ভাবনা দিয়া লৌহপাত্রে অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া ভৃঙ্গরাজরসে নিক্ষিপ্ত করিবে, পরে ঐ গন্ধক ৮ তোলা ও হিঙ্গুলোত্থ পারদ ৪ তোলা লইয়া উহার সহিত রূপা ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, বৈক্রান্ত ।৹ তোলা ও মুক্তা ।৹ আনা একত্র করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী করিবে। অনন্তর পর্পটী পাকের নিয়মানুসারে লৌহ পাত্রে কুল কাষ্ঠের অগ্নিদ্বারা পাক করিবে।

যক্ষ্মারোগে—শোথ-চিকিৎসা।

শোথকালানল রস ঃ যক্ষ্মা, উরঃক্ষত এবং শোথরোগীর হস্ত, পদ প্রভৃতি স্থানে শোথ এবং তৎসঙ্গে জ্বর, শ্বাস, কাস ও সামান্য উদরাময় প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। যক্ষ্মারোগীর শোথের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে অথচ উদরাময়ের অল্পতাসত্বে ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অনুপান—কুলেখাড়া পাতার রস ও মধু।

শোথকালানল রস। প্রস্তুতবিধি ১৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্ষেত্রপালরস ঃ যক্ষ্মা, উরঃক্ষত এবং শোথরোগীর হস্ত পদাদি স্থানে শোথ প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে উদরাময়, জ্বর, কাস অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস,

এবং পার্শ্বদেশ, স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থলে বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। শোথের প্রবলাবস্থায় এবং তৎসঙ্গে উদরাময়ের ঈষৎ প্রকোপ সত্ত্বে এই ঔষধ সেবন করান উচিত। ইহা সেবন কালে লবণ ও জল বর্জ্জন পূর্ব্বক দুগ্ধান্ন পথ্য দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। অনুপান—দুগ্ধ।

ক্ষেত্রপালরস। প্রস্তুতবিধি ২০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণপর্পটী। যক্ষ্মা, উরঃক্ষত এবং শোথরোগে শোথ প্রবল হইলে অথবা তৎসঙ্গে উদরাময় দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ যথানিয়মে সেবন করাইবে। পথ্য—দুগ্ধান্ন; লবণ ও জল বর্জ্জন বিধেয়।

স্বর্ণপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যক্ষ্মারোগে—পথ্য।

যক্ষ্মা, উরঃক্ষত ও শোষ রোগীকে পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন; যব ও গমের রুটী, মুগ ও ছোলার যূষ ছাগ, জাঙ্গল-পক্ষী ও মৃগমাংস যূষ, ছাগদুগ্ধ, ছাগ দুগ্ধোৎপন্ন মাখন ও ঘৃত, কলার মোচা, গো-ঘৃত, মহিষ ঘৃত, মিছরী, পল্‌তা ও শজিনা প্রভৃতি দ্রব্য ও সৈন্ধবলবণে পক্ক ব্যঞ্জনাদি প্রায়শঃ সেবন করিতে দিবে।

যক্ষ্মারোগীর শ্বাস, কাস ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রবের হ্রাস হইলে, পাকা আম, পাকা কাঁঠাল, কিস্‌মিস্, খর্জ্জুর, পানিফল ও নারিকেল প্রভৃতি দ্রব্য রোগীকে অগ্নিবলানুসারে প্রদান করিবে।

কর্পূর, কস্তুরী, শ্বেতচন্দন, অবগাহন স্নান, অট্টালিকায় বাস, মাল্যধারণ, হর্ষজনক গীত-বাদ্য শ্রবণ, নৃত্য দর্শন, জ্যোৎস্না-সেবন, উৎকৃষ্ট বসন ধারণ, যজ্ঞ, দান, দেবতা-পূজা এবং মনের তুষ্টিজনক অন্ন-পানীয়; এই সমস্ত যক্ষ্মারোগীর পক্ষে হিতকর।

রক্তপিত্ত-চিকিৎসা।

বাতিক রক্তপিত্তের লক্ষণ। বাতিক রক্তপিত্তে কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ ফেণাযুক্ত পাতলা ও রুক্ষ রক্ত নির্গত হয়।

পৈত্তিক রক্তপিত্তের লক্ষণ। পিত্তাধিক্য রক্তপিত্তে কষায় (কাথের ন্যায়) বর্ণবিশিষ্ট অথবা কৃষ্ণবর্ণ, গোমূত্রাভ, চিক্কণ, গৃহধূমবৎ বর্ণযুক্ত অথবা সৌবীরাঞ্জন সদৃশ রক্ত নির্গত হয়।

শ্লৈষ্মিক রক্তপিত্তের লক্ষণ। শ্লেষ্মাধিক্য রক্তপিত্তে ঘন, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ, অল্পস্নিগ্ধ ও পিচ্ছিল রক্ত নির্গত হয়।

দ্বিদোষজ রক্তপিত্তের লক্ষণ। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা ইহাদের মধ্যে দুই দোষের লক্ষণ একত্র মিলিত হইলে, উহাকে দ্বিদোষজ রক্তপিত্ত কহে।

সান্নিপাতিক রক্তপিত্তের লক্ষণ। বাতিক পৈত্তিক, ও শ্লৈষ্মিক এই ত্রিবিধ রক্তপিত্তের লক্ষণ মিলিত হইলে, সান্নিপাতিক রক্তপিত্ত কহে।

দোষভেদে রক্তপিত্তের গতি নির্দ্দেশ। কফসংসৃষ্ট রক্তপিত্ত ঊর্দ্ধগামী হয় অর্থাৎ কর্ণ, নাসা ও মুখ হইতে বিবিধ বর্ণ বিশিষ্ট রক্ত নির্গত হয়। বাতাশ্রিত রক্তপিত্ত অধোগামী হইয়া থাকে অর্থাৎ লিঙ্গ, যোনি ও গুহ্যদ্বার হইতে রক্ত নির্গত হয়। বাতশ্লেষ্মাশ্রিত রক্তপিত্ত ঊর্দ্ধ ও অধোগামী হইয়া নির্গত হয় এবং অত্যন্ত প্রকুপিত হইলে সময়ে সময়ে লোমকূপ হইতেও রক্ত নির্গত হয়।

রক্তপিত্তের উপদ্রব। রক্তপিত্তরোগে শরীরের দুর্ব্বলতা, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমি, মত্ততা, পাণ্ডুতা, দাহ, মূর্চ্ছা, ভুক্তদ্রব্যের বিদগ্ধ পাক, অধীরতা, হৃদয়ে অসহ্য বেদনা, পিপাসা, দাস্ত, মস্তকের তাপ, পূযনির্গমন, আহারে অনিচ্ছা, অপরিপাক ও মাংস প্রক্ষালন জলবৎ রক্তের বিকৃতি; এই সকল উপসর্গ দৃষ্ট হয়।

রক্তপিত্তের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ। রক্তপিত্ত একদোষজ হইলে সাধ্য, দ্বিদোষজ হইলে যাপ্য এবং ত্রিদোষ সমুৎপন্ন রক্তপিত্তরোগ অসাধ্য। মন্দাগ্নি, ব্যাধি কর্ত্তৃক দেহের ক্ষীণতা, বার্দ্ধক্য, অরুচি বশতঃ ভোজনে অনিচ্ছা এবং প্রবলবেগে রক্ত নির্গমন, এই সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত রক্তপিত্ত রোগী অসাধ্য।

ঊর্দ্ধভাগ অর্থাৎ মুখ, নাসিকা ও কর্ণ হইতে রক্তস্রাব হইলে, ঐ ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্ত সাধ্য। অধোভাগ অর্থাৎ লিঙ্গ, যোনি ও গুহ্যদ্বার হইতে রক্তস্রাব হইলে, উহা যাপ্য। রক্তপিত্তের প্রকোপ বশতঃ ঊর্দ্ধ ও অধঃ এই উভয়মার্গ হইতে এক সময়ে রক্তস্রাব হইলে, উহা অসাধ্য।

পূর্ব্বোল্লিখিত ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগ অল্পদিন হইতে প্রকাশ পাইলে, এবং শ্বাস কাসাদির উপদ্রব না থাকিলে অথচ রক্তপিত্ত অল্প বেগযুক্ত হইলে অর্থাৎ রক্ত অল্প পরিমাণে নিঃসৃত হইলে, সবল রোগীর পক্ষে উহা সাধ্য এবং হেমন্ত ও শরৎ ঋতুতে ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্ত উৎপন্ন হইলে, তাহাও সাধ্য হয়।

মাংস-ধৌত জলের ন্যায় পচা গন্ধযুক্ত, কর্দ্দমাক্ত-জলসদৃশ, মেদ, পূয ও রক্তসদৃশ, যকৃৎ খণ্ডের ন্যায় বা পাকাজাম ফলের ন্যায় কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ ও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত এবং ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিবিধ বর্ণযুক্ত ঊর্দ্ধ বা অধোগামী পিত্ত-সংযুক্ত রক্ত নির্গত হইলে, উহা অসাধ্য এবং পূর্ব্বোল্লিখিত উপদ্রবসমূহ বিদ্যমান থাকিলে, সেই রক্তপিত্তও অসাধ্য।

যে রক্তপিত্ত রোগী দৃশ্য (ঘটপটাদি পদার্থ) এবং অদৃশ্য (শূন্যমার্গাদি) সমস্ত রক্তবর্ণ দর্শন করে, সেই রোগীর রক্তপিত্ত অসাধ্য। যে রক্তপিত্তরোগী অত্যধিক রক্তবমন করে ও লোহিত উদ্গার দর্শন করে ও যাহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ, সেই রোগী বিনষ্ট হয়।

রক্তপিত্ত-চিকিৎসা-বিধি।

অতিরিক্ত রৌদ্র, ব্যায়াম, শ্রমসাধ্য-কার্য্য, শোক, পথপর্য্যটন, অত্যধিক স্ত্রীসংবাস এবং তীক্ষ্ণ দ্রব্য, উষ্ণ দ্রব্য, ক্ষারাত্মক দ্রব্য, লবণ ও কটু-রস বিশিষ্ট দ্রব্য সেবন দ্বারা পিত্ত প্রকুপিত হইলে, রক্তও প্রকুপিত হয়, অতএব পিত্ত ও রক্ত উভয়ের প্রকোপবশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হয়। কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তা বলেন যে, পিত্ত রক্তবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া নিঃসৃত হয়, এই জন্য শাস্ত্রে উহা রক্তপিত্ত নামে কথিত হইয়াছে। এই রক্তপিত্ত ঊর্দ্ধগামী ও অধোগামী এবং রোগের প্রকোপকালে বিবিধ উপদ্রব উৎপাদন করে। ঊর্দ্ধগামী রক্তপিত্তের এই সকল প্রধান কারণ সহজেই পরিলক্ষিত

হওয়া যায়; হৃৎপিণ্ড, বৃহৎধমনী এবং শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্র ও যকৃতের পীড়া বশতঃ রক্তস্রাব হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত যন্ত্র হইতে রক্তস্রাব হইলে, ঐ রক্তপিত্ত যক্ষ্মারোগে পরিণত হয়। রক্তপিত্তরোগে লোমকূপ, নাসারন্ধ্র, কর্ণ, পক্বাশয়, মুখ, লিঙ্গ যোনিদেশ বা মলদ্বার হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের ঋতুকালে যে রক্তঃ নিঃসৃত হয়, উহা রক্তপিত্তমধ্যে গণনীয় নহে।

কর্ণবিবর এবং নাসারন্ধ্র হইতে যে রক্ত নির্গত হয়, সেই রক্ত কর্ণবিবরের বাহ্যদেশে ও নাসারন্ধ্রের সম্মুখভাগ হইতে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিঃসৃত হইলে, সচরাচর জলবৎ পাতলা দৃষ্ট হয় এবং নাসারন্ধ্রের পশ্চাৎ ভাগ হইতে রক্ত নির্গত হইলে, উহা গাঢ়, কৃষ্ণবর্ণ ও শ্লেষ্মামিশ্রিত দৃষ্ট হয়। মুখ-গহ্বরে বিবিধ স্থানস্থিত রক্ত মুখমার্গ দ্বারা নিঃসৃত হয়। জিহ্বা, তালু ও গণ্ডদেশের অভ্যন্তর ও দাঁতের মাঢ়ি হইতে যে রক্ত নির্গত হয়, ঐ সকল রক্তে শ্লেষ্মা ও ফেণাযুক্ত লালা সংলগ্ন থাকে; শ্বাসমার্গ, পরিপাক নলীর উর্দ্ধাংশ ও পাকাশয় স্থিত রক্তপিত্তের প্রকোপ বশতঃ, মুখ দ্বারা রক্ত নির্গত হয়। সাধারণতঃ উর্দ্ধগত রক্তপিত্তে এবং পৈত্তিক যক্ষ্মারোগে রক্তবমন একটী প্রধান লক্ষণ। উভয় রোগেই রক্তনিঃসরণ দৃষ্ট হয়। নিম্নলিখিত কারণে রক্ত বমন হইলে, রক্তপিত্তরোগে পরিণত হয়, যথা—পক্বাশয়ের ক্ষত বা কোনরূপ সাংঘাতিক পীড়া, যকৃতে রক্ত সঞ্চালিত হওয়া, রক্ত সমষ্টিভূত হওয়া, হৃৎপিণ্ডদ্বয়ের অবরোধ হওয়া, বিবিধ পীড়ার উৎপত্তি ও বিবিধ কারণে রক্তের বিকার হইলে সূক্ষ্ম শিরার গাত্র হইতে রক্তস্রাব এবং স্ত্রীলোকদিগের স্বভাবতঃ রক্তস্রাব বন্ধ হওয়া। যক্ষ্মা ও রক্তপিত্তরোগের মধ্যে রক্তস্রাবে সাধারণতঃ যে সকল প্রভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা এই—যক্ষ্মা রোগে রক্ত নির্গমের পূর্ব্বে কাসের বেগ উপস্থিত হয় ও কাসে নির্গত রক্তে শ্লেষ্মাদি মিশ্রিত থাকে, এইরূপ লক্ষণ প্রথমাবস্থায় প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় এবং ঐ নির্গত রক্ত ক্ষারাত্মক এবং মুখ লবণাক্ত অনুভূত হয়, রোগী বক্ষঃস্থলে ভার ও বিবিধ কষ্ট অনুভব করে; কণ্ঠনলী ঘড়্ঘড়্ করে; কোনও কোনও স্থলে কাস ব্যতীত মুখ রক্তে পরিপূর্ণ হয়, আবার সামান্য কাসের পরে রক্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে এবং ঐ রক্ত অনেকাংশে উজ্জ্বল ও উহাতে ফেনা বিদ্যমান থাকে। রক্তপিত্তরোগে নির্গত

রক্ত ঈষৎ কৃষ্ণাভ এবং ঘনীভূত দৃষ্ট হয় ও মুখ হইতে নিঃসৃত রক্ত অম্লরস-বিশিষ্ট, বমনের পূর্ব্বে পকাশয়ে অসুখ বোধ, সময় সময় বমন করিবার ইচ্ছা, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ও উদরে বেদনা বোধ এবং অনেক সময়ে পক্বাশয়-স্থিত সঞ্চিত রক্ত মলের সহিত নির্গত হয়। যক্ষ্মা ও রক্তপিত্তরোগের বাতাদি দোষ এই সমস্ত চিহ্নদ্বারা নিরূপণ করা সুকঠিন, উহা সামান্য লক্ষণ দ্বারা নিরূপণ করিবে। রক্তপিত্তের ও যক্ষ্মারোগের ভেদ উক্ত উভয় রোগের লক্ষণদ্বারাও নির্ণয় করা সুকঠিন, কারণ শ্লৈষ্মিক রক্তপিত্তে শ্লেষ্মা সংযুক্ত পিচ্ছিল রক্ত নির্গমন পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে এবং পৈত্তিক যক্ষ্মারোগে কাস জ্বর, দাহ ও রক্ত নির্গমন ইত্যাদি উল্লেখ করা হইয়াছে। রক্তপিত্তরোগের ন্যায় যক্ষ্মারোগেও দুর্ব্বলতা, শ্বাস, কাস ও জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে উভয় রোগের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান লক্ষণ দ্বারা রোগ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ রোগোৎপত্তির পূর্ব্ব লক্ষণও পরিজ্ঞাত হওয়া বিশেষ আবশ্যক; যেহেতু, নিদান অর্থাৎ রোগোৎপাদক অহিতাচরণ ও অহিতকর দ্রব্য সেবন রূপ কারণ। পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ। রূপ অর্থাৎ লক্ষণ। উপশয় অর্থাৎ ঔষধ প্রয়োগ এবং আহারাদি দ্বারা রোগ প্রশমন বিষয়ের পরীক্ষা এবং সংপ্রাপ্তি অর্থাৎ দোষ ও দূষ্য সংমিশ্রণরূপ ব্যাপার, এই পাঁচটীর দ্বারাই উৎকট রোগ সকল নির্দ্দেশ করা যায়; কিন্তু যক্ষ্মা ও রক্তপিত্তের নিদান, সংপ্রাপ্তি ও উপশয় অনেকাংশে তুল্য; সুতরাং ঔষধ এবং পথ্যাদি দ্বারা উভয়ের ভেদ সর্ব্বত্র নির্ণয় করা সুকঠিন। পূর্ব্ব লক্ষণ ও সাধারণ লক্ষণ দ্বারা ইহার প্রভেদ যথাসম্ভব স্থির করিবে। রক্তপিত্তরোগে শরীরের অবসন্নতা, শীতল দ্রব্যে অভিলাষ, কণ্ঠদেশ হইতে ধূম নির্গমনবৎ বোধ, বমন, শ্বাস ও প্রশ্বাসে রক্তগন্ধ এই সকল লক্ষণের ২।১টী বাতাদি দোষভেদে রোগ প্রকাশের পূর্ব্বে (পূর্ব্বরূপের অবস্থায়) লক্ষিত হয়, এবং কোন কোন স্থলে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া শীঘ্রই সান্নিপাতিক রক্তপিত্তে পরিণত হয়। যক্ষ্মারোগে কাস, শ্বাস, গাত্র-বেদনা, শ্লেষ্ম-নিঃসরণ (সর্দ্দি, কাস) তালু-শোষ, বমি, অগ্নিমান্দ্য, প্রবল সর্দ্দি, নিদ্রাধিক্য, চক্ষুর শুক্লতা, মাংস ভোজনে বলবতী ইচ্ছা, স্ত্রীসহবাসে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্নে কাকাদি পক্ষী ও বিভীষিকা দর্শন ইত্যাদি

লক্ষণের মধ্যে ২।৪টী বা সমস্ত লক্ষণ বাতাদি দোষভেদে রোগ প্রকাশের পূর্ব্বে লক্ষিত হয়।

রোগ প্রবল হইলে যক্ষ্মা এবং রক্তপিত্তের অনেক অনেক বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশিত হয়, ঐ সমস্ত লক্ষণ দ্বারা রোগ নিরূপিত হইতে পারে। যক্ষ্মা ও রক্তপিত্তের প্রবলাবস্থায় চিকিৎসার্থ যে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, তাহা অনেকাংশে একরূপ ; সুতরাং ঔষধ প্রয়োগ জন্য বিশেষ কোন ভ্রম হয় না। ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তে বমন, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি থাকিলে, প্রায়শঃ তুল্য ঔষধ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু রক্তপিত্তে পিত্তের আধিক্য বশতঃ ঔষধ ও পথ্য কিয়দংশে ভিন্নরূপ হইয়া থাকে।

রক্তপিত্তে বমন। রক্তপিত্তরোগে অধিক রক্তবমন লক্ষিত হইলে, তজ্জন্য রোগীকে রক্ত বন্ধকর ও তৃপ্তিকর আহারাদি এবং বিবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিবে ; কিন্তু, রোগী বলবান্ হইলে, রক্ত বন্ধ করিতে চেষ্টা পাওয়া অন্যায় ; যেহেতু রক্ত বন্ধ হইলে, দুষ্ট রক্ত দেহে রুদ্ধ হইয়া হৃদ্রোগ, গুল্ম, গ্রহণী ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ উৎপাদন করে। দুর্ব্বল রোগীর জন্যই রক্ত-বন্ধকর ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। রক্তবমন নিবারণার্থ রোগের প্রবলাবস্থায় বাসাবলেহ, বৃহৎ বাসাবলেহ, বৃহৎ শর্করাদ্যলৌহ, ধাত্রীলৌহ বা অম-লাদ্যলৌহ প্রভৃতি ঔষধ এবং বিবিধ যোগ বাতাদি দোষভেদে প্রদান করিবে। রক্ত বমন থাকিলে এবং অল্প জ্বর দৃষ্ট হইলে, রক্তপিত্তান্তকরস শতমূলাদ্যলৌহ প্রভৃতি ঔষধ সেবনে প্রায়শঃ ঐ জ্বর নিবৃত্তি হয়। জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে অত্যধিক শীতল পথ্য প্রদান করিবে না, যে-হেতু অত্যধিক শৈত্যক্রিয়া দ্বারা জ্বর বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, তখন কেবলমাত্র, ঐ সকল ঔষধ প্রদান করিয়া খৈর মণ্ড বা পেয়াদি রোগীকে সেবন করিতে দিবে এবং জ্বরবেগ নিবৃত্তিকাল পর্য্যন্ত লঘু পথ্য প্রদান করিবে। রক্তপিত্তে রক্তনির্গমন প্রবল হইলে, বিরেচনার্থ দ্রাক্ষাদি ক্বাথে ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। অধিক বমন বশতঃ পিপাসা ও দাহ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, প্রদররোগে বক্ষ্যমাণ চন্দনাদি চূর্ণ ও ষড়ঙ্গপানীয়ের শুঁঠ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট ৫টি দ্রব্যদ্বারা সাধিত পানীয় সেবন করাইবে ; অথবা হ্রীবেরাদি বা ধান্যকাদি ক্বাথ প্রদান করিবে। রক্তপিত্তের পুরাতন অবস্থায়

কুষ্মাণ্ডখণ্ড, বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড, কুষ্মাণ্ডাবলেহ বা দূর্ব্বাদ্যঘৃত প্রভৃতি প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

রক্তপিত্তে—নাশাগত রক্তস্রাব। ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে রোগীর নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে, তন্নিমিত্ত বিবিধ যোগ প্রদান করিবে এবং রক্ত অত্যধিক স্রাব হইলে, তন্নিবারণার্থ আমলা ঘৃতে ভাজিয়া কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক রোগীর মস্তকে প্রদান করিবে এবং দাড়িম্বপুষ্পাদির রস দ্বারা নস্য প্রয়োগ করিবে। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে, রক্তনিবারণার্থ শীঘ্রই প্রতীকার করা আবশ্যক। সবল রোগীকে বিরেচনার্থ দ্রাক্ষাদি ক্বাথ বা ত্রিবৃতাদি মোদক অল্প মাত্রায় প্রদান করা যাইতে পারে এবং পূর্ব্বোক্ত আমলাদ্য লৌহ, শতমূলাদ্য লৌহ প্রভৃতি যথানুপানে ব্যবস্থা করিবে। ঐ সকল মৃদুরেচক ঔষধ পিত্ত শান্তিকর। ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তে বিরেচন প্রদান একান্ত আবশ্যক; কিন্তু তীক্ষ্ণ বিরেচক ঔষধ প্রদান করিলে, বিপরীত ফল দর্শে। এই অবস্থায় রোগীকে খৈর মণ্ডাদি পথ্য প্রদান করিবে এবং পিপাসা, দাহ ও অন্যান্য লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, হ্রীবেরাদি ক্বাথ বা ধান্যকাদি ক্বাথ, শুঁঠবিহীন ষড়ঙ্গপানীয় ও অন্যান্য ঔষধ প্রদান করিবে। জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

রক্তপিত্তে—কর্ণগত রক্তস্রাব। রক্তপিত্তরোগে কর্ণাভ্যন্তর হইতে অনেক সময়ে রক্তস্রাব হইয়া থাকে এবং অনেক সময়ে কর্ণনালী হইতে বিবিধ কারণে পূযাদি মিশ্রিত বা সজলরক্ত নির্গত হইতেও দেখা যায়, কিন্তু উহা কর্ণগত অন্য রোগ বা রক্তপিত্তরোগের জন্যই ঐরূপ হয়, নিরূপণ করিয়া সেই অনুসারে চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ নস্য প্রদান, বা প্রলেপ প্রভৃতি যে সমস্ত বিধি উক্ত হইয়াছে; সেই সমস্ত যোগ প্রয়োগ করিবে; কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, দ্রাক্ষাদি ক্বাথ বা অন্যান্য যে সমস্ত রেচক ঔষধ উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

রক্তপিত্তরোগে—মূর্চ্ছা। রক্তপিত্তরোগ প্রবল হইলে রোগী সময় সময় মূর্চ্ছায় অভিভূত হয় অর্থাৎ জ্ঞান লোপ হইয়া যায়; এরূপ অবস্থায় অধীর না হইয়া যাহাতে রোগের প্রতীকার হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবে। রোগের প্রবলতা বশতঃ দুর্ব্বলতা হইতে মূর্চ্ছা উৎপন্ন হয়, সুতরাং

রোগ উপশমের নিমিত্ত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ যাহাতে রোগী পথ্য সেবন করিতে পারে তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা আবশ্যক। সময়ানুসারে বলকর পথ্য—দুগ্ধাদি বা মাংস যূষ প্রদান আবশ্যক; নচেৎ মূর্চ্ছা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অত্যধিক রক্ত নির্গত হওয়ায় অনেকস্থলে মূর্চ্ছার আধিক্য দৃষ্ট হয়। জ্বর, হৃদয় বেদনা ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রবগুলি প্রবল না হইলে, মুখে, চক্ষুতে শীতল জল প্রদান ও অন্যান্য শৈত্য দ্রব্য প্রদান করা যাইতে পারে, কিন্তু ঐ সকল উপদ্রব বিদ্যমানে শৈত্য দ্রব্য প্রদান না করিয়া বলকারক পথ্য ও ঔষধ প্রদান করাই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত। এই রোগে স্থানবিশেষে মূর্চ্ছা এরূপভাবে রোগীকে আক্রমন করে, যে মূর্চ্ছিতাবস্থায়ই রোগী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, সুতরাং মূর্চ্ছার প্রতি দৃষ্টি প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

রক্তপিত্তরোগে—পিপাসা। রক্তপিত্তরোগে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ সাধারণতঃ পিপাসা এতদূর বলবতী হয় যে, পুনঃপুনঃ শীতল দ্রব্য পান করিতে অভিলাষ জন্মে। এমতাবস্থায় শুঁঠ বিহীন ষড়ঙ্গপানীয় এবং জ্বরাধিকারোক্ত তৃষ্ণাহর যোগ রোগীকে পান করিতে দিবে। যদিও রোগের প্রবলতাবশতঃ পিপাসা একেবারে প্রশমিত না হইয়া পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হয়, তথাপি পিপাসার কালে ঐ সমস্ত ষড়ঙ্গপানীয় ও ধান্যকাদি ক্বাথ প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। জ্বরাদি উপদ্রব না থাকিলে, পিপাসাকালে, রোগীকে শীতল জল বা শীতল পানীয় প্রদান করা যাইতে পারে।

রক্তপিত্তরোগে—উদরাময়। রক্তপিত্তরোগের প্রবলাবস্থায় বা পুরাতন অবস্থায় অনেক স্থলে দাস্ত বা পাতলা মল নির্গত হইতে দেখা যায়, ঐ সকল পিত্ত সংযুক্ত মলে রক্ত মিশ্রিত থাকে, কাহারও বা মলে পিত্তের ভাগ দৃষ্ট হয়, এরূপ অবস্থায় মলের তরলতা লক্ষিত হইলে, কণা-বটী, বৃহৎ গগনসুন্দর রস এবং রক্তের ভাগ অধিক হইলে, নূতনাবস্থায় অহি-ফেণবটী অল্প মাত্রায় সেবন করান যাইতে পারে। যাহাতে মল গাঢ় হয় এবং ক্ষুধা বর্দ্ধিত হয়, এরূপ পথ্য ও ঔষধ প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় রোগের প্রথম প্রকোপ কালে জ্বরাতিসারোক্ত উশীরাদি বা হ্রীবেরাদি ক্বাথ দিনে একবার প্রয়োগে অনেক উপকার পাওয়া যায়। উহাতে দাহ, পিপাসা ও জ্বর কিয়দংশে নিবৃত্ত হয়। কিন্তু এই দাস্ত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে এবং

ঐ দাস্ত উদরাময়রূপে পরিণত হইলে, তখন আর ঐ সমস্ত ঔষধে তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না; এমতাবস্থায় বৃহৎ কুটজাবলেহ, বিজয়-পর্পটী, লৌহ-পর্পটী, স্বর্ণ পর্পটী বা পঞ্চামৃতপর্পটী নিয়ম পূর্ব্বক সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এই অবস্থায় জ্বর থাকিলে, এই সমস্ত ঔষধে অনেকাংশে উপকার হয়।

রক্তপিত্তে ভেদ। রক্তপিত্তরোগে রক্তভেদ লক্ষিত হইলে, রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া ছাগদুগ্ধে সিদ্ধ চন্দনাদি কাথ, কুটজাষ্টক, কুটজাবলেহ, চন্দনাদি চূর্ণ, মধুকাদ্যলেহ বা কণাদ্যলৌহ প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। এই সমস্ত ঔষধ অত্যধিক রক্তস্রাব দৃষ্ট হইলে, প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; সবল রোগীর অত্যধিক রক্তস্রাব সহসা বন্ধ করিলে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সবল রোগীর রক্তভেদ দৃষ্ট হইলে, বিবিধ যোগ এবং ঐ সকল ঔষধ অল্প মাত্রায় সেবন করাইবে এবং রোগ পুরাতন হইলে ও জ্বর, কাস, পার্শ্বশূল প্রভৃতি নিবৃত্তি হইলে, বৃহৎ কুষ্মাণ্ডাবলেহ এবং শর্করাদ্যলৌহ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই অবস্থায় পাতলা মল ও রক্তসংযুক্ত মল দৃষ্ট হইলে এবং রোগ কিঞ্চিৎ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, পঞ্চামৃত পর্পটী, লৌহ পর্পটী বা স্বর্ণ পর্পটী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত ঔষধ সেবন কালে উপযুক্ত নিয়মে আহারাদি করা কর্ত্তব্য। অধোগত রক্তপিত্ত অতি কঠিন, সুতরাং যত্নপূর্ব্বক উহার প্রতিকারে চেষ্টিত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

রক্তপিত্তে—রক্তস্রাব। অধোগত রক্তপিত্তে রক্তস্রাব দৃষ্ট হইলে, উহার পরীক্ষা করিয়া ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। যেহেতু রক্ত-মেহরোগে ঐরূপ লক্ষণ লক্ষিত হয়, সুতরাং প্রমেহের পূর্ব্ব লক্ষণ দ্বারা তাহার পরীক্ষা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এই রক্ত প্রস্রাব পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েরই হইয়া থাকে, এই অবস্থায় বিবিধ যোগ, তৃণপঞ্চমূলসাধিত ক্ষীর, শতবর্য্যাদিক্ষীর, শতমূলাদি লৌহ, বৃহৎ কুষ্মাণ্ডাবলেহ বা খণ্ডকাদ্য লৌহ প্রভৃতি ঔষধ রোগীর বলাবল অনুসারে সেবন করিতে দিবে এবং রোগীকে শীতল ও পিত্তনাশক পথ্য প্রদান করিবে; রুক্ষ ও উষ্ণ দ্রব্য কখনও সেবন করিতে দিবে না। রোগের পুরাতন অবস্থায় দূর্ব্বাদ্য ঘৃত ও সপ্তপ্রস্থ ঘৃত প্রভৃতি

ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। প্রমেহরোগে বক্ষ্যমাণ বৃহৎ দাড়িমাদ্য ঘৃত ও অন্যান্য পৈত্তিক মেহ নাশক ঔষধ উপকারী।

লোমকূপগত রক্তপিত্ত। রক্তপিত্ত লোমকূপগত হইলে, চর্ম্মগত পিত্তরোগের ন্যায় লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, উহাতে চর্ম্মোপরি বিবিধ চিহ্ন এবং ক্ষত উৎপন্ন হয়। অনেক স্থলে কালপ্রকর্ষে কুষ্ঠরোগের ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। লোমকূপগত চর্ম্মরোগে আভ্যন্তরীক ও বাহ্যিক উভয়বিধ ঔষধই প্রয়োগ কর্ত্তব্য। বাহ্যিক ঔষধ গাত্রে মর্দ্দন করা বিধেয়। রোগীকে সেবনার্থ পিত্তান্তকলোহ, মহাতিক্ত ঘৃত বা দূর্ব্বাদ্য ঘৃত প্রভৃতি প্রদান করিবে এবং রোগীর গাত্রে বিবিধ তৈল মর্দ্দন ব্যবস্থা করিবে।

রক্তপিত্তে উপদ্রব। রক্তপিত্তরোগে রোগীর বিবিধ উপদ্রব লক্ষিত হয়। সান্নিপাতিক জ্বরের ন্যায় এই রোগের প্রবলাবস্থায় রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় এবং শ্বাস, কাস, বক্ষঃস্থলে বেদনা ও রক্তভেদ বা রক্তবমন প্রভৃতি লক্ষিত হইয়া থাকে। সময় সময় এত অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হয় যে রোগীর সহসা মৃত্যু ঘটে; এই অবস্থায় অতি সাবধানে তাহার প্রতীকারে চেষ্টিত হইবে; যাহাতে ঐ রক্তপাত ক্রমশঃ কমিয়া আইসে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। রোগীর শোণিত ও বল রক্ষার্থ বিবিধ প্রাণীর মাংসের যূষ, মৃতসঞ্জীবনী সুরা ও মৃগমদাসব প্রদান বিশেষ আবশ্যক, কেননা বল হ্রাস হইলে, শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া সহসা মৃত্যু হইতে পারে; সুতরাং সর্ব্বদা রোগীকে শ্লেষ্মনাশক অথচ বলকারক মকরধ্বজ বটী, বৃহৎ কস্তুরীভৈরব ও অন্যান্য ঔষধ প্রদান করিবে, কিন্তু শ্লেষ্মানিবারক উষ্ণবীর্য্য ঔষধসমূহের উগ্রতা বশতঃ পিত্ত বৃদ্ধি ও বমন না হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য, কারণ পিত্তবর্দ্ধক ঔষধ সেবনে উপকার না হইয়া বরং অনিষ্ট সম্পাদিত হয়।

রক্তপিত্তে—শ্বাস। রক্তপিত্তরোগে শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে ও শ্বাসের আনুষঙ্গিক কাস ও জ্বর তৎসঙ্গে বিদ্যমান থাকিলে, মহাশ্বাসারি লৌহ, শ্বাসচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অবস্থাভেদে বমন প্রবল থাকিলে, পিপ্পল্যাদ্য লৌহ এবং স্বরভেদ লক্ষিত হইলে, তাম্রেশ্বরাভ্র প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। শ্বাসের সহিত কেবলমাত্র কাসের

প্রকোপ দৃষ্ট হইলে, বাসাবলেহ, বৃহৎ বাসাবলেহ বা কণ্টকার্য্যাদি অবলেহ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

রক্তপিত্তে—কাস। রক্তপিত্তরোগে পূর্ব্বোল্লিখিত যক্ষ্মারোগের ন্যায় কাস প্রকাশ পায়। এই কাসের জন্য পৃথক্ ঔষধ প্রায়শঃ ব্যবহার করিতে হয় না; কেবল মুখ্যরোগ নাশক ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে, উহার উপদ্রব সকল হ্রাস পায়; যেহেতু কাস ও রক্তবমন উভয় একই সঙ্গে অথবা একের প্রকোপ হইলে অন্য উপদ্রব প্রবল হয়, তথাপি অবস্থা ভেদে অনেক স্থলে কাস উপদ্রবের প্রকোপ দৃষ্ট হয়; সুতরাং তন্নিবারণার্থ চন্দ্রামৃতলৌহ, তালীশাদি চূর্ণ, চন্দ্রামৃত রস বা সমশর্কর লৌহ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

রক্তপিত্তে—জ্বর। রক্তপিত্তরোগে ও যক্ষ্মারোগের ন্যায় জ্বর প্রকাশ পায়; কিন্তু যক্ষ্মারোগ অপেক্ষা রক্তপিত্তে জ্বরের অনেকাংশে বৈষম্য দৃষ্ট হয়। যক্ষ্মারোগে জ্বর সর্ব্বদা নাড়ীতে অনুভূত হয়, কিন্তু রক্তপিত্তে সর্ব্বদা জ্বর প্রকাশ পায় না, রোগের অত্যন্ত প্রকোপ কালে উহার অন্যান্য উপদ্রব সকল প্রবল হইলেই জ্বর প্রবল হয়। রক্তপিত্তের নূতন অবস্থায় জ্বর প্রবল হইলে, জ্বরাধিকারোক্ত ক্ষয়াবটী, জয়ন্তীবটী এবং জ্বরে শ্লৈষ্মিকবিকার লক্ষিত হইলে, বৃহৎ কস্তুরী ভৈরব রোগীকে সেবন করিতে দিবে, কিন্তু সপ্তাহ অতীত হইলে এবং জ্বরের বেগ কিয়দংশ হ্রাস পাইলে, ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তে মহারাজবটী, জ্বরমাতঙ্গকেশরী সর্ব্বতোভদ্ররস বা বৃহৎ বিষম-জ্বরারিরস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিবে। জ্বর হ্রাস হইলে অথবা জ্বর কিছু সময় মাত্র প্রকাশ পাইলে, অধোগত রক্তপিত্তে সর্ব্বজ্বরহরলৌহ, পুটপক্ক বিষমজ্বরান্তকলৌহ, বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ বা রক্তপিত্তান্তক রস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। জ্বর প্রকাশ না পাইলে, কেবল মাত্র মুখ্য রোগাধিকারোক্ত ঔষধ সকল বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

রক্তপিত্তরোগের প্রবলাবস্থায় কাস ও জ্বরের সঙ্গে ক্রমশঃ শোথ, অত্যধিক রক্ত নির্গমন বা অন্যান্য অরিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ঐ সকল উপদ্রবের যথা-নিয়মে চিকিৎসা করিবে। ঐ সকল উপদ্রব নিবৃত্ত হইলে অথবা রোগ

পুরাতন হইলে, রোগীর পুষ্টিসাধনার্থ এবং পিত্ত সংযমনার্থ কুষ্মাণ্ড খণ্ড, বৃহৎকুষ্মাণ্ডখণ্ড, কুষ্মাণ্ডাবলেহ, বাসাঘৃত বা দুর্ব্বাদ্য ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ ঊর্দ্ধ বা অধোগত রক্তপিত্তে অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে এবং রোগীর গাত্রে হ্রীবেরাদ্য-তৈল বা জ্বরাধিকারোক্ত লাক্ষাদি কিম্বা মংলাক্ষাদি তৈল মালিশ করাইবে। ঐ সমস্ত তৈল জ্বর ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, প্রয়োগ করিবে না।

রক্তপিত্তে—ঔষধ।

ফল্গুযোগ। অধোগত রক্তপিত্তরোগে প্রস্রাবে রক্ত নির্গত হইলে বা রক্তভেদ হইলে, এই ঔষধ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় যথানিয়মে সেবন করাইবে।

ফল্গুযোগ। সুপক্ব যজ্ঞডুমুরের রস ২ তোলা এবং মধু ২।৩ ফোঁটা একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে।

লাক্ষাযোগ। উর্দ্ধগত রক্তপিত্তে রক্তবমন হইলে, এই যোগ প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং অবস্থাভেদে রাত্রে সেবন করিতে দিবে।

লাক্ষাযোগ। লাক্ষাচূর্ণ ।৹ তোলা, ঘৃত ও মধু প্রত্যেক /৹ আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে।

বাসাযোগ। উর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে রক্তবমন হইলে, এই কাথ প্রাতে ও মধ্যাহ্নে সেবন করাইবে। রক্তপিত্তরোগে হৃদয়ে বেদনা, জ্বর ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, এই কাথ অত্যন্ত উপকারী।

বাসাযোগ। বাসকছাল ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকা (অভাবে পক্ষপর্পটী), হিং লোধ, রসাঞ্জন, পদ্মকেশর, শুঁদিমূল, মধু ও ইক্ষুচিনি ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ /৹ আনা।

বাসাযোগ (মতান্তরে)। উর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে রক্তবমন এবং তৎসঙ্গে কাস, শ্বাস, স্বরভঙ্গ ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। তমকশ্বাস এবং স্বরভেদ রোগেও এই যোগ উপকারী। পূর্ণ মাত্রা ২ দুই তোলা।

বাসাযোগ (মতান্তরে)। বাসক পাতার রস ৭ তোলা, তালীশপত্র চূর্ণ ।০ আনা এবং মধু ।০ আনা মিশ্রিত করিয়া লইবে।

দূর্ব্বাদ্য নস্য। ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তে রোগীর নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে, এই ঔষধ প্রাতে ও বৈকালে তাহার নাসিকায় অল্প অল্প পরিমাণে নস্যের ন্যায় প্রয়োগ করিবে।

দূর্ব্বাদ্য নস্য। কচি দূর্ব্বার রস এবং দাড়িম্ব পুষ্পের রস সমভাগে কাপড়ে ছাকিয়া ২ তোলা পরিমাণে লইবে; অনন্তর উহার সহিত আলতা ভিজান জল মিশাইয়া নাসিকার রন্ধ্রপথে প্রয়োগ করিবে।

তৃণপঞ্চমূল ক্ষীর। অধোগত রক্তপিত্তরোগে রোগীর প্রস্রাব-দ্বার হইতে রক্ত নির্গত হইলে, এই দুগ্ধ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

তৃণপঞ্চমূল ক্ষীর। কুশতৃণ, কাশতৃণ, শর, কুক্ষেক্ষু এবং উলু; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, ছাগীদুগ্ধ ১৬ তোলা এবং জল ৬৪ তোলা একত্র পাক করিবে, দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া শীতল হইলে প্রযোজ্য।

শতমূল্যাদি ক্ষীর। অধোগত রক্তপিত্তরোগে মূত্রমার্গ হইতে রক্তস্রাব হইলে, এই দুগ্ধ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া রোগীকে প্রাতে একবার এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে একবার সেবন করিতে দিবে।

শতমূল্যাদি ক্ষীর। শতমূলী ও গোক্ষুর, ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ৬৪ তোলা, একত্র পাক করিবে এবং দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া শীতল হইলে প্রয়োগ করিবে।

চন্দনাদি ক্ষীর। অধোগত রক্তপিত্তরোগে রক্তভেদ হইলে বা মলের সহিত টাট্‌কা রক্ত নির্গত হইলে, এই দুগ্ধ যথানিয়মে পাক করিয়া রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে, অবস্থাভেদে বৈকালেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। জ্বর ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, ইহা ব্যবস্থা করা যায়।

চন্দনাদি ক্ষীর। রক্তচন্দন, বেলশুঁঠ, আতইস, কুড়চির ছাল ও বাবলার আঠা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ৬৪ তোলা, একত্র পাক করিয়া দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া শীতল হইলে, প্রযোজ্য।

হ্রীবেরাদিক্কাথ। ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে রোগীর দাহ বা তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকিলে এবং মুখ, কর্ণ ও নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে রক্ত নির্গত হইলে, এই ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাকে প্রাতে পান করিতে দিবে।

হ্রীবেরাদি কাথ। বালা, সুঁদি, ধনে, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, গন্ধতৃণ, ও তেউড়ীমূল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; শীতল হইলে, ইক্ষুচিনি ও মধু প্রত্যেকে ।০ আনা প্রক্ষেপ দিবে।

অটরুষকাদিক্কাথ। ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে রোগীর মুখ বা নাসিকা হইতে রক্ত নির্গত হইলে, তাহাকে এই ক্বাথ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। ইহা বাতানুলোমক এবং কোষ্ঠশুদ্ধিকারক।

অটরুষকাদি কাথ। বাসক ছাল, কিস্‌মিস্‌, ও হরীতকী: এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, প্রক্ষেপ চিনি এবং মধু প্রত্যেক ।০ আনা।

বাসকক্বাথ। ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে রোগীর রক্তবমন হইলে এবং জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, ইহা কাস এবং ক্ষয়রোগেও প্রয়োগ করা যায়।

বাসক কাথ। বাসক ছাল ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; ছাকিয়া মধু ।০ অর্দ্ধ তোলা সহ প্রয়োগ করিবে।

চন্দনাদিচূর্ণ। অধোগত রক্তপিত্তরোগে রক্ত দাস্ত হইলে, এই চূর্ণ মধু এবং আতপ চাউলধোয়া জল সহ দিনে ২।৩ বার সেবন করাইবে। এই ঔষধ রক্তাতীসারে, রক্তপ্রদরে এবং রক্তার্শেও প্রয়োগ করা যায়।

চন্দনাদি চূর্ণ। রক্তচন্দন, জটামাংসী, লোধ, বেণার মূল, পদ্মকেশর, নাগেশ্বর, বেলশুঠ, নাগর মুথা, ইক্ষুচিনি, বালা, আকনাদি, ইন্দ্রযব, কুড়চির ছাল, শুঁঠ, আতইষ, ধাইপুষ্প, রসাঞ্জন, আমের বীচের শাস, জামের বীজ, মোচরস, নীলসুঁদি, বরাহক্রান্তা, ছোট এলাইচ ও দাড়িমের খোসা; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।০ আনা হইতে ।০ তোলা।

মুস্তকাদি চূর্ণ। ঊর্দ্ধ ও অধোগত রক্তপিত্তে মুখ, নাসিকা, গুহ্যদেশ অথবা মূত্রমার্গ হইতে প্রবল বেগে রক্ত নির্গত হইলে, এই চূর্ণ প্রাতে ও

বৈকালে বাসক পাতার রস ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে। এই চূর্ণ শস্ত্রাহত স্থানে প্রদান করিলেও, সেই স্থানের রক্ত বন্ধ হয়।

মৃদ্বীকাদি চূর্ণ। কিস্‌মিস্, রক্তচন্দন, লোধ ও প্রিয়ঙ্গু; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৴৹ আনা বা ।৹ আনা।

উশীরাদি চূর্ণ। রক্তপিত্তরোগে রোগীর মুখ হইতে রক্ত নির্গত হইলে এবং দাহ বা তৃষ্ণা তৎসঙ্গে বিদ্যমান থাকিলে, এই চূর্ণ রোগীকে পাকা যজ্ঞডুমুরের রসের সহিত সেবন করিতে দিবে।

উশীরাদি চূর্ণ। বেণার মূল, তগর পাদুকা, শুঁঠ কাকোলী, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, লবঙ্গ, পিপুলমূল, পিপুল, এলাইচ, নাগেশ্বর, মুথা, যষ্টিমধু, কর্পূর, বংশলোচন ও তেজপত্র, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্ব সমান কৃষ্ণাগুরু চূর্ণ এবং চূর্ণসমষ্টির ৮ গুণ ইক্ষুচিনি; এই সমস্ত ঔষধ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।৹ আনা বা ॥৹ তোলা।

এলাদি গুড়িকা। রক্তপিত্তরোগে রোগীর বমন হইলে এবং তৎসঙ্গে, জ্বর, কাস, শ্বাস, পার্শ্বশূল ও অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হইলে এই ঔষধ তাহাকে জল সহ সেবন করিতে দিবে।

এলাদি গুড়িকা। প্রস্তুতবিধি ৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শর্করাদ্য লৌহ। রক্তপিত্তরোগে রক্তবমন বা সরক্ত শ্লেষ্মোদগীরণ হইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় কচি দূর্ব্বার রস ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে। অধোগত রক্তপিত্তে রক্তভেদ বা রক্ত প্রস্রাব হইলে, তাহাও ইহা সেবনে নষ্ট হয়। অনুপান—পাকা যজ্ঞডুমুরের রস ও মধু।

শর্করাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ২৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শতমূলাদ্য লৌহ। রক্তপিত্তরোগে রক্তবমন বা রক্তভেদ অথবা রক্তপ্রস্রাব হইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও বৈকালে সেবন করিতে দিবে। রক্তপিত্তরোগে অম্ল দাহ ও পিপসা ইত্যাদি উপদ্রব ইহা সেবনে নষ্ট হয়। অনুপান—রক্তবমনে পাকা যজ্ঞডুমুরের রস ও মধু। রক্ত প্রস্রাবে ছাগীদুগ্ধ।

শতমূলাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ধাত্রীলৌহ। রক্তপিত্তরোগে বমন লক্ষিত হইলে এবং তজ্জন্য বক্ষঃস্থলে বেদনা ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, ইহার একটী বটী অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পটোল পত্রের রস ও মধু।

ধাত্রীলৌহ প্রস্তুতবিধি ১৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সমশর্কর লৌহ। রক্তপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় রক্তপ্রস্রাব বা রক্তবমন হইলে এবং রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ অম্লপিত্তরোগেও প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—নারিকেল জল।

সমশর্কর লৌহ। লৌহ ৪ তোলা, ছাগীদুগ্ধ ১৬ তোলা, গোঘৃত ৮ তোলা ও ইক্ষুচিনি ৪ তোলা ;একত্র পাক করিয়া পাকাবসানে বিড়ঙ্গচূর্ণ ১ তোলা প্রক্ষেপ দিবে এবং শীতল হইলে মধু ৪ তোলা প্রদান করিবে। মাত্রা ৵০ আনা।

পঞ্চামৃত পর্পটী। অধোগত রক্তপিত্তরোগে মলদ্বার হইতে মলের সঙ্গে রক্ত নির্গত বা উদরাময় হইলে, এই ঔষধ রোগীকে ২ রতি ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া, ৮ রতি বা ১৩ রতি পর্য্যন্ত প্রাতে সেবন করিতে দিবে ; অনন্তর প্রত্যহ ২ রতি ক্রমে হ্রাস করিবে। অনুপান—দুগ্ধ। পথ্য—দুগ্ধান্ন। পিপাসাকালে দুগ্ধ সেব্য ;

পঞ্চামৃত পর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণপর্পটী। অধোগত রক্তপিত্তরোগে মলদ্বার হইতে মলের সঙ্গে বা পূর্ব্বে ও পরে রক্ত নির্গত অথবা উদরাময় হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। সেবনের নিয়ম ১৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লৌহপর্পটী। অধোগত রক্তপিত্তরোগে মলদ্বার হইতে মলের সঙ্গে বা কেবলমাত্র রক্ত নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। সেবন বিধি ১৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লৌহপর্পটী ; প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রসামৃত রস। রক্তপিত্তরোগে মুখ ও নাসিকা হইতে রক্ত নির্গত

হইলে এবং তাহার সঙ্গে অল্প জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, রোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ অম্লপিত্তরোগে বমন ও জ্বর থাকিলে অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—ধারোষ্ণ দুগ্ধ।

রসামৃতরস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা এবং স্বর্ণমাক্ষিক, শিলাজতু, রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, কিস্‌মিস্, মৌল (মৌয়া), ধনে, কুড়্‌চির ছাল, ইন্দ্রযব, ধাইপুষ্প, নিম্বপত্র ও যষ্টিমধু ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, ইক্ষুচিনি ৭।৹ তোলা, মধু ৭।৹ তোলা; একত্র মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা।৹ আনা হইতে ॥৹ অর্দ্ধ তোলা।

বাসাবলেহ। রক্তপিত্তরোগে প্রবল রক্তবমন বা সরক্ত শ্লেষ্মোদ্গীরণ এবং তৎসঙ্গে জ্বর, পার্শ্বশূল, হৃদয়ে বেদনা ও শ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় রোগীকে ॥৵ তোলা মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণ জল।

বাসাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ২২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ বাসাবলেহ। নূতন বা পুরাতন রক্তপিত্তরোগে প্রবল রক্তবমন বা সরক্ত শ্লেষ্মোদ্গীরণ লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, কাস এবং পার্শ্বশূল, হৃদয়বেদনা ও শ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঈষদুষ্ণ জল সহ সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ বাসাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ২৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাসাখণ্ড। রক্তপিত্তরোগে রোগীর রক্তবমন লক্ষিত হইলে ও তৎসঙ্গে জ্বর, কাস, শ্বাস, পার্শ্বশূল এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে।৹ আনা বা ॥৹ তোলা মাত্রায় প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণ জল।

বাসাখণ্ড। প্রস্তুতবিধি ২৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কুষ্মাণ্ডখণ্ড। রক্তপিত্তরোগে মুখ, নাসিকা এবং মলদ্বার বা প্রস্রাবদ্বার হইতে রক্ত নির্গত হইলে, বাতপিত্তাধিক ব্যক্তিকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রক্তপিত্তে অবস্থা বিশেষে জ্বরের বেগ হ্রাস হইলে, এই

ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। রক্তার্শোরোগে এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। অনুপান—ছাগদুগ্ধ।

কুষ্মাণ্ডখণ্ড। ত্বক্ বীজাদি রহিত পুরাতন কুষ্মাণ্ডচূর্ণ ১২॥০ সের ও গব্যঘৃত ৪ সের একত্র ভর্জ্জিত করিবে এবং মধুর ন্যায় বর্ণ হইলে, উহাতে কুষ্মাণ্ডজল ১৬ সের ও ইক্ষুচিনি ১২॥০ সের প্রদান করিবে, তৎপরে পাক শেষ হইয়া আসিলে, উহাতে পিপুল, শুঁঠ ও জীরা প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা এবং দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা, মরিচ ও ধনে; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা ও শীতল হইলে মধু /২ সের মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা হইতে এক তোলা।

খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহ। ঊর্দ্ধগত এবং অধোগত উভয়বিধ রক্তপিত্তে ঊর্দ্ধ ও অধোমার্গ দ্বারা রক্ত নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর ও বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান না থাকিলে, এই ঔষধ দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা দাহ, রক্তপ্রদর, পিত্তাশ্রিত জীর্ণ-জ্বর, বমন, উরঃক্ষত এবং ক্ষয়রোগের জীর্ণাবস্থায় ব্যবহৃত হয়; শ্লেষ্মাধিক অবস্থায় অথবা বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে, ঐ সকল রোগে তাদৃশ উপকারী নহে। বাতপিত্তাধিক ব্যক্তির পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। রক্তপিত্তরোগে জ্বরাদির বিকার অবস্থায় ব্যবহার নিষিদ্ধ।

খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহ। বীজ, বল্কল ও শিরাবিহীন বৃহৎ পুরাতন কুষ্মাণ্ডের শাস ১২॥০ সের লইয়া ২৫ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট জল থাকিতে ঐ জল বস্ত্রের সহিত ছাকিয়া লইবে, পরে ঐ কুষ্মাণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করতঃ /৪ সের ঘৃত সহ ভর্জ্জিত করিবে এবং কুষ্মাণ্ড মধুর ন্যায় বর্ণ ধারণ করিলে, উহাতে ঐ জল এবং ইক্ষুচিনি ১২॥০ সের প্রদান পূর্ব্বক লেহবৎ পাক করিতে থাকিবে। পাক সমাধা হইলে, উহাতে পিপুল, শুঁঠ, জীরা প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা এবং ধনে, তেজপাতা, এলাইচ, মরিচ, দারুচিনি; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা প্রদান করিবে। শীতল হইলে মধু /২ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

বৃহৎ কুষ্মাণ্ডাবলেহ। ঊর্দ্ধ ও অধোগত রক্তপিত্তরোগে জ্বরাদি উপদ্রব বিদ্যমান না থাকিলে অথবা রোগের পুরাতন অবস্থায় মুখ, নাসিকা, গুহ্যদেশ, যোনিদেশ এবং মূত্রনলী হইতে রক্ত নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। রক্তপিত্তরোগের প্রকোপ অবস্থায়

বিবিধ উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য নহে। জ্বর, কাস, বমন ও ভেদ প্রভৃতি উপদ্রব সকল বিনষ্ট হইলে এবং রোগীর বাতাদির সমতা লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। ইহা রক্তার্শঃ, রক্তপ্রদর, বমন, বিসর্প, দাহ, পিত্তাশ্রিত জীর্ণ ও বিষম জ্বর প্রভৃতি অবস্থায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুরাতন যক্ষ্মারোগে জ্বর, কাস, শ্বাস ও বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব নিবৃত্ত হইলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়।

বৃহৎ কুষ্মাণ্ডাবলেহ। বীজ, ত্বক্ ও শিরা বিহীন পুরাতন কুষ্মাণ্ডের শস্য শাস ১২৷৷০ সের এবং গব্য দুগ্ধ ১২৷৷০ সের মিলিত করিয়া অগ্নির উত্তাপে পাক করিবে। অনন্তর ইক্ষুচিনি ১৮৷৷০ পৌনে উনিশ সের, গব্য ঘৃত ৴৪ সের, নারিকেল ৴১ সের, পিয়ালফলের মজ্জা ১৬ তোলা, ও গোক্ষুর চূর্ণ ৮ তোলা সহ যথানিয়মে পাক করিবে এবং পাক শেষ হইলে, উষ্ণ থাকিতে উহাতে গুলঞ্চ ২ তোলা, যবক্ষার, যমানী, গোক্ষুর, কোকিলাক্ষবীজ, হরীতকী, অলাকুশী ও দারুচিনি, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা এবং ধনে, পিপুল, মুথা, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, তালমূলী, গোরক্ষচাকুলে, বালা, তেজপত্র, শটী, জাতীফল লবঙ্গ, ছোট এলাইচ, বড় এলাইচ, পানিফল ও ক্ষেতপাপড়া; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা এবং রক্তচন্দন, শুঁঠ, আমলা ও কেশুর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১০ তোলা, বেণার মূল, সোমরাজী ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা প্রদান করিবে। শীতল হইলে মধু ৴২ সের মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা হইতে ১ তোলা।

বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড। ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে মুখ হইতে শ্লেষ্মসংযুক্ত অথবা বিশুদ্ধ রক্ত নির্গত হইলে, এই ঔষধ অল্প জ্বর বিদ্যমানে বা বিজ্বর অবস্থায় অত্যন্ত উপকারী। বক্ষঃস্থলে বেদনা, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি উপদ্রবসকল হ্রাস হইলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। রক্তপিত্ত বা যক্ষ্মারোগে জ্বরাদি নিবৃত্ত হইলে, পুরাতন অবস্থায় শরীরের কৃশতা বিদ্যমান থাকিলে, ইহা অত্যন্ত উপকারী। রক্তপিত্তের নূতন অবস্থায় প্রবল জ্বর ও শ্বাসাদি উপদ্রব না থাকিলে, প্রয়োগ করা যায়। কৃশ ব্যক্তির উরঃক্ষতে, কাসে, হৃদ্রোগে ও পুরাতন প্রতমক শ্বাস প্রভৃতি অবস্থায় এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—জল বা দুগ্ধ।

বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড। প্রস্তুতবিধি ২৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কুটজাষ্টক। অধোগত রক্তপিত্তরোগে রোগীর রক্তভেদ এবং

তৎসঙ্গে বিবিধ উপদ্রব লক্ষিত হইলে, রোগের কিঞ্চিৎ পুরাতন অবস্থায় বা মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। প্রথমাবস্থায় অধিক পরিমাণে রক্তভেদ হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইলে, রক্ত বন্ধ হইয়া অনিষ্ট ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা। এই ঔষধ রক্তার্শঃ, রক্তপ্রদর, রক্তাতিসার এবং রক্তামাশয়রোগে প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ বা শীতল জল।

কুটজাষ্টক। কুড়চির ছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ঐ কাথ ছাকিয়া, লইয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে এবং ঘন হইয়া আসিলে পাত্র অগ্নি হইতে অবতরণ পূর্ব্বক উহাতে মোচরস, আকনাদি, বরাহক্রান্তা, আতইষ, মুথা, বেলশুঁঠ ও ধাইপুষ্প; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া লৌহ দর্ব্বী (হাতা) দ্বারা আলোড়ন করিবে মাত্রা—চারি আনা।

ত্রিবৃতাদিমোদক। রক্তপিত্তরোগে মুখ ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, এই মোদক রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল।

ত্রিবৃতাদি মোদক। তেউড়ীমূল ২ ভাগ এবং হরীতকী, আমলা ও পিপুল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ ভাগ এবং সর্ব্ব সমষ্টির দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি সহ মোদক পাক করিবে ও শীতল হইলে, উপযুক্ত পরিমাণে মধু প্রদান করিবে। মাত্রা।০ আনা।

দূর্ব্বাদ্য ঘৃত। রক্তপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ জ্বর, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব নিবৃত্ত হইলে ও সময় বিশেষে রক্ত বমন প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত দুগ্ধের সহিত রোগীকে পান করিতে দিবে। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে, ইহা নস্য রূপে রোগীকে পান করিতে দিবে। কর্ণ হইতে রক্তস্রাব হইলে, কর্ণে পূরণ করিবে। চক্ষু হইতে রক্তস্রাব হইলে চক্ষুর মধ্যে প্রয়োগ করিবে। অধোগত রক্তপিত্তরোগে মলদ্বার ও মূত্রদ্বার হইতে রক্ত নির্গত হইলে, ইহার পিচ্‌কারি প্রয়োগ করিবে। লোমকূপগত রক্তপিত্তরোগে এই ঘৃত গাত্রে মর্দ্দন করিবে।

দূর্ব্বাদ্য ঘৃত। ছাগঘৃত ৴৪ সের। দাদখানি চাউল ৴৪ সের ও জল ১৬ সের একত্র পেষণ পূর্ব্বক ঐ জল ছাকিয়া ১৬ সের লইবে। ছাগী দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—কচি দূর্ব্বা, সুঁদির-

কেশর, মঞ্জিষ্ঠা, এলবালুকা, ইক্ষুচিনি, শ্বেতচন্দন, বেণার মূল, মুথা, রক্তচন্দন, ও পদ্মকাষ্ঠ ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা লইয়া যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা ।৹ অর্দ্ধ তোলা

বাসাঘৃত ৷ রক্তপিত্তরোগে শ্বাস, পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি উপদ্রব নিবৃত্ত হইয়া শ্লেষ্মার সহিত অথবা বিশুদ্ধ রক্ত মুখ হইতে নির্গত হইলে, এই ঘৃত রোগীকে উষ্ণ দুগ্ধ সহ সেবন করিতে দিবে।

বাসাঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছা পাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য—বাসকের ছাল /৮, সের জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—বাসক পুষ্প ৩২ তোলা। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া শীতল হইলে মধু ৬৪ তোলা উহাতে প্রদান করিবে। মাত্রা— ।৹ অর্দ্ধ তোলা।

হ্রীবেরাদ্য তৈল ৷ রক্তপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ জ্বর ও পার্শ্বশূল প্রভৃতি উপদ্রব নিবৃত্তি হইলে, ঊর্দ্ধ এবং অধোগত রক্তপিত্তে অথবা কেবল লোমকূপ হইতে রক্তস্রাব হইলে, এই তৈল রোগীর গাত্রে মর্দ্দন করিতে দিবে।

হ্রীবেরাদ্য তৈল। তিলতৈল /৪ সের। কাথ্য দ্রব্য—লাক্ষা /৮ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—বালা, বেণারমূল, লোধ ও গোক্ষুর /৪ সের। পদ্মকেশর তেজপত্র, নাগেশ্বর, বেলশুঁঠ, নাগরমুথা, শটী, রক্তচন্দন, আকনাদি, ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, হরীতকী আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, বহেড়া ছাল, আমের বীজ, জামের শাস ও লালচন্দনের মূল; ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা লইয়া যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

রক্তপিত্তে—জ্বর-চিকিৎসা।

জয়াবটী ৷ ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগের নূতনাবস্থায় শ্বাস, কাস প্রভৃতি উপদ্রবের অল্পতা থাকিলে এবং মৃদুবেগে রোগীর জ্বর প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় রক্তচন্দনের কাথের সহিত সেবন করিতে দিবে।

জয়াবটী। প্রস্তুতবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জয়মঙ্গলবটী ৷ ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগের প্রথম প্রকোপ কালে অর্থাৎ নূতনাবস্থায় শ্বাস, কাসাদি উপদ্রব না থাকিলে এবং জ্বর লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় রক্তচন্দনের কাথের সহিত সেবন করাইবে।

রক্তপিত্তের মধ্যাবস্থায় প্রবল জর লক্ষিত হইলেও, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

জয়ন্তীবটী। বিষ, আকনাদি, অশ্বগন্ধা, বচ, তালীশপত্র মরিচ, পিপুল, নিমপাতা ও জয়ন্তীমূল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগীমূত্রে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

বৃহৎ কস্তূরীভৈরব। (মতান্তরে) ঊর্দ্ধ বা অধোগামী রক্তপিত্তের প্রবলাবস্থায় রোগীর জর অথবা শ্লৈষ্মিক বিকার অর্থাৎ শরীরের শীতলতা, দাহ, মূর্চ্ছা, পিপাসা ও নাড়ীরগতির বিপর্য্যয় প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ শশার বীজ বাটা ও সাদা চন্দন ঘসিয়া উভয় একত্র করতঃ তাহার সহিত সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ কস্তূরীভৈরব (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বজ্বরহর লৌহ। অধোগত রক্তপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় সরক্ত মল অথবা রক্তভেদ হইলে ও তৎসঙ্গে জর বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ক্ষেতপাপ্‌ড়ার রস ও মধু।

সর্ব্বজ্বরহর লৌহ। প্রস্তুতবিধি ১০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চন্দনাদি লৌহ। অধোগত রক্তপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় রক্ত প্রস্রাব, সরক্ত মল ভেদ অথবা কেবলমাত্র রক্তভেদ হইলে এবং তৎসঙ্গে জর বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ক্ষেতপাপ্‌ড়ার রস ও মধু অথবা রক্তচন্দনের কাথ ও মধু।

চন্দনাদি লৌহ। প্রস্তুতবিধি ৯৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহারাজবটী। ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা অথবা মুখ ও নাসিকা প্রভৃতি হইতে কেবলমাত্র রক্ত নির্গত হইলে এবং রোগীর পিপাসা, দাহ ও হৃদয় বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথবা ঐ সকল লক্ষণ বিদ্যমান না থাকিলেও, যদ্যপি জর বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রক্তপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ সপ্তাহ অতীত হইলে, জর বিদ্যমান থাকিলেও, উহা ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু সদ্যঃ সমুৎপন্ন অর্থাৎ ৪।৫ দিন মাত্র রক্তপিত্তরোগ প্রকাশ পাইলে

ও তাহার সঙ্গে প্রবল জ্বর থাকিলে, সেই অবস্থায় এই ঔষধ সেবনে তাদৃশ উপকার দর্শে না। অনুপান—বাসক পাতার রস বা পানের রস ও মধু।

মহারাজ বটী। প্রস্তুতবিধি ১০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব। ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে দাহ, পার্শ্বশূল ও পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রব সকল নিবৃত্ত হইলে এবং কেবলমাত্র জ্বর লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ পানের রস ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে। রোগের প্রকোপ কাল হইতে সপ্তাহ অতীত হইলে, পুরাতনাবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিতে দেওয়া উচিত।

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব। প্রস্তুতবিধি ১০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ বিষমজ্বরারি রস। ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে জ্বর বিদ্যমান থাকিলে এবং রক্তপিত্ত সপ্তাহ অতীত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে পানের রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ বিষমজ্বরারি রস। প্রস্তুতবিধি ১০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বতোভদ্র রস। ঊর্দ্ধ বা অধোগত রক্তপিত্তরোগে রোগীর জ্বর বিদ্যমান থাকিলে এবং তৎসঙ্গে কাস, হৃদয় বেদনা ও উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ পানের রস অথবা বাসক পাতার রস ও মধু সহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

সর্ব্বতোভদ্ররস। প্রস্তুতবিধি ৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রক্তপিত্তে—কাস-চিকিৎসা।

চন্দ্রামৃতরস। রক্তপিত্তরোগে কাস লক্ষিত হইলে অর্থাৎ রক্তের সহিত শ্লেষ্মা মুখ হইতে নির্গত হইলে অথবা গলা সুড়্ সুড়্ করিয়া শ্লেষ্মা নির্গত হইলে, এই ঔষধ বাসক পাতার রস ও মধু অথবা ছাগীদুগ্ধ বা কেশুর্য্যার রস ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে।

চন্দ্রামৃতরস। প্রস্তুতবিধি ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চন্দ্রামৃত লৌহ। রক্তপিত্তরোগে অল্প বা অধিক রক্ত-মিশ্রিত শ্লেষ্মা অথবা কেবল মাত্র শ্লেষ্মা নির্গত হইলে, এই ঔষধ ছাগদুগ্ধ

সন্ধ্যায় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। কাসের সহিত অধিক রক্ত নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—বাসক পাতার রস ও মধু।

চন্দ্রামৃত লৌহ। প্রস্তুতবিধি ১০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সমশর্করচূর্ণ। রক্তপিত্তরোগে কাসের সহিত অল্প বা অধিক রক্ত নির্গত হইলে অথবা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে শ্বাস ও জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে জলসহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে।

সমশর্করচূর্ণ। লবঙ্গ, কট্ফল, কুড়, যমানী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রক্তচিতা, পিপুলমূল, বাসকছাল, কণ্টকারী, চই, কাকড়াশৃঙ্গী, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, হরীতকী, শটী, কাকোলী, মুথা, লৌহ, অভ্র ও যবক্ষার; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ ও সর্ব্ব সমষ্টির সমান ইক্ষুচিনি একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা-চারি আনা।

তালীশাদি চূর্ণ। রক্তপিত্তরোগে কাসের সহিত রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং শ্বাস ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ জলসহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে।

তালীশাদি চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ২২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রক্তপিত্তে—শ্বাস-চিকিৎসা।

শ্বাসচিন্তামণি (মতান্তরে)। রক্তপিত্তরোগে কাসের সঙ্গে শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে অথবা রক্তপিত্তের প্রকোপবশতঃ শ্বাসের বেগ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ বহেড়া-চূর্ণ ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে।

শ্বাসচিন্তামণি (মতান্তরে)। লৌহ ৪ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, পারদ ১ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, মুক্তা ।০ তোলা ও স্বর্ণ ।০ তোলা; এই সমুদয় একত্র মর্দ্দন করিয়া কণ্টকারীরসে, আদার রসে, ছাগদুগ্ধে ও যষ্টিমধুর কাথে সাত সাত বার ভাবনা দিবে। বটী ৪ রতি।

মহাশ্বাসারি লৌহ। রক্তপিত্তরোগে কাসের সঙ্গে শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে অথবা রোগের প্রকোপ বশতঃ শ্বাসের বেগ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—বহেড়া-ঘসা ও মধু।

মহাবাসারিলোহ। লৌহ ৪ তোলা, অভ্র ১ তোলা, চিনি ৪ তোলা, মধু ৪ তোলা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্‌, পিপুল, কুলের বীজের শাঁস, বংশলোচন, তালীশপত্র, বিড়ঙ্গ, এলাইচ, কুড় ও নাগেশ্বর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য লৌহ-পাত্রে লৌহদণ্ডে দুই প্রহর মর্দ্দন করিবে। বটী ১০ রতি।

রক্তপিত্তে—দাহ-চিকিৎসা।

দাহান্তকলৌহ। অধোগত ও উর্দ্ধগত অথবা উভয়বিধ রক্তপিত্তরোগে দাহ প্রবল হইলে, এই ঔষধ ইন্দ্রযবের কাথ অথবা রক্তচন্দনের কাথ সহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

দাহান্তক লৌহ। প্রস্তুতবিধি ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ধান্যশর্করা। রক্তপিত্তরোগে দাহ প্রবল হইলে ও তৎসঙ্গে পিপাসা বলবতী থাকিলে, এই জল সেবন করিতে দিবে।

ধান্যশর্করা। প্রস্তুতবিধি ৫১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দাহমঞ্জরী। উর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে প্রবল দাহ এবং কোষ্ঠবদ্ধতা দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—করলা পাতার রস ও মধু।

দাহমঞ্জরী। প্রস্তুতবিধি ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রক্তপিত্তে—উদারাময়-চিকিৎসা।

বৃহৎ গগনসুন্দর রস। রক্তপিত্তরোগে উদারাময় দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে জীরা চূর্ণ ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে, রোগীর অত্যধিক পাতলা দাস্ত হইলে, মুথার রস ও মধুসহ এবং রক্তস্রাব হইলে, ছাগীদুগ্ধ সহ সেব্য।

বৃহৎ গগনসুন্দর রস। পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, কড়িভস্ম, রূপা ও আতইষ; ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা; এই সমস্ত একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক ধনে ও শুঁঠের মিলিত কাথ দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

অশ্বকান্ত্য লৌহ। রক্তপিত্তরোগে পাতলা দাস্ত হইলে, অথবা

আম বা রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু।

কণাভলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

অমৃতার্ণব রস। রক্তপিত্তরোগে পাতলা দাস্ত হইলে অথবা রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হইলে, এই ঔষধ গাব্বালের পাতার রস অথবা মুথার রসের সহিত দিবসে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে।

অমৃতার্ণব রস। প্রস্তুতবিধি ১৩০ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

রক্তপিত্তে—পিপাসা-চিকিৎসা।

ষড়ঙ্গপানীয়। রক্তপিত্তরোগে জর, দাহ ও তৎসঙ্গে পিপাসা প্রবল হইলে অথবা কেবল মাত্র পিপাসা থাকিলে, শুঁঠ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিদ্ধ করিয়া এই ষড়ঙ্গ জল রোগীকে পান করিতে দিবে।

ষড়ঙ্গপানীয়। প্রস্তুতবিধি ২১ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

তৃষ্ণাহর যোগ। রক্তপিত্তরোগে পিপাসা প্রবল হইলে, এই জল রোগীকে ইচ্ছানুসারে পান করিতে দিবে।

তৃষ্ণাহরযোগ। প্রস্তুতবিধি ২১ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

রক্তপিত্তরোগে—পথ্য।

নূতন রক্তপিত্তরোগে কাস, শ্বাস, পার্শ্বশূল ও জর প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন, ছাগ, পায়রা, ঘুঘু ও শশক প্রভৃতি প্রাণীর মাংসের যূষ এবং এক বেলা গমের রুটী পথ্য প্রদান করিবে। ছাগদুগ্ধ অল্প পরিমাণে দেওয়া উচিত, কিন্তু রোগের প্রবলতা অর্থাৎ বিকার দৃষ্ট হইলে অনেক সময় অন্নাহার বন্ধ করিয়া মাংসযূষ, যবমণ্ড (বার্লি) ও ছাগদুগ্ধ প্রভৃতি পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য।

পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন, যব, গমের রুটী, অড়হর, বনমুগ, মুগ, মসুর ও ছোলা প্রভৃতির ডাইল; চিঙ্গড়িমাছ বা কই, খলিসা, মাগুর, রুই প্রভৃতি মৎস্য, গব্য দুগ্ধ, ছাগী দুগ্ধ, গব্যঘৃত, ছাগঘৃত, নটেশাক, পটোল, লাউ, পল্তা

বেতাগ্র ও পুরাতন কুমড়া প্রভৃতি তরকারী, কচিতালের শাস, কলসা, কিস্‌মিস্‌, ইক্ষু চিনি, মধু, ইক্ষুরস ও পাকাতাল প্রভৃতি ফল অবস্থা বিশেষে সেবন করিতে দেওয়া যায়। শীতল জলে স্নান, গাত্রে তৈল মর্দ্দন ও শীতল দ্রব্য অর্থাৎ চন্দনাদি গাত্রে লেপন করা কর্ত্তব্য।

অতিসার-চিকিৎসা।

বাতাতিসার-লক্ষণ। বাতাতিসারে অরুণবর্ণ, ফেণাযুক্ত, রুক্ষ ও অল্প পরিমিত অপক্ব মল পুনঃপুনঃ নির্গত হয় এবং দাস্তের সময়ে মলদ্বারে শব্দ হয় ও রোগী উদরে বেদনা অনুভব করে।

পিত্তাতিসার-লক্ষণ। পিত্তাতিসারে পীতবর্ণ, নীলবর্ণ বা লোহিতবর্ণ পাতলা মল নির্গত হয় এবং রোগীর তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, দাহ ও মলদ্বারে জ্বালা অনুভূত হয়।

শ্লৈষ্মিকাতিসার-লক্ষণ। কফজ অতিসারে শুক্লবর্ণ, গাঢ়, কফমিশ্রিত অপক্ব মলের গন্ধযুক্ত মল নির্গত হয়, পরন্ত রোগী রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে।

দ্বিদোষজাতিসার-লক্ষণ। অতিসারে দুই দোষের অর্থাৎ বাতিক ও পৈত্তিক অথবা বাতিক ও শ্লৈষ্মিক কিম্বা পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক অতিসারের লক্ষণ মিলিত হইলে, তাহাকে দ্বিদোষজ অতিসার কহে।

ত্রিদোষজাতিসার লক্ষণ। ত্রিদোষজনিত অতিসারে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অতিসারের লক্ষণ উপস্থিত হয়, বিশেষতঃ ইহাতে মল শূকরের চর্ব্বির ন্যায় অথবা মাংস-ধোয়া জলের ন্যায় লক্ষিত হয়। এই অতিসার কষ্টসাধ্য জানিবে।

শোকজাতিসার-লক্ষণ। আত্মীয় বন্ধুর বিচ্ছেদ বশতঃ শোকে আকুল অথবা ধনক্ষয় বশতঃ অধীর ব্যক্তির অল্লাহারে রুক্ষ শোকজ বাষ্প ও উষ্মা (দেহাশ্রিত তেজঃ) কোষ্ঠে গমন পূর্ব্বক জঠরাগ্নিকে মন্দীভূত করিয়া রক্তকে স্থানান্তরিত করে, গুঞ্জার (কুঁচের) ন্যায় লোহিতবর্ণ সেই রক্তই কখনও মল-মিশ্রিত অবস্থায়, কখনও, বা মল-রহিত অবস্থায়

মলদ্বার হইতে নির্গত হয়, মল-মিশ্রিত রক্তে দুর্গন্ধ থাকে এবং বিশুদ্ধ রক্তে কোন গন্ধ অনুভূত হয় না; এই শোকজাতিসার অত্যন্ত দুশ্চিকিৎস্য এবং কষ্টসাধ্য।

আমাতিসার-লক্ষণ। অন্নের অপরিপাক বশতঃ বাতাদি দোষত্রয় কোষ্ঠদেশ, রক্তাদি ধাতু ও মল দূষিত করিলে বিবিধ বর্ণযুক্ত মল পুনঃপুনঃ নির্গত হয়। ইহাকে আমাতিসার কহে।

রক্তাতিসার-লক্ষণ। পিত্তাতিসারগ্রস্তব্যক্তির পিত্ত-প্রধান দ্রব্য সেবন বশতঃ প্রবল অতিসার জন্মে।

প্রবাহিকারোগের লক্ষণ। অহিত দ্রব্যভোজী ব্যক্তির বায়ু প্রকুপিত হওয়ায় অল্প মলমিশ্রিত সঞ্চিত শ্লেষ্মা অধিক পরিমাণে পুনঃপুনঃ নির্গত হয়, ইহাকে প্রবাহিকা কহে। বাতিক প্রবাহিকারোগে উদরে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হয়। পিত্তজনিত প্রবাহিকারোগে দাহ বিদ্যমান থাকে। কফজ প্রবাহিকারোগে মলের সহিত শ্লেষ্মা অধিক মিশ্রিত থাকে। রক্তজপ্রবাহিকারোগে আম ও রক্ত সংযুক্ত মল নির্গত হয়।

অতিসারে—মলের পক্কাপক্ক লক্ষণ। সর্ব্ব-প্রকার অতিসার-রোগীর মল যদ্যপি জলে নিমজ্জিত হয় এবং মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ অনুভূত হয়, তাহা হইলে মলের অপক্কাবস্থা এবং যদ্যপি মল জলের উপর ভাসমান থাকে এবং তাদৃশ দুর্গন্ধ না থাকে, তাহা হইলে মলের পক্কাবস্থা বুঝিতে হইবে। কিন্তু মল অত্যন্ত দ্রব বা অত্যন্ত শীতল কফসংসৃষ্ট হইলে, পক্ক মলও জলে নিমগ্ন হয়।

অতিসারের অসাধ্য-লক্ষণ। অতিসারাক্রান্ত ব্যক্তির মল যদ্যপি ঘৃত, তৈল, চর্ব্বি, মজ্জা, অস্থি-রহিত মাংস, দুগ্ধ, দধি ও মাংসধৌত জলের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট অথবা কৃষ্ণ, নীল, অরুণবর্ণ, রুক্ষকৃষ্ণ, স্নিগ্ধ, বিবিধবর্ণ ময়ূর পুচ্ছের, বর্ণ, ঘন, শবগন্ধি, মস্তকের মধ্যস্থ স্নেহ দ্রব্যের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বা সুগন্ধ অথবা অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয় এবং রোগীর পিপাসা, দাহ, অন্ধকার প্রবেশবৎ বোধ, শ্বাস, হিক্কা, পার্শ্বদ্বয়ে এবং অস্থির অভ্যন্তরে বেদনা, মূর্চ্ছা, অশান্তিবোধ, মোহ, গুহ্যস্থিত বলির পক্কতা ও প্রলাপ ইত্যাদি লক্ষণ

বিদ্যমান থাকিলে, রোগ অসাধ্য, সুতরাং সেই রোগীর আশা পরিত্যাগ করিবে।

যে অতিসার-রোগীর সর্ব্বদা গুহ্যদেশ হইতে মল নির্গত হয় এবং দেহ অতি কৃশ, উদরাধ্মান ও গুহ্যদেশের পক্কতাসত্ত্বেও শরীর শীতল থাকে, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

যে অতিসারাক্রান্ত রোগীর শ্বাস, শূল, পিপাসা ও জ্বর বিদ্যমান এবং শরীর কৃশ, এই প্রকার ব্যক্তি বিশেষতঃ বৃদ্ধ হইলে, তাহার রোগ অসাধ্য, সুতরাং তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

অতিসার-চিকিৎসা-বিধি।

অতিসারের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ কারণ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে আমাদের দেশে যে সমস্ত অতিসার জন্মে, তাহার অধিকাংশই ঋতু পরিবর্ত্তন বশতঃ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ এক ঋতুর অবসান এবং অন্য ঋতুর আগমন কালে অধিকাংশ বালক, বালিকা, যুবক ও বৃদ্ধদিগের উদরাময় প্রকাশ পায়। গ্রীষ্মকালেই পিত্তের প্রকোপ বশতঃ অনেক অনেক স্থানে অতিসার উৎপন্ন হয় এবং বিবিধ উপদ্রবের সহিত উহা বিসূচিকা রোগে পরিণত হয়, ইহাকে ইংরেজী ভাষায় কলেরা বলে। তদ্ভিন্ন গুরুপাক দ্রব্য, তৈল বা ঘৃতবহুল মাংস, পোলাও প্রভৃতি দ্রব্য, তরল পানীয় এবং অতিশয় শীতল দ্রব্য ভোজন বশতঃ অতিসার উৎপন্ন হয়; বিরুদ্ধ দ্রব্য অর্থাৎ দুগ্ধ মাংসাদি একত্র ভোজনে ভুক্তদ্রব্যের অজীর্ণতা, উদরাধ্মান কালে দিনে ভোজন, তৈল বা ঘৃতাদি দ্রব্য ঔষধ স্বরূপ বা অন্য কারণে অধিক মাত্রায় সেবন, বিষাক্ত দ্রব্য ভোজন, সহসা ভয়প্রাপ্তি, ধনক্ষয় বা বন্ধুবান্ধবদিগের বিয়োগ, পক্বাশয়ে ক্রিমি-সঞ্চয়, দূষিত জলপান এবং অধিক পরিমাণে মদ্য সেবন প্রভৃতি কারণেও অতিসার উৎপন্ন হইয়া থাকে। অজীর্ণ বা অগ্নিমান্দ্যাবস্থায় অধিক পরিমাণে শীতল দ্রব্য সেবন বা শীতল জলে অবগাহন করিলেও ২।১ বার তরল দাস্ত হইয়া ক্রমশঃ প্রবল অতিসারে পরিণত হয়। অত্যধিক উপবাস দ্বারাও এই রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, দীর্ঘকাল জ্বরাদি রোগে পাচকাগ্নির তেজঃ নষ্ট হইলেও অতিসার জন্মে।

অহিতকর দ্রব্য সেবন বশতঃ অতিসাররোগ উৎপন্ন হইলে, শরীরস্থ জলীয় ধাতু অর্থাৎ রস, মূত্র, ঘর্ম্ম, মেদ, কফ, পিত্ত ও রক্ত প্রভৃতি প্রকুপিত হয়; অনন্তর ঐ সমস্ত জলীয় ধাতু পাচকাগ্নিকে নিরতিশয় মন্দীভূত করিয়া থাকে এবং রসাদি জলীয় ধাতুসকল মলের সহিত মিশ্রিত হইয়া বেগে নির্গত হয়। এই জন্য ২।১ বার দাস্ত হইলেই অতিসার রোগাক্রান্ত ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

শরীরের জলীয়াংশ অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হওয়ায় রোগী পিপাসায় অভিভূত হয় এবং পিত্তের ক্রিয়ার বিপর্য্যয় বশতঃ প্রবল দাহ উপস্থিত হইয়া থাকে; শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ সমস্ত দ্রব্য অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ করে। জলীয়-রসরক্তাদি ধাতু এবং মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র প্রভৃতি উষ্মাময় ধাতুসমূহের অত্যধিক নির্গম বশতঃ শরীর শিথিল হইলে, শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয়, সুতরাং শ্বাসবাহিনী ধমনী সমূহের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে; তখন মুহুর্মুহুঃ শ্বাসের বেগ ও হিক্কা পরিলক্ষিত এবং রক্তস্থিত আগ্নেয় গুণের অভাব বশতঃ বা শৈত্য ক্রিয়াদি দ্বারা পার্শ্ব শূলাদি উপস্থিত হয়। এই সমস্ত উপদ্রব বায়ু, পিত্ত বা শ্লেষ্মার ন্যূনাধিক্য বশতঃ হইয়া থাকে এবং মলের সহিত শরীরস্থ ভিন্ন ভিন্ন জলীয় ধাতুসমূহের সংমিশ্রণ বশতঃ মলের বিভিন্ন বর্ণতা লক্ষিত হয়।

বাতাতিসারে বায়ু প্রকুপিত হওয়ায় উদরে বেদনা অনুভূত হয় এবং বায়ুর চাপপ্রযুক্ত মল সম্যক্‌রূপে এক সময়ে নির্গত হইতে পারে না; সুতরাং অল্প অল্প পরিমাণে নির্গত ও দাস্তের সময় শব্দ হয়।

পিত্তাতিসারে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ জলীয় ধাতুর শোষণ হইতে থাকে এবং পিত্তের স্বস্থানগত ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিকাতিসারে সঞ্চিত শ্লেষ্মার সহিত মল নির্গত হইয়া থাকে, ঐ সমস্ত শ্লেষ্মা আমাশয়ে ভূয়োভূয়ঃ সঞ্চিত হইতে থাকে ও রোগের প্রকোপ বশতঃ ঐরূপ ভাবে মল দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নির্গত হয়, সুতরাং যাবৎ শ্লেষ্মার পরিপাক না হয় এবং মল স্বাভাবিক বর্ণ ধারণ না করে, তাবৎ রোগের প্রবলতা বিদ্যমান বুঝিতে হইবে।

ক্রিমিজন্ম অতিসাররোগ বড়ই কঠিন; ক্রিমিসকল পক্কাশয়ে সঞ্চিত হইলে পুনঃ পুনঃ দাস্ত হইতে থাকে, এবং বড় কেঁচোর ন্যায় ক্রিমি সকল আমাশয় হইতে উর্দ্ধগামী হইয়া পুনঃ পুনঃ বমন জন্মায় ও মুখ হইতে বমনকালে নির্গত হয় এবং হৃদয়ে বেদনা উৎপাদন করে। এই অবস্থায় জ্বর প্রবলরূপে প্রকাশ পায় ও পিপাসা, দাহ প্রভৃতি লক্ষণও অনেকস্থলে দৃষ্ট হয়। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত অতিসাররোগ বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। কারণ উহা অনেকস্থলে পিত্তাতিসার বা ত্রিদোষজ অতিসার বা জ্বরাতিসার বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। এই অতিসারে বড় কেচোর ন্যায় ক্রিমি মুখ হইতে বা গুহ্যদ্বার হইতে পুনঃ পুনঃ নির্গত হইতে দেখা যায়।

আমাতিসাররোগে নানাবর্ণের আমরক্তাদি সংযুক্ত মল নির্গত হয় এবং উদরে বেদনার আধিক্য লক্ষিত হয় ও ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ না হওয়ায় বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া সহসা এই রোগ উৎপাদন করে; এই রোগের চিকিৎসাকালে উহার স্বীয় লক্ষণ দ্বারা রোগ বিশেষরূপে স্থির করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

সর্ব্বপ্রকার অতিসারের চিকিৎসাকালে রোগীর মলের উপর বিশেষ লক্ষ্য করিবে অর্থাৎ মলের বর্ণ, মলে শ্লেষ্মা বা রক্ত অল্প বা অধিক পরিমাণে সংযুক্ত আছে অথবা কেবলমাত্র শ্লেষ্মা বা রক্ত দাস্ত হয়, দাস্ত জলের ন্যায় পাতলা বা গাঢ় ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। আমাতিসাররোগ কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, কারণ গ্রহণীরোগ কুপথ্যাদিবশতঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অনেক সময়ে অতিসাররূপে পরিণত হয় এবং অজীর্ণতাসত্ত্বে অহিতাচরণ দ্বারা সহসা প্রবল অতিসাররোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। যেরূপ পুরাতন জ্বররোগী অহিতাচরণ করিলে, নবজ্বরে আক্রান্ত হয়, সেইরূপ অহিতাচার বশতঃ গ্রহণীরোগও অতিসাররোগে পরিণত হইয়া থাকে। চিকিৎসাকালে তত্তৎকারণের উপর লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

সাধারণতঃ অতিসারের নূতন অবস্থায় ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে, যেহেতু সহসা মল রুদ্ধ হইলে, তাহা হইতে শোথ, জ্বর, প্লীহা, উদরী,

প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইতে পারে; সুতরাং অগ্রে পাচক ঔষধ সেবন করাইবে, পরে দোষ সংশোধন ও মল পরিপাক হইলে, ধারক ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। উদরাময়রোগে দ্বিবিধ ঔষধ শাস্ত্রকারগণ নিরূপিত করিয়াছেন, যথা—পাচক ও ধারক; যাহা দ্বারা অগ্নি প্রদীপ্ত ও বাতাদিদোষ প্রশমিত হয়, সেই সমস্ত ঔষধ পাচক, এবং যে সমস্ত ঔষধ মলরোধক তাহারা ধারক; কিন্তু পাচক ঔষধের মধ্যে অধিকাংশ ঔষধ অগ্নি প্রদীপ্ত ও বাতাদি দোষ প্রশমিত করিয়া ক্রমশঃ মলরোধ করে, যথা—সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস, অগ্নিকুমাররস ও নৃপতিবল্লভ ইত্যাদি। কতকগুলি ঔষধ স্বভাবতঃ মলরোধক, যথা—অহিফেনবটী ও গঙ্গাধরচূর্ণ ইত্যাদি। অতিসারের পুরাতন অবস্থায় বিশেষতঃ রোগী অত্যন্ত কৃশ হইলে, কেবল পাচক ঔষধ সেবন না করাইয়া ধারক ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য; যেহেতু কেবল পাচক গুণ বিশিষ্ট হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ বা অগ্নিমুখ চূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগে মল অধিক নিঃসৃত হইলে, দুর্ব্বল রোগীর মৃত্যু হইতে পারে। অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণ হইতে অতিসার উপস্থিত হইলে, অগ্নিমান্দ্য-নাশক ঔষধ যথা—মহাশঙ্খবটী, ভাস্করলবণ ও হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ প্রভৃতি ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। ঐরূপ অজীর্ণ-সঞ্জাত অতিসারে রোগীর প্রায়শঃ বমন লক্ষিত হয় এবং সেই বমনে দুর্গন্ধবিশিষ্ট ভুক্ত দ্রব্যের উদ্গীরণ হইয়া থাকে, পরন্তু, উদরাধ্মান, দাহ প্রভৃতি উপদ্রবগুলিও প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, এই অবস্থায় অতিসারের প্রকোপ কালে ২।১ বার দাস্ত হইবামাত্র, ধারক ঔষধ সেবন করাইলে, সহসা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, সুতরাং অগ্নিবর্দ্ধক-পাচক ঔষধ সেবন করান বিশেষ কর্ত্তব্য। সমস্ত অতিসারের পুরাতন অবস্থায় যেরূপ গ্রহণীরোগে প্রযোজ্য বটিকা, চূর্ণ ও মোদক প্রভৃতি সেবন করান যায়, তদ্রূপ গ্রহণী রোগের নূতন অবস্থায়ও, অতিসারে প্রযোজ্য বটিকা, চূর্ণ ও মোদক প্রভৃতি সেবন করান যাইতে পারে। আমাতিসারের প্রথমাবস্থায় ধারক ঔষধ সেবন করাইলে উদরে মল বদ্ধ হইয়া বেদনা দ্বিগুণতর বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা, বিশেষতঃ অন্যান্য উপদ্রবও উপস্থিত হইতে পারে; অতএব এই অবস্থায় লঘুপাক পথ্য ও পাচক ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য; মল পরিপক্ক হইয়া বাতাদি দোষের শমতা হইলে এবং উদরের বেদনা ও মলের তরলতা থাকিলে, ধারক ঔষধ সেবন করান উচিত।

আমাতিসারের প্রবলাবস্থায় উদরে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে, জাতীফলাদিবটী, অমৃতার্ণবরস, উশীরাদিকাথ ও হ্রীবেরাদি কাথ প্রভৃতি ঔষধ আমপাচনার্থ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। উদরে শূল নিবারণার্থ শূলহরণ যোগ, শঙ্খাদি চূর্ণ, হরীতক্যাদিকল্ক বা পাঠাদিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। আমাতিসারে উদরে বেদনার আধিক্য বশতঃ রোগী অনেক সময় ব্যাকুল হইয়া ধারক ঔষধ সেবন দ্বারা অনেক দিন কষ্ট ভোগ করে; এই অবস্থায় যাহাতে উদরস্থিত সঞ্চিত শ্লেষ্মা নির্গত এবং অগ্নি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও শ্লেষ্মা পুনরায় সঞ্চিত না হইতে পারে, তাদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। উদরে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলে, বিবিধ উপদ্রব উৎপাদন করে এবং উদরস্থিত সঞ্চিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে, রোগী ক্রমশঃ সুস্থ হইতে থাকে। আমাতিসার দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, আমরোধক ঔষধ যথা—অগ্নিকুমার, জাতীফলাদ্যবটী, বৃহৎলবঙ্গাদি প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। এইরূপ অবস্থায় হাত বা পায়ে শোথ লক্ষিত হইলে, দুগ্ধান্ন পথ্যসহ লবণ ও জল বন্ধ করিয়া দুগ্ধবটী বা পর্পটী সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। নূতন আমাতিসারে রোগীর শরীর অতি কৃশ হইলে ও জ্বর, কাস প্রভৃতি তৎসঙ্গে লক্ষিত হইলে, সহসা মলরোধক ধারক ঔষধ সেবন করান উচিত নহে; যেহেতু উহাতে জ্বর, শোথ প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা, এমতাবস্থায় আমের পাচক ধারক গুণযুক্ত ঔষধ অর্থাৎ পীযূষবল্লীরস, মহাগন্ধক বা জাতীফলরস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য। জ্বর ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, পুটপাকবিষমজ্বরান্তক লৌহ, বৃহৎ জ্বরান্তক লৌহ এবং কাসের অত্যন্ত প্রকোপ লক্ষিত হইলে, চন্দ্রামৃত রস বা সর্ব্বতোভদ্ররস সেবন করিতে দিবে; কাস প্রায়শঃ উদরাময় ও জ্বর নিবৃত্ত হইলে, স্বয়ং কমিয়া আইসে, তজ্জন্য পৃথক ঔষধ সেবন করাইতে হয় না: আমাতিসার ক্রমশঃ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে এবং পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সমূহদ্বারা তাদৃশ উপকার লক্ষিত না হইলে, পর্পটী সেবন করান কর্ত্তব্য। রোগীকে অবস্থানুসারে রসপর্পটী, পঞ্চামৃত পর্পটী, বা বিজয়পর্পটী সেবন করাইলে, সমধিক উপকার পাওয়া যায়। বৃদ্ধ বা অতি কৃশ ব্যক্তিকে স্বর্ণপর্পটী সেবন করান যাইতে পারে। জ্বর, শোথ ও কাস প্রভৃতি উপদ্রবসমূহও পর্পটী সেবনে ক্রমশঃ কমিয়া আইসে।

রোগের পুরাতন অবস্থায় মুস্তকাদি মোদক, জীরকাদি মোদক প্রভৃতি ঔষধ সেবনেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বাতিক অতিসারে উদরে বেদনা থাকিলে ও মল পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প পরিমাণে নির্গত হইলে, পাচনার্থ পথ্যাদিকষায় অথবা সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস প্রয়োগ করিবে। এই সকল ঔষধ দ্বারা আমের পরিপাক এবং উদরের বেদনার লাঘব হইলে, রোগীকে পূর্ব্বোল্লিখিত সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস, বৃহৎ অগ্নিকুমার রস বা লবঙ্গাদি বটী সেবন করিতে দিবে। এই সকল ঔষধে অগ্নি বৃদ্ধি পাইয়া রোগীর ক্রমশঃ ক্ষুধা বৃদ্ধি ও মল পরিপাক হইলে অর্থাৎ মল কথঞ্চিৎ গাঢ় হইয়া আসিলে, যদ্যপি পুনঃ পুনঃ দাস্ত হয়, তাহা হইলে গ্রহণী গজেন্দ্ররস বা নৃপতিবল্লভরস নিয়মপূর্ব্বক তাহাকে সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লৈষ্মিক অতিসারেও, পূর্ব্ববৎ আমপাচনার্থ সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস, হরীতক্যাদিচূর্ণ সেবন করাইবে, অনন্তর বৃহৎ অগ্নিকুমাররস, বৃহৎ লবঙ্গাদিবটী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

পৈত্তিকাতিসারে রোগীর দাহ ও পিপাসা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, দাহ ও পিপাসা প্রভৃতি নিবারণার্থ পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং অপক্ব মলের পাচনার্থ রোগীকে উশীরাদি কাথ, বিল্বাদি কাথ, রসাঞ্জনাদিচূর্ণ অথবা অমৃতার্ণবরস সেবন করাইবে। মলের ক্রমশঃ পরিপাক হইয়া আসিলে, পূর্ব্বোল্লিখিত অমৃতার্ণব রস, লবঙ্গাদি বটী রোগীকে সেবন করিতে দিবে ; ঐ সকল ঔষধ সেবনে যদ্যপি দাস্ত ক্রমশঃ কমিয়া না আইসে তাহা হইলে পীযূষবল্লীরস ও নৃপতিবল্লভরস সেবন করিতে দিবে। পিত্তাতিসারে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ জ্বর হইলে, জ্বরাতিসারের নিয়মে রোগীর চিকিৎসা করিবে।

বাতপৈত্তিকাতিসারে পূর্ব্ববৎ উশীরাদি কাথ, হ্রীবেরাদি কাথ, গুড়ূচ্যাদি কাথ, অমৃতার্ণব রস ও রসাঞ্জনাদি চূর্ণ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু বায়ুর প্রকোপ বশতঃ উদরে বেদনা লক্ষিত হইলে, ভাস্করলবণ বা শূলহরণযোগ প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। আম পরিপাক হইলে, লবঙ্গাদি বটী, অমৃতার্ণব রস, প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে।

শ্লৈষ্মিক অতিসারের প্রথমাবস্থায় অধিক পরিমাণে অপক্ব শ্লেষ্মাসংযুক্ত

মল নির্গত হইলে, চব্যাদিকষায়, হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ, পথ্যাদি চূর্ণ, জাতীফলাদি-বটী বা অগ্নিকুমাররস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইয়া আমের পরিপাক করিবে। এই ঔষধ দ্বারা শ্লেষ্মার পরিপাক হইলে, বৃহৎ অগ্নিকুমার, লবঙ্গাদি বটী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে, উহাতে অগ্নিবল বৃদ্ধি পায় এবং দাস্ত কমিতে থাকে; তৎপরে আবশ্যক হইলে, নৃপতিবল্লভ বা গ্রহণীগজেন্দ্র রস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

পিত্তশ্লেষ্মাতিসারেও পূর্ব্ববৎ ঔষধ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু শৈত্যক্রিয়া বশতঃ জ্বর প্রকাশ পাইলে, তন্নিবারণার্থ প্রথমে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পিত্তের আধিক্যবশতঃ দাহ ও পিপাসার আধিক্য হইলে, দাহ ও পিপাসা নিবারণার্থ পৃথক্ ঔষধ সেবন করিতে দিবে এবং অমৃতার্ণবরস ও সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস প্রভৃতি ঔষধ আমপাচনার্থ প্রয়োগ করিবে; অনন্তর পূর্ব্বোল্লিখিত পিত্তাতিসার-রোগের ঔষধ যথানিয়মে সেবন করাইবে।

ত্রিদোষজনিত অতিসার অত্যন্ত কঠিন, উহাকে অনেক সময়ে বিসূচিকা (কলেরা) রূপে প্রতীয়মান হয়; তখন বিসূচিকারোগের চিকিৎসার নিয়মানুসারে উহার চিকিৎসা করিবে। দাহ, পিপাসা, বমন, উদরে বেদনা প্রভৃতি বিসূচিকার বহুবিধ লক্ষণও বর্ত্তমান সময়ে জলবায়ুর দোষে সান্নিপাতিক অতিসাররোগে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সুতরাং ইহার চিকিৎসাকালে উপদ্রব সমূহের নিবারণার্থ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ত্রিদোষাতিসারে শ্লেষ্মার বা বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ জনিত বিবিধ উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, বৃহৎ কস্তুরীভৈরব (মতান্তরে), মহা লক্ষ্মীবিলাস, বৃহৎ কফকেতু এবং পিত্তের বা পিত্তশ্লেষ্মার প্রকোপ দৃষ্ট হইলে, বৃহৎ রত্নগর্ভ ও বৃহৎ কস্তুরীভৈরব (মতান্তরে) এবং বায়ুর বা বাতপিত্তের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে, চতুর্ম্মুখ রস বা বৃহৎ চিন্তামণি প্রয়োগ করা আবশ্যক। ত্রিদোষ প্রকুপিত হইলে, উল্লিখিত ত্রিদোষনাশক ঔষধ সকল এবং যোগ সমূহ বক্ষ্যমাণ উপদ্রব চিকিৎসার নিয়মানুযায়ী প্রয়োগ করিবে। উপদ্রবসমূহ বিনষ্ট হইলে, ধারক ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। সিদ্ধ-প্রাণেশ্বররস অমৃতার্ণবরস, উশীরাদি কাথ ও হ্রীবেরাদি কাথ প্রভৃতি ঔষধ প্রথমা-বস্থায় মলের তরলতা বিবেচনা করিয়া অল্প মাত্রায় সেবন করান যাইতে

পারে, তৎপরে উপদ্রব হ্রাস এবং অগ্নি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, সিদ্ধ-প্রাণেশ্বর রস, বৃহৎ অগ্নিকুমার বা লবঙ্গাদি বটী যথানিয়মে প্রয়োগ করিবে; এই অবস্থায় অনেকের জ্বর প্রকাশ পাইতে দেখা যায়; সুতরাং জ্বর প্রকাশ পাইবামাত্র বৃহৎ কস্তুরীভৈরব (মতান্তরে) বা আগর কস্তুরী প্রয়োগ করা উচিত; ত্রিদোষাতিসারে মলের পক্কাবস্থা পর্য্যন্ত উপদ্রবসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

রক্তাতিসারে প্রথমতঃ যাহাতে মলের পরিপাক ও রক্তরোধ হয়, তাদৃশ ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য, যেহেতু রক্তাতিসারে পুনঃপুনঃ রক্তস্রাব হইলে, শরীর বলহীন হয় এবং অন্যান্য উপদ্রব উৎপন্ন হইতে পারে; আম সঞ্চিত হইলে ও উদরে বেদনা থাকিলে, আমের পাচক ও রক্তরোধক রসাঞ্জনাদি চূর্ণ, হ্রীবেরাদি ক্বাথ বা উশীরাদি ক্বাথ সেবন করাইবে। ঐ সকল ঔষধে জ্বর, দাহ ও পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রবগুলিও অনেকাংশে হ্রাস পায়। রক্তস্রাবের আধিক্য দৃষ্ট হইলে, কুটজদাড়িমকষায়, কণাভ্রলৌহ ও চন্দনাদি চূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রক্তাতিসার দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে ও শ্লেষ্মসংযুক্ত মল নির্গত হইলে কুটজাষ্টক, কুটজাবলেহ, কণাভ্রলৌহ বা পীযূষবল্লীরস প্রভৃতি ঔষধ সেবনে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। পুরাতন অবস্থায় লৌহপর্পটী, বিজয়পর্পটী প্রভৃতি ঔষধ সেবনে শীঘ্রই উপকার দৃষ্ট হয়। এইরূপ রক্তাতিসারে জ্বর, কাস, শোথ প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, ঐ সকল পর্পটী সেবনে তৎসমস্তই বিনষ্ট হয়; আবশ্যক হইলে, জ্বরের জন্য পুটপক্ক বিষমজ্বরান্তকলৌহ বা সর্ব্বজ্বরহরলৌহ ও কাসের জন্য চন্দ্রামৃতরস বা সর্ব্বতোভদ্ররস, এবং শোথের জন্য শোথকালানল রস বা দুগ্ধবটী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে। পুরাতন অবস্থায় উক্ত জ্বর ও কাসের উল্লিখিত ঔষধ, লৌহপর্পটী প্রভৃতি বা কুটজাবলেহ প্রভৃতির সঙ্গে সেবন করান যায়, কিন্তু পুরাতনাবস্থায় শোথ থাকিলে, কেবলমাত্র শোথের ঔষধ সেবন না করাইয়া পর্পটী সেবন করাইবে, যেহেতু উহা দ্বারাই রক্তাতিসার, শোথ এবং অন্যান্য উপদ্রবগুলিও বিনষ্ট হয়, সুতরাং শোথের জন্য পৃথক্ ঔষধ সেবন করাইতে হয় না; পর্পটী সেবনেও উপকার না হইলে, রোগ প্রায়শঃ মারাত্মক হয়, তখন

পথ্যের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে। রক্তাতিসারের পুরাতন অবস্থায় কেবল আম-সংযুক্ত সরক্ত মল নির্গত হইলে, জীরকাদিমোদক, বৃহৎ জীরকাদিমোদক বা বৃহৎ পীযূষবল্লীরস প্রভৃতি সেবনেও যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। রক্তাতিসারের সকল অবস্থায় লঘুপাক দ্রব্য অর্থাৎ যাহাতে পিত্ত প্রকুপিত না হয়, তাদৃশ পথ্য ব্যবস্থা করা উচিত এবং তীক্ষ্ণদ্রব্য, রৌদ্র, ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রম প্রভৃতি পরিত্যাগের উপদেশ প্রদান একান্ত কর্ত্তব্য।

প্রবাহিকারোগের প্রথমাবস্থায় ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে, কারণ প্রবাহিকারোগে সঞ্চিত শ্লেষ্মা উদরে বদ্ধ হইলে, বিবিধ রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। বাতজ প্রবাহিকারোগে, উদরে বেদনার আধিক্য থাকিলে, পথ্যাদি-কাথ অথবা ১ তোলা পরিমাণে ইসব্‌গুল্ দিনে ২ বার (মুখে জল লইয়া) সেবন করিতে দিবে এবং রাত্রে আহারের পর ১ বার সেবনের ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে সঞ্চিত শ্লেষ্মা বিনাক্লেশে মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়। পৈত্তিক প্রবাহিকারোগে লবঙ্গাদ্রযোগ ও জাতীফলরস অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রক্ত-প্রবাহিকারোগেও লবঙ্গাদ্রযোগ, জাতীফলরস ও বিল্বক্ষীর সেবন করিতে দিবে। শ্লৈষ্মিক প্রবাহিকায় জাতীফলাদ্য বটিকা অথবা অগ্নিকুমার রস প্রভৃতি আম-পাচক ঔষধ সেবন করাইবে। সর্ব্বপ্রকার প্রবাহিকারোগে সর্ব্বদা লঘুপাক পথ্য রোগীকে সেবন করিতে দিবে। প্রবাহিকারোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং উদরে বেদনা ও আম-রক্ত-সংযুক্ত অর্থাৎ অধিক রক্ত-সংযুক্ত বা অধিক শ্লেষ্মা-সংযুক্ত পাতলা মল নির্গত হইলে, পীযূষবল্লীরস, জাতীফলরস, কুটজাবলেহ বা বৃহৎ কুটজাবলেহ সেবন করিতে দিবে, রক্ত-প্রবহিকায় কুটজাষ্টক বা বৃহৎ কুটজাবলেহ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্লৈষ্মিকপ্রবাহিকায় শ্লেষ্মা-সংযুক্ত মল অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে, রোগের পুরাতন অবস্থায় মুস্তকাদ্য মোদক, মেথী-মোদক, পঞ্চামৃত-পর্পটী বা বিজয়-পর্পটী প্রভৃতি ঔষধে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। কুটজাবলেহ বা বহৎ কুটজাবলেহ ও পীযূষবল্লীরস প্রভৃতি দ্বারাও শ্লৈষ্মিক প্রবাহিকার পুরাতনাবস্থায় অনেকস্থানে উপকার পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু সর্ব্ববিধ প্রবাহিকা-রোগ পুরাতন হইলে এবং তৎসঙ্গে অল্প জ্বর, কাস ও হস্তপদাদিতে শোথ দৃষ্ট হইলে, পর্পটী সেবনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার পাওয়া যায়। লৌহপর্পটী,

পঞ্চামৃত পর্পটী বা বিজয়পর্পটী যথানিয়মে দুগ্ধান্ন ব্যবহার পূর্ব্বক সেবনে সমস্ত উপদ্রবই নষ্ট হয়। রক্ত প্রবাহিকার পুরাতন অবস্থায়ও লৌহপর্পটী ও স্বর্ণপর্পটী সেবনে অনেক উপকার হয়। প্রবাহিকারোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, আহারের নিয়ম প্রতিপালন করা বিশেষ কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় তীক্ষ্ণ-দ্রব্য, লঙ্কা-মরিচ, শাক, অম্ল-দ্রব্য ও ডাউল প্রভৃতি একেবারে পরিত্যাগ একান্ত কর্ত্তব্য।

ভয়জনিত ও শোকজ অতিসারে রোগীকে নানাপ্রকার সান্ত্বনা করিবে; বিশেষতঃ ভয় ও শোকে বায়ু প্রকুপিত হয়, এমতাবস্থায় বাতাতিসারের ঔষধ, মলের তরলতা বিবেচনা করিয়া সেবন করিতে দিবে। পোকাতিসারে পৃশ্নিপর্ণ্যাদি কষায় রোগীকে সেবন করান বিশেষ কর্ত্তব্য। রক্ত নির্গত হইলে, অমৃতার্ণব রস বা কণাস্তলৌহ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

অতিসারে-উপদ্রব—ত্রিদোষ অতিসারে বাতাদি দোষের প্রবলতাবশতঃ বমন, হিক্কা, শ্বাসের প্রকোপ, পিপাসা ও দাহ প্রভৃতি বিবিধ লক্ষণ উপস্থিত হয়; এমতাবস্থায় তন্নিবারণার্থ বিবিধ যোগ, বটিকা ও চূর্ণ প্রভৃতি প্রয়োগ করা আবশ্যক। বমন নিবারণার্থ সরিষার গুড়া করিয়া তাহা উদরের উপরিভাগে লেপন করিতে দিবে, অথবা বমনের আতিশয্য দৃষ্ট হইলে, পিপ্পল্যাদ্যলৌহ বা চন্দ্রকান্তিরস সেবন করিতে দিবে। হিক্কা প্রকাশ পাইলে, রাই-সরিষা বাটিয়া গ্রীবায় বা মেরুদণ্ডে প্রলেপ দিবে অথবা শর্করা-যোগ (ইক্ষুচিনিও মরিচ সমভাগে মধুর সহিত) লেহন বা পিপ্পল্যাদ্যলৌহ সেবন করাইবে; পুনঃপুনঃ বমন বশতঃ হিক্কা উপস্থিত হইয়া থাকে; সুতরাং তন্নিবারণার্থ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; আধ্মান উপস্থিত হইলে, দারুষট্‌ক প্রলেপ, যবপ্রলেপ, অথবা ফলবর্ত্তি প্রায়াগ করিবে; এই উভয়বিধ প্রলেপ এবং বর্ত্তি দ্বারা উদর-বেদনা ও আধ্মানের লাঘব হয়, এই অবস্থায় চতুর্ম্মুখরস ২।৩ ঘণ্টা অন্তর তৎসঙ্গে সেবন করাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে, শ্বাসচিন্তামণি, শ্বাসকুঠার বা অবস্থা ভেদে বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি প্রয়োগ করিবে। উদরাধ্মানবশতঃ শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে, তন্নিবারণার্থ বাহ্য প্রলেপ প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক, যেহেতু আধ্মানের সহিত শ্বাসের নৈকট্য সম্বন্ধ বিদ্যমান।

এই রোগে পুনঃ পুনঃ পিপাসা প্রকাশ পাইলে, নবদাম্বু অথবা জ্বরচিকিৎ-সোক্ত ষড়ঙ্গ-পানীয় প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

অতিসাররোগে বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে বেদনা থাকিলে, উষ্ণস্বেদ প্রদান করিবে; বক্ষঃস্থল ভিন্ন হস্তপদাদি সন্ধিস্থলে ও পার্শ্বে বালুকা-স্বেদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ তন্দ্রা প্রবল ও শরীর শীতল বোধ হইলে, মহালক্ষ্মীবিলাস ও মৃগনাভি যোগ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করান উচিত। এই অবস্থায় বৃহৎ কস্তুরীভৈরব (মতান্তরে) সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; শ্লেষ্মার প্রকোপ দৃষ্ট হইলে, পূর্ব্বোক্ত ধারক ঔষধ সমূহ প্রয়োগ করা অনুচিত; শরীর শীতল বোধ হইলে এবং রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে তখন মৃতসঞ্জীবনী (অভাবে দ্রাক্ষা), মৃগমদাসব অথবা বৃহৎ চন্দ্রোদয়-মকরধ্বজ সেবন করান কর্ত্তব্য। রোগীর দুর্ব্বলাবস্থায় নাড়ী শিথিল হইলে, মৃগনাভি যোগ অথবা বৃহৎ কস্তুরীভৈরব (মতান্তরে) ব্যবহারে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। রোগীর শরীর ক্রমশঃ উষ্ণবোধ ও তন্দ্রার লাঘব হইলে, শ্লেষ্মার প্রকোপ হ্রাস পাইয়াছে, বুঝিতে হইবে; কিন্তু রোগীর যাবৎ ক্ষুধার উদ্রেক না হয়, তাবৎ রোগের নিবৃত্তি হয় না, ইহা স্মরণ রাখা উচিত। এইরূপ অবস্থার রোগীকে লঘুপাক পথ্য অর্থাৎ যবমণ্ড (বার্লি); চিড়ারমণ্ড, খৈর মণ্ড প্রভৃতি প্রদান করা কর্ত্তব্য। আহারের অনিয়ম অথবা ঔষধের বিপর্য্যয় হইলে, জ্বর, কাস ও শোথ প্রভৃতি উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা থাকে; সুতরাং যাবৎ অগ্নি প্রবল ও মল গাঢ় না হয়, তাবৎ রোগীকে সাগু, যবমণ্ড (বার্লি) প্রভৃতি লঘু পথ্য প্রদান করিবে।

অতিসারে অহিত দ্রব্য সেবন করিলে, হস্ত পদাদি অঙ্গে শোথ উৎপন্ন হয় এবং তৎসঙ্গে জ্বর, কাস প্রভৃতি মারাত্মক উপদ্রব ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে থাকে ও অপক্ব মল প্রায়শঃ নির্গত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় দুগ্ধবটী, দধিবটী বা স্বর্ণপর্পটী, পঞ্চামৃতপর্পটী বা লৌহপর্পটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। পর্পটী সেবন কালে প্রথমে অন্নাহার বন্ধ করিয়া রোগীকে নির্জ্জল দুগ্ধ সেবন করিতে দিবে, পরে মলের পরিপাক হইলে, অন্নমণ্ড ও দুগ্ধ সেবন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু রোগীর হস্তপদাদিতে বা সর্ব্বাঙ্গে শোথের আধিক্য লক্ষিত হইলে, পর্পটী সেবন কালে মাপমণ্ড পথ্য প্রদান করিলে, বিশেষ উপ-

কার হয়। উদরাময়ের সঙ্গে জ্বর, কাস, শোথ প্রভৃতি উপদ্রবও পর্পটী সেবনে প্রায়শঃ বিনষ্ট হয়; কিন্তু রোগীর জ্বরের অধিক্য প্রকাশ পাইলে, পুটপক-বিষমজ্বরান্তক লৌহ, বৃহৎ জ্বরান্তকলৌহ বা সর্ব্বজ্বরহরলৌহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। কাসের প্রকোপ থাকিলে, সর্ব্বতোভদ্র রস বা চন্দ্রামৃত রস প্রয়োগ করা যাইতে পারে; তাহাতে পর্পটীর ক্রিয়ার কোনও ব্যাঘাত হয় না।

পর্পটী সেবনকালে জ্বরনাশক বা কাসনাশক ঔষধ অল্প মাত্রায় দিনে ২।১ বার মাত্র প্রয়োগ করিবে। যথানিয়মে পর্পটী সেবন দ্বারা শোথ ও উদরাময় একেবারে হ্রাস হইয়া আসিলে এবং মল ক্রমশঃ গাঢ় ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হইলে, রোগীকে ব্যঞ্জনাদি সংযোগে অন্নাহার করিতে দিবে এবং রাত্রিতে সাগু, বার্লি বা সুজির রুটী কয়েক দিন সেবন করিতে দিবে, তৎপরে সহ্য হইয়া আসিলে মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে বা অভ্যাসমত অন্নাহার করিতে দিবে। এই অবস্থায় রোগীকে উষ্ণজলে স্নান ও উষ্ণজল পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

অতিসারের পর আহারের ব্যতিক্রম বশতঃ অগ্নিমান্দ্য হইলে, উদরাধ্মান ও উদরাময় প্রায়শঃ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়; সুতরাং রোগীর কিছু দিন অতি সাবধানে অন্নাহার ও স্নানাদি করা কর্ত্তব্য। অগ্নিমান্দ্য অবস্থায় শীতল দ্রব্য অর্থাৎ তরমুজ, নারিকেল, আম, লিচু প্রভৃতি ফল সেবনে অগ্নিমান্দ্য প্রবল হইয়া পুনরায় গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইতে পারে; অতএব ঐ অবস্থায় অতি সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য।

অতিসাররোগে—ঔষধ।

পথ্যাদিক্বাথ। বাতাতিসারে রোগীর উদরে ও মলদ্বারে বেদনা এবং অল্প অল্প মল পুনঃ পুনঃ নির্গত হইলে, এই ক্বাথ পান করিতে দিবে।

পথ্যাদিকাথ। হরীতকী, দেবদারু, বচ, শুঁঠ, মুথা, আতইচ ও গন্ধগুলঞ্চ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

ধন্যাদিক্বাথ। শ্লৈষ্মিকাতিসারে রোগীর দুর্গন্ধ ও আমসংযুক্ত মল নির্গত এবং বমন হইলে, এই ক্বাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা আম পাচক; সুতরাং উদরে বেদনা থাকিলে, তাহাও এই ক্বাথ সেবনে বিনষ্ট হয়।

চব্যাদি কাথ। চৈ, আতইষ, মুথা, বেলশুঁঠ, কুড়চির ছাল, ইন্দ্রযব ও হরীতকী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

গুড়ূচ্যাদিক্কাথ। বাতপিত্তাতিসারে রোগীর বমন, অরুচি, পিপাসা ও দাহ প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে এবং বিবিধ বর্ণের পাতলা মল নির্গত হইলে, এই কাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অতিসারে জ্বর বিদ্যমান থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

গুড়ূচ্যাদি কাথ। প্রস্তুতবিধি ১২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পৃশ্নিপর্ণ্যাদিক্কাথ। শোকজাতিসারে, রক্তসংযুক্ত, দুর্গন্ধ বা গন্ধহীন মল নির্গত হইলে এবং অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

পৃশ্নিপর্ণ্যাদিকাথ। চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, ধনে, হৃদি, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, আতইষ, মুথা, দেবদারু, আকনাদি ও কুড়চির ছাল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বিশল্যকরণীক্কাথ। রক্তাতিসারে অধিক পরিমাণে রক্তভেদ অথবা প্রবাহিকারোগে সরক্ত মল নির্গত হইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বিশল্যকরণীকাথ। প্রস্তুতবিধি ২৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উশীরাদি ক্কাথ। পিত্তাতিসারে, আমাতিসারে, রক্তাতিসারে, পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে ও সান্নিপাতিক অতিসারে ঐ সকল রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, মলের অপক্কাবস্থায় উদরে বেদনা থাকিলে এবং জলবৎ পাতলা দাস্ত হইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ঐ সমস্ত অতিসারের প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। এই কাথ সেবনে মলবদ্ধতা জন্য নাভি দেশের বেদনা নিবারিত হয় এবং অতিসার উৎপন্ন হওয়ার পর জ্বর প্রকাশ পাইলে, তাহাও দূরীভূত হইয়া থাকে।

উশীরাদি কাথ। প্রস্তুতবিধি ১২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হ্রীবেরাদিক্কাথ। পিত্তাতিসারে, আমাতিসারে, রক্তাতিসারে, পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে ও সান্নিপাতিক অতিসারে ঐ সকল রোগের লক্ষণ

প্রকাশ পাইলে এবং প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত তরল ভেদ অর্থাৎ জলবৎ পাতলা দাস্ত হইলে, রোগীকে ইহা সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনে উদরের বেদনা, মলের বদ্ধতা অথবা রক্তভেদ প্রভৃতি নিবৃত্ত হয়। অতিসার উৎপন্ন হওয়ার পর বা তৎসঙ্গে জ্বর প্রকাশ পাইলে, এই কাথ সেবনে সেই জ্বরও দূরীভূত হইয়া থাকে।

হ্রীবেরাদি কাথ। প্রস্তুতবিধি ১২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ধান্যচতুষ্ক। পিত্তাতিসারের প্রথমবস্থায় রোগীর বিবিধ বর্ণের পাতলা দাস্ত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে, এই কাথ পান করিতে দিবে।

ধান্যচতুষ্ক। ধনে, মুথা, বালা ও বেলশুঁঠ; এই চারিটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা লইয়া কুট্টিত করতঃ ৩২ তোলা জলে পাক করিয়া শেষ ৮ তোলা থাকিতে নামাইবে।

ধান্যপঞ্চক। সর্ব্ববিধ অতিসাররোগে মলের বদ্ধতা ও তজ্জন্য নাভিদেশে বেদনা এবং পাতলা দাস্ত হইলে, এই কাথ রোগীকে পান করিতে দিবে। এই কাথ সেবনে অগ্নি স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয়।

ধান্যপঞ্চক। ধনে, শুঁঠ, মুথা, বালা, ও বেলশুঁঠ; এই পাঁচটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

কুটজাদিকাথ। পিত্তাতিসারে পুনঃপুনঃ নানা বর্ণের পাতলা দাস্ত এবং আমাতিসারে উদরে বেদনা ও অপক্ব মল নির্গত অথবা রক্তাতিসারে রক্তভেদ হইলে, রোগের প্রথমাবস্থায় এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অত্যন্ত উপকারী।

কুটজাদি কাথ। ইন্দ্রযব, দাড়িমের খোসা, মুথা, ধাইপুষ্প, বেলশুঁঠ, লোধ, বালা, রক্তচন্দন ও আকনাদি; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, পাকশেষ ৮ তোলা।

বিল্বাদিকাথ। পিত্তাতিসারে বিবিধ বর্ণের জলবৎ পাতলা দাস্ত হইলে এবং গুহ্যদেশে জ্বালা থাকিলে, এই কাথ রোগের প্রথমাবস্থায় মলের পরিপাকার্থ রোগীকে পান করিতে দিবে।

বিল্বাদি কাথ। বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, মুথা, বালা ও আতইষ; এই কয়েকটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

কুটজদাড়িমকাথ। রক্তাতিসারে অধিক পরিমাণে বা পুনঃ পুনঃ রক্তস্রাব হইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অতিশয় উপকারী।

কুটজদাড়িম কাথ। কুড়্‌চির ছাল ১ তোলা ও দাড়িম ফলের খোসা ১ তোলা, জল ৩২ তোলা, পাক শেষ ৮ তোলা; ইহা ছাকিয়া, শীতল হইলে মধু।০ আনা বা ।০ আনা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে এক ছটাক মাত্রায় ২ বার সেবন করিতে দিবে, এইরূপ দিনে ২ বার পাক করিয়া সেবন করাইবে।

মুস্তকক্ষীর। আমাতিসাররোগে অত্যধিক শ্লেষ্মা সংযুক্ত মল পুনঃ পুনঃ নির্গত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে বা আমাতিসারে শ্লেষ্মার পরিপক্কতা দৃষ্ট হইলে, এই দুগ্ধ পাক করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

মুস্তকক্ষীর। মুথা ২০টী কুট্টিত করিয়া তাহার পরিমাণ যত হয়, তাহার আট গুণ পরিমাণ ছাগীদুগ্ধ ও দুগ্ধের ৪ গুণ জল একত্র করিয়া পাক করিবে; জল নিঃশেষ হইলে, দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে।

বিল্বক্ষীর। রক্তাতিসারে রক্ত সংযুক্ত অপক্ক মল অর্থাৎ আঁম ও রক্ত দাস্ত অথবা প্রবাহিকা রোগে বিবিধ বর্ণযুক্ত মল ও রক্ত নির্গত হইলে এই দুগ্ধ রোগীকে পান করিতে দিবে। বালকদিগের জন্য অর্দ্ধ মাত্রায় এবং শিশুদিগের জন্য ঐ রোগে সিকি মাত্রায় ঔষধ ও দুগ্ধ লইয়া প্রস্তুত করতঃ প্রয়োগ করিলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এই ক্ষীর, আমরক্ত সংযুক্ত মল ভেদ হইলে, সেই অবস্থায় অত্যন্ত উপকারী। রোগ উপস্থিত হইবার পর ৩।৪ দিন গত হইলে, ইহা সেব্য। এই ঔষধ পাচক ও ধারক, সুতরাং রোগের প্রথমাবস্থায় সেবন করান কর্ত্তব্য নহে।

বিল্বক্ষীর। বেলশুঁঠ ২ তোলা কুট্টিত করিয়া লইবে, অনন্তর ছাগীদুগ্ধ ১৬ তোলা ও জল ৬৪ তোলা একত্র পাক করিবে এবং দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ইক্ষুচিনি ।০ আনা, মোচরসচূর্ণ ৴০ আনা ও ইন্দ্রযবচূর্ণ ৴০ আনা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে দিনে সমভাগে ২ বার পান করিতে দিবে।

পথ্যাদিচূর্ণ। শ্লৈষ্মিক অতিসারে অথবা বাতশ্লেষ্মাতিসারে শ্লেষ্মা মিশ্রিত দুর্গন্ধ অপক্ক মল (যাহা জলে নিমগ্ন হয়) নির্গত হইলে এই চূর্ণ রোগীকে দিনে ২ বার সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে মলের পরিপক্কতা সাধিত হয়। অনুপান—উষ্ণ জল।

পথ্যাদি চূর্ণ। হরীতকী, আকনাদি, বচ, কুড়, রক্তচিতা ও কট্কী ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ./০ বা ৵০ আনা।

রসাঞ্জনাদিচূর্ণ। রক্তাতিসাররোগে অত্যধিক রক্তস্রাব হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে অথবা পিত্তাতিসাররোগে বিবিধ বর্ণের পাতলা দাস্ত হইলে, এই চূর্ণ রোগীকে আতপ চাউল ধোয়া জল ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে।

রসাঞ্জনাদি চূর্ণ। শোধিত রসাঞ্জন, আতইষ, ইন্দ্রযব, কুড়চির ছাল, ধাইপুষ্প ও শুঁঠ ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ আনা বা ।০ আনা।

হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ। শ্লৈষ্মিকাতিসারে রোগীর উদরে বেদনা এবং দুর্গন্ধযুক্ত অপক্ক মল নির্গত হইলে, মলের পরিপাকার্থ এই চূর্ণ তাহাকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনে অগ্নির দীপ্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ। শোধিত হিং, সৌবর্চ্চল লবণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আতইষ ও বচ ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ আনা বা ।৵০ আনা।

কলিঙ্গাদিগুড়িকা। রক্তাতিসারে রোগীর অত্যধিক রক্ত নির্গত এবং উদরে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। রক্তাতিসারে অথবা পিত্তাতিসারে, রোগীর জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। প্রাতে ও সন্ধ্যায় ২ বার জল সহ সেবন করিতে দিবে।

কলিঙ্গাদি গুড়িকা। প্রস্তুত বিধি ১২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দধিযোগ। প্রবাহিকা রোগে মলের ঈষৎ পরিপক্কাবস্থায়, শ্লেষ্মাসংযুক্ত মল পুনঃ পুনঃ নির্গত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় ২বার সেবন করিতে দিবে। অনুপান—দধির সর।

খররোগ। ঘুটের আগুণে দগ্ধ কচি বেলের শাস এবং তাহার সমান তিলশাস একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা /০ আনা বা ৵০ আনা।

আম্রলেপ। পিত্তাতিসারে, বাতপিত্তাতিসারে অথবা অন্যান্য অতিসারে পুনঃপুনঃ পাতলা দাস্ত হইলে, এই প্রলেপ নাভিদেশে প্রয়োগ করিবে। অতিসারে জলবৎ পাতলা দাস্ত হইলেই, এই প্রলেপ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

আম্রলেপ। আমের ছাল কাঁজিতে পেষণ করতঃ নাভিদেশে প্রলেপ দিবে; একবার শুষ্ক হইলে পুনরায় এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

জাতীফললেপ। অতিসার-রোগীর জলবৎ পাতলা দাস্ত হইলে, এই প্রলেপ নাভির চতুষ্পার্শ্বে পুনঃ পুনঃ লাগাইবে।

জাতীফললেপ। জাতীফল জল সহ মর্দ্দন করিয়া নাভির উপর লাগাইয়া দিবে এবং উহা শুষ্ক হইলে পুনর্ব্বার লাগাইবে।

তিলযোগ। রক্তাতিসারে অধিক রক্তভেদ হইলে, এই যোগ দিনে ২।৩ বার ছাগীদুগ্ধ সহ সেবন করিতে দিবে, কিন্তু রক্তাতিসারের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। জ্বর অথবা অন্যান্য উপদ্রব থাকিলেও, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে না।

তিলযোগ। শিলায় পেষিত কৃষ্ণতৈল ৮ তোলা, ইক্ষুচিনি ২ তোলা, একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ আনা বা ।০ আনা।

নবঙ্গাম্রযোগ। রক্তপ্রবাহিকা অথবা রক্তাতিসারের মধ্যাবস্থায় রক্তসংযুক্ত অপক্ব মল অথবা কেবল রক্তভেদ হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। দীর্ঘকালজাত অতিসারে শোথ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। অনুপান—জল।

নবঙ্গাম্র যোগ। কুড়চিছাল, দাড়িমফলের খোসা, কলার মোচা, কাঁকড়া দাম, তালমূলী, জামছাল, আমছাল, পানিফল, বটের শুঙ্গা ও শালছাল; ইহাদের প্রত্যেক ৮০ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের থাকিতে ছাকিয়া ঐ কাথ পুনরায় মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে এবং গাঢ় হইয়া আসিলে অগ্নি হইতে পাত্র অবতরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ উহাতে লবঙ্গ, জীরা, জাতীফল, আতইচ, এলাইচ, মৌরী, খয়ের, ভৃঙ্গরাজ, মোচরস, বেলশুঁঠ, শ্বেতধূপ ও অভ্র ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রদান করিবে এবং যথাবিধি আলোড়ন করিয়া লইবে। মাত্রা ৵০ আনা।

কুটজাষ্টক। রক্তপ্রবাহিকা ও অক্তাতিসাররোগে, রক্তসংযুক্ত বিবিধ বর্ণের পাতলা বা গাঢ় মল অথবা কেবলমাত্র রক্তভেদ হইলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী ; কিন্তু রোগের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ নিষিদ্ধ। এই ঔষধ প্রবাহিকা, গ্রহণী, রক্তপ্রদর এবং রক্তার্শরোগেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—ছাগদুগ্ধ বা শীতল জল।

কুটজাষ্টক। প্রস্তুতবিধি ২৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কুটজলেহ। রক্তাতিসার ও রক্তপ্রবাহিকারোগে, রক্তসংযুক্ত বিবিধ বর্ণের পাতলা বা গাঢ় মল অথবা কেবল রক্তভেদ ও উদরে বেদনা লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা রোগের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ নিষিদ্ধ। এই ঔষধ গ্রহণী ও অতিসারের অন্যান্য অবস্থায়ও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—ছাগদুগ্ধ বা শীতল জল।

কুটজলেহ। কুড়চির কাঁচা ছাল ১২।॰ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কাথ ছাকিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে এবং ঘন হইলে উহাতে সৌবর্চ্চল লবণ, যবক্ষার, বিট্‌-লবণ, সৈন্ধব লবণ, ধাইপুষ্প, ইন্দ্রযব ও জীরা ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। মাত্রা ।॰ তোলা।

বৃহৎ কুটজাবলেহ। রক্তাতিসার ও রক্তপ্রবাহিকায় পুনঃ পুনঃ রক্তসংযুক্ত, দুর্গন্ধ, বিবিধ বর্ণের পাতলা বা গাঢ় মলভেদ বা কেবল রক্তভেদ এবং উদরে বেদনা অনুভূত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। গ্রহণী এবং অতিসাররোগেও, এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এই ঔষধ প্রবাহিকা, রক্তাতিসার বা গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় প্রয়োগেও উপকার পাওয়া যায়। প্রবাহিকারোগে ইহা পরীক্ষিত ঔষধ। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ, দধির মাত, চাঁপা মূলের রস, অথবা কদলী মূলের রস, ইহাদের যে কোন একটী ২ তোলা।

বৃহৎ কুটজাবলেহ। কুড়চির কাঁচা ছাল ১২।॰ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কাথ ছাকিয়া উহাতে ইক্ষুচিনি ⁄২ সের মিশ্রিত করতঃ পুনর্ব্বার পাক করিবে, গাঢ় হইলে, অতি মৃদু অগ্নির তাপে লবঙ্গ, জীরা, মুথা, ধাইপুষ্প, বেলশুঁঠ, বালা, বড়এলাইচ, আকনাদি, দারুচিনি, কাঁকড়াশৃঙ্গী, জাতীফল, মৌরী, ইন্দ্রযব, আতইষ, যবক্ষার, কাকোলী, রসাঞ্জন,

মোচরস, যষ্টিমধু, বরাহক্রান্তা, রক্তচন্দন, বটের শুঙ্গা, খদির, জামপাতা, আমপাতা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইয়া, হাতা দ্বারা পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিবে এবং শীতল হইলে মধু ।• সের মিশাইবে। মাত্রা—।• তোলা।

অমৃতার্ণবরস। আমাতিসারের প্রবলাবস্থায় দুর্গন্ধ ও শ্লেষ্মা-বহুল অপক্ক মল পুনঃ পুনঃ নির্গত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। আমাতিসারের মধ্যাবস্থায় মল পরিপক্ব হইলে, অর্থাৎ পূর্ব্বাবস্থা হইতে মলের অবস্থান্তর দৃষ্ট হইলেও এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। পিত্তাতিসারে বা পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত অতিসারে, রোগীর পুনঃপুনঃ পাতলা দাস্ত হইলে এবং সান্নিপাতিক অতিসারে, পিত্তের প্রকোপ বশতঃ বিবিধ বর্ণের পাতলা দাস্ত হইলে, প্রথমাবস্থায় ও মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। পিত্তাতিসারে, পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে অথবা পিত্ত-প্রবল সান্নিপাতিক অতিসারে মলের পরিপক্কাবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিলেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এই ঔষধ পিত্তাশ্রিত গ্রহণীরোগেও অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—আমাতিসারের ও পিত্তাতিসারের প্রথমাবস্থায়-কলার মোচার রস অথবা ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু। আমাতিসারে ও পিত্তাতিসারে, মলের পরিপক্কাবস্থায় ছাগীদুগ্ধ। গ্রহণীরোগে ছাগীদুগ্ধ বা শীতল জল।

অমৃতার্ণব রস। প্রস্তুতবিধি ১৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লবঙ্গাদিবটী। শ্লৈষ্মিক অতিসারে বা বাতশ্লেষ্ম প্রধান অতিসারে দুর্গন্ধ অপক্ক মল পুনঃপুনঃ নির্গত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে, রোগের প্রথমাবস্থায় মলের পরিপাকার্থ রোগীকে ইহা প্রদান করিবে। যাহাদের অজীর্ণ দোষে অতিসার জন্মে, তাহাদেরও এই ঔষধ সেবনে অগ্নিবৃদ্ধি ও ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়। রোগের মধ্যাবস্থায় অর্থাৎ আমদোষ নষ্ট হইলে এবং বাতাতিসারে এই ঔষধে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। অনুপান—ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু।

লবঙ্গাদি বটী। লবঙ্গ, শুঁঠ, মরিচ ও সোহাগার খৈ; ইহাদের প্রত্যেক সমভাগে লইয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক আপাঙ্গ ও রক্তচিতার রসে যথাক্রমে সাত সাতবার ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

বৃহৎ লবঙ্গাদিবটী। শ্লৈষ্মিকাতিসারে, বাতাতিসারে বাতশ্লৈষ্মিকাতিসারে ও সান্নিপাতিকাতিসারের প্রথমাবস্থায় বহু মল বা শ্লেষ্মা

সংযুক্ত দুর্গন্ধ মলের পরিপাকার্থ এই ঔষধ প্রদান করিবে। মলের সহিত অধিক শ্লেষ্মাসংযুক্ত থাকিলে অথবা অল্প মল পুনঃ পুনঃ নির্গত এবং রোগীর না ভিদেশে বেদনা অনুমিত হইলে, এই ঔষধ প্রদান করা যায়। আমাতিসারে এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। ইহা বাতশ্লেষ্মাশ্রিত গ্রহণীরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনুপান—ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু অথবা শীতল জল।

বৃহৎ লবঙ্গাদি বটী। লবঙ্গ, জাতীফল, ধনে, কুড়, কৃষ্ণজীরা; শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, এলাইচ, দারুচিনি, সোহাগার খৈ, কড়িভস্ম, মুথা, বচ, যমানী, বিট্ লবণ, সৈন্ধব লবণ; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং পারদ, গন্ধক ও অভ্র ইহাদের প্রত্যেকের ‍॥৹ তোলা ও লৌহ ১ তোলা; এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া পানের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস। বাতাতিসার, শ্লৈষ্মিকাতিসার, বাতশ্লৈষ্মিকাতিসার বা সান্নিপাতিক অতিসারের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, প্রথমাবস্থায় আমদোষ পরিপাকার্থ এই ঔষধ রোগীকে প্রদান করিবে। মলের সহিত শ্লেষ্মা সংযুক্ত থাকিলে এবং মলবদ্ধজন্য শূল প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ প্রদান করা যায়। ইহা অতিসারের মধ্যাবস্থায় এবং পিত্তাতিসারে প্রয়োগেও উপকার পাওয়া যায়। এই ঔষধ গ্রহণীদোষ নাশক। অতিসার-রোগে জ্বর বিদ্যমান থাকিলেও, এই বটী প্রয়োগে ফললাভ হয়। অনুপান—ভাজা-জীরাচূর্ণ ও মধু অথবা উষ্ণজল।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অগ্নিকুমার রস। বাতাতিসারে, বাতশ্লৈষ্মিকাতিসারে, সান্নিপাতিক অতিসারে, বিশেষতঃ অজীর্ণদোষে অতিসার জন্মিলে, এই ঔষধ প্রথমাবস্থায় অপক্ক দোষের পরিপাকার্থ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনে অগ্নির বল বর্দ্ধিত এবং মলের অপক্কতা দূরীভূত হইয়া থাকে। অনুপান—উষ্ণজল।

অগ্নিকুমাররস। পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, সোহাগার খৈ ১ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ, মরিচ ৮ ভাগ, কড়িভস্ম ৩ ভাগ ও শঙ্খভস্ম ৩ ভাগ; এই সমুদয় একত্র করিয়া গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

বৃহৎ অগ্নিকুমার রস। বাতাতিসার, বাতশ্লেষ্মাতিসার, পিত্তশ্লেষ্মাতিসার বা সান্নিপাতিক অতিসারের প্রথমাবস্থায় পাতলা দাস্ত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ মলের পরিপাকার্থ রোগীকে প্রদান করিবে। অজীর্ণতাবশতঃ পাতলা দাস্ত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ সেবনে আহার্য্য পদার্থ জীর্ণ হয় এবং উদরের বেদনা নিবৃত্তি হয়। অতিসারে মলের পক্কাবস্থায় এবং বাতাশ্রিত গ্রহণীরোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। সংগ্রহ-গ্রহণীরোগের প্রথমাবস্থায়ও এই ঔষধ ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। অনুপান—ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ অগ্নিকুমার রস। শুঁঠ, মরিচ, জাতীফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, দারুচিনি, তেজপাতা, কাকড়াশৃঙ্গী, সোহাগার খৈ, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, সৈন্ধবলবণ, বিটলবণ, ঘৃতভর্জ্জিত হিং, পারদ, গন্ধক, রূপা, লৌহ ও অভ্র; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক ১ ভাগ ও পিপুলচূর্ণ ২ ভাগ; এই সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া জম্বীর (গোড়ালেবু) রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৪ রতি।

অগ্নিকুমার। আমাতিসারে ও শ্লৈষ্মিক প্রবাহিকার মধ্যাবস্থায় মলের পরিপক্কতা দৃষ্ট হইলে ও রোগীর উদরে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। রক্তপ্রবাহিকার মধ্যাবস্থায়ও, এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার দর্শে। আমাতিসারের বা শ্লৈষ্মিক প্রবাহিকার প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে না; যেহেতু এই ঔষধ ধারক, সুতরাং আমের অপরিপক্কাবস্থায় ইহা প্রয়োগে জ্বরাদি উপদ্রব উপস্থিত হইতে পারে। অনুপান—মুথার রস ও মধু।

অগ্নিকুমার। রস, গন্ধক, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগার খৈ, লৌহ, যমানী ও অহিফেন; এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং অভ্র সর্ব্বসমান, এই সকল একত্র করিয়া রক্তচিতার কাথে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

মহাগন্ধক। আমাতিসারে, প্রবাহিকায়, পিত্তাতিসারে, পিত্ত-শ্লেষ্মাতিসারে অথবা রক্তাতিসারের প্রথমাবস্থায় জলবৎ পাতলা বিবিধ বর্ণের মল অথবা শ্লেষ্মসংযুক্ত অপক্ক মল পুনঃপুনঃ অল্প বা অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অতিসাররোগে

জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—মুথার রস ও মধু।

মহাগন্ধক। প্রস্তুতবিধি ১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ গগনসুন্দর রস। পিত্তাতিসার, আমাতিসার ও রক্তাতিসাররোগের প্রথমাবস্থায় শ্লেষ্মসংযুক্ত পাতলা দাস্ত বা রক্তসংযুক্ত পাতলা মল নির্গত হইলে এবং রোগীর উদরে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। মলের পরিপক্কাবস্থায় পুনঃ পুনঃ দাস্ত হইলে, ইহা প্রয়োগ করা যায়। পৈত্তিক গ্রহণী বা পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত গ্রহণীরোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। আমাতিসারে বা রক্তাতিসারে জ্বর থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—আমাতিসারে ও রক্তাতিসারে দগ্ধ বিল্ব ও ইক্ষু গুড়। গ্রহণীরোগে ও পক্কাতিসারে ছাগীদুগ্ধ বা আমছালের রস ও মধু।

বৃহৎ গগনসুন্দর রস; প্রস্তুতবিধি ২৮৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জাতীফলাদ্য বটিকা। আমাতিসার, পিত্তাতিসার বা প্রবাহিকার প্রথমাবস্থায় পাতলা অপক্ক মল দাস্ত এবং পক্কাতিসারে শ্লেষ্মসংযুক্ত বা গাঢ় মল পুনঃপুনঃ নির্গত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অতিসারে জ্বর ও শোথ প্রকাশ পাইলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—তাজা জীরাচূর্ণ ও মধু অথবা মুথার রস ও মধু।

জাতীফলাদ্য বটিকা। প্রস্তুতবিধি ১৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জাতীফলাদ্যা বটী। আমাতিসার ও প্রবাহিকার মধ্যাবস্থায় মল পরিপক্ক এবং রোগীর উদরে বেদনা ও পুনঃপুনঃ দাস্ত হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। রক্তাতিসারের প্রথমাবস্থায় রক্তভেদ হইলে, এই ঔষধ সেবনে শীঘ্রই রক্তভেদ হ্রাস পাইতে থাকে। অতিসারে উদরাধ্মান বা কোষ্ঠবদ্ধের সম্ভাবনা থাকিলে, ইহা কখনও সেবন করাইবে না। অনুপান—মধু।

জাতীফলাদ্যা বটী। জাতীফল, সোহাগার খৈ, অভ্র ও ধুস্তুর বীজ এই সকল দ্রব্য

প্রত্যেক ১ তোলা ও অহিফেন ২ তোলা; একত্র করিয়া গন্ধভাদুলের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রত্তি।

অহিফেন বটী। রক্তাতিসারের প্রথমাবস্থায় অধিক পরিমাণে রক্তভেদ হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—মুথার রস বা আম্রপানের রস অথবা কচি দাড়িম পাতার রস ও মধু।

অহিফেন বটী। আফিং এবং পিণ্ডখেজুর; সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রত্তি।

পীযূষবল্লী রস। আমাতিসার, রক্তাতিসার ও বিবিধ প্রবাহিকার মধ্যাবস্থায় রক্তসংযুক্ত বা শ্লেষ্মসংযুক্ত অপক্ক (পিচ্ছিল) বা পক্কমল পুনঃ পুনঃ নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অতিসারে ও প্রবাহিকার পুরাতন অবস্থায় এবং আমাতিসার, রক্তাতিসার বা প্রবাহিকার সঙ্গে জ্বর ও শোথ উপদ্রব থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে; এই ঔষধ অতিসার ও প্রবাহিকার—সর্ব্বাবস্থায় অত্যন্ত উপকারী; কিন্তু ইহার উপকার কালবিলম্বে প্রকাশ পায়। প্রসূতির উদরাময় এবং জ্বররোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—দগ্ধ-বিল্ব ও ইক্ষুগুড়।

পীযূষবল্লীরস। প্রস্তুত বিধি ১৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কণাদ্য লৌহ। রক্তাতিসারে ও রক্ত প্রবাহিকার প্রথম বা মধ্যাবস্থায় অত্যধিক রক্তভেদ হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতপিত্তাতিসারেও, এই ঔষধ সেবনে উপকার পাওয়া যায়। বাতপিত্তাধিক্য শরীরে বা বৃদ্ধাবস্থায় রক্তভেদ হইলে, ইহা সমধিক উপকারী। বাতপিত্তাধিক্য গ্রহণীরোগেও এই ঔষধ সেবনে উপকার হয়। অনুপান—আম্রপানের রস অথবা কচি দাড়িমপাতার রস ও মধু।

কণাদ্য লৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কনকসুন্দর রস। বাতশ্লেষ্মাতিসারে বা শ্লৈষ্মিক অতিসারের প্রথমাবস্থায় অপক্ক মল নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ঐরূপ অতিসারে জ্বর প্রকাশ পাইলেও, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু।

কনকসুন্দর রস। প্রস্তুতবিধি ১২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা। পিত্তাতিসারে, পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে বা শ্লৈষ্মিক অতিসারে জলবৎ পাতলা মল নির্গত হইলে এবং বাতাতিসারের পক্কাবস্থায় পুনঃ পুনঃ দাস্ত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। গ্রহণীরোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—অতিসারের প্রথমাবস্থায় মুথার রস ও মধু। মলের পক্কাবস্থায় ছাগীদুগ্ধ।

গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা। রস, গন্ধক লৌহ, শঙ্খভস্ম, সোহাগার খৈ, হিং, শটীর পালো, তালীশপত্র, মুথা, ধনে, জীরা, সৈন্ধবলবণ, ধাইপুষ্প, আতইষ, শুঁঠ, গৃহধুম, (ঝুল), হরীতকী, রক্তচন্দন, তেজপত্র, জাতীফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাইচ, বালা, বেলশুঁঠ, মেথি, ও শোধিত সিদ্ধিপত্র এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ছাগীদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। বটী ৫ রতি।

দুগ্ধবটি। আমাতিসার, পৈত্তিকাতিসার ও পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত অতিসার দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে অথবা রোগ উৎপন্ন হইবার অল্পদিন পরেই হস্তপদাদিতে শোথ প্রকাশ পাইলে, ইহার এক বটী প্রাতে দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনে উদরাময় এবং তদাশ্রিত শোথ ও জ্বর প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। পথ্য দুগ্ধান্ন। লবণ ও জল সংযুক্ত খাদ্যদ্রব্য ও স্নান নিষিদ্ধ। শোথ অতি প্রবল থাকিলে, দুগ্ধান্নের পরিবর্ত্তে মানমণ্ড পথ্য দেওয়া যাইতে পারে।

দুগ্ধবটী। প্রস্তুতবিধি ২০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জাতীফল রস। আমাতিসাররোগের মধ্যাবস্থায় বা শেষ অবস্থায় মল পরিপক্ক হইলে এবং রক্তপ্রবাহিকায় ও শৈষ্মিকপ্রবাহিকায় মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। আমাতিসার ও প্রবাহিকা প্রভৃতি রোগে অল্প জ্বর থাকিলেও, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। গ্রহণীরোগে পিত্তের আধিক্য হইলেও, এই ঔষধে উপকার হয়। অনুপান—বেলশুঁঠ চূর্ণ ও মধু।

জাতীফল রস। পারদ, গন্ধক, অভ্র, রসসিন্দূর, জাতীফল, ইন্দ্রযব, ধুস্তূরবীজ, সোহাগার খৈ; শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মুথা, হরীতকী, আম্রবীজের শাস ও দাড়িমের খোসা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ ভাগ এবং বেলশুঁঠ চূর্ণ ২ ভাগ লইয়া সিদ্ধি পত্রের কাথে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

রসপর্পটী। আমাতিসার দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, শোথ ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, রোগীকে যথানিয়মে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অন্যান্য অতিসারেও শোথ এবং জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই ঔষধে উপকার পাওয়া যায়; কিন্তু বৃদ্ধ বা যাহাদের শরীর কৃশ অথবা বায়ুপিত্ত জনিত অন্যান্য ব্যাধি শরীরে বিদ্যমান আছে, তাহাদের পক্ষে ইহার উপকারিতা স্থায়ী হয় না অর্থাৎ ঔষধ সেবনে কিছু সময় রোগ নিবৃত্ত থাকিয়া পুনরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বাতশ্লেষ্ম-প্রধান শরীরে বিশেষতঃ অল্পবয়স্ক বালকদিগের পক্ষে এই ঔষধে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। অগ্নিবৃদ্ধি, শোথনাশ বা আমবাতাশ্রিত অপক্ক রসকে শোষণ করিতে এই ঔষধ সমধিক শক্তিশালী। এই ঔষধ সেবনকালে রোগীকে দুগ্ধ পান করিতে দিবে, তৎপর ক্রমশঃ ক্ষুধা প্রকাশ পাইলে, পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন ও দুগ্ধ পথ্য দিবে। রোগের প্রবলাবস্থায় ও শোথ না থাকিলে, মাংস-যূষ প্রদান করা যাইতে পারে এবং সৈন্ধবলবণ, জীরা ও ধনে দ্বারা পক্ক পটোল, মান প্রভৃতির ব্যঞ্জন রোগীকে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু দুগ্ধ সর্ব্বাবস্থায়ই সেব্য। অনুপান—নির্জ্জল পক্ক দুগ্ধ। লবণ ও জল সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

রসপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চামৃতপর্পটী। আমাতিসার, পিত্তাতিসার, পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত বা শ্লেষ্মাশ্রিত প্রবাহিকারোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তৎসঙ্গে শোথ, জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, রোগীকে যথানিয়মে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে গ্রহণী ও অন্যান্য রোগ বিনষ্ট হয়। উদরাময়রোগে শোথ থাকিলে, দুগ্ধান্ন সেব্য। অনুপান ঘৃত ও মধু। এই ঔষধের পথ্যাপথ্যবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চামৃতপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লৌহপর্পটী। আমাতিসার, পিত্তাতিসার, পিত্তশ্লেষ্মাতিসার, প্রবাহিকা, পৈত্তিকপ্রবাহিকা বা রক্তাতিসাররোগ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বা এক অবস্থায় থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। যে সকল ব্যক্তির শরীর অতি কৃশ এবং বায়ু ও পিত্তপ্রধান

অথবা বিবিধ রোগবশতঃ যাহাদের শরীরে রক্তের হীনতা সমধিক লক্ষিত হয়, তাহাদের উদরাময়রোগে এই ঔষধ অতিশয় উপকারী। পুরাতন জ্বর ও সূতিকা প্রভৃতি রোগে উদরাময় বা শোথ থাকিলে অথবা অতিসারের সঙ্গে, জ্বর ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। উদরাময়রোগে শোথ থাকিলে, দুগ্ধান্ন পথ্য দিবে। এই ঔষধ সেবনের পথ্যাপথ্যবিধি ১৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। অনুপান—ধনে ও জীরার কাথ।

লৌহপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণপর্পটী। বাতাতিসার, পিত্তাতিসার, বাতপিত্তাতিসার, রক্তাতিসার ও প্রবাহিকারোগ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে অথবা তৎসঙ্গে জ্বর ও শোথ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। যাহাদের শরীর কৃশ অথবা অন্যান্য রোগে শরীরের দুর্ব্বলতা অধিক লক্ষিত হয়, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ সেবন একান্ত কর্ত্তব্য। অনুপান—দুগ্ধ। উদরাময়ের সঙ্গে শোথ থাকিলে, দুগ্ধান্ন সেব্য। এই ঔষধ সেবনের পথ্যাপথ্যবিধি ১৯৩ পৃষ্টায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিজয়পর্পটী। আমাতিসারের প্রথমাবস্থায় অথবা মধ্য ও পুরাতনাবস্থায় মলের পরিপক্কতা দৃষ্ট হইলে এবং প্রবাহিকারোগে, পিত্তাতিসারে, পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে ও সান্নিপাতিক অতিসারের পুরাতনাবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার লাভ হয়। অতিসারের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগে শোথ ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রবও বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিষমজ্বর, পাণ্ডু বা যকৃৎ প্রভৃতি রোগে উদরাময় প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ঐ সমস্ত রোগে দুর্ব্বলতা ও কৃশতা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবনে তাহাও অনেকাংশে দূরীভূত হয়। পথ্য—দুগ্ধান্ন। এই ঔষধ সেবনের পথ্যাপথ্যবিধি স্বর্ণপর্পটীর ন্যায়।

বিজয়পর্পটী। প্রস্তুতবিধি ২৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অতিসারে—শূল-চিকিৎসা।

হরীতক্যাদিকল্ক। আমাতিসারের প্রথমাবস্থায় রোগীর শ্লেষ্মাসংযুক্ত, দুর্গন্ধ মল পুনঃপুনঃ নির্গত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে, এই চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত দিনে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ আমপাচক এবং অগ্নিবৰ্দ্ধক।

হরীতক্যাদি কল্ক। হরীতকী, আতইষ, হিং, সচললবণ, বচ ও সৈন্ধবলবণ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵৹ দুই আনা বা।৹ চারি আনা।

পাঠাদিচূর্ণ। আমাতিসারে রোগীর অধিক শ্লেষ্মা-মিশ্রিত মল পুনঃপুনঃ নির্গত হইলে এবং তজ্জন্য উদরে বেদনা থাকিলে, এই চূর্ণ তাহাকে উষ্ণ জলের সহিত দিনে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে। ইহাতে বেদনার লাঘব, অগ্নিবৃদ্ধি ও আমের পরিপাক হয়।

পাঠাদিচূর্ণ। আকনাদি, হিং, যমানী, বচ, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুঁঠ, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা /৹ এক আনা বা ৵৹ দুই আনা।

শঙ্খাদিচূর্ণ। অতিসাররোগে উদরে বেদনা উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণ জল।

শঙ্খাদিচূর্ণ। শঙ্খভস্ম, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, সাম্ভার লবণ, সৌবৰ্চ্চল লবণ, করকচ লবণ, যবক্ষার, সোহাগার খৈ, জাতীফল, শুল্‌ফা, যামানী, হিং, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা মিশ্রিত করিবে। মাত্রা /৹ এক আনা হইতে।৹ চারি আনা।

শূলহরণযোগ। বাতাতিসার, আমাতিসার, বাতশ্লৈষ্মিক অতিসার, ও প্রবাহিকা প্রভৃতি রোগে উদরে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে জল সহ সেবন করিতে দিবে। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে, উষ্ণ দুগ্ধসহ সেব্য।

শূলহরণযোগ। প্রস্তুতবিধি ২৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অতিসারে—পিপাসা-চিকিৎসা।

হ্রীবেরাদিপানীয়। অতিসার রোগে পুনঃপুনঃ পিপাসা উপস্থিত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে, এই জল রোগীকে পিপাসা-নিবৃত্তির জন্য পান করিতে দিবে।

হ্রীবেরাদি পানীয়। বালা ও মুথা ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা লইয়া /৪সের জলে সিদ্ধ করিয়া /২ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে, অনন্তর ঐ জল ছাকিয়া লইবে।

মুস্তকাদিপানীয়। অতিসাররোগে পুনঃপুনঃ পিপাসা উপস্থিত হইলে, এইজল রোগীকে পিপাসা-কালে পান করিতে দিবে।

মুস্তকাদি পানীয়। মুথা ও ক্ষেতপাপ্ড়া ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোল লইয়া /৪ সের জলে সিদ্ধ করিবে, অনন্তর /২ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া লইবে।

ষড়ঙ্গপানীয়। অতিসার-রোগীর পুনঃপুনঃ পিপাসা উপস্থিত হইলে, এই পানীয় রোগীকে পিপাসা-কালে পান করিতে দিবে।

ষড়ঙ্গ-পানীয়। প্রস্তুতবিধি ২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জম্ব্বাদিক্বাথ। অতিসার-রোগীর প্রবল পিপাসা উপস্থিত হইলে, পিপাসার সময়ে এই ক্বাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

জম্ব্বাদিক্বাথ। জামের কচি পাতা, আমের কচিপাতা, বেণারমূল, বটের শুঙ্গা ও বটের ঝুরি; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; শীতল হইলে, প্রক্ষেপ মধু ।॰ অর্দ্ধ তোলা। পিপাসাকালে অল্প অল্প মাত্রায় সেব্য।

অতিসারে—বমন-চিকিৎসা।

সর্ষপলেপ। অতিসার অত্যন্ত প্রবল এবং তজ্জন্য রোগীর পুনঃপুনঃ বমন হইলে, তাহা নিবারণার্থ এই লেপ আমাশয়ে প্রদান করিবে।

সর্ষপলেপ। সরিষা প্রথমতঃ পরিষ্কার করিয়া শিলায় পেষণ করিবে এবং কিঞ্চিৎ জল দিয়া নরম ও পুরু করিয়া আমাশয়ের উপরিভাগে লাগাইবে।

চন্দ্রকান্তিরস। অতিসারে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ পুনঃপুনঃ বমন হইলে, এই ঔষধ শশার বীজবাটা ও স্তনদুগ্ধ সহ সেবন করিতে দিবে। বমনবেগ হ্রাস হইলে ঔষধ সেবন বন্ধ করিবে।

চন্দ্রকান্তিরস প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ। অতিসাররোগে পিত্তের প্রবলতা বশতঃ হরিদ্রাভ বমন এবং রোগীর শরীর বায়ু ও পিত্তপ্রধান হইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অত্যন্ত বমন বেগ বশতঃ হিক্কা উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগে তাহাও দূরীভূত হয়। অনুপান—শশার বীজ ও স্তনদুগ্ধ।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃষধ্বজ রস। অতিসাররোগে পুনঃ পুনঃ বমন হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—শালপাণীর রস।

বৃষধ্বজ রস। পারদ, গন্ধক, লৌহ, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, আমলা, ছোটএলাইচ, লবঙ্গ, সোহাগার খৈ, পিপুল, জটামাংসী; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া শালপাণী ও ইক্ষুরসে পৃথক্ পৃথক্ ৭ সাত বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

অতিসারে—উদরাধ্মান-চিকিৎসা।

দারুষট্‌ক প্রলেপ। অতিসার-রোগীর উদারাধ্মান হইলে, এই প্রলেপ উদরে লাগাইবে; একবার নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় আধ্মানের আশঙ্কা থাকিলে, পুনঃ পুনঃ এই প্রলেপ লাগাইবে। এই প্রলেপ প্রদান করিলে, আধ্মানজনিত উদরের বেদনাও দূরীভূত হয়।

দারুষট্‌ক প্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যবপ্রলেপ। অতিসার-রোগীর বায়ুর প্রকোপ বশতঃ উদরাধ্মান এবং তজ্জন্য উদরে বেদনা উপস্থিত হইলে, এই প্রলেপ রোগীর উদরে লাগাইয়া দিবে।

যবপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দারুযোগ। বাতজ অতিসাররোগে রোগীর উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে এবং উদরে বেদনা অনুভব হইলে, এই ঔষধ তাহাকে আধঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। বিসূচিকা রোগে উদারাধ্মান হইলে, এই ঔষধ সেবনে তাহারও উপকার হয়।

দারুযোগ। দারুচিনি ২ তোলা কুট্টিত করিয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিবে, এবং ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া সেই কাথে /০ এক আনা বা ৵০ দুই আনা কর্পূর মিশ্রিত করতঃ রোগীকে দুই তিনবার সেবন করিতে দিবে। দারুচিনির কাথের অভাবে দারুচিনির আরক ব্যবহার করা যায়, কিন্তু উহাতে জল মিশ্রিত করা আবশ্যক।

এলাদিচূর্ণ। বাতজ অতিসারে বা আমাতিসারে রোগীর উদরাধ্মান ও তৎসঙ্গে উদরে বেদনা উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ কর্পূর-ভিজান জলসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। আমবদ্ধ জনিত বেদনাও এই ঔষধে দূরীভূত হইয়া থাকে।

এলাদি চূর্ণ। এলাইচ, দারুচিনি, পিপুল ও শুঁঠ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা /০ এক আনা বা ৵০ দুই আনা।

কাঞ্জিকস্বেদ। অতিসাররোগে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ উদরে বেদনা এবং উদরাধ্মান হইলে, মুহুর্ম্মুহুঃ এইরূপ স্বেদ প্রদান করিবে, যাবৎ উদরাধ্মান নিবৃত্তি না হয়, তাবৎ স্বেদ প্রদান করা যাইতে পারে।

কাঞ্জিকস্বেদ। কাঁজি অত্যন্ত উষ্ণ করিয়া একটী কাচপাত্র বা ধাতুপাত্র পূর্ণ করিবে, পরে রোগীর যতদূর সহ্য হয়, এইরূপ উষ্ণ থাকিতে ঐ পাত্র দ্বারা উদরে স্বেদ প্রদান করিবে; কাঁজি শীতল হইলে, পুনরায় অত্যুষ্ণ কাজি পূর্ণ করিয়া লইবে।

চতুর্ম্মুখ রস। অতিসাররোগে উদরাধ্মান ও তৎসঙ্গে বস্তিদেশে বেদনা এবং প্রস্রাব বন্ধ প্রভৃতি বায়ুজনিত উপদ্রব সকল লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে আতপ চাউল ধোয়া জল সহ ২ দুই ঘণ্টা অন্তর ১ এক বটি সেবন করাইবে। ইহা সেবনে উদরাধ্মানের নিবৃত্তি ও প্রস্রাবের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

চতুর্ম্মুখ রস। প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অতিসারে—জ্বর-চিকিৎসা।

মৃতসঞ্জীবনী বটী। নূতন পিত্তাতিসাররোগে রোগীর জ্বর প্রকাশ পাইলে এবং সেই জ্বরের বেগ অধিক হইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—শীতল জল অথবা জীরা চূর্ণ ও মধু।

মৃতসঞ্জীবনী বটী। প্রস্তুতবিধি ১৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আনন্দভৈরব রস। নূতন পিত্তাতিসার রোগে অথবা অন্যান্য অতিসারে অহিতাচরণবশতঃ রোগীর জ্বর প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু।

আনন্দভৈরব রস। প্রস্তুতবিধি ১৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কস্তূরীভৈরব (মতান্তরে)। নূতন অতিসার, আমাতিসার ও রক্তাতিসারে রোগীর তীব্রবেগে জ্বর প্রকাশ পাইলে অথবা তজ্জন্য বিবিধ উপদ্রব অর্থাৎ দাহ, ঘর্ম্ম, প্রলাপ ও নাড়ীর

গতির বিশৃঙ্খলতা প্রভৃতি লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ দুই ঘণ্টা বা তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। পুরাতন অতিসারে ঐরূপ বিকার উৎপন্ন হইলে, বিশেষ ফল দর্শে না। অনুপান—রুদ্রাক্ষ ঘসা ও মধু ২ ফোঁটা।

বৃহৎ কস্তুরী ভৈরব (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব। পুরাতন অতিসার, আমাতিসার, প্রবাহিকা ও রক্তাতিসাররোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় জ্বরের বেগ মধ্যবিধ হইলে অথবা সর্ব্বদা জ্বর প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রদান করিবে। অনুপান—ভাজা-জীরা চূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ কস্তুরী ভৈরব। প্রস্তুতবিধি ১০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পুটপক্ক বিষমজ্বরান্তক লৌহ। অতিসার, রক্তাতিসার, প্রবাহিকা ও আমাতিসাররোগে মলের পরিপকাবস্থায় অর্থাৎ পুরাতন অতিসাররোগে রোগীর উদরে বেদনা এবং অপক্ক, শ্লেষ্মবহুল অথবা রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হইলে ও সেইরূপ অবস্থায় সর্ব্বদা অথবা দিনে বা রাত্রিতে অল্পকাল মাত্র অল্পবেগে জ্বর প্রকাশ পাইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহাতে জ্বরের বেগ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে আরম্ভ হয়। উদরাময়াশ্রিত-জ্বরে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনুপান—ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু।

পুটপক্ক বিষমজ্বরান্তকলৌহ। প্রস্তুতবিধি ৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ জ্বরান্তক লৌহ। পুরাতন অতিসার, আমাতিসার ও প্রবাহিকারোগে রোগীর জ্বর অল্পবেগে কিছুকাল প্রকাশ পাইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ জ্বরান্তক লৌহ। প্রস্তুতবিধি ৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বজ্বরহর লৌহ। পুরাতন রক্তাতিসার, পিত্তাতিসার রক্তপ্রবাহিকা ও অন্যান্য প্রবাহিকারোগে বায়ু, ও পিত্তপ্রধান অবস্থায় রোগীর জ্বর অল্পকাল মৃদু বেগে প্রকাশ পাইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনে জ্বরের বেগ এবং উদরাময় উভয়ই হ্রাস হয়।

সর্ব্বজ্বরহরলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অতিসারে-নাড়ীরগতির বিশৃঙ্খলতা ও হিমাঙ্গ-চিকিৎসা।

মৃতসঞ্জীবনী। অতিসাররোগে পুনঃপুনঃ দাস্ত ও বমন প্রভৃতি দ্বারা রোগীর জ্ঞানলোপ, হিমাঙ্গ বা নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইলে, ২।৩ ঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। শরীর উষ্ণ বোধ হইলে, ঔষধ ৫।৬ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। এই ঔষধ সান্নিপাতিক জ্বরে বা বিসূচিকারোগে হিমাঙ্গ অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়।

মৃতসঞ্জীবনী। বৎসরাধিক পুরাতন গুড় ৩২ সের, বাবলাছাল /২।০ সের এবং দাড়িমছাল, বাসকছাল, মোচরস, বরাহক্রান্তা, আতইষ, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, বেলছাল, শোণাছাল, পারুলছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, রাখালশশারমূল, কুলছাল, রক্তচিতামূল, আলকুশীবীজ ও পুনর্ণবা, ইহাদের প্রত্যেকের /১।০ সোয়া সের কুট্টিত করিয়া একত্র করতঃ ২৫৬ সের জল সহ একটী মাটীর পাত্রে ১৬ দিন রাখিবে এবং পাত্রের মুখ এরূপ ভাবে বন্ধ করিবে, যাহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে; অনন্তর ১৬ দিন পরে উহার সহিত সুপারী /৪ সের এবং ধুতুরার মূল, লবঙ্গ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, রক্তচন্দন, শুল্‌ফা, যমানী, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শটী, জটামাংসী, দারুচিনি, জাতীফল, মুথা, গেঁঠেলা, শুঁঠ, মেথী, মেষশৃঙ্গী, ও শ্বেতচন্দন; ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা কুট্টিত করিয়া মিশ্রিত করতঃ জালার মুখবন্ধ করিয়া ৪ দিন রাখিবে, পরে ঐ সমুদয় একত্র বকযন্ত্রে চুয়াইয়া, কাচপাত্রে মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে।

মৃগমদাসব। অতিসাররোগে পুনঃপুনঃ দাস্ত হওয়ায় রোগীর জ্ঞান লোপ বা মতিভ্রম ঘটিলে অথবা হিমাঙ্গ বা নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ তাহাকে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। নাড়ীর গতি প্রকৃতিস্থ ও শরীর যথোচিত উষ্ণ হইলে, ঔষধ সেবন বন্ধ করিবে।

মৃগমদাসব। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে প্রস্তুত মৃতসঞ্জীবনী /৬।০ সের অর্থাৎ ৫১০ ভরি, মধু /২৸০ ছটাক, জল /৩৸০ ছটাক, মৃগনাভি ৩২ তোলা এবং মরিচ, লবঙ্গ, জাতীফল, পিপুল ও দারুচিনি; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা একত্র করিয়া একটী মৃৎপাত্রে

একমাস মুখবন্ধ করিয়া রাখিবে, পরে দ্রব্যাংশ ছাকিয়া বোতলে পূর্ণ করতঃ মুখবন্ধ করিয়া রাখিয়া দিবে। মাত্রা ১ এক তোলা বা ২ দুই তোলা।

মৃগনাভিযোগ। অতিসাররোগে প্রবল দাস্ত, বমন ও অন্যান্য উপদ্রব উপস্থিত হওয়ায় রোগীর শরীর একবারে শীতল হইলে এবং চৈতন্য লোপ পাইলে, এই ঔষধ ১ এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। ঔষধ সেবনে নাড়ীর এবং শরীরের উষ্ণতা বোধ হইলে ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছে বুঝিতে হইবে। অধিক বমনের পর শরীর শীতল হইলে, এই ঔষধ সেবন বন্ধ রাখিবে; যেহেতু বমন দ্বারা শরীরের শীতলতা প্রকাশ পায়। অনুপান—জল।

মৃগনাভিযোগ। প্রস্তুতবিধি ৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কফকেতু। নূতন অতিসাররোগে বিবিধবর্ণের পাতলা দাস্ত, অথবা আম বা রক্তসংযুক্ত পাতলা দাস্ত হইবার পর রোগীর শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইলে, নাড়ীর ক্রিয়ার বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয় ও বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা আবদ্ধ থাকায় জ্ঞান লোপ এবং শ্বাসের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে, সেই অবস্থায় রোগীকে একঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—রুদ্রাক্ষ ঘসা ও স্তনদুগ্ধ অথবা তালের গুড়ার রস ও মধু।

বৃহৎ কফকেতু। প্রস্তুতবিধি ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ রত্নগর্ভ। নূতন অতিসার রোগে অত্যধিক দাস্ত বা বমন, ঘর্ম্ম, পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইবার পর রোগীর অবস্থার বিপর্য্যয় দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—রুদ্রাক্ষ ঘসা ও স্তনদুগ্ধ।

বৃহৎ রত্নগর্ভ। প্রস্তুতবিধি ১৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অতিসারে—শ্বাস-চিকিৎসা।

শ্বাসচিন্তামণি। অতিসার-রোগীর বিবিধ বর্ণের পাতলা দাস্ত অথবা অপক্ব মলযুক্ত রক্তভেদ, বমন, দাহ ও পিপাসা উৎপন্ন হইবার পর অনেকস্থানে বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলে, শ্বাস ক্রিয়ার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়; এইরূপ অবস্থায় ঊর্দ্ধ, ছিন্ন, ক্ষুদ্র বা মহাশ্বাসের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহাকে

এই ঔষধ দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। অনুপান—বহেড়া-ঘসা ও মধু।

শ্বাসচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি। অতিসার-রোগে বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হইবার পর রোগীর শ্বাসের প্রবলতা প্রকাশ পাইলে এবং সেই অবস্থায় ক্ষুদ্র, উর্দ্ধ, ছিন্ন বা মহাশ্বাসের লক্ষণ উপস্থিত হইলে, তাহাকে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অতিসার রোগের নূতন অবস্থায় এই ঔষধে সমধিক উপকার হয়; কিন্তু পুরাতন অতিসার রোগে শরীর জীর্ণ ও শ্বাসের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলে, তাদৃশ উপকার লাভের সম্ভাবনা নাই। অনুপান—বহেড়া-ঘসা ও স্তনদুগ্ধ।

বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অতিসাররোগে—পথ্য।

অতিসার রোগের প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত মলের পরিপাক না হয় তাবৎ অন্নাহার বন্ধ করিয়া লঘুপথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। পুরাতন ধান্যের খৈয়ের মণ্ড, যবমণ্ড (বার্লি) বা চিড়ার মণ্ড প্রভৃতি অবস্থা বিশেষে সেবন করিতে দেওয়া উচিত। আমাতিসারের অবস্থাবিশেষে ও দেশবিশেষে খৈয়ের মণ্ড বা চিড়ার মণ্ড অতি উপকারী। অতিসার রোগে জ্বর বিদ্যমান থাকিলেও, ঐরূপ পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। অতিসারাক্রান্ত ব্যক্তির মল পরিপক্ক হইলে, তাহাকে শিঙ্গী, খলিসা, মৌরলা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র টাট্কা মৎস্যের ঝোল এবং রোগীর ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, ও দাস্ত কমিয়া আসিলে, পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন ও ক্ষুদ্র টাট্কা মৎস্যের ঝোল এবং মসুর-যূষ, অড়হর-যূষ প্রদান করিবে। ছাগীদুগ্ধ, ছাগঘৃত, গব্যদধি, গব্যতক্র, কলার মোচা, জাম, চালিতা, আমাদা, বৈচী, কয়েত্‌বেল, গাবফল, আমরুলশাক ও মিষ্ট দাড়িম ফল, এই সকল দ্রব্য এবং অন্যান্য অগ্নিবর্দ্ধক দ্রব্য পুরাতন অতিসার রোগে হিতকর।

গ্রহণীরোগ-চিকিৎসা।

বাতিক গ্রহণীর লক্ষণ। বিবিধ অহিত দ্রব্য সেবনে বায়ু কুপিত হইলে, ক্রমশঃ পাচকাগ্নি দূষিত হইয়া বাতজ গ্রহণী উৎপাদন করে। এই রোগ উপস্থিত হইলে, ভুক্তদ্রব্য অতিকষ্টে অর্থাৎ কালবিলম্বে অম্লরসে পরিণত হয়। এই রোগে শরীরের রুক্ষতা, কণ্ঠ এবং মুখের শুষ্কতা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অন্ধকারবৎ দর্শন, কর্ণে শন্ শন্ শব্দ, পার্শ্ব, উরু কুচ্‌কি ও গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং বিসূচিকার লক্ষণ (উদরাধ্মান, দাস্ত ও বমন প্রভৃতি) প্রকাশ পায় ও রোগীর বক্ষঃস্থলে বেদনা, শরীরের কৃশতা, দুর্ব্বলতা, মুখের বিরসতা, গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা, মধুরাদি ষড়্‌বিধ রসাত্মক দ্রব্য ভোজনে ইচ্ছা, মনের অবসাদ অর্থাৎ কার্য্যে অনিচ্ছা, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়। বাতজ গ্রহণীরোগে ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইলে, অথবা জীর্ণ হইবার কালে উদরাধ্মান অর্থাৎ পেটফাঁপা প্রকাশ পায় এবং রোগী ভোজন করিলে, সুস্থ মনে করে। এই রোগে সময় সময় পাতলা, শুষ্ক (গুঠ্‌লা) অল্প শ্লেষ্মা বা ফেনাযুক্ত মল পুনঃ পুনঃ নির্গত হয় এবং রোগী বাতগুল্ম, হৃদ্রোগ ও প্লীহার আশঙ্কা করিয়া থাকে।

পৈত্তিক গ্রহণীর লক্ষণ। এই রোগে দুর্গন্ধযুক্ত অম্লোদ্গার, হৃদয়ে ও গলায় জ্বালা, অরুচি ও পিপাসা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং নীল বা পীতবর্ণ পাতলা দাস্ত হইয়া থাকে ও রোগীর শরীর পীতাভ হইয়া যায়।

শ্লৈষ্মিক গ্রহণীর লক্ষণ। এই রোগে অতি কষ্টে ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়া সমাধা হয়, মুখ শ্লেষ্মাদ্বারা লিপ্ত থাকে ও মিষ্ট বোধ হয়, কাস, সর্দ্দি, মুখ হইতে থুথু নিঃসরণ, হৃদয়ে ভারবোধ, উদর বিবদ্ধ ও নিশ্চল বোধ, বিকৃত মধুর উদ্গার ও স্ত্রীসহবাসে অনাসক্তি ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং রোগী দুর্ব্বলতা বোধ করে ও তাহার আলস্য জন্মে ও রোগীর ভাঙ্গা অথচ অপক্ব শ্লেষ্মা-সংযুক্ত ও গুরু মল (যে মল জলে নিমগ্ন হয়) নির্গত হয়।

সান্নিপাতিক গ্রহণীর লক্ষণ। বাতাদি

দোষত্রয়ের যে সকল লক্ষণ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, ত্রিদোষজ গ্রহণীরোগে সেই সমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সংগ্রহ গ্রহণীর লক্ষণ। সংগ্রহ গ্রহনীরোগে রোগীর পেট্‌ডাকা, আলস্য, শরীরের দুর্ব্বলতা, মনের অবসন্নতা এবং ঘন, শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, অপক্ক ও পিচ্ছল মল নির্গত হয়; পরন্তু উদরে বেদনা, দাস্ত হইবার সময় শব্দ ও কটিদেশে বেদনা হইয়া থাকে এবং এক মাস, এক পক্ষ, বা দশদিন অন্তর অথবা প্রত্যহ এইরূপ পাতলা দাস্ত হয়, দিবাভাগে এই রোগ বৃদ্ধি পায় এবং রাত্রিকালে কমে। এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগী চিরকাল এই রোগে কষ্ট ভোগ করে। ইহাতে আমবাতের লক্ষণ অর্থাৎ কটিদেশ ও হস্তপদাদি সন্ধিস্থানে বেদনা প্রকাশ পায়।

গ্রহণী-রোগ-চিকিৎসা-বিধি।

অতিসার ও গ্রহণীরোগের চিকিৎসাবিধি প্রয়শঃ একই প্রকার, যেহেতু অতিসার নিবৃত্তি হইলে, পুনরায় অহিতদ্রব্য সেবন দ্বারা পাচকাগ্নি মন্দীভূত হইয়া গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হয়। অতিসাররোগের উৎপত্তি ব্যতীতও মন্দাগ্নি ব্যক্তির পাচকাগ্নি দুর্ব্বল বা নিস্তেজ হইলে, গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইতে পারে। যেরূপ অহিত-সম্ভূত অন্নদোষ হইতে অথবা নবজ্বর বিরাম হইলে, কোন কারণে দোষ কুপিত হইয়া বিষমজ্বর উৎপন্ন হয়, গ্রহণীরোগও সেইরূপভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। গ্রহণীরোগে বাতাদি দোষভেদে পাচকাগ্নি বিভিন্ন রূপ ধারণ করে এবং উহাতে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়। বাতজ গ্রহণীরোগে বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্যসেবন ও বায়ুবর্দ্ধক ক্রিয়াদ্বারা বায়ু প্রকুপিত হইলে, পাচকাগ্নিকে দূষিত করিয়া রোগ উৎপাদন করে; সেই জন্যই ভুক্ত দ্রব্যস্থ রস বায়ু দ্বারা পার্শ্ব ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে নীত হইয়া বেদনা জন্মায় এবং বায়ুর প্রকোপ বশতঃ বিসূচিকার লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। কটু ও ক্ষারাদি পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য সেবনে বা পিত্তবর্দ্ধক ক্রিয়াদ্বারা পিত্ত প্রকুপিত হইলে, পিত্তের আগ্নেয় (পচন) ক্ষমতা নষ্ট হয়; সুতরাং পিত্তের পচন ক্রিয়ার অভাব বশতঃ অম্লোদগার উপস্থিত হয় ও অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। কফজ গ্রহণীরোগে শ্লেষ্মাবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন বা শ্লেষ্মাবর্দ্ধক ক্রিয়া দ্বারা শ্লেষ্মা

প্রকুপিত হইয়া পাচকাগ্নির ক্ষমতা হ্রাস করে; সুতরাং দীর্ঘকালে অন্নের পরিপাক ক্রিয়া সমাধা হয় এবং ভুক্ত দ্রব্য হইতে যে রস উৎপন্ন হয়, উহা দ্বারা রক্তের কণিকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইয়া দৈহিক ক্রিয়ার বিধানানুসারে ফুস্ফুসের ক্রিয়ায় ব্যাঘাত বশতঃ সর্দ্দি, কাস এবং শরীরের অলসতা প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এইরূপ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক ক্রিয়া বা দ্রব্যাদির সেবন দ্বারা দোষত্রয় প্রকুপিত হইলে, সান্নিপাতিক গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক গ্রহণীরোগে দোষত্রয়ের প্রকোপ বিদ্যমান থাকায়, উহা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন।

গ্রহণীরোগের চিকিৎসাকালে অতিসাররোগের ন্যায় উহার বাতাদি প্রকোপের ও আম পক্বাপক্বের লক্ষণ চিন্তা করিয়া চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। যেরূপ অহিত দ্রব্য সেবন দ্বারা বিষম জ্বর নবজ্বরে পরিণত হয় এবং সেই অবস্থায় নবজ্বরের বিধানানুসারে লঙ্ঘনাদি প্রদান করা কর্ত্তব্য; সেইরূপ গ্রহণীরোগের প্রথমাবস্থায়ও শাস্ত্রকারগণ বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিকাতিসারের ঔষধ সমূহ দোষানুসারে প্রয়োগ করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। অতিসাররোগের উৎপত্তি ব্যতীত মন্দাগ্নি ব্যক্তির অহিতাচরণ বশতঃ গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইলে, প্রথমাবস্থায় অজীর্ণরোগ চিকিৎসার ন্যায় লঙ্ঘনাদি ও ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অতিসার যেরূপ শীঘ্র প্রাণ-নাশক এবং অতিসারে যে প্রকার লঙ্ঘনাদির আবশ্যকতা অনুমিত হয়, গ্রহণীরোগ প্রায়শঃ সেইরূপ নহে, উহা বিষমজ্বরের ন্যায় সময় সময় হ্রাস ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। গ্রহণীরোগে গ্রহণী-নাড়ী (অন্ন গ্রহণী নাড়ী) দুর্ব্বল বা শিথিল হইয়া পড়ে; সুতরাং এই উভয় রোগের পুরাতন অবস্থায় প্রায়শঃ পৃথক্ ঔষধের প্রয়োজন হয়। অনেক স্থলে শুক্রাদি ধাতুর ক্ষীণতা প্রযুক্ত অগ্নি দুর্ব্বল হইলেও, গ্রহণীরোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে, আবার অনেকস্থলে প্লীহা ও যকৃৎ প্রভৃতি যন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যাঘাত বশতঃও ঐ রোগ উৎপন্ন হয়; এরূপ স্থলে মূলরোগ নিবর্ত্তক পাচক ও ধারক ঔষধ প্রয়োগ বিধেয়। গ্রহণীরোগী আহার বিহারের নিয়ম লঙ্ঘন বশতঃ পুনঃপুনঃ ঐ রোগে পীড়িত হইয়া থাকে, সুতরাং পুনরায় ঋতু পরিবর্ত্তন কালপর্য্যন্ত

রোগীর অতি সাবধানে আহারাদি করা কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ ঋতু পরিবর্ত্তন-কালে সাবধানে লঘুপাক অন্ন ও ব্যঞ্জন ভোজন করিবে।

বাতজ গ্রহণী রোগীর রোগ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ দ্বারা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া উহাকে বৃহৎ অগ্নিকুমার রস, নৃপতিবল্লভ রস বা রাজবল্লভ রস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বাতজ গ্রহণীরোগে বায়ুর প্রবলতা বশতঃ উদরাধ্মান প্রায়শঃ প্রবল হয় এবং সময় সময় পার্শ্ব ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা অনুভূত হয়, সুতরাং তজ্জন্য চিন্তামণি ও চতুর্ম্মুখ রস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে, উহাদ্বারা উদরাধ্মানের হ্রাস হয়। গ্রহণীজনিত উদরাধ্মান ও পার্শ্ব-শূলাদিতে হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ বা সৈন্ধবাদিচূর্ণ অথবা শঙ্খবটী প্রয়োগ করিলে, অনেক স্থানে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়; কিন্তু যাহাদের বায়ুর রুক্ষতা-বশতঃ নিদ্রার অভাব ও শরীরের কৃশতা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, উদরাধ্মানের জন্য তাহাদিগকে চিন্তামণি বা চতুর্ম্মুখ রস প্রভৃতি ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। বাতজ গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় বৃহৎ নৃপতিবল্লভ, মহারাজনৃপতিবল্লভ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে ও বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন, পরিশ্রম এবং রাত্রি-জাগরণাদি সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিতে রোগীকে উপদেশ দিবে।

পৈত্তিক গ্রহণীরোগে দুর্গন্ধ অম্লোদ্গার ও বক্ষঃস্থলে জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং অধোগত অম্লপিত্তরোগেও ঐ সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়; এরূপ অবস্থায় উহা পৈত্তিক গ্রহণী কিম্বা অধোগত অম্লপিত্তরোগ, তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য; যেহেতু অধোগত ও ঊর্দ্ধগত এই দ্বিবিধ অম্লপিত্তরোগে সহসা গ্রহণীরোগনাশক, ধারক ঔষধ প্রয়োগ করিলে, দাস্ত বন্ধ হইয়া বিপরীত ফল দর্শে। পৈত্তিক গ্রহণীরোগে—গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা, অমৃতার্ণব রস ও পূর্ণকলাবটী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে, কিন্তু অধিক পরিমাণে জলবৎ পাতলা দাস্ত ও শরীর কৃশ হইলে, রোগীকে গঙ্গাধরচূর্ণ ও মহাগঙ্গাধরচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। এই রোগে অম্লোদ্গার ও বক্ষঃজ্বালা প্রভৃতি গৌণ উপদ্রবসকল, ধাত্রীলৌহ বা মহাপিত্তান্তকরস প্রয়োগে বিনষ্ট হয়; রোগ পুরাতন হইলে, মহারাজ নৃপতি-বল্লভ বা বিজয়পর্পটী ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পৈত্তিক গ্রহণীরোগে রোগীকে কটু দ্রব্য, লঙ্কা ও রৌদ্রের উত্তাপ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিবে।

গ্রীষ্মঋতু ও শরৎঋতুতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়, সুতরাং ঐ সময় রোগীকে অত্যন্ত সাবধানে রাখিবে।

শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগে শ্লৈষ্মিক প্রবাহিকার মলের পরিপক লক্ষণ অনেকাংশে প্রকাশ পায় ও পুনঃ পুনঃ দাস্ত হয়; কিন্তু ইহাতে মলের সহিত অল্প অপক শ্লেষ্মা সংযুক্ত থাকে ও অল্প পরিমাণে দাস্ত হয়। যাবৎ ঐ শ্লেষ্মার লাঘব না হয় ও মল স্বাভাবিক অবস্থা ধারণ না করে, তাবৎ যথানিয়মে ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এই রোগের প্রথমবস্থায় অগ্নিকুমার রস, বৃহৎ অগ্নিকুমার রস, বৃহৎ লবঙ্গাদিবটী প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। রোগ পুরাতন হইলে, জীরকাদ্যচূর্ণ, জীরাকাদ্যমোদক, কামেশ্বরমোদক ও মুস্তকাদ্যমোদক প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগে রোগীকে স্নিগ্ধ দ্রব্য, দধি ও অম্ল প্রভৃতি শীতল দ্রব্য ব্যবস্থা করিবে না। বিশেষতঃ রোগের প্রবলাবস্থায় রাত্রিকালে সাগু, বার্লি প্রভৃতি লঘুপাক দ্রব্য সেবন করিতে দিবে।

ত্রিদোষজ গ্রহণীরোগ অতি কষ্টদায়ক; ইহাতে কখনও পাতলা জলের ন্যায় মল নির্গত হয় এবং কখনও বা শ্লেষ্মসংযুক্ত ভাঙ্গা ছিবড়া মল নির্গত হয়; কখনও বা গুঠ্‌লে শুষ্ক মল পুনঃপুনঃ নির্গত হইতে থাকে। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই তিন দোষেরই লক্ষণ ইহাতে লক্ষিত হয়; কিন্তু যখন যে দোষের প্রবলতা দেখিবে, তখন সেই দোষজ গ্রহণীরোগোক্ত ঔষধ সেবন করিতে দিবে; অর্থাৎ যাহার শ্লৈষ্মিক গ্রহণীর লক্ষণ অর্থাৎ ভাঙ্গা শ্লেষ্মসংযুক্ত মল অধিক সময় নির্গত হয় ও কোনও সময় পাতলা জলবৎ, কখনও বা গুঠ্‌লে মল নির্গত হয়, তাহাকে প্রথমে শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগোক্ত বৃহৎ অগ্নিকুমার রস বা বৃহৎ লবঙ্গাদিবটী সেবন করিতে দিবে, তৎপরে মলের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইলে, বিবেচনা পূর্ব্বক অনুরূপ বাতিক বা পৈত্তিক গ্রহণীরোগোক্ত ঔষধ যথাক্রমে সেবন করাইবে। ত্রিদোষের প্রবলতা থাকিলেও, একই শরীরে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা একই সময়ে সমান ভাবে প্রবল হইয়া রোগোৎপাদন করে না, সুতরাং যখন যে দোষের লক্ষণ প্রবল দেখিবে, তখন সেই দোষাশ্রিত গ্রহণীনিবারক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ

ত্রিদোষজ গ্রহণীরোগে বায়ুর প্রবলতা থাকিলে, বৃহৎ নৃপতিবল্লভ বা রাজবল্লভ-রস প্রভৃতি ঔষধ, পিত্তের প্রবলতা থাকিলে, গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা বা অমৃতার্ণব-রস ও শ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় বৃহৎ লবঙ্গাদি বা বৃহৎ অগ্নিকুমাররস প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। ত্রিদোষজনিত গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় মুস্তকাদ্য-মোদক, বৃহৎ জীরকাদ্যমোদক ও মহারাজ নৃপতিবল্লভ প্রভৃতি ঔষধ দোষভেদে অত্যন্ত উপকারী।

সংগ্রহ গ্রহণীরোগে মলের বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, মলের সহিত শ্লেষ্মা সংযুক্ত থাকে, উদরে বেদনা, দাস্তের সময়ে মলদ্বারে শব্দ, অলসতা এবং কটিদেশে বেদনা হয়; পরন্তু রোগী প্রায়শঃ নিজেকে আমবাত লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া মনে করে। প্রকৃতপক্ষে গ্রহণীরোগের নিবৃত্তি হইলে, ঐ বেদনার লাঘব হয়; সুতরাং ঐ অবস্থায় সংগ্রহগ্রহণী প্রশমনের জন্য শ্লেষ্মার পাচক অথচ বায়ুনাশক ও অগ্নিবলবর্দ্ধক ঔষধ প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। রোগের প্রথমাবস্থায় বৃহৎ লবঙ্গাদিবটী, বৃহৎ অগ্নিকুমার রস ও ভাস্কর লবণ প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করা উচিত; যদি ঐ সমস্ত ঔষধ সেবনে অগ্নির বলবৃদ্ধি ও শ্লেষ্মার লাঘব এবং মল জলে ভাসমান বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে, রাজবল্লভ রস, বৃহৎ নৃপতিবল্লভ বা মহারাজ নৃপতিবল্লভ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে; যদি পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সেবনে মলের পরিপক্কতা না জন্মে পরন্তু পূর্ব্বের ন্যায় জলবৎ পাতলা দাস্ত হয়, তাহা হইলে, অন্যান্য ঔষধ সেবন না করাইয়া পঞ্চামৃতপর্পটী বা বিজয়পর্পটী সেবন করাইবে। সংগ্রহ-গ্রহণীরোগের পুরাতনাবস্থায় বিজয়পর্পটী সেবনে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। পর্পটী সেবনকালে রোগীকে একমাত্র পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন ও নির্জ্জল গোদুগ্ধ পথ্য দিবে। যথানিয়মে একবার (১৪ বা ২১ দিন) পর্পটী সেবনে সম্যক্‌রূপে রোগ নিবৃত্তি না হইলে, অর্থাৎ পর্পটীর মাত্রা হ্রাস হইয়া আসিবার সময়ও যদি মলের পূর্ব্বাবস্থা লক্ষিত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব নিয়মে পুনর্ব্বার ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি ও হ্রাস করিয়া আরও কয়েক দিন পর্পটী সেবন করাইবে। একবার সেবনে রোগ নিবৃত্ত হইলেও, শেষ দিন হইতে দুই রতি নিয়মে ৭ দিন বা ১০ দিন পর্পটী সেবন করাইবে। সংগ্রহ-গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় বৃহৎ জীরকাদি মোদক ও মুস্তকাদিমোদকে প্রভৃতি নিয়ম পূর্ব্বক

প্রয়োগেও অনেকস্থানে উপকার পাওয়া যায়। সংগ্রহ গ্রহণীরোগে দাস্ত কম ও মলের দৃঢ়তা দৃষ্ট হইলে, রোগীকে ২।৩ মাস অর্থাৎ ঋতুপরিবর্ত্তন কাল পর্য্যন্ত বিশেষ সাবধানে রাখিবে, যেহেতু এই রোগ ১৫ দিন বা ১ মাস পর্য্যন্ত নিবৃত্ত থাকিয়াও পুনরায় প্রকাশ পায়; সুতরাং রোগ নিবৃত্ত হইলেও, কিছুদিন রোগীকে অতি সাবধানে রাখিবে। রোগের পুরাতন অবস্থায় চাঙ্গেরী ঘৃত বা বিল্বাদি ঘৃত প্রভৃতি প্রয়োগে যথেষ্ট উপকার হয়। ঐ অবস্থায় বা বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ থাকিলে গ্রহণীমিহিরতৈল মর্দ্দনে মূলরোগ ও আনুষঙ্গিক বেদনাদি হ্রাস হয়।

গ্রহণীরোগের উপদ্রব। গ্রহণীরোগে কটিদেশ বা পার্শ্ব ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা, অকালে দন্তপাত, দন্তমূল ক্ষত, মাথায় ভার, সময় সময় কাস, চক্ষুর দৃষ্টিহানি, বক্ষঃস্থলে জ্বালা, মনের অপ্রসন্নতা (সর্ব্বদা চিত্তের অনুৎসাহ) ও রতিশক্তির হীনতা প্রভৃতি উপসর্গ সকল রোগী প্রায়শঃ অনুভব করিয়া থাকে। প্রকৃতপ্রস্তাবে মূলরোগ নষ্ট না হইলে, আনুষঙ্গিক উপদ্রবসকল ঔষধ সেবনে সমূলে নষ্ট হয় না, তথাপি প্রবল উপসর্গ সকল নিবারণের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

গ্রহণীরোগ পুরাতন হইলে বাতদ্বারা শরীর আক্রান্ত হয়; হস্ত, পদাদি অঙ্গের অসাড়তা এবং কাহারও বা গাত্রে বেদনা লক্ষিত হয়; এইরূপ কটিদেশে বা শরীরের স্থান-বিশেষে বেদনা থাকিলে বাতগজেন্দ্র সিংহ, রামবাণ রস বা আমবাতগজসিংহমোদক প্রভৃতি ঔষধ অনুপান-ভেদে ও অবস্থাভেদে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। হস্ত, পদাদি অসাড় বোধ হইলে, আমবাত-চিকিৎসায় বক্ষ্যমাণ সৈন্ধবাদি তৈল ও বৃহৎ সৈন্ধবাদি তৈল এবং বাতব্যাধি চিকিৎসায় ঔষধ সকল ব্যবস্থা করিবে। মাথায় ভার বা বেদনা, দন্তমূলে বা জিহ্বায় ঘা, চক্ষুর দৃষ্টিহানি প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, স্বল্প লক্ষ্মীবিলাস রস ও শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে; কিন্তু, পিত্তের প্রবলতা বশতঃ গ্রহণীরোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, চক্ষুর দৃষ্টিহানি ও শিরোঘূর্ণন ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে; এমতাবস্থায় বৃহৎ বাতচিন্তামণি সেবন ও মহাভৃঙ্গরাজ তৈল মস্তকে মর্দ্দন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। পিত্তের প্রকোপ বশতঃ বক্ষঃস্থলে জ্বালা থাকিলে, পূর্ব্বোল্লিখিত ধাত্রীলৌহ ও সপ্তামৃত লৌহ

বিশেষ উপযোগী; ইহা সেবনে পিত্তাশ্রিত অন্যান্য রোগও দূরীভূত হইয়া থাকে।

গ্রহণীরোগে শ্লেষ্মার অথবা বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ লক্ষণ সকল সমধিক প্রকাশ পাইলে, শ্রীকামেশ্বর মোদক বা শ্রীমদনানন্দমোদক সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয়, উহাদ্বারা গ্রহণীরোগ ও দুর্ব্বলতা উভয়ই বিনষ্ট হয়। দীর্ঘকালজাত গ্রহণীরোগে প্রায়শঃ রতিশক্তির হীনতা দেখিতে পাওয়া যায়। বাতাধিক্য বা বাতপিত্তাধিক্য গ্রহণীরোগে ঐরূপ রতিশক্তির হীনতা থাকিলে, বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস ও কার্শ্যহর লৌহ প্রভৃতি সেবনে গ্রহণীরোগ এবং তদানুষঙ্গিক গাত্রবেদনাদির লাঘব হইয়া থাকে।

গ্রহণীরোগে—ঔষধ।

পাঠাদ্যচূর্ণ। জ্বরাতিসারে, নূতন পিত্তাতিসারে ও প্রবাহিকারোগে মলের পক্কাবস্থায় এবং পৈত্তিক গ্রহণীরোগে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—আতপচাউলধোয়া জল ও মধু।

পাঠাদ্য চূর্ণ। আকনাদি, বেলশুঁঠ, রক্তচিতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জামের বীজ, দাড়িমের বীজ, ধাইফুল, কট্‌কী, আতইষ, মুথা, দারুহরিদ্রা, চিরতা ও ইন্দ্রযব; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং কুড়চির ছালচূর্ণ সর্ব্বদ্রব্যের সমান লইয়া সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵৹ দুই আনা বা ।৹ চারি আনা।

স্বল্প গঙ্গাধরচূর্ণ। পিত্তাতিসাররোগে মলের পক্কাবস্থায়, প্রবাহিকারোগে, আমাতিসারে, পৈত্তিক গ্রহণীরোগে এবং আমগ্রহণীর প্রথমাবস্থায় (মলের অপক্কাবস্থায়) বা পক্কাবস্থায় এই চূর্ণ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। সূতিকারোগে আমসংযুক্ত পাতলা মল নির্গত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—আতপ চাউল ধোয়া জল ও মধু—

স্বল্প গঙ্গাধর চূর্ণ। মুথা, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, ধাইপুষ্প, লোধ, কুড়চিছাল, বেলশুঁঠ, মোচরস, আকনাদি, ইন্দ্রযব, বালা, আম্রকেশী, আতইষ ও বরাহক্রান্তা; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵৹ দুই আনা বা ।৹ চারি আনা।

বৃহৎ গঙ্গাধরচূর্ণ। জ্বরাতিসার, আমাতিসার ও পিত্তাতিসাররোগের মধ্যাবস্থায় অর্থাৎ মলের পরিপক্কাবস্থায় পুনঃপুনঃ দাস্ত হইলে এবং পৈত্তিক গ্রহণীরোগের মধ্যাবস্থায় রোগীকে এই চূর্ণ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—আতপচাউলধোয়া জল ও মধু।

বৃহৎ গঙ্গাধর চূর্ণ। বেলশুঁঠ, মোচরস, আকনাদি, ধাইপুষ্প, ধনে, বরাহক্রান্তা, শুঁঠ, মুথা, আতইষ, আফিং, লোধ, দাড়িমের খোসা, কুড়চিছাল, পারদ ও গন্ধক ; এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ দুই আনা বা ।০ চারি আনা।

মহাগঙ্গাধরচূর্ণ। জরাতিসার, রক্তাতিসার, রক্তপ্রবাহিকা, পিত্তাতিসার, আমাতিসার ও সান্নিপাতিক অতিসাররোগে মলের পরিপক্কতা দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ মধ্যাবস্থায় বা পুরাতন অবস্থায় পুনঃপুনঃ দাস্ত হইলে এবং তৎসঙ্গে জর, কাস ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। গ্রহণীরোগেও পুনঃ পুনঃ নানাবর্ণের আমসংযুক্ত বা পাতলা দাস্ত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—ছাগদুগ্ধ অথবা শীতল জল।

মহাগঙ্গাধর চূর্ণ। বেলশুঁঠ, পাণিফলের পাতা, দাড়িমপাতা, মুথা, আতইষ, দেবধুনা, ধাইপুষ্প, মরিচ, পিপুল, বেলশুঁঠ, দারুহরিদ্রা, চিরতা, নিমছাল, জামছাল, রসাঞ্জন, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বরাহক্রান্তা, বালা, মোচরস, শোধিত সিদ্ধিপত্র ও ভৃঙ্গরাজ ; ইহাদের সূক্ষ্ম-চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্ব দ্রব্যের সমষ্টির সমান কুড়চিছালের চূর্ণ লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ দুই আনা বা ।০ চারি আনা।

জীরকাদ্যচূর্ণ। শ্লৈষ্মিক বা বাতশ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগে আমসংযুক্ত বিবিধ বর্ণের দাস্ত হইলে এবং শ্লৈষ্মিক অতিসার বা বাতশ্লৈষ্মিক অতিসাররোগে মলের পক্কতা দৃষ্ট হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। গ্রহণী এবং অতিসাররোগে ঐরূপ অবস্থায় অগ্নিমান্দ্য হইলে, এই ঔষধ সেবনে তাহাও দূরীভূত হয়। অনুপান জল।

জীরকাদ্য চূর্ণ। জীরা, সোহাগার খৈ, মুথা, আকনাদি, কুলশুঁঠ, ধনে, বালা, গুলঞ্চ, দাড়িমের খোসা, কুড়চিছাল, বরাহক্রান্তা, ধাইপুষ্প, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, মোচরস, ইন্দ্রযব, অভ্র, গন্ধক ও পারদ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং সর্ব্বদ্রব্যের সমান জাতিফল চূর্ণ লইয়া সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ দুই আনা।

ভাস্কর লবণ। বাতাশ্রিত, বাতপিত্তাশ্রিত অথবা বাতশ্লেষ্মাশ্রিত গ্রহণীরোগে উদরাধ্মান এবং সময় সময় উদরে, হৃদয়ে ও পার্শ্বস্থানে বেদনা, শরীরের অবসন্নতা ও পাতলা দাস্ত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক অথচ বায়ু শান্তিকারক। অনুপান—উষ্ণজল।

ভাস্কর লবণ। পিপুল, পিপুলমূল, ধনে, কৃষ্ণজীরা, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, তেজপত্র, তালীশপত্র ও নাগকেশর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা; সচল লবণ ৪০ তোলা এবং মরিচ, জীরা ও শুঁঠ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা; দারুচিনি ৪ তোলা, এলাচ ৪ তোলা, করকচলবণ ৬৪ তোলা, অম্লদারিমফলের খোসা চূর্ণ ৩২ তোলা ও অম্লবেতস চূর্ণ ১৬ তোলা; এই সমুদয় চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।০ চারি আনা বা অর্দ্ধ তোলা।

নাগরাদ্যচূর্ণ। পৈত্তিক গ্রহণীরোগে কিঞ্চিৎ নীল বা পীত-বর্ণের পাতলা দাস্ত ও তৎসঙ্গে রক্তভেদ এবং উদরে বেদনা হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। রক্তপ্রবাহিকা ও রক্তাতিসাররোগে মল কথঞ্চিৎ পরিপক্ক হইলে এবং রক্তার্শোরোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—আতপচাউল ধোয়া জল ও মধু।

নাগরাদ্য চূর্ণ। শুঁঠ, আতইষ, মুথা, ধাইফুল, রসাঞ্জন, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, আকনাদি ও কট্‌কী; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।০ চারি আনা বা ৷০ আট আনা।

যমানিকাযোগ। গ্রহণীরোগে অথবা বিষ্টব্ধাজীর্ণে কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে এবং উদর মধ্যে গুড়্‌গুড়্ শব্দ ও অগ্নিমান্দ্য থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজল সহ সেবন করিতে দিবে।

যমানিকাযোগ। যমানী ও বিট্‌লবণ সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে; মাত্রা /০ আনা।

অগ্নিকুমাররস। বাতিক, শ্লৈষ্মিক বা বাতশ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগের প্রথমাবস্থায় পাতলা দাস্ত ও তৎসঙ্গে অগ্নিমান্দ্য, বমন, ভেদ, উদরে গুড়্‌গুড়্ শব্দ ও পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক। অনুপান—ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু।

অগ্নিকুমার রস। প্রস্তুতবিধি ৩১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বৃহৎ অগ্নিকুমাররস। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতশ্লৈষ্মিক বা পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত গ্রহণীরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, প্রথমা-বস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে, দাস্ত ক্রমশঃ কমিয়া আইসে এবং অগ্নি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা উদরাধ্মান, বক্ষঃস্থল ও পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি উপদ্রবসমূহও দূরীভূত হইয়া থাকে। অনুপান—ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ অগ্নিকুমার রস। প্রস্তুতবিধি ৩১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ লবঙ্গাদিবটী। বাতিক ও শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর বিবিধ উপদ্রবসহ পাতলা দাস্ত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বাতিক গ্রহণীরোগে যাহাদের শ্লেষ্মানুবন্ধ অর্থাৎ আমসংযুক্ত মল ও বাতজন্য অন্যান্য লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, তাহাদের এই ঔষধ প্রশস্ত; ইহা সেবনে বিশেষ উপকার লক্ষিত হয়। যে সকল ব্যক্তির দীর্ঘকাল হইতে গ্রহণীরোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং যাহাদের শরীরে বায়ুর অত্যন্ত প্রকোপ বর্ত্তমান থাকে, তাহাদিগের পক্ষেও ইহা যথেষ্ট উপকারী। আম গ্রহণীরোগের প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—মুথার রস অথবা ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ লবঙ্গাদি বটী। প্রস্তুতবিধি ৩১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অমৃতার্ণবরস। পিত্তাশ্রিত গ্রহণীরোগে বিবিধ বর্ণের পাতলা দাস্ত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু যাহাদের অগ্নির বিদগ্ধতাহেতু অম্লোদ্গার ও বদহজম্ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাদের পক্ষে প্রথমতঃ তাদৃশ উপকার হয় না, কিন্তু দাস্ত অনেকাংশে হ্রাস পাইয়া থাকে।

অমৃতার্ণব রস। প্রস্তুতবিধি ১৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা। পৈত্তিক অথবা পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত গ্রহণীরোগের প্রথমাবস্থায় পাতলা ও বিবিধ বর্ণের দাস্ত হইলে এবং রোগীর জ্বর, পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু বা মুথার রস ও মধু; মলের পক্কাবস্থায় ছাগদুগ্ধ।

গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা। প্রস্তুতবিধি ৩১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পূর্ণকলাবতী। বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক গ্রহণীরোগের মধ্যাবস্থায় রোগীর পাতলা দাস্ত, দাহ ও ভ্রম প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এবং সংগ্রহ গ্রহণীরোগে পিত্তের আধিক্য লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ঘোল।

পূর্ণকলাবটী। পারদ, গন্ধক, মুথা, লৌহ, ধাইপুষ্প, বেলশুঁঠ, বিষ, ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরা, ধনে, রসাঞ্জন, সোহাগার খৈ, শিলাজতু ও অভ্র; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৩ তোলা, খুলখুড়ি, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, কাচড়াদাম, দাড়িমের খোসা, পাণিফলের পাতা, নাগেশ্বর, জামছাল, দধির মাৎ জয়ন্তীছাল, কেশুর ও ভীমরাজ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ১০ রতি।

নৃপতিবল্লভ। বাতিকগ্রহণী, বাতশ্লৈষ্মিকগ্রহণী ও সংগ্রহগ্রহণীরোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় সময় সময় কোষ্ঠবদ্ধ, কটিশূল, পৃষ্ঠশূল, প্রভৃতি লক্ষণ পরিদৃষ্ট এবং বাতজ ও বাতশ্লেষ্মাতিসারে রোগীর মল পরিপাক হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণ দোষে পাতলা দাস্ত ও বিসূচিকারোগের বিবিধ উপদ্রব নষ্ট হইলে, যখন কেবল রোগীর অগ্নিমান্দ্য বা দাস্ত বিদ্যমান থাকে, তখন এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। অনুপান—ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু। অত্যন্ত পাতলা দাস্ত হইলে মুথার রস ও মধু। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, হরীতকীচূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ।

নৃপতিবল্লভ। জাতীফল, লবঙ্গ, মুথা, দারুচিনি, এলাইচ, সোহাগার খৈ, জীরা, তেজপাতা, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ, লৌহ অভ্র, রস, গন্ধক ও তাম্র (অসম্ভবে রৌপ্য); ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ৮ তোলা এবং মরিচ ১৬ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ একত্র করিয়া ছাগদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ৫ রতি।

বৃহৎ নৃপতিবল্লভ। বাতজগ্রহণী, বাতশ্লেষ্মজগ্রহণী ও সংগ্রহগ্রহণীরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। গ্রহণীরোগে হৃচ্ছূল, পার্শ্বশূল ও কটিশূল প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অগ্নিমান্দ্যদোষে যাহাদের উদরে অর্থাৎ হৃদয় ও নাভি এই উভয়ের মধ্যভাগে পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত শূল বিদ্যমান থাকে, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। এতদ্ভিন্ন আমাজীর্ণে ও অগ্নিমান্দ্যে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান— ভাজা জীরা চূর্ণ ও মধু। কোষ্ঠবদ্ধবস্থায় হরীতকীচূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ। শূলরোগে ছাগদুগ্ধ।

বৃহৎ নৃপতিবল্লভ। পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, সীসা, রক্তচিতা, তেউড়ীমূল, সোহাগার খৈ, জাতীফল, হিং, দারুচিনি, এলাইচ, মুথা, লবঙ্গ, তেজপাতা কৃষ্ণজীরা, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ, মরিচ ও রূপা; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা ও স্বর্ণভস্ম ।/০ আনা; এই সমুদয় চূর্ণ

একত্র মিশ্রিত করতঃ মর্দন করিয়া আদার রসে ও আমলকীর কাথে যথাক্রমে সাত সাত বার ভাবনা দিবে। বটী ১০ রত্তি। পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত শূলরোগে বায়ুর প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, স্বর্ণ ভস্ম, পারদের সমভাগে বা অর্দ্ধভাগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

মহারাজ নৃপতিবল্লভরস। বাতাশ্রিতগ্রহণী, বাতশ্লেষ্মাশ্রিতগ্রহণী ও সংগ্রহগ্রহণীরোগে, পাতলা বা আমসংযুক্ত দাস্ত অথবা কোষ্ঠবদ্ধ, হৃৎশূল, পার্শ্বশূল, উদরে বেদনা, প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বিসূচিকা, পুরাতন ও উপদ্রববিহীন অলসক, বিলম্বিকা, পুরাতন বাতশ্লেষ্মাতিসার ও পুরাতন বাতাজীর্ণ রোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—ভাজা-জীরা চূর্ণ ও মধু।

মহারাজ নৃপতিবল্লভ রস। প্রস্তুতবিধি ২৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস। পুরাতন পিত্তাশ্রিত বা বাতপিত্তাশ্রিত গ্রহণীরোগে রোগীর দাহ, হাত পা জালা, হৃৎশূল, পার্শ্বশূল, কটিশূল ও আমসংযুক্ত পাতলা দাস্ত বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অধোগত অম্লপিত্তরোগে এবং পিত্তশূলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে; বিশেষতঃ যে সকল ব্যক্তির শরীর অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল এবং বায়ু-পিত্ত প্রবল ও যাহাদের প্রমেহ বিদ্যমান থাকে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ অমৃতের ন্যায় উপকারী। উদরাময় রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে ঐ সমস্ত রোগ বিদ্যমান থাকিলেও, এই ঔষধ সেব্য। সংগ্রহগ্রহণীরোগে আমবাতের লক্ষণ অর্থাৎ কটিশূল ও পৃষ্ঠশূল প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উদরাময়ের প্রবল অবস্থায় জীরা-চূর্ণ ও মধু, অন্যান্য অবস্থায় পানের রস ও মধু।

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস। পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, লৌহ ৮ তোলা; অভ্র ৮ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, বঙ্গ ৪ তোলা এবং স্বর্ণ, তাম্র ও কাংস্য, ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা। জাতীফল, লবঙ্গ, এলাইচ, দারুচিনি, জীরা, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু ও মুথা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করতঃ ঘৃতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া ত্রিফলার কাথ ও কেতকীর মূলের রস দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ৭ সাতবার ভাবনা দিবে; গুঞ্জ ইহা

ঔষধ এরণ্ডপত্রদ্বারা বেষ্টন করতঃ ধান্যের মধ্যে ৩ তিন দিন রাখিবে, তৎপরে পুনরায় মর্দ্দন করিয়া বটী করিবে। বটী ২ রতি।

রাজবল্লভ রস। বাতিক গ্রহণী, বাতশ্লৈষ্মিক গ্রহণী এবং সংগ্রহ গ্রহণীরোগের মধ্যাবস্থায় বা পুরাতন অবস্থায় পাতলা দাস্ত বা বিবিধ বর্ণের দাস্ত হইলে অথবা গ্রহণীরোগে, আমবাতের লক্ষণ অর্থাৎ কটিশূল, পৃষ্ঠশূল ও পার্শ্বশূল প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগে সমধিক উপকার পাওয়া যায়; পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত শূলরোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বাতজ বা বাতশ্লেষ্মজাতিসারের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—উদরাময়রোগে, ভাজা জীরা চূর্ণ ও মধু। শূলরোগে, কোষ্ঠকাঠিন্য অথবা আমবাতের আধিক্য থাকিলে, হরীতকীচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ।

রাজবল্লভ রস। জাতীফল, লবঙ্গ, মুথা, দারুচিনী, এলাইচ, সোহাগার খৈ, হিং, জীরা, তেজপাতা, যমানি, শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ, লৌহ, অভ্র, তাম্র, পারদ, গন্ধক, মরিচ, তেউড়ী-মূল ও রৌপ্য; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা পরিমাণে লইয়া আমলার রসে বা কাথে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

পীযুষবল্লী রস। পৈত্তিক গ্রহণীরোগে বা বাতপিত্তাশ্রিত গ্রহণীরোগে রোগীর বিবিধ বর্ণের পাতলা দাস্ত এবং আমসংযুক্ত মল নির্গত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। গ্রহণীরোগে রক্তসংযুক্ত দাস্ত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার হয়। আমাতিসার, রক্তাতিসার ও রক্তপ্রবাহিকা রোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—দগ্ধবিম্ব ও ইক্ষুগুড়।

পীযষবল্লী রস। প্রস্তুতবিধি ১৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ পীযুষবল্লী রস। পৈত্তিকগ্রহণী অথবা বাতপিত্তাশ্রিত গ্রহণীরোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় এবং পিত্তাতিসার, প্রবাহিকা, আমাতিসার ও রক্তাতিসার রোগে মল পরিপক্ক হইলে, মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ সেবনে সমধিক উপকার লক্ষিত হয়। প্রবাহিকা বা অমাতিসারে জ্বর ও অন্যান্য উপদ্রব থাকিলে, তাহাও ইহা সেবনে বিনষ্ট হয়। অনুপান—দগ্ধবিম্ব ও ইক্ষু গুড়।

বৃহৎ পীযূষবল্লীরস। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, সোহাগার খৈ, রসাঞ্জন, স্বর্ণমাক্ষিক ও মুক্তা, ইহাদের প্রত্যেক ।• তোলা এবং পারদ, গন্ধক, লবঙ্গ, মুথা, রক্তচন্দন, আকনাদি, আতইচ, ধনে, জীরা, কুড়্‌চিছাল, ইন্দ্রযব, দারুচিনি, দাড়িমের খোসা, বেলশুঁঠ, বালা, শুঁঠ, জাতী-ফল, কুড় ও বরাহক্রান্তা; ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র করতঃ কেশুর্ত্তে-রসে মর্দ্দন করিয়া কেশুর্ত্তে রসে, আকনাদির রসে ও কুড়চির কাথে যথাক্রমে সাতসাত বার ভাবনা দিবে; অনন্তর ছাগীদুগ্ধে পুনঃবার মর্দ্দন করিবে। বটী ৫ রতি।

শম্বুকাদিবটিকা। বাতজ গ্রহণীরোগে হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা, উদরাধ্মান ও শূল প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে অগ্নিমান্দ্য-জনিত শূলরোগও দূরীভূত হইয়া থাকে। অনুপান—জল।

শম্বুকাদি বটিকা। শামুকভস্ম ও সৈন্ধবলবণ; সমভাগে লইয়া মধুসহ মর্দ্দন করিবে। বটী ⁄• দুই আনা।

হিরণ্যগর্ভপোট্টলীরস। বাতিক, পৈত্তিক, বাত-পৈত্তিক বা সংগ্রহ গ্রহণীরোগ পুরাতন হইলে এবং রোগীর অল্পজ্বর, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি তৎসঙ্গে বিদ্যমান থাকিলে অথবা বাতিক, পৈত্তিক বা বাত-পৈত্তিক অতিসার রোগে কিম্বা রক্তাতিসারের পুরাতন অবস্থায় রোগীর মল পরিপক্ক হইলে এবং তৎসঙ্গে অল্পজ্বর বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। বিষমজ্বরে যাহাদের উদরাময় অর্থাৎ আমসংযুক্ত মল নির্গত হইয়া থাকে, তাহাদিগকেও, এই ঔষধ সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। অনুপান—ঘৃত, মধু ও ২।৩ টা মরিচচূর্ণ।

হিরণ্যগর্ভ পোট্টলীরস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা, মুক্তা ৪ তোলা, কাঁসা ৬ তোলা, কড়িভস্ম ৩ তোলা ও সোহাগার খৈ ২ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়া পাকা লেবুর রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক মুষামধ্যে স্থাপন করিবে, অনন্তর ৩০ খানা ঘিলঘুঁটে দ্বারা মৃদুপুটে পাক করিবে। মাত্রা ৪ রতি।

লৌহপর্পটী। পৈত্তিক, বাত-পৈত্তিক বা পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত গ্রহণীরোগ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিলে অথবা আম গ্রহণীরোগের মধ্যাবস্থায় মলের সহিত শ্লেষ্মার ভাগ সমধিক দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। গ্রহণীরোগাক্রান্ত ব্যক্তির অল্প জ্বর, কাস অথবা

শোথ প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। সূতিকা-শ্রিত গ্রহণীরোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সূতিকারোগে উদরাময় এবং শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে ও শরীরে বাতপিত্তের আধিক্য থাকিলে, বিশেষতঃ সূতিকারোগের ঐরূপ অবস্থায় শোথ, জ্বর প্রভৃতি লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়। ঔষধ সেবনের নিয়ম ও পথ্যাপথ্যবিধি ১৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লৌহপর্পটী। প্রস্তুত বিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণপর্পটী। গ্রহণীরোগের মধ্যাবস্থায় বা পুরাতন অবস্থায় বাতপিত্ত বা পিত্তশ্লেষ্মার আধিক্য বিদ্যমান থাকিলে এবং রোগীর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ নিয়ম পূর্ব্বক তাহাকে সেবন করিতে দিবে। গ্রহণীরোগে জ্বর, শোথ ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগে উদরাময় হ্রাস হয় এবং উপদ্রবসকল দূরীভূত হয়। এই ঔষধ অত্যন্ত বলবর্দ্ধক। ঔষধ সেবনবিধি ও পথ্যাপথ্যবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চামৃতপর্পটী। পিত্তাশ্রিত গ্রহণী, পিত্তশ্লেষ্মজ গ্রহণী এবং সংগ্রহ গ্রহণীরোগে নানাবর্ণের আমসংযুক্ত বা অপক্ব শ্লেষ্মা অথবা রক্তসংযুক্ত অপক্ব মল নির্গত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। প্রবল গ্রহণীরোগে শোথ ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। গ্রহণীরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়; কিন্তু রোগ পুরাতন হইলে, অনেক সময় তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না। পুরাতন অতিসাররোগে ইহা প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ঔষধ সেবনবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চামৃত পর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিজয়পর্পটী। পিত্তাশ্রিত, পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত, বাতশ্লেষ্মাশ্রিত, সান্নিপাতিক বা সংগ্রহ গ্রহণীরোগে বিবিধ বর্ণের পাতলা দাস্ত, অপক্ব শ্লেষ্মবহুল মল বা আমরক্তসংযুক্ত পাতলা মল অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে যথানিয়মে সেবন করিতে দিবে। পুরাতন আমাতিসার,

প্রবাহিকা, পিত্তশ্লেষ্মাতিসার এবং পুরাতন গ্রহণীরোগের পক্ষে এইরূপ ঔষধ আর নাই; বিশেষতঃ উদরাময়রোগে জ্বর, শোথ প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগে দূরীভূত হয়। যখন অন্যান্য ঔষধে কোনওরূপ উপকার লাভের আশা থাকে না, সেই অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া যায়। ঔষধ সেবনবিধি ২৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিজয়পর্পটী। প্রস্তুতবিধি ২৩৪ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

মুস্তকাদ্যমোদক। শ্লৈষ্মিকগ্রহণী ও বাতশ্লৈষ্মিক গ্রহণী-রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় অপক্ক শ্লেষ্মবহুল মল নির্গত হইলে এবং আমাতিসার ও শ্লৈষ্মিক প্রবাহিকারোগের পুরাতন অবস্থায়, এই ঔষধ ব্যবস্থা করিলে, সমধিক উপকার লাভ হয়। ইহাতে আমদোষ বিনষ্ট হয়। বিসূচীরোগে যাবতীয় উপদ্রব নষ্ট হইবার পরে, যখন পাতলা দাস্ত ও অগ্নিমান্দ্য বিদ্যমান থাকে, সেই অবস্থায় এই ঔষধে উপকার লাভ হয়। অনুপান—শীতল জল।

মুস্তকাদ্যমোদক। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচিতা, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, মৌরী, পান, শুল্‌ফা, শতমূলী, ধনে, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন ও মেথী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, মুথা-চূর্ণ ৪৮ তোলা, ইক্ষুচিনি ১৯২ তোলা; যথানিয়মে মোদক পাক করিবে। মাত্রা ।০ চারি আনা হইতে ।৹ অর্দ্ধ তোলা।

জীরকাদ্যমোদক। বাতশ্লেষ্মজ বা পিত্তশ্লেষ্মজ গ্রহণীরোগে রোগীর শ্লেষ্মবহুল বিবিধবর্ণের অপক্ক মল অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে অথবা আম ও রক্তাতিসারের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। পুরাতন জ্বর ও উদরাময় একত্র বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়; কিন্তু অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যাহাদের বাতপিত্ত প্রবল বা বাতপিত্তাশ্রিতরোগে শরীর অতি কৃশ, এই ঔষধ প্রয়োগে তাহাদের তাদৃশ উপকার হয় না; বাতশ্লেষ্ম-প্রধান বা পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তিকে প্রয়োগ করিলেই সমধিক উপকার পাওয়া যায়। অনুপান—জল।

জীরকাদ্যমোদক। জীরা-চূর্ণ, ৩৪ তোলা, ভর্জ্জিত সিদ্ধিপত্র চূর্ণ ৩২ তোলা এবং লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, মৌরী, তালিশপত্র, জয়িত্রী, জাতীফল, ধনে, হরীতকী, আমলা, বহেড়া

দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, শৈলজ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, জটামাংসী, কিস্‌মিস্, শটী, সোহাগার খৈ, কুন্দুরুখোটি, যষ্টিমধু, বংশলোচন, কাঁকোলী, বালা, গোরক্ষচাকুলে, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, অর্জ্জুনছাল, শুল্‌ফা, দেবদারু, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু, জীরা, মোচরস, কট্‌কী, পদ্মকাষ্ঠ ও নালুকা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং সর্ব্ব সমষ্টির দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি লইয়া যথানিয়মে মোদক পাক করিবে। মাত্রা ।• আনা, ।।• তোলা বা ১ তোলা।

বৃহৎ জীরকাদ্য মোদক। বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক গ্রহণীরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এবং সংগ্রহ গ্রহণীরোগে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। আম গ্রহণীরোগেও এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। অতিসাররোগ পুরাতন হইলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সূতিকারোগে উদরাময় প্রবল হইলে এবং বাতপিত্তপ্রবল প্রদররোগে ও বাতপিত্তপ্রধান বিষমজ্বরে উদরাময় বিদ্যমান থাকিলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পিত্তাশ্রিত বা পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত অর্শোরোগেও উদরাময় অবস্থায় এই ঔষধ প্রশস্ত। অনুপান—দুগ্ধ ও ইক্ষুচিনি।

বৃহৎ জীরকাদ্যমোদক। জীরা, কৃষ্ণজীরা (সাজীরা), কুড়, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, লবঙ্গ, শৈলজ রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জয়িত্রী, জায়ফল, যষ্টিমধু, মৌরী, জটামাংসী মুথা, সৌবর্চ্চল লবণ, শটীর পালো, ধনে, দারুহরিদ্রা, মুরামাংসী, কিস্‌মিস্, নখী, শুল্‌ফা, পদ্মকাষ্ঠ, মেথী, দেবদারু, বালা, নালুকা, সৈন্ধব, গজপিপ্পলী, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু, কুন্দুরুখোটি; ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ, অভ্র ও বঙ্গ প্রত্যেক ২ তোলা, এবং সর্ব্বসমান ভাজা জীরা চূর্ণ ও সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি। প্রথমে চিনি পাক করিয়া যথানিয়মে ঐ সমস্ত চূর্ণ প্রদান পূর্ব্বক অতি মৃদু অগ্নিসন্তাপে আলোড়ন করিবে। পাকাবসানে নামাইয়া শীতল হইলে ঘৃত ও মধু সহযোগে মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ।• আনা বা ।।• তোলা।

শ্রীকামেশ্বর মোদক। বাতশ্লেষ্মপ্রধান অথবা শ্লেষ্মপ্রধান গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় অথবা বাতশ্লেষ্মপ্রধান পুরাতন অতিসাররোগে রোগীর পাতলা দাস্ত হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। যাহাদের শরীর বাতশ্লেষ্মপ্রধান অথবা শ্লেষ্মপ্রধান, তাহাদের এই ঔষধদ্বারা সমধিক উপকার হয়; কিন্তু বাতপ্রধান শরীরে এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। পুরাতন উদরাময়রোগে শরীর অত্যধিক দুর্ব্বল

হইলে অথবা বাতশ্লেষ্মপ্রধান বা শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে স্বভাবতঃ কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা শারীরিক, বল ও রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়। বাতিক বা পৈত্তিক মেহাক্রান্ত বা শিরোরোগাক্রান্ত ব্যক্তির উদরাময় থাকিলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা বিধেয় নহে। অনুপান—দুগ্ধ।

শ্রীকামেশ্বর মোদক। অভ্র, কট্‌ফল, কুড়, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চের পালো, মেথী, মোচরস, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, গোক্ষুর, কোকিলাক্ষবীজ, কদলীমূল, শতমূলী, যমানী, মাসকলাই, তিলের শাস, ধনে, যষ্টিমধু, গোরক্ষচাকুলে, গন্ধমাত্রা, ময়না ফল, জায়ফল, সৈন্ধবলবণ, বামনহাটী, কাকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, রক্তচিতা, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, পুনর্ণবা, গজপিপ্পলী, কিস্‌মিস্, শটী, বালা, পিপুলমূল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, ও আলকুশী বীজ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ এক তোলা, সিদ্ধিপত্র চূর্ণ ৪৫ তোলা, ইক্ষুচিনি ১৮০ তোলা; যথানিয়মে মোদক পাক করিবে। মাত্রা ।০ তোলা।

শ্রীমদনানন্দমোদক। বাতশ্লৈষ্মিক বা শ্লৈষ্মিক গ্রহণী রোগে অথবা বাতশ্লেষ্মপ্রধান বা শ্লৈষ্মিক অতিসারের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। গ্রহণী রোগে যাহারা অত্যন্ত দুর্ব্বল অথবা যাহাদের অগ্নিমান্দ্য বিদ্যমান, তাহাদিগকে এই ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। পুরাতন সূতিকারোগে বাতশ্লেষ্মার আধিক্য ও উদরাময় বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে; কিন্তু বাতপিত্তপ্রধান প্রসূতির উদরাময় রোগে ইহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। স্বভাবতঃ যাহাদের কোষ্ঠশুদ্ধি ও শরীরে শ্লেষ্মার ও বাতশ্লেষ্মার আধিক্য থাকে তাহাদিগকে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে রতিশক্তি ও ক্ষুধা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই ঔষধ অত্যন্ত বীর্য্যবর্দ্ধক। গ্রহণী ও উদরাময়রোগে অনুপান—ছাগীদুগ্ধ, প্রাতঃকালে সেব্য। রতিশক্তির হীনতা থাকিলে, বাজীকরণার্থ গব্যদুগ্ধ ও ইক্ষুচিনি সহ সায়ংকালে সেবনের ব্যবস্থা করিবে।

শ্রীমদনানন্দমোদক। পারদ, গন্ধক, লৌহ; ইহাদের প্রত্যেক ১ এক তোলা, অভ্র ৩ তিন তোলা এবং কর্পূর, সৈন্ধব, জটামাংসী, আমলকী, এলাইচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জয়িত্রী, জাতীফল, তেজপাতা, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু, কুড়, বালা, হরিদ্রা, দেবদারু, হিজ্জলবীজ, সোহাগার খৈ, বামনহাটীর ছাল, শুঁঠ, নাগেশ্বর, কাকড়াশৃঙ্গী, তালীশপত্র, কিস্‌মিস্, রক্তচিতা মূল, ধুস্তুরবীজ, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, দারুচিনী, গজপিপ্পলী, শটীর পালো, বালা, মুথা,

গন্ধভাদুলে, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, আকন্দমূল, আলকুশীবীজ, গোক্ষুরবীজ, বিতারকবীজ, সিদ্ধিবীজ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা; এই সমুদয় চূর্ণ শতমূলীর রসে পেষণ করতঃ শুষ্ক করিয়া পুনরায় চূর্ণ করিবে, অনন্তর সমস্ত চূর্ণের চারি ভাগের একভাগ শিমূলমূল চূর্ণ এবং শিমূলমূল চূর্ণের সহিত অপরাপর চূর্ণসমষ্টির অর্দ্ধেক শোধিত সিদ্ধিপত্র চূর্ণ লইবে, সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া ছাগদুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক সমুদয় চূর্ণের দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি কিঞ্চিৎ ছাগীদুগ্ধে গুলিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করতঃ উহাতে সমুদয় চূর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া যথানিয়মে মোদক পাক করিবে। মোদক পাক হইলে উহার সহিত, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেশর, কর্পূর, সৈন্ধব, শুঁঠ, পিপুল, ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা মিশ্রিত করিবে এবং উপযুক্ত ঘৃত ও মধু দ্বারা মোদক বান্ধিবে। মাত্রা চারি আনা হইতে অর্দ্ধ তোলা। ইন্দ্রিয়-শৈথিল্য ও ধ্বজভঙ্গ রোগে ৷৷০ তোলা মাত্রায় সেব্য।

বিল্বাদিঘৃত। বাতিক, পৈত্তিত, অথবা বাতপৈত্তিক গ্রহণী রোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঘৃত তাহাকে সেবন করিতে দিবে, কিন্তু গ্রহণীরোগে অম্লোদগার, উদরাধ্মান, বক্ষঃস্থলে জ্বালা ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে ঘৃত সেবন করিতে দেওয়া উচিত নহে; যেহেতু ঘৃত স্বভাবতঃ গুরুপাক। গ্রহণীরোগে প্রথমতঃ অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিয়া ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করাইয়া সেবন করাইবে। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ।

বিল্বাদি ঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—বেলশুঁঠ /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। রক্তচিতার মূল /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। চই /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। আদার রস ৪ সের। ছাগীদুগ্ধ /৪ সের। কল্কদ্রব্য—বেলশুঁঠ, রক্তচিতা, চৈ ও আদা, ইহাদের প্রত্যেক ১৬ তোলা। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা ৵০ দুই আনা হইতে ৷৷০ অর্দ্ধ তোলা।

চাঙ্গেরীঘৃত। বাতপিত্ত প্রধান গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর অগ্নিমান্দ্য, সময় সময় কোষ্ঠকাঠিন্য ও গাত্র বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঘৃত উষ্ণ দুগ্ধ সহ তাহাকে সহ্যমত সেবন করিতে দিবে। যে সকল ব্যক্তির অধিক আমসংযুক্ত মল নির্গত হয় অথচ শরীর অত্যন্ত শ্লেষপ্রধান, তাহাদিগকে সেবন করাইলে তাদৃশ উপকার পাইবার সম্ভাবনা নাই।

চাঙ্গেরী ঘৃত। গব্যঘৃত /৫ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। আমরুল শাকের

রস ১৬ সের। দধির মাত ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শুঁঠ, পিপুলমূল, রক্তচিতা, চৈ, গোক্ষুর, পিপুল, ধনে, বেলশুঁঠ, আকনাদি ও যমানী, এই সকল দ্রব্য মিলিত /১ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা ৵০ দুই আনা হইতে৷০ অর্দ্ধ তোলা।

দাড়িম্বাদিতৈল। বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, আম-গ্রহণী ও প্রবাহিকারোগের পুরাতন অবস্থায় যখন রোগীর স্নান ও আহার সহ্য হয় অথচ সময় সময় রোগ প্রবল ভাবে প্রকাশ পায়, সেই অবস্থায় এই তৈল উদরে ও নাভিদেশে মালিষ করিতে দিবে। পুরাতন প্রমেহ ও অর্শো-রোগেও এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

দাড়িম্বাদি তৈল। তিলতৈল ১৬ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—দাড়িমের খোসা ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। বালা ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ধনে ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কুড়চিছাল ৮ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। তক্র ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া মুথা, চই, জীরা, সৈন্ধব লবণ, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, মৌরী, জটামাংসী, লবঙ্গ, জয়িত্রী, জায়ফল, ধনে, যমানী, বনযমানী, কাচড়াদাম, বালা, আতইষ, থুলকুড়ি, পানিফল, বৃহতী, কণ্টকারী, আমছাল, জামছাল শালপাণী, চাকুলে, বরাহক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শতমূলী, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, মোচরস, তালমূলী, বেড়েলা, কুড়চিছাল, গোক্ষুর, লোধ, আকনাদি, খদিরকাষ্ঠ, শুলফ ও শিমূলছাল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ তোলা লইয়া চাউল ধোয়া জলে পেষণপূর্ব্বক প্রদান করিয়া যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

বিল্বতৈল। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, পিত্ত-শ্লৈষ্মিক বা সংগ্রহ গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর স্নান ও আহার সহ্য হইলে, এই তৈল তাহাকে উদরে ও নাভিদেশে মর্দ্দন করিতে দিবে। এই তৈল আমপাচক এবং অগ্নিবর্দ্ধক। পুরাতন গ্রহণীরোগে বা তৎসঙ্গে জীর্ণ-জর অথবা জীর্ণজরে গ্রহণীদোষ বিদ্যমান থাকিলে, এই তৈল রোগীর গাত্রে ও উদরে মালিষ করিতে দিবে। পুরাতন শোথ এবং উদরাময়রোগে এই তৈল মালিষ করিতে পারা যায়। পুরাতন সূতিকারোগে উদরাময় বা অল্প-জর লক্ষিত হইলে, এই তৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মালিষ করিতে দিবে এবং প্রসূতির শিরঃশূল, হৃৎশূল, বস্তিশূল, নিদ্রার অভাব ও শরীরের দুর্ব্বলতা থাকিলে, এই তৈল মাথায় মাখাইয়া স্নান করাইবে। প্রসূতির জীর্ণজর ও তৎসঙ্গে কাস ও শ্বাসরোগ অথবা সূতিকারোগের পুরাতন অবস্থায়

কেবলমাত্র কাস ও শ্বাস প্রবল থাকিলে, এই তৈল রোগিণীর বক্ষঃস্থলে যথারীতি মর্দ্দন করিতে দিবে। স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় উদরে বেদনা এবং গর্ভ স্রাবের আশঙ্কা থাকিলে, এই তৈল মালিষ করিতে দেওয়া যায়। স্ত্রীলোকের রজোদোষেও এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বিষতৈল। তিলতৈল ৪ সের, যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য—বেলশুঁঠ /৬।০ সোয়া ছয় সের এবং বিল্বছাল, সোণাছাল, গাম্ভারীছাল পারুলছাল, গণিয়ারীছাল শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, ইহাদের প্রত্যেকের /৸৵০ দশ ছটাক, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। আদার রস /৪ সের। কাঁজি /৪ সের। গোদুগ্ধ /৪ সের। কল্কদ্রব্য—ধাইপুষ্প, বেলশুঁঠ, কুড়, শটী, রাস্না, পুনর্ণবা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, পিপুলমূল, রক্তচিতা, গজপিপ্পলী, দেবদারু, বচ, কুড়, মোচরস, কটকী, তেজপাতা বনযমানী, গুলঞ্চ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা, যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

বৃহৎ গ্রহণীমিহির তৈল। বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, সংগ্রহগ্রহণী, প্রবাহিকা ও আমাতিসাররোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর স্নান ও আহার সহ্য হইলে, এই তৈল তাহার উদরে ও নাভিদেশে মর্দ্দন করিতে দিবে। রোগ পুরাতন হইলে, স্নান ও আহার সহ্য না হইলেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই তৈল রক্তপ্রবাহিকা ও রক্তাতিসারে অত্যন্ত উপকারী। গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় জ্বর, শ্বাস, কাস বা হিক্কা বিদ্যমান থাকিলে, এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যে সকল ব্যক্তির দীর্ঘকাল হইতে প্রবাহিকা অর্থাৎ আম রক্তসংযুক্ত মল অথবা কেবল আমসংযুক্ত মল নির্গত হয় এবং নাভিমূলে প্রবল বেদনা থাকে, সেই সকল ব্যক্তিকে এই তৈল উদরে ও নাভিমূলে মর্দ্দন করিতে দিবে। ঐ রোগের পুরাতন অবস্থায় জ্বর ও কাস অল্পবেগে প্রকাশ পাইলে, তাহাও এই তৈল মর্দ্দনে দূরীভূত হয়।

বৃহৎ গ্রহণীমিহির তৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য—কুড়চিছাল ১২।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ধনে ১২।০ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। তক্র ১৬ সের। কল্কার্থ—ধনে, ধাইফুল, লোধ, বরাহক্রান্তা, আতইষ, হরীতকী, লবঙ্গ, বালা, পানিকলের পাতা, রসাঞ্জন, নাগেশ্বর, পদ্মফুল, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব,

কুড়চির ছাল, যমানী, জীরা, প্রিয়ঙ্গু, কট্‌কী, পদ্মকেশর, তগরপাদুকা, শতমূল, ভৃঙ্গরাজ কেশুর্ত্তা, পুনর্ণবা, আমছাল, জাম ছাল ও কদমছাল; ইহাদের প্রত্যেকের ৫ তোলা লইয়া যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

গ্রহণীরোগে—উদরাধ্মান-চিকিৎসা।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ। বাতাশ্রিত বা বাতশ্লেষ্মাশ্রিত গ্রহণীরোগে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ উদরাধ্মান ও তৎসঙ্গে উদ্গারাদি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। প্রত্যহ উদরাধ্মানবশতঃ আমরস-দ্বারা শরীরের পৃষ্ঠাদি গ্রন্থিস্থানে বেদনা বা শরীরের অবসন্নতা অনুমিত হইলে, এই ঔষধ সেবনে গ্রহণীরোগীর সেই সমস্ত উপদ্রবও অনেকাংশে দূরীভূত হয়। প্রত্যহ প্রাতে এই ঔষধ উষ্ণ জলসহ সেবন করিতে দিবে। উদরাধ্মান প্রবল হইলে প্রতঃকালে ও সন্ধ্যায় দুই বার সেবন করিতে দিবে।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ম্মুখরস। বাতিক গ্রহণীরোগে রোগীর উদরাধ্মান পরিলক্ষিত হইলে এবং উদরাধ্মান বশতঃ আমরস দ্বারা শরীরের গ্রন্থিস্থলে (কটিদেশ, পৃষ্ঠদেশ ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে) বেদনা অনুভূত হইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। প্রমেহ বা ধাতুক্ষয়াদি বশতঃ যাহাদের শরীর অত্যন্ত কৃশ তাহাদিগের বাতাশ্রিত গ্রহণীরোগে উদরাধ্মান থাকিলে, এই ঔষধ সমধিক উপকারী। বৈকালে প্রয়োগ করিবে। অনুপান—চাউলধোয়া জল।

চতুর্ম্মুখরস। প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চিন্তামণিরস। গ্রহণীরোগে উদরাধ্মান লক্ষিত হইলে এবং বায়ুপিত্তাশ্রিত অন্যান্য উপদ্রবসমূহ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। গ্রহণীরোগাক্রান্ত ব্যক্তির প্রমেহ ও ধাতুক্ষয় প্রভৃতি রোগ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবনে সমধিক উপকার হয়। উদরাধ্মানের প্রকোপ বশতঃ কটিশূল, পৃষ্ঠশূলাদি লক্ষণসমূহও এই ঔষধের প্রভাবে নিবারিত হইয়া থাকে। বৈকালে বা সন্ধ্যাকালে এক একটী প্রযোজ্য। অনুপান—চাউলধোয়া জল।

চিন্তামণিরস। রসসিন্দূর ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা লৌহ ১ তোলা এবং স্বর্ণ ৷৷০ তোলা, এই সমস্ত ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রত্তি।

গ্রহণীরোগে—আমবাত-চিকিৎসা।

বাতগজেন্দ্রসিংহ। সংগ্রহ গ্রহণীরোগে অথবা বাতিক বা বাতশ্লেষ্মাশ্রিত গ্রহণীরোগে দীর্ঘকাল পরে আমবাতের লক্ষণ প্রকাশ পায় অর্থাৎ হস্ত, পদ, গ্রীবা, কটিদেশ প্রভৃতি বৃহত্তর সন্ধিস্থানে সমধিক বেদনা অনুভূত হয়; অথবা উদরাময়ের প্রকোপ বশতঃ কাহারও হস্ত পদাদি আসাড় বোধ হয়; এইরূপ লক্ষনসমূহ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—কোষ্ঠকাঠিন্য অবস্থায় হরীতকীচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ। স্বাভাবিক কোষ্ঠে উষ্ণ জল; বায়ু এবং পিত্তপ্রধান অবস্থায় ত্রিফলার জল ও মধু ২।৩ ফোটা।

বাতগজেন্দ্রসিংহ। অভ্র, লৌহ, রস, গন্ধক, তাম্র, সীসা, সোহাগার খৈ, বিষ, সৈন্ধবলবণ, লবঙ্গ, হিং ও জাতিফল; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, হরীতকী, আমলা বহেড়া ও জীরা। ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করতঃ ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রত্তি।

রামবাণরস। সংগ্রহ গ্রহণীরোগে রোগীর অঙ্গবিশেষে বা সর্ব্বাঙ্গে প্রবল বেদনা অনুমিত হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক এবং আমরসের পাচক। আমরস দ্বারা যে সমস্ত ব্যাধি উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত রোগেও প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—কোষ্ঠকাঠিন্য অবস্থায়, আদার রস ও সৈন্ধবলবণ। দাস্ত পরিষ্কার থাকিলে, জীরাচূর্ণ ও মধু। উদরাময়াশ্রিত শোথে, শ্বেত পুনর্ণবার রস ও মধু।

রামবাণরস। প্রস্তুতবিধি ৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আমবাতেশ্বররস। গ্রহণীরোগ পুরাতন হইলে, বিশেষতঃ সংগ্রহ গ্রহণীরোগে কটি, পৃষ্ঠ ও গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ও আমরস-পাচক। অনুপান—কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, হরীতকীচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ; স্বভাব কোষ্ঠে উষ্ণ জল।

আমবাতেশ্বর রস। পারদ ২ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, তাম্র ৪ তোলা ও লৌহ ২ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া এরণ্ডমূলের রসে ৭ বার ভাবনা দিবে, পরে শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিয়া পঞ্চকোলের (পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুঁঠ) কাথ দ্বারা ২০ বার ভাবনা দিয়া পরে পদ্মগুড়ুচীর রসে ১০ বার ভাবনা দিবে; ঔষধ শুষ্ক হইলে, পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত ঔষধের সমান সোহাগার খৈ এবং তাহার অর্দ্ধাংশ বিট্‌লবণ ও মরিচচূর্ণ লইবে; তেঁতুলের খোসা ভস্ম ও দন্তীমূল চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও লবঙ্গ, ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করতঃ বটিকা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ৩ রতি।

গ্রহণীরোগে—পথ্য-বিধি।

অতিসাররোগের নূতন ও পুরাতন অবস্থায় যে সমস্ত পথ্য নিরূপিত হইয়াছে, গ্রহণীরোগেও নূতন ও পুরাতন অবস্থাভেদে সেই সকল পথ্য প্রদান করিবে।

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা-চিকিৎসা।

অগ্নিমান্দ্যের লক্ষণ। অগ্নিমান্দ্যরোগে অল্পমাত্রভুক্ত-দ্রব্যের দীর্ঘকালে পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং কফজন্য বিবিধ রোগ (আলস্য, নিদ্রাধিক্য, মাথার ভার, চক্ষু ও কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের জড়তা) উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তীক্ষ্ণাগ্নির লক্ষণ। অধিক মাত্রায় ভোজন করিলেও, অতিশীঘ্র পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ভস্মক ইহার নামান্তর। এই রোগে তৃষ্ণা, কাস, মূর্চ্ছা, ক্লান্তি, দাহ, মলের শুষ্কতা, মোহ, ভ্রমবোধ ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বিষমাগ্নির লক্ষণ। বিষমাগ্নিরোগে অল্প পরিমাণে ভোজন করিলে, কখনও যথাসময়ে কখনও বা কালবিলম্বে ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইয়া থাকে।

আমাজীর্ণের লক্ষণ। আমাজীর্ণে দেহের গুরুতা অর্থাৎ ভারবোধ, বমনবেগ, গণ্ড এবং চক্ষুর পাতায় শোথ ও আহার্য্য দ্রব্যানুরূপ মধুরাদি রসাত্মক উদ্গার প্রকাশ পায়। আমাজীর্ণ কফের প্রকোপ বশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিদগ্ধাজীর্ণের লক্ষণ। বিদগ্ধাজীর্ণে ভ্রম, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, পিত্তজনিত বহুবিধ রোগ, ধূমের উদ্গীরণবৎ অম্লোদ্গার, ঘর্ম্ম এবং দাহ প্রকাশ পায়। বিদগ্ধাজীর্ণ পিত্তের প্রকোপ বশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিষ্টব্ধাজীর্ণের লক্ষণ। বিষ্টব্ধাজীর্ণে শূল, উদরাধ্মান, বায়ুজনিত বিবিধ পীড়া, মল ও বায়ুর অনির্গম, শরীরের স্তব্ধতা, মূর্চ্ছা ও শরীরের বেদনা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। বিষ্টব্ধাজীর্ণ বায়ুর প্রকোপ বশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

রসশেষাজীর্ণের লক্ষণ। রসশেষাজীর্ণে অন্নে বিদ্বেষ, হৃদয়ের অবিশুদ্ধি ও গুরুতা প্রকাশ পায়। এই অজীর্ণ ভুক্তান্নজাত রসধাতুর অবশিষ্টাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিসূচিকার লক্ষণ। বিসূচিকারোগে মূর্চ্ছা, অতিসার, বমন, পিপাসা, শূল, ভ্রম, হাত ও পায় খাইলধরা, হাই, দাহ, শরীরের বিবর্ণতা, কম্প, হৃদয়ে বেদনা ও শিরোবেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অলসকরোগের লক্ষণ। অলসকরোগ অত্যন্ত কষ্ট-দায়ক; এই রোগে উদরাধ্মান ও মোহ উপস্থিত হয়, রোগী যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করে, অধোগত বায়ু এবং মলের অনির্গম, কুক্ষিদেশস্থ বায়ুর অধোপ্রতিরুদ্ধগতি অর্থাৎ অধোদিকে নির্গত না হইয়া, হৃদয় ও কণ্ঠাদিস্থানে ধাবিত হওয়া; অলসকরোগে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বিলম্বিকার লক্ষণ। বিলম্বিকারোগে বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ ভুক্তদ্রব্য দূষিত হইলে, ঊর্দ্ধ ও অধোমার্গে চালিত হয় না; এই প্রকার কষ্টদায়ক রোগকে বিলম্বিকা কহে।

অজীর্ণরোগের উপদ্রব। মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমি, মুখ হইতে লালাস্রাব, শরীরের অবসন্নতা ও ভ্রম, এই সমস্ত উপসর্গ অজীর্ণ-রোগে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অজীর্ণরোগে আমরসের কার্য্য। অজীর্ণতা-বশতঃ অপকরস দেহের যে স্থানে অবস্থান করে, সেই স্থানেই অধিক বেদনা উৎপাদন করিয়া থাকে,

অন্যান্য স্থানেও অল্প বেদনা প্রকাশ পায়, অনন্তর বাতাদি দোষত্রয়ের মধ্যে যে দোষ শরীরকে আক্রমণ করে, সেই দোষের লক্ষণ এবং আমজনিত অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বিসূচিকারোগের উপদ্রব। নিদ্রানাশ, শরীরে গ্লানিবোধ, কম্প, মূত্ররোধ ও অজ্ঞানতা; এই পাঁচটী বিসূচিকারোগের ভয়ঙ্কর উপদ্রব।

বিসূচিকা এবং অলসকরোগের অরিষ্ট লক্ষণ। যদি রোগীর দন্ত, ওষ্ঠ এবং নখ কৃষ্ণবর্ণ ও চক্ষুদ্বয় কোটরগত এবং মোহ, বমন, ক্ষীণস্বর ও সন্ধিসমূহের শিথিলতা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, তাহার জীবনের আশা থাকে না।

অগ্নিমান্দ্যাদি-চিকিৎসা-বিধি।

অতিসার, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিসূচিকা (কলেরা), অলসক, বিলম্বিকা এবং বক্ষ্যমাণ অম্লপিত্ত এই কয়েকটী রোগে প্রধানতঃ পাচকাগ্নির ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু অতিসার ও গ্রহণীরোগে পাচকপিত্ত পূর্ব্বোল্লিখিত বিবিধ কারণে বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া মলকে দ্রবীভূত করে, সেই জন্যই ঐ সমস্ত রোগে পাতলা দাস্ত হয়; কিন্তু অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগে শরীরস্থ বাতাদি দোষ বশতঃ অথবা বিবিধ অহিত দ্রব্য সেবনে পিত্ত দূষিত (মন্দীভূত) হইলে, সর্ব্বদা জলবৎ পাতলা দাস্ত হয় না। অগ্নিমান্দ্য এবং অজীর্ণরোগ হইতে আহারাদির ব্যতিক্রম ও ঋতুবিপর্য্যয় বশতঃ প্রায়শঃ অতিসার অথবা গ্রহণী উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেরূপ দীর্ঘকালস্থিত, মৃদুবেগযুক্ত পুরাতন জ্বর হইতে অনিয়ম বশতঃ সহসা বিবিধ উপদ্রবযুক্ত নবজ্বরের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ অগ্নিমান্দ্য হইতেও, অতিসার অথবা গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে পুরাতন অতিসার, ক্রিমি ও জ্বর প্রভৃতি বিবিধ রোগ অথবা ঋতু বিপর্য্যয়, শোথ ও দূষিত পানীয় প্রভৃতি বিবিধ কারণ হইতে অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগ সমুৎপন্ন হইয়া পাচক অগ্নিকে দূষিত বা মন্দীভূত করতঃ অন্যান্য রোগের লক্ষণ প্রকাশ করে, অথবা অন্যান্য রোগের কারণ-স্বরূপ হয়। অজীর্ণরোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, উহা হইতে কালপ্রকর্ষে বিসূচী, অলসক প্রভৃতি রোগ সহসা সমুৎপন্ন হইতে পারে। অনেকের বিশ্বাস বিসূচিকা (কলেরা),

অলসক বা বিলম্বিকারোগ সহসা উৎপন্ন হয়, কিন্তু ঐরূপ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। পূর্ব্ব হইতে অথবা অন্ততঃ ৩।৪ দিন পূর্ব্ব হইতে অগ্নির ক্রিয়ার বিপর্য্যয় ঘটে, কিন্তু তখন রোগী বিশেষ কিছু অনুভব করিতে পরে না, অনন্তর ঐ দোষ সঞ্চিত হইলে, সহসা আহারাদির নিয়মের ব্যতিক্রম বা দৈহিক যন্ত্রাদির ক্রিয়ার বিপর্য্যয় বশতঃ বিসূচিকাদি রোগের উৎপত্তি হয়।

যেরূপ নবজ্বর বা পুরাতন মৃদুজ্বরে স্নানাহারাদি ক্রিয়ার বিপর্য্যয় বশতঃ সহসা মৃত্যুপ্রদ সান্নিপাতিক জ্বর উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অজীর্ণরোগ হইতে সহসা প্রাণনাশক বিসূচী, অলসক ও বিলম্বিকা রোগের উৎপত্তি হইতে পারে। এই সমস্ত রোগে বাতাদিদোষ অত্যন্ত প্রকুপিত হয়; সুতরাং ইহার চিকিৎসা-কালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবে।

অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগে বাতাদি দোষত্রয়ের প্রকোপ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অগ্নিমান্দ্যরোগে কফের প্রকোপ বশতঃ পাচকাগ্নি হীনবল হয় ও ভুক্তান্ন দীর্ঘকালে পরিপক হয়, আমাজীর্ণরোগেও কফের প্রবলতা বশতঃ তদ্রূপ পাচকাগ্নি হীনবল হওয়াতে ভুক্তান্নের যথাসময়ে পরিপাক হয় না এবং তজ্জাত রস শিরা ও ধমনীদ্বারা শরীরের বিবিধ স্থানে চালিত হইয়া চক্ষুগোলকে শোথ (ফুলা) এবং গাত্রবেদনা প্রভৃতি উৎপাদন করে। বায়ুর প্রকোপ বশতঃ বিষমাগ্নিরোগে ভুক্তান্নের অনিয়মিতরূপে পরিপাক হয়, কিন্তু ঐ বিষমাগ্নিরোগও আবার বিবিধকারণে বিষ্টব্ধাজীর্ণে পরিণত হইতে পারে। এই বিষ্টব্ধাজীর্ণে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ ভুক্তদ্রব্য যথাসময়ে পরিপাক না হওয়ায় উদরাধ্মান ও কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি উপদ্রব উৎপন্ন হয়। তীক্ষ্ণাগ্নিরোগে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ ভুক্তদ্রব্য শীঘ্র জীর্ণ হইলেও, পিত্তের বিকৃতিহেতু তৃষ্ণা, কাস, মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব জন্মিয়া থাকে। বিদগ্ধাজীর্ণেও পিত্তের বিকৃতিবশতঃ তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়।

প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তৃদিগের মধ্যে কাহারও মতে আমাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ, ও বিষ্টব্ধাজীর্ণ হইতে যথাক্রমে বিসূচী, অলসক ও বিলম্বিকারোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে; কিন্তু এই মত যুক্তিসিদ্ধ নহে, যেহেতু বিলম্বিকারোগে বাতশ্লেষ্মা প্রকুপিত হয়, শাস্ত্রে ইহা উক্ত হইয়াছে। বিসূচিকারোগেও বাতাদি দোষত্রয়ের প্রকোপ প্রায়শঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে, বিশেষতঃ উহা অত্যন্ত

ভয়জনক ও মারাত্মক। আবার অলসক ও বিলম্বিকা উভয়রোগেই বাতশ্লেষ্মার প্রকোপের লক্ষণ পরিব্যক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু অলসক-রোগে বায়ুর প্রকোপই অধিক লক্ষিত হয় এবং সেই জন্যই ঐ রোগে তীব্র শূলাদি উপস্থিত এবং মল মূত্র রুদ্ধ হয়। উহার চিকিৎসা আমাশয়াদিগত বাতের ন্যায়। এই অলসকরোগ উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে মারাত্মক হইয়া থাকে। বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা এই ত্রিবিধ রোগই শীঘ্র প্রাণনাশক; সুতরাং প্রথমে এই তিন রোগের উপদ্রব নিবারণার্থ চেষ্টিত হইবে।

বাতাদির প্রকোপবশতঃ ত্রিবিধ অগ্নিমান্দ্যের উৎপত্তি পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু শাস্ত্রকারগণ সমাগ্নিকে রোগমধ্যে ধরিয়া চতুর্ব্বিধ অগ্নিমান্দ্যরোগ স্বীকার করেন; অথচ প্রকৃতপক্ষে সমাগ্নি রোগমধ্যে গণনীয় নহে, কারণ তজ্জন্য কোন উপদ্রব উপস্থিত হয় না। তীক্ষ্ণাগ্নি বশতঃ যেরূপ মূর্চ্ছা ও কাসাদি উপদ্রব জন্মে, সমাগ্নি বিদ্যমান সত্ত্বে দেহীর তাদৃশ কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। শ্লেষ্মাদি দোষত্রয়ের প্রকোপ বশতঃ অজীর্ণরোগ তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে এবং রসশেষবশতঃ চতুর্থ অজীর্ণ, দিনপাকী পঞ্চম অজীর্ণ এবং প্রতিদিনগত বিকার রহিত ষষ্ঠ অজীর্ণ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই পঞ্চম ও ষষ্ঠ অজীর্ণের মধ্যে পঞ্চম অজীর্ণে ভুক্ত দ্রব্যের অহোরাত্রে পরিপাক-ক্রিয়া সমাধা হয়, কিন্তু দীর্ঘকালে পরিপাক হইলেও, উদরাধ্মান, উদ্গার প্রভৃতি কোনরূপ উপদ্রব লক্ষিত হয় না, কিন্তু পুনঃ পুনঃ ঐরূপ অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন দ্বারা বিবিধ রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা; এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ উহাকে রোগমধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। ষষ্ঠ অজীর্ণেও প্রত্যেহ ভুক্ত-দ্রব্যের অজীর্ণতা দিন ব্যাপিয়া লক্ষিত হয় অর্থাৎ আহারের পর আট প্রহরের মধ্যে ক্ষুধা বোধ হয় না, কিন্তু ঐরূপ অজীর্ণে পূর্ব্বমত উদরাধ্মান প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয় না।

ঐরূপ সর্ব্ববিধ অজীর্ণরোগেই অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন করা অন্যায়; যেহেতু অপরিপাক সত্ত্বে ভোজন করিলে, পিত্তের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম, উদরাধ্মান ও দাহ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। চতুর্থ রসশেষাজীর্ণে ভুক্তদ্রব্য হইতে উৎপন্ন রস বায়ু দ্বারা হৃদয়ে নীত হইয়া হৃদয়ের গুরুতা এবং বেদনা উৎপাদন

করে। এইরূপ আমাজীর্ণ, বিষ্টব্ধাজীর্ণ, মন্দাগ্নি এবং বিষমাগ্নি প্রভৃতি রোগেও আমবাতের লক্ষণ প্রধানতঃ প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

চিকিৎসা-কার্য্যের সুবিধার জন্য, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ ও বিসূচী প্রভৃতি পাচকাগ্নির বিকৃতিজনক রোগসমূহকে প্রাচীন চিকিৎসকগণ একই শ্রেণীতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যেহেতু একই ঔষধদ্বারা উক্ত ত্রিবিধ রোগ বিনষ্ট হইতে পারে। যথা—অগ্নিমুখচূর্ণ, হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ বিষমাগ্নি, বিষ্টব্ধাজীর্ণ (বাতাজীর্ণ), অলসক ও বিলম্বিকা প্রভৃতি রোগে সমান উপকারী।

অগ্নিমান্দ্যরোগে সর্ব্ব প্রথমে রোগীকে লঘুপাক দ্রব্য অর্থাৎ পুরাতন সরু তণ্ডুলের অন্ন, মসূরেরযূষ, মুগেরযূষ, কই ও খলিসা প্রভৃতি ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। শীতল, বাসি অথবা শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য কখনও সেবন করিতে দিবে না। মাংস, দধি, দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্রব্য সেবন একেবারে নিষিদ্ধ। রাত্রিতে অন্নাহার বন্ধ করিয়া সাগু, যবমণ্ড (বার্লি) প্রভৃতি পথ্য প্রদান ও উষ্ণজলে স্নান ব্যবস্থা করিবে। এইরূপ নিয়ম পালনদ্বারাও অনেকাংশে রোগের লাঘব হয়, কিন্তু ঐ সমস্ত নিয়ম পালনে অগ্নিমান্দ্য নিবৃত্ত না হইলে, রোগীকে হুতাশন রস বৃহৎ-হুতাশন রস, অজীর্ণকণ্টক রস, লবঙ্গাদিবটী, শঙ্খবটী, অথবা মহাশঙ্খবটী প্রভৃতি ঔষধ উপযুক্ত অনুপানে সেবন করিতে দিবে এবং পূর্ব্বের উল্লিখিত পথ্য প্রয়োগ করিবে। ঐসকল ঔষধ সেবন দ্বারা আমাশয়স্থিত শ্লেষ্মার লাঘব হইলে অগ্নি সবল হইতে থাকে। অগ্নিমান্দ্য অবস্থায় আহারের বিপর্য্যয় ঘটিলে আমাজীর্ণ, বিসূচিকা বা অতিসার প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা সুতরাং অতি সাবধানে আহারাদির ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

বিষমাগ্নিরোগে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ অল্পপরিমিত ভুক্তদ্রব্যও প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে জীর্ণ হয় না, বায়ু প্রায়শঃই স্তম্ভিত থাকে; সুতরাং অগ্নির উদ্দীপক লঘুপাক পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোল্লিখিত অগ্নিমান্দ্যে যে সমস্ত পথ্য বিহিত হইয়াছে, বিষমাগ্নিরোগে ঐ সমস্ত পথ্য বিবেচনা পূর্ব্বক সেবন করিতে দিবে; বিশেষতঃ বিষমাগ্নিরোগে বায়ুর অনুলোম-কারক লঘুপাক পথ্য প্রয়োগ এবং উষ্ণজল পান ও উষ্ণজল শীতল করিয়া

তদ্দ্বারা স্নান করান আবশ্যক। রাত্রিতে অন্নাহার বন্ধ রাখিয়া যবমণ্ড (বার্লি), সাগু, প্রভৃতি পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন দ্বারা রোগের লাঘব না হইলে, বাড়বানলচূর্ণ, হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ, স্বল্পাগ্নিমুখ চূর্ণ, ও শঙ্খবটী প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা এবং পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পথ্য প্রদান করা উচিত। উপযুক্ত ঔষধ এবং উপযুক্ত পথ্য যথানিয়মে সেবন দ্বারা যখন পাচক অগ্নি স্বীয় অবস্থা ধারণ করে, তখন ভুক্ত দ্রব্য পূর্ব্ববৎ নিয়মিতসময়ে প্রত্যহ জীর্ণ হইতে থাকে, এবং প্রত্যহ যথাবিধি কোষ্ঠশুদ্ধি ও ভোজনের ইচ্ছা পূর্ব্ববৎ বলবতী হইয়া থাকে। এই সমস্ত লক্ষণ দ্বারা রোগের উপশম বুঝিতে পারা যায়।

তীক্ষ্ণাগ্নি অর্থাৎ ভস্মকরোগে ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না হইতেই রোগীকে পুনরায় আহার করিতে দিবে,যেহেতু পরিপাক কার্য্যের অবসর না হওয়াতে অগ্নি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। তীক্ষ্ণাগ্নিরোগে দীর্ঘকালান্তে ভোজন দ্বারা পাচকাগ্নি প্রবল হইয়া ধাত্বাদি শোষণ পূর্ব্বক রোগীকে নিহত করিতে পারে; সুতরাং তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তিকে শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও গুরুপাক দ্রব্য সেবন করিতে দেওয়া আবশ্যক। মাহিষদুগ্ধ সাধারণতঃ তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তির প্রধান পথ্য ও আহারান্তে দিবানিদ্রা একান্ত কর্ত্তব্য। এইরূপ নিয়ম পালন পূর্ব্বক উড়ুম্বরযোগ উড়ুম্বরাদিপায়স রোগীকে সেবন করাইবে। পিত্ত-প্রশমনার্থ রোগীকে ত্রিফলালৌহ, সপ্তামৃতলৌহ বা ধাত্রীলৌহ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে।। ঐ সকল ঔষধ সেবন দ্বারা পিত্ত-শমতা প্রাপ্ত হয়। পিত্তের শমতা হইলে, যথানিয়মে পরিপাক ক্রিয়া সমাধা হয় এবং পিপাসা, দাহ ও ভ্রান্তি প্রভৃতি উপদ্রবের লাঘব হইয়া থাকে।

আমাজীর্ণরোগে শ্লেষ্মার লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে; বিশেষতঃ ক্ষুধা প্রায়শঃ অনুভূত হয় না এবং শরীর স্তম্ভিত থাকে, এই অবস্থায় রোগীকে প্রথমতঃ বচাদিপানীয় বা পিপ্পল্যাদিপানীয় সেবন করাইবে, অথবা ধান্যকক্বাথ প্রয়োগ করিয়া দোষের সংশোধন করিবে; অনন্তর অগ্নিমান্দ্যের ন্যায় লঘুপথ্য, উষ্ণজলে স্নান ও উষ্ণজল পান এবং অজীর্ণকণ্টক রস, বৃহৎ হুতাশনরস, লবঙ্গাদিবটী ও শঙ্খবটী প্রভৃতি ঔষধ যথানুপানে নিয়ম পালন পূর্ব্বক সেবনের ব্যবস্থা করিবে। অজীর্ণরোগে

আহারের নিয়ম পালন বিশেষ আবশ্যক। আহারের নিয়ম পালন ও লঘুপাক পথ্য সেবন না করিলে, শত ঔষধ সেবন দ্বারাও রোগের প্রতীকার হয় না; বিশেষতঃ অজীর্ণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যে পরিমাণ অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিতে সক্ষম, তদপেক্ষা অল্পপরিমাণ অন্ন ভোজন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। দধি, দুগ্ধাদি শীতল ও জলীয় দ্রব্য কখনও ভোজন করিতে দেওয়া উচিত নহে; কিন্তু সাগু বা যবমণ্ড প্রভৃতি দ্রব্য তরল হইলেও, উহা লঘুপাক; সুতরাং রাত্রিতে উহা ভোজনে উপকার ভিন্ন অপকার হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। অজীর্ণ রোগীর পক্ষে আহারাদির নিয়ম প্রতিপালনের ন্যায় শারীরিক ব্যায়ামও অত্যন্ত উপকারী।

বিষ্টব্ধাজীর্ণে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ উদরাধ্মান, উদরে বেদনা প্রধানতঃ লক্ষিত হয়। কটিদেশে এবং পৃষ্ঠাদি স্থানেও সময় সময় বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে, রোগীর প্রায়শঃ কোষ্ঠবদ্ধ থাকে ও শরীরের স্তব্ধতা অনুমিত হয়। শারীরিক অবস্থাভেদে এই সমস্ত লক্ষণের অনেক স্থানে হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কাহারও বা বাতাজীর্ণে উদরাধ্মান অধিক হয়, কাহারও বা উদরে বেদনা ও কোষ্ঠকাঠিন্যের আতিশয্য হইয়া থাকে; এইরূপ উদরের বেদনায় অনেক চিকিৎসক শূলরোগানুযায়ী ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, যাহা হউক রোগীর উদরাধ্মানের আতিশয্য হইলে, হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ, অগ্নিমুখচূর্ণ বা বাড়বানলচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করিবে; উহাদ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, বায়ুজনিত বেদনার অনেকাংশে লাঘব হয়। বায়ুর রুক্ষতাবশতঃ ঐরূপ অবস্থায় নিদ্রার অল্পতা ও শরীরের কৃশতা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, তৎসঙ্গে চতুর্ম্মুখরস বা চিন্তামণিরস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। উদরে বেদনা এবং কোষ্ঠবদ্ধ প্রবল থাকিলে বৃহৎ শঙ্খবটী, বৃহৎ নৃপতিবল্লভরস রাজবল্লভরস বা শূলহরণ যোগ প্রভৃতি অনুপান-বিশেষে সেবন করিতে দিবে। যদি ঐ সকল ঔষধ ধারক গুণযুক্ত হইয়া কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মায়, তথাপি আগ্নেয় গুণাধিক্য বশতঃ উহা বাতানুলোমক অনুপান সহযোগে সেবন করাইলে, বেদনার নিবৃত্তি করে। কোষ্ঠবদ্ধ প্রবল হইলে, পূর্ব্বোক্ত ঔষধ ব্যবহারকালে মধ্যে মধ্যে হরীতকীখণ্ড বা সুকুমারমোদক সেবনের ব্যবস্থা করিবে।

বাতাশ্রিত শূল ও বাতাজীর্ণরোগে শূলের প্রভেদ নিরূপণ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যদিও, বাতিক শূলের ন্যায় বাতাজীর্ণরোগেও কটিদেশ, পার্শ্ব ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পায়, তথাপি উদরাধ্মানই অজীর্ণ-রোগের প্রধান লক্ষণ। বাতাশ্রিত শূলরোগ অন্নজীর্ণ-কালে এবং বায়ুর প্রকোপকালে, সন্ধ্যার সময়, মেঘাচ্ছন্ন দিনে ও শীতকালে প্রবল হয়। অজীর্ণ-রোগে ঐরূপ শূলোৎপত্তির কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, ইহাতে প্রায়শঃ বেদনা থাকে, বিশেষতঃ রাত্রিতে অধিক হয় এবং উদরাধ্মান ও অজীর্ণদোষ হ্রাস পাইলে, ঐ বেদনাও অনেকাংশে হ্রাস পায়; কিন্তু বাতাজীর্ণজনিত শূল দীর্ঘ-কাল স্থায়ী হইলে, বক্ষ্যমাণ শূলরোগের ঔষধ প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়। অজীর্ণাশ্রিত শূলরোগে কেবলমাত্র বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা বেদনার হ্রাস করিবার চেষ্টা করিলে, উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার সাধিত হয়। অজীর্ণরোগে ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক সময়ে তীব্র বেদনা উপস্থিত হইলে, তৎকালে বেদনা নিবারণার্থ আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না; কিন্তু অজীর্ণদোষে শূলরোগ প্রকাশ পাইলে, অগ্নির উদ্দীপক মৃদু বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। রোগের প্রথমাবস্থায় কটিদেশ, হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে যে বেদনা লক্ষিত হয়, তাহা অজীর্ণদোষ নষ্ট হইলেই, প্রায়শঃ প্রশমিত হইয়া থাকে। শূল-চিকিৎসার চিকিৎসাবিধিস্থলে সেই সমস্ত বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইবে।

বিদগ্ধাজীর্ণ রোগে—অম্লোদগার, হৃদয়ে ভারবোধ ও দাহ প্রভৃতি যে সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়, বক্ষ্যমাণ ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগেও, ঐ সকল লক্ষণ অনেকাংশে লক্ষিত হয়। ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে অনেক সময় ভোজনা-বস্থায়, কখনও ভোজনের পূর্ব্বে বিবিধ তিক্তরস বা অম্লরসসংযুক্ত বমন হইয়া থাকে এবং জরাদি অন্যান্য উপসর্গও প্রধানতঃ প্রতীয়মান হয়। বিদগ্ধাজীর্ণে রোগীকে শীতল জল পান করিতে দেওয়া আবশ্যক; যেহেতু শীতল পানীয় ব্যবহারে বিদগ্ধান্নের পরিপাক ক্রিয়া শীঘ্র সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং জলের শীতলতা ও দ্রবত্ব গুণ বিদ্যমান থাকায় পিত্ত প্রশমিত ও অন্ন অধোদেশে নীত হয়। এই রোগে রোগীকে লঘুপাক পিত্তনাশক দ্রব্য যথা—পল্‌তা, হিঞ্চা, নিমের ঝোল ও বেতের ডগা প্রভৃতি তরকারী পথ্য প্রদান

করিবে। অম্লরসযুক্ত বমন বা শূলাদি প্রকাশ পাইলে, ধাত্রীলৌহ, সপ্তামৃত-লৌহ এবং অন্যান্য উপদ্রব নিবারণার্থ ত্রিবৃতাদিমোদক ও নবকান্তমোদক প্রভৃতি অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে। বিদগ্ধাজীর্ণ হইতে ভোজনের ব্যতিক্রম বশতঃ যে পর্য্যন্ত ভুক্ত দ্রব্য যথাসময়ে জীর্ণ না হয় ও বুকজ্বালা, অম্লোদগার প্রভৃতি উপসর্গের নিবৃত্তি না হয়, তাবৎ যথানিয়মে ঐ সমস্ত ঔষধ ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

রসশেষাজীর্ণে রোগীকে দিবানিদ্রা, উপবাস ও নির্ব্বাতস্থানে অবস্থান এবং শঙ্খবটী, মহাশঙ্খবটী, বৃহৎ অগ্নিমুখচূর্ণ বা ভাস্করলবণ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। দিবানিদ্রা রসশেষাজীর্ণের প্রধান ঔষধ। দিনপাকী পঞ্চম অজীর্ণ ও ষষ্ঠ অজীর্ণ যাহা শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে, তন্নিবারণার্থ, বৃহৎ শঙ্খ-বটী, বৃহৎ অগ্নিমুখচূর্ণ বা ভাস্করলবণ প্রভৃতি ঔষধ সমধিক উপযুক্ত এবং রোগের মূলদোষ নাশক। ঐ সমস্ত ঔষধ সেবনে ভুক্তদ্রব্য অল্প সময়ে জীর্ণ হয় ও পুনরায় ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া থাকে।

বিসূচিকা কলেরা) রোগ শীঘ্রই প্রাণনাশক। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে সমস্ত কারণে ঐ রোগের উৎপত্তি হয়, তাহার মধ্যে অনেকস্থলে জল ও বায়ুর পরিবর্ত্তনই এই রোগের প্রধান কারণ। এই রোগে শীঘ্রই ইন্দ্রিয়-শক্তি নাশ করে। বোধ হয় পুরাকালে (আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি কালে) কলেরারোগ ঐরূপ প্রাণনাশক ছিল না, তাহা হইলে প্রাচীন গ্রন্থকর্তৃগণ তদ্বিষয়ে বিশেষ চিকিৎসাবিধি লিপিবদ্ধ করিতেন। বর্ত্তমানে এই রোগ ক্রমশঃই সাংঘাতিক ও সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণতঃ জলবায়ুর দোষ এবং আহার ও নিদ্রার বিপর্য্যয়, এই রোগের প্রধান কারণ। দূষিত জল বা দূষিত বায়ু শরীরে প্রবেশ করিলে, অনেক স্থানে এই রোগ উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন গ্রীষ্মকালে শীত, শীতকালে গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুর বিপর্য্যয়বশতঃ এই রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এক ঘরে এক জনের এই রোগ উৎপন্ন হইলে, অন্যান্য লোকও এই রোগে আক্রান্ত হয় এবং তাহাদের মল মূত্রাদি দ্বারা দূষিত জল বায়ুর দোষে, পল্লী, গ্রাম ও নগরবাসী লোক ঐ উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে; সুতরাং

উহাকে সংক্রামক বলা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন গ্রীষ্মাতিশয্যে অগ্নির মন্দতা-প্রযুক্ত অথবা ভয়, শোক প্রভৃতি কারণে বায়ু প্রকুপিত হইলেও, এইরোগ উৎপন্ন হইতে পারে। তদ্ভিন্ন ঐ রোগ যখন পল্লীময় ব্যপ্ত হইয়া পড়ে, তখন আতঙ্কের সঞ্চারবশতঃ রোগের সংক্রামকতা বৃদ্ধি পায়; তাহার কারণ এই—ভয়বশতঃ বায়ু প্রকুপিত হওয়ায় যথারীতি কোষ্ঠশুদ্ধি হয় না এবং ক্ষুধা হ্রাস হয় ও অগ্নিমান্দ্য প্রকাশ পায়, সুতরাং পল্লীগ্রামস্থ লোকের এই সময়ে যাহাতে মন প্রফুল্ল থাকে, তদ্রূপ কার্য্য করা ও অন্ন পানীয়ের দিকে দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে সমস্ত বিসূচিকারোগে কেবলমাত্র পিত্তের প্রকোপ বশতঃ প্রবলাতিসার, দাহ, বমন, ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেই সমস্ত বিসূচীকারোগে পিত্তনাশক ক্রিয়া দ্বারা দোষের সংশোধন হইতে পারে। ঐ সকল বিসূচীরোগে দাহ, বমন ও ঘর্ম্ম নিবারক বাহ্য ও আভ্যন্তরিক বক্ষ্যমান ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা উপদ্রবসমূহ নষ্ট হইলে, পশ্চাৎ ধারক ঔষধ অর্থাৎ অমৃতার্ণবরস, মহাগন্ধক, সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পিত্তের প্রকোপ বশতঃ বিকার লক্ষিত হইলে, বৃহৎ রত্নগর্ভ, কস্তুরীভৈরব (মতান্তরে) প্রয়োগে অনেকাংশে উপকার লক্ষিত হয়। বিসূচীরোগে যেস্থানে শ্লেষ্মার আতিশয্য দৃষ্ট হয়, সেই স্থানে বায়ু বা পিত্ত মিলিতভাবে তাহার সঙ্গে প্রায়শঃ প্রকাশ পায়, অনেক স্থানে দোষত্রয় প্রকোপের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

বিসূচিকারোগ একদোষোৎপন্ন হয় না, তন্নিবন্ধন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বিবিধ-যুক্তি দ্বারা "অজীর্ণমামং বিষ্টব্ধমিত্যাদি" শ্লোকে আমাজীর্ণ, বিষ্টব্ধাজীর্ণ এবং বিদগ্ধাজীর্ণ হইতে বিসূচী, অলসক ও বিলম্বিকারোগ উৎপন্ন হয়, এই যুক্তি খণ্ডন করিয়া "অজীর্ণাৎ পবনাদীনাং বিভ্রমো বলবান্ ভবেৎ" এই শ্লোকার্থ স্থিরীকৃত হইয়াছে; প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ রোগে তিন দোষের বা দুই দোষের প্রকোপই দৃষ্ট হয়, সুতরাং তাহার চিকিৎসাকালে দোষ-সমূহের (বাতশ্লেষ্মা, পিত্তশ্লেষ্মা বা বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা) প্রকোপ-লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। সন্নিপাত জ্বর চিকিৎসার ন্যায় বিসূচিকারোগের উপদ্রবগুলি হ্রাস পাইলে, রোগও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে; কিন্তু সন্নিপাত জ্বরের

উপদ্রবগুলি ক্রমান্বয় কালবিলম্বে প্রকাশ পায়, বিসূচীরোগের উপদ্রব মুহূর্ত্ত-মধ্যে প্রকাশ পায় ও তদ্দ্বারা রোগীর আশু জীবন নষ্ট হইতে পারে, সুতরাং অতি সাবধানে সত্বর তাহার প্রতীকার করা কর্ত্তব্য।

বিসূচিকারোগে শ্লেষ্মারপ্রকোপ বশতঃ যে সমস্ত উপদ্রব প্রকাশ পায়, তজ্জন্য বৃহৎ কস্তুরীভৈরব, মৃগমদাসব, মৃতসঞ্জীবনী সুরা ও বৃহৎ সূচিকাভরণ প্রভৃতি ঔষধে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত ঔষধ দ্বারা শ্লৈষ্মিক উপদ্রব অর্থাৎ নাড়ীর বিশৃঙ্খলতা ও শরীরের শীতলতা এবং জ্ঞানলোপ প্রভৃতি শীঘ্রই দূরীভূত হয়; কিন্তু ঐ সমস্ত শ্লৈষ্মিক উপদ্রব সমূহ বায়ুর প্রকোপ জনিত উদরাধ্মান, দাস্ত ও প্রস্রাব বন্ধ, খাইল ধরা, কম্প প্রভৃতি উপদ্রবের সহিত বা অনতিবিলম্বেই প্রকাশ পায়; উভয়বিধ লক্ষণ মিলিত হইলে, বাতশ্লেষ্মনাশক ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। যদিও পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লৈষ্মিক বিকারোক্ত ঔষধগুলি শ্লেষ্মদোষ বিদূরীত করিয়া বায়ুজনিত উপদ্রবগুলি বিনষ্ট করিয়া থাকে, তথাপি বিসূচিকারোগে বায়ু এত বলবান্ হইয়া রোগীর শীঘ্রই বিনাশ সাধন করে, যে তজ্জন্য বাতঘ্ন ক্রিয়া সর্ব্বদাই আবশ্যক হয়। দারুষট্‌ক প্রলেপ ও যবপ্রলেপ প্রভৃতি ঔষধ আমাশয় ও পক্বাশয়গত বাতনাশক। উদরাধ্মান নিবারণার্থ হিঙ্গ্বাদ্যবর্ত্তি, ত্রিকট্বাদ্যবর্ত্তি প্রভৃতি যে সকল ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, তাহাও পক্বাশয়গত বায়ুর অনুলোমকারক। বিম্বিকাদ্যপ্রলেপাদি বস্তিগত বায়ুনাশক। খল্লী অর্থাৎ খাইলধরা ও মূত্রসংজননার্থ যে সমস্ত ঔষধ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা শিরাগত বাতনাশক। এইরূপে বায়ু-নাশক ঔষধসকল এবং শ্লেষ্মানিবর্ত্তক ঔষধসমূহ বিসূচিকারোগে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিসূচিকারোগে পিপাসা, বমন, দাহ ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপস্থিত হইলে, যে সমস্ত বাহ্য ও আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, তাহার অনেক ঔষধই পাচক অগ্নির এবং কতকগুলি ভ্রাজক অগ্নির ক্রিয়া বর্দ্ধিত করিয়া ঐ সকল উপদ্রবের নিবৃত্তি করে। এই সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা বিসূচিকারোগের উপদ্রব সমূহ বিনষ্ট হয়, সুতরাং উহা যে ত্রিদোষগত অর্থাৎ সান্নিপাতিক তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে; কিন্তু প্রধানতঃ বায়ু প্রকুপিত হইয়াই বাতশ্লৈষ্মিক বিকারে পরিণত হইয়া থাকে।

বিসূচিকা (কলেরা) রোগ উৎপন্ন হইলে, প্রথমেই তাহার কারণ অনুসন্ধান করা বিশেষ আবশ্যক ; যেহেতু রোগের কারণ নির্ণীত না হইলে, তাহার চিকিৎসা বড়ই কঠিন। অজীর্ণদোষে দুই একবার পাতলা দাস্ত বা বমন দ্বারা এই রোগ প্রকাশ পাইলে, অজীর্ণদোষ সংশোধনে চেষ্টিত হওয়া এবং রোগীর বমন ও মল পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। বমনে দুর্গন্ধযুক্ত ভুক্ত-দ্রব্য এবং মলের সঙ্গে ঐরূপ ভুক্ত দ্রব্যের কণিকা নির্গত হইলে, অজীর্ণদোষে বিসূচিকা উৎপন্ন হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। এই অবস্থায় অগ্নির উদ্দীপক ভাস্করলবণ, মহাশঙ্খবটী ও স্বল্প অগ্নিকুমার প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য ; কিন্তু যাহাতে দাস্ত অথবা বমন বন্ধ হয় তাদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে ; যেহেতু অজীর্ণ-ভুক্তদ্রব্য নির্গত না হইলে, সহসা উদরাধ্মানের সম্ভাবনা ; কিন্তু পুনঃ পুনঃ বমনে যখন আর দূষিত পদার্থ নির্গত না হইয়া কেবল জলবৎ পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে, তখন বমন বন্ধ-কারক চন্দ্রকান্তিরস ও পিপ্পল্যাদ্য লৌহ প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অন্যান্য কারণে বিসূচিকা উৎপন্ন হইলে, রোগীর দাস্ত বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টিত হওয়া নিতান্ত গর্হিত কার্য্য ; কারণ দাস্ত বন্ধ হইলে উদরাধ্মান দ্বারা সহসা বিপদের আশঙ্কা। এই অবস্থায় অগ্নির উদ্দীপক ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এই রোগ অবস্থান্তরে পরিণত অর্থাৎ হাত-পায়ে খাইলধরা, ঘর্ম্ম, দাহ প্রভৃতি উপদ্রবসহ প্রকাশিত হইলে, তখন অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়া উঠে। এই অবস্থায় উপদ্রবনাশক ঔষধ-সেবন ও বাহ্য প্রলেপ এবং স্বেদ প্রদান করা কর্ত্তব্য ; যেহেতু 'উপদ্রব সকল বিনষ্ট না হইলে, রোগ কোনও রূপে প্রশমিত হয় না এবং রোগী শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিসূচিকারোগে উপদ্রব বিনাশার্থ চেষ্টা করাই একান্ত কর্ত্তব্য ; কারণ, উপদ্রব সকল বিনষ্ট এবং নাড়ীর গতি প্রকৃতিস্থ হইলে, রোগের লাঘব হইয়া থাকে।

বিসূচিকা রোগে বমন। বিসূচীরোগে পুনঃপুনঃ বমন হইলে এবং বমনে কেবলমাত্র জলীয়পদার্থ উত্থিত হইলে, বমন নিবারণার্থ, চন্দ্রকান্তিরস, পিপ্পল্যাদ্যলৌহ, বৃষধ্বজরস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিবে এবং রোগীর উদরের ঊর্দ্ধভাগে সরিষা বাটিয়া তাহা দ্বারা প্রলেপ

দিবে; এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা বমনের বেগ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। রোগীর উদরাধ্মানের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং অল্প বমন থাকিলে, প্রথমে উদরাধ্মান নিবারণের চেষ্টা করিয়া পশ্চাৎ বমন-নিবারণার্থ ঔষধ প্রদান করিবে যেহেতু বমনের নিবৃত্তি হইলে, প্রথমেই সহসা আধ্মান দ্বিগুণিত হইয়া রোগীকে বিপন্ন করিতে পারে।

বিসূচিকারোগে-হিক্কা ঃ বিসূচীরোগে হিক্কা প্রকাশ পাইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং এই হিক্কা ক্রমশঃ মুহুর্মুহুঃ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, সুতরাং প্রথমাবস্থায়ই উহা নিবারণের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। হিক্কা প্রকাশ পাইলে, রোগীকে পিপ্পল্যাদ্যলৌহ ও অন্যান্য যোগ প্রয়োগ করিবে এবং রাইসরিষা মর্দ্দন করিয়া রোগীর ঘাড়ে ও মেরুদণ্ডে প্রলেপ দিবে। এই অবস্থায় শ্বাসের প্রকোপ লক্ষিত হইলে, শ্বাস-নিবারণের জন্য পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগও আবশ্যক।

বিসূচিকারোগে পিপাসা ঃ বিসূচীরোগে পিপাসার আধিক্য হইলে, শীতল জলে কর্পূর দিয়া সেই জল পিপাসাকালে, রোগীকে পান করিতে দিবে; ইহাতে পিপাসার লাঘব হয় এবং পাকস্থলীতে পিত্তের আগ্নেয়-ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ কর্পূরের উত্তেজকগুণ বিদ্যমান থাকায়, উহা নাড়ীর গতিকে প্রকৃতিস্থ করে, অথবা লবঙ্গসিদ্ধ জল শীতল করিয়া পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে। বিসূচীরোগে সময় সময় জম্বুকাথ বা তৃষ্ণান্তক-রস প্রভৃতি প্রয়োগ করিলেও, রোগীর পিপাসার অনেক লাঘব হয়। অনেকেই এই রোগে পিপাসা উপস্থিত হইলে, জল প্রদান করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন না; কিন্তু এই রোগে পিপাসায় রোগী অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়ে, সুতরাং জল প্রদান বিশেষ কর্ত্তব্য।

বিসূচিকারোগে-মূত্ররোধ ঃ বিসূচিকারোগে প্রস্রাব বন্ধ হইলে, প্রস্রাব করাইবার জন্য বাহ্য ও আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করা বিশেষ কর্ত্তব্য; কারণ প্রস্রাব ও দাস্ত বন্ধ হইলে, শীঘ্রই উদরাধ্মান দ্বিগুণিত হয়। উদরাধ্মানের নিবৃত্তি হইলেও, অনেক স্থানে কালবিলম্বে প্রস্রাব হয়, কোনও স্থানে প্রস্রাব হয় না; সুতরাং উদরাধ্মান এবং মূত্ররোধ নিবর্ত্তক ঔষধ প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রস্রাব করাইবার জন্য বটপত্রী প্রলেপ বস্তিস্থানে

প্রয়োগ করিবে অথবা স্থলপদ্মের রস ইক্ষুচিনি সহযোগে সেবন করিতে দিবে। এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা প্রস্রাব হইয়া থাকে, কিন্তু সম্যক্‌রূপে উদারাধ্মানের নিবৃত্তি এবং অগ্নি সবল না হইলে, প্রস্রাব হয় না, এরূপও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রস্রাব হইলে, রোগের প্রকোপ হ্রাস হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

বিসূচিকারোগে উদরাধ্মান। বিসূচিকারোগে উদরাধ্মান হইলে, তাহার নিবারণার্থ সর্ব্বদা চেষ্টিত হওয়া কর্ত্তব্য; যেহেতু বিসূচীরোগে উদরাধ্মান রোগীর আশু-মারাত্মক উপসর্গ, এরূপ অবস্থায় দারু-ষট্‌ক প্রলেপ বা যবপ্রলেপ উদরে প্রদান করিবে। উদরাধ্মান হ্রাস না হইলে, বর্ত্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কারণ বর্ত্তি প্রয়োগ দ্বারা বায়ু অনুলোম হইলে, উদরাধ্মানের নিবৃত্তি হয়। বর্ত্তি প্রয়োগের সঙ্গে স্থায়ী উপকারের জন্য বায়ু-নাশক চিন্তামণি রস বা চতুর্ম্মুখ রস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। উদরাধ্মানকালে মূত্রবন্ধ হইলে, তাহার জন্য বস্তি স্থানে প্রলেপ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

বিসূচিকারোগে বেদনা। বিসূচীরোগে রোগীর উদরে বেদনা থাকিলে, উদরে তার্পিণ তৈল মাখাইয়া উষ্ণজলপূর্ণ পাত্র দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে, ইহাতে উদরের বেদনার লাঘব হয়; বিশেষতঃ উদ-রাধ্মানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

বিসূচিকারোগে ঘর্ম্ম। বিসূচিকারোগে অধিক ঘর্ম্ম হইলে, রোগীর গাত্রে পুনঃ পুনঃ আবির মাখাইবে। একবার ঘর্ম্মের লাঘব হইয়া পুনরায় ঘর্ম্মের উদ্রেক হইলে, সেই সময় পুনরায় আবির মাখাইবে; এইরূপে উপর্য্যুপরি আবির মাখান উচিত। এই অবস্থায় প্রবাল ভস্ম ২।১ রত্তি মাত্রায় মধুর সহিত সেবনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

বিসূচিকারোগে খল্লী। বিসূচিকাগ্রস্ত রোগীর হাত পায় খাইল ধরিলে, কুষ্ঠাদি তৈল বা বৃগাদ্যতৈল তাহার হস্তে ও পায় মর্দ্দন করাইবে। এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা হাত পায়ের খাইল ধরা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে।

বিসূচিকারোগে হিমাঙ্গ। বিসূচিকারোগে রোগীর শরীর শীতল বোধ হইলে, হাত ও পায় মুহুর্মুহুঃ স্বেদ প্রদান করা কর্ত্তব্য; কিন্তু রোগীর শরীর ঘর্ম্মাধিক্য বশতঃ শীতল হইয়াছে কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া স্বেদ প্রদান করা আবশ্যক, কারণ ঘর্ম্মাধিক্য বশতঃ শরীর শীতল হইলে, উষ্ণ:স্বেদ প্রদান করিবার কোনও প্রয়োজন হয় না, বরং উহাতে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ঐরূপ অবস্থায় অগ্নিবর্দ্ধক মৃতসঞ্জীবনী-সুরা (অভাবে ব্রাণ্ডি) ও তৎসঙ্গে পুষ্টিকর পথ্য সেবনদ্বারা অনেক উপকার হয় এবং মৃগনাভি-যোগ বা মৃগমদাসব অথবা বৃহৎ কস্তুরী ভৈরব (মতান্তরে) সেবনদ্বারাও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। অনেক স্থানে এইরূপ অবস্থায় শরীর শীতল হইবার কারণ এই যে, সাধারণতঃ পিত্তদ্বারাই শরীরের উষ্ণতা প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু সেই পিত্তের ক্রিয়ার হ্রাস বা বিকৃতি হইলে, আবার শরীরের শীতলতা প্রকাশ পায় এবং ঔষধ ও পুষ্টিকর পথ্যাদিদ্বারা পিত্তের সমতা হইলে, শরীর পুনরায় উষ্ণ হইয়া থাকে। শ্লেষ্মাধিক্য বশতঃ শরীর অত্যন্ত শীতল হইয়া পড়িলে এবং নাড়ীর গতির বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইলে, বৃহৎ কস্তুরী ভৈরব, মৃগনাভি যোগ ও মৃগমদাসব প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ উপকার হয়।

বিসূচিকারোগে জ্ঞানলোপ। বিসূচীরোগে সংজ্ঞা লোপ হইলে, এবং নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় অথবা নাড়ীর গতি অনুভূত না হইলে, মৃগমদাসব, মৃগনাভিযোগ বা মৃতসঞ্জীবনীসুরা প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজনীয়। এই অবস্থায় বৃহৎ কস্তুরীভৈরব (মতান্তরে) সেবনে অনেক উপকার পাওয়া যায়; কিন্তু বমনের প্রবলতাসত্ত্বে বৃহৎ কস্তুরীভৈরব প্রয়োগে অনেক স্থানে তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না; আবার অনেক স্থানে অনুপান বিশেষে উহা প্রয়োগে সমধিক উপকার দৃষ্ট হয়; কিন্তু বিসূচিকারোগের প্রবলাবস্থায় যখন অন্য কোন ঔষধে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় না, বিশেষতঃ রোগীর জীবনের আশা থাকে না, তখন তাহার বয়স ও বলাবল বিবেচনা করিয়া, বৃহৎসূচিকা-ভরণ প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক এবং ঔষধ সেবনান্তে ঔষধের ক্রিয়া অনুভব করিয়া অর্থাৎ শরীর উষ্ণ ও চক্ষু রক্তাভ হইলে, শৈত্য দ্রব্যাদি পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

বিসূচিকারোগে-শিরোবেদনা ঃ বিসূচিকা-রোগে মাথার উদ্বেগ ও বেদনা থাকিলে এবং শিরোদেশ অত্যন্ত উষ্ণ হইলে, শীতল জলে বা বরফ জলে কাপড় ভিজাইয়া রোগীর কপালে তাহা দ্বারা পুলটিস্ প্রদান করিবে। চক্ষু রক্তবর্ণ হইলেও, ঐরূপ ক্রিয়া দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

বিসূচিকারোগে-শ্বাস ঃ বিসূচীরোগে বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা প্রয়াশঃ আবদ্ধ হয় না এবং প্রবল দাস্ত হওয়ায় বায়ুর অনুলোম বশতঃ শ্বাসের বেগ তাদৃশ প্রবল হয় না, কিন্তু, উদারাধ্মান দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে এবং শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকিলে শ্বাস প্রবল হইতে দেখা যায়; সেই অবস্থায় শ্বাসচিন্তামণি, বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি বা বৃহৎ কফকেতু প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

উৎকট বিসূচীরোগে প্রধানতঃ বায়ুর অনুলোমতার জন্য বিবিধ ঔষধ প্রয়োগ এবং উদারাধ্মান, মূত্ররোধ-নিবৃত্তি ও শারীরিক উষ্ণতা রক্ষার প্রতি যত্নবান হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণ সমূহ একবার কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি হইয়া পুনরায় প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, এই জন্য যে পর্য্যন্ত নাড়ী প্রকৃতিস্থ ও ক্ষুধার উদ্রেক না হয়, তাবৎ অন্নপথ্য প্রদান করিলে, রোগ পুনরায় প্রকাশ পায়, অথবা উদরাময়, জ্বর প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে দেখা যায়; সুতরাং ক্ষুধার উদ্রেক না হওয়া পর্য্যন্ত রোগীকে যবমণ্ড (বার্লি) ও অন্নমণ্ড প্রভৃতি লঘুপথ্য প্রদান করিবে এবং যথারীতি ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎসের ঝোল প্রভৃতি পথ্য দিবে।

বিসূচিকারোগ অন্যান্য কারণেও উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। ঋতুপরিবর্ত্তন, গ্রীষ্মাতিশয্য, রোগের আক্রমণ দর্শনে মনে ভয়ের উদ্রেক ও জলবায়ুর দোষ প্রভৃতি কারণে আমাদের দেশে যে সমস্ত বিসূচিকার উৎপত্তি হয়, তাহাতেও লক্ষণভেদে পূর্ব্বোক্ত ঔষধ এবং বাহ্য প্রলেপাদি প্রয়োগে বিশষ উপকার হইয়া থাকে; যে সমস্ত বিসূচিকারোগে শীঘ্রই অর্থাৎ ২।১ বার দাস্ত বা বমন হইয়াই নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় হয় বা নাড়ী একেবারে অনুভূত হয় না, সেই সমস্ত বিসূচিকারোগে

ঔষধ প্রয়োগ করিবারও সময় পাওয়া যায় না অর্থাৎ শীঘ্রই রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কখনও বা আশু বিপদ-জনক ২।১টী লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই রোগী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ সাজ্যাতিক বিসূচীরোগে ২।১টী লক্ষণ প্রকাশ পাইবামাত্রই যে সমস্ত ঔষধে শরীরের উষ্ণতা অথচ বাতাদির অনুলোমতা রক্ষা হয়, তাদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যেহেতু বিসূচী-রোগে বায়ুর প্রকোপ অধিকাংশ স্থলেই লক্ষিত হইয়া থাকে; সুতরাং যাহাতে উদরাধ্মান নিবৃত্তি থাকে ও দাস্ত, প্রস্রাব প্রভৃতি বন্ধ না হয়; তজ্জন্য পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সমূহ প্রয়োগের প্রতি মনঃসংযোগ করা আবশ্যক; বিশেষতঃ যে ঘরে ঐ রোগ প্রকাশ পায়, সেই ঘরের বা সেই বাটীস্থ অন্যান্য ঘরেও জল বায়ু যাহাতে রোগীর মলমূত্র দ্বারা দূষিত হইতে না পারে, তাহার প্রতীকার করা একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ও প্রাতঃকালে প্রত্যেক ঘরের বায়ু সংশোধনার্থ গন্ধক ও ধূনা জ্বালান উচিত এবং জল উষ্ণ করিয়া কাষ্ঠের কয়লা ও বালুকা দ্বারা তাহা সংশোধন করিয়া পান করা আবশ্যক। যখন বিসূচীরোগ সংক্রামক হইয়া দেশ-ব্যাপ্ত হয়, তখন গ্রামবাসীর মনে একটা ভয়ের উদ্রেক হয়, তাহা নিবারণার্থ গ্রামে পূজা ও হরিনাম কীর্ত্তনাদি করা কর্ত্তব্য।

অলসকরোগে যদিও বায়ু ও শ্লেষ্মা উভয়ই প্রকুপিত হয়, তথাপি সর্ব্বদা উদরাধ্মান এবং মল ও মূত্ররোধ প্রভৃতি বায়ুর প্রকোপ লক্ষণই অনেকাংশে প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিসূচীরোগে যেরূপ বমন এবং দাস্ত হয়, অলসকরোগে তাহার বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে; মল, মূত্র অনির্গমন হেতু রোগী যাতনায় অস্থির হয়, অনেক স্থানে পিচ্‌কারী প্রয়োগ দ্বারাও উদরস্থ মল নির্গত এবং মূত্রকারক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারাও মূত্র নির্গত হয় না। সময় সময় কাহারও তৃষ্ণা বা উদ্গার প্রকাশ পায়। এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, সর্ব্ব প্রথমে রোগীকে বমনকারক কয়শ্রাদি-পানীয় বা অন্যান্য যোগ প্রয়োগ দ্বারা বমন করাইবে। বমন দ্বারা দোষ অনেকাংশে দূরীভূত হয়, কিন্তু বমন না হইলে. উদরাধ্মান নিবৃত্তিকারক ঔষধ প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। বায়ুর প্রতিলোমতা বশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হয় এবং বায়ু অনুলোম হইলে, রোগ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে এবং দাস্তও প্রস্রাব সহজেই হইয়া থাকে; সুতরাং

দারুষট্‌ক প্রলেপ অথবা যবপ্রলেপ উদরে প্রদান করিবে, অথবা কাঁজি অত্যন্ত উষ্ণ করিয়া একটী পাত্রে পূর্ণ করতঃ ঐ পাত্র দ্বারা, যাবৎ আধ্মান নিবৃত্ত না হয়, তাবৎ উদরে মুহুর্মুহুঃ স্বেদ প্রদান করিবে। ফ্লানেলের বস্ত্রাদি উষ্ণ করিয়া তাহা দ্বারাও উদরে স্বেদ প্রদান করা যাইতে পারে; কিন্তু রোগের প্রবলতা লক্ষিত হইলে, দারুষট্‌কপ্রলেপ বা যবপ্রলেপ প্রদান করা আবশ্যক; অনেকস্থলে কষ্টসাধ্য রোগেও এই প্রলেপ প্রয়োগ করিয়া বিশেষ উপকার লক্ষিত হইয়াছে। রোগী পিপাসাক্রান্ত হইলে, ভাজা ধনে-ভিজান জল অল্প পরিমাণে পান করিতে দিবে। উদরাধ্মান নিবৃত্তির সঙ্গে মূত্রসঞ্জননার্থ বটপত্রী-প্রলেপ অথবা বিম্বিকাদ্য-প্রলেপ বস্তি স্থানে প্রয়োগ করিলে, মূত্রনির্গত হয়; এই অবস্থায় চতুর্ম্মুখরস বা চিন্তামণিরস প্রভৃতি বায়ুর অনুলোমকারক ঔষধ আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রোগীর দাস্ত বন্ধ হওয়া প্রযুক্ত উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে, ত্রিকট্বাদ্যবর্ত্তি, ফলবর্ত্তি বা হিঙ্গ্বাদ্যবর্ত্তি গুহ্যদেশে প্রদান করিবে, উহাতে বায়ুর অনুলোমতা সম্পাদন ও কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে। এই সমস্ত বাহ্য ও অভ্যন্তরিক ঔষধ-প্রয়োগে রোগীর উদরাধ্মান নিবৃত্তি এবং মলমূত্রের নির্গমন দ্বারা রোগের প্রকোপ হ্রাস হইলে, রোগীকে হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ, অগ্নিমুখচূর্ণ, মহা শঙ্খবটী বা গুড়াষ্টক প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রোগের পুনরায় আক্রমণের আশঙ্কা থাকিলে, বিরেচনার্থ ত্রিবৃতাদিবটীকা বা সুকুমারমোদক এবং তৎসঙ্গে চতুর্ম্মুখরস বা চিন্তামণিরস প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে দিনে ২ বার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রোগ নিবৃত্তি হইলেও, যাহাকে প্রত্যহ কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে, তাদৃশ ঔষধও ব্যবস্থা করা বিশেষ আবশ্যক। রোগ পুরাতন হইলে, অথবা পুনরায় ঐরূপ আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগীকে কিছুদিন নিয়মপূর্ব্বক ঔষধ ও পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। রোগের পুরাতন অবস্থায় উদরে বিষ্ণুতৈল মর্দ্দন এবং চিন্তামণিরস বা চতুর্ম্মুখরস প্রভৃতি সেবনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

বিলম্বিকারোগেও অলসকরোগের ন্যায় কষ্টদায়ক লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগেও উদরাধ্মান এবং ভুক্তদ্রব্যের ঊর্দ্ধ ও অধো গমন ক্রিয়ার অন্যথা পরিলক্ষিত হয়; ভুক্তদ্রব্য সকল একভাবে অবস্থিতি করে। রোগের

প্রারম্ভে লবণ মিশ্রিত জল পান করাইয়া বমন করাইলে, অনেক উপকার দর্শে; কিন্তু বমনের সময় অতীত হইলে, বমন করাইবার চেষ্টা দ্বারা প্রায়শঃ বমন হয় না; এইরূপ অবস্থায় উদরাধ্মান নিবারণার্থ যবপ্রলেপ, দারুষট্‌ক-প্রলেপ এবং মূত্র-সঞ্জননার্থ বটপত্রীপ্রলেপ বা আমলকীপ্রলেপ বস্তি-স্থানে প্রয়োগ করিবে। উদরাধ্মান নিবারণ এবং কোষ্ঠ শুদ্ধির জন্ম ফলবর্ত্তি, ত্রিকটাদ্যবর্ত্তি বা হিঙ্গাদ্যবর্ত্তি প্রভৃতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বিলম্বিকারোগের প্রবলাবস্থায় অলসকরোগের ন্যায় অন্যান্য আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করিবে; এবং পুরাতন অবস্থায় অগ্নিবর্দ্ধক ও বায়ুর অনু-লোমকারক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অনেক চিকিৎসক এই অব-স্থায় নিরূহণ (পিচ্‌কারী) প্রয়োগ দ্বারা দাস্ত করাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু বর্ত্তি প্রয়োগ দ্বারাই ঐ কার্য্য সাধিত হইতে পারে; বিশেষতঃ এই রোগে বায়ু এত প্রবল হয় যে, উদরাধ্মান নিবৃত্তি না হইলে, বর্ত্তি প্রয়োগ বা পিচকারী দ্বারা দাস্ত করাইবার চেষ্টা বিফল হইয়া থাকে। উদরাধ্মানের নিবৃত্তি হইলে, বিরেচনার্থ সুকুমার মোদক প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকারোগে—ঔষধ।

বচাদিপানীয়। আমাজীর্ণরোগে বমনেচ্ছা, দেহের গুরুতা ও উদ্গার প্রকাশ পাইলে, এই পানীয় রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা সেবনে বমন হইলে, অজীর্ণ দোষের শান্তি হয়।

বচাদিপানীয়। বচচূর্ণ ১ তোলা ও সৈন্ধবলবণ ১ তোলা; উভয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া /১ সের পরিমিত উষ্ণ জলে গুলিয়া আকণ্ঠ পান করিতে দিবে।

পিপ্পল্যাদিপানীয়। আমাজীর্ণরোগে বমনেচ্ছা, দেহের গুরুতা, ভুক্তদ্রব্যানুরূপ মধুর, লবণ বা তিক্তাদি রসযুক্ত উদ্গার প্রকাশ

পাইলে, এই পানীয় রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা সেবনে বমন হইলে, অজীর্ণ দোষের নিবৃত্তি হয়।

পিপ্পল্যাদি পানীয়। পিপুল, বচ, ও সৈন্ধব লবণ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ॥৵৹ আনা পরিমাণে লইয়া /১ সের শীতল জলে মিশ্রিত করিয়া আকণ্ঠ পান করিতে দিবে।

করঞ্জাদি পানীয়। অলসক বা বিলম্বিকারোগে উদরাধ্মান এবং দাস্ত ও প্রস্রাব বন্ধ হইবার উপক্রম হইলে, এই জল রোগীকে আকণ্ঠ পান করিতে দিবে; ইহা সেবনে বমন হইলে, দোষ অনেকাংশে মন্দীভূত হয়।

করঞ্জাদি পানীয়। ডহরকরঞ্জফল, নিমছাল, আপাঙ্ বীজ, গুলঞ্চ, শ্বেততুলসী ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল দুই সের, শেষ একসের।

ধন্যাককাথ। আমাজীর্ণরোগে রোগীর উদরে বেদনা, দেহের গুরুতা, বমনবেগ বা ভুক্তদ্রব্যানুরূপ উদগার প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা অজীর্ণদোষ এবং উদরে বেদনার নিবৃত্তি ও মূত্রাশয় বিশোধিত হয়।

ধন্যাক কাথ। ধনে ও শুঁঠ ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে এবং ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া রোগীকে পান করাইবে।

উডুম্বর যোগ। তীক্ষ্ণাগ্নিরোগে রোগীর ভুক্তদ্রব্য অতি অল্প কালের মধ্যে জীর্ণ হইয়া পুনরায় ভোজনেচ্ছা বলবতী হয়, এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহাকে এই ঔষধ দিনে দুই তিন বার ও রাত্রে ২।১ বার সেবন করিতে দিবে।

উডুম্বর যোগ। যজ্ঞডুমুরের ছাল স্তনদুগ্ধে পেষণ করিয়া বটিকা করিবে। মাত্রা ১ এক তোলা হইতে ২ দুই তোলা।

উডুম্বর পায়স। তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তির ভোজনেচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইলে, এই পায়স তাহাকে দিনে ও রাত্রে আহারকালে যথেচ্ছ আহার করিতে দিবে।

উডুম্বর পায়স। যজ্ঞডুমুরের ছালচূর্ণ ৵৹ অর্দ্ধ পোয়া ও তণ্ডুল ।৹ এক পোয়া লইয়া উপযুক্ত পরিমাণে স্তনদুগ্ধ এবং কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া পায়স প্রস্তুত করিবে।

বড়বানল চূর্ণ। অগ্নিমান্দ্যরোগে ভুক্ত দ্রব্যের দীর্ঘকালে পরিপাক এবং তজ্জন্য অরুচি, অলসতা ও কার্য্যে অনিচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ উষ্ণজল সহ প্রাতে ও অবস্থাভেদে সন্ধ্যার পর সেবন করিতে দিবে। বিষমাগ্নিরোগেও যথানিয়মে অর্থাৎ কোনও দিন কাল-বিলম্বে কোনও দিন নিয়মিত সময়ে অন্নের পরিপাক ক্রিয়া সমাধা হইলে, এই চূর্ণ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহা বাতানুলোমক এবং কোষ্ঠ শুদ্ধিকারক।

বড়বানলচূর্ণ। সৈন্ধবলবণ ১ ভাগ, পিপুলমূল ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, চই ৪ ভাগ রক্ত-চিতা ৫ ভাগ, শুঁঠ ৬ ভাগ ও হরীতকী ৭ ভাগ; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ✓০ দুই আনা।

সৈন্ধবাদ্য চূর্ণ। অগ্নিমান্দ্যরোগে দীর্ঘকালে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক, কার্য্যে অনিচ্ছা ও অলসতা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এবং বিষমাগ্নিরোগে অযথানিয়মে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক, উদরে নানাবিধ শব্দ ও বায়ুর অবরোধ অনুভূত হইলে এই চূর্ণ প্রত্যহ প্রাতে এবং অবস্থাভেদে সন্ধ্যার পর উষ্ণজল সহ সেবন করিতে দিবে।

সৈন্ধবাদ্য চূর্ণ। সৈন্ধবলবণ, রক্তচিতার মূল, হরীতকী, লবঙ্গ, মরিচ, পিপুল, সোহাগার খৈ, শুঁঠ, চৈ, যমানী, মৌরী ও বচ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমান ভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ‌/০ এক আনা হইতে ।০ চারি আনা।

হিঙ্গষ্টক চূর্ণ। বিষমাগ্নিরোগে যথানিয়মে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক না হইলে এবং উদরে বায়ুরোধজন্য বিবিধ শব্দ অনুমিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বিষ্টব্ধাজীর্ণে পেট ফাঁপা, উদরে বেদনা ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলেও, এই চূর্ণ ব্যবস্থা করা যায়। অনুপান—উষ্ণজল।

হিঙ্গষ্টক চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বল্প অগ্নিমুখ চূর্ণ। বিষমাগ্নিরোগে ভুক্তদ্রব্য যথাসময়ে পরিপাক না হওয়ায় শরীরে বিবিধ গ্লানি বা উদরে নানারূপ শব্দ হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। বিষ্টব্ধাজীর্ণে কোষ্ঠবদ্ধ,

বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ইহা রোগীকে সেবনের ব্যবস্থা করা যায়। এই ঔষধ কোষ্ঠশুদ্ধিকর, বাতানুলোমক এবং অগ্নিবর্দ্ধক। অলসক ও বিলম্বিকারোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রাতে ও সন্ধ্যার পর প্রযোজ্য। অনুপান—উষ্ণ জল।

বৃহৎ অগ্নিমুখ চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গ্বাদ্যলেপ। বিষ্টব্ধাজীর্ণ, আমাজীর্ণ ও বিদগ্ধাজীর্ণরোগে বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীর উদরে লেপন করিয়া নিদ্রা যাইতে উপদেশ দিবে। অজীর্ণরোগীর পক্ষে ইহা অত্যন্ত সুখকর ঔষধ। ইহাতে অজীর্ণদোষ দূরীভূত হয়।

হিঙ্গ্বাদ্যলেপ। হিং, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও সৈন্ধব লবণ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিয়া উদরে প্রলেপ দিবে।

ভাস্কর লবণ। বিষমাগ্নিরোগে ভুক্তদ্রব্য যথাসময়ে পরিপক না হইলে, ও তজ্জন্য বিবিধ গ্লানি প্রকাশ পাইলে এবং বিষ্টব্ধাজীর্ণ বা আমাজীর্ণ-রোগে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক, কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরে শূল, মলের পিচ্ছিলতা ও অপক্ক মল নির্গমন, কখনও পাতলা দাস্ত বা আমরসের অপরিপাক বশতঃ বিবিধ বাতবেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণ জল সহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। ইহা প্রত্যাহিক অজীর্ণদোষে ও রসশেষাজীর্ণ প্রভৃতি রোগেও ব্যবস্থা করা যায়।

ভাস্কর লবণ। প্রস্তুতবিধি ৩৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ অগ্নিমুখ চূর্ণ। বিষমাগ্নিরোগে অযথাসময়ে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক ও তজ্জনিত বিবিধ উপদ্রব ও অগ্নিমান্দ্যরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর ভুক্তদ্রব্যের দীর্ঘকালে পরিপাকহেতু বিবিধ গ্লানি উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। বহুকালের আমাজীর্ণ ও বিষ্টব্ধাজীর্ণরোগে এই ঔষধ সেবন দ্বারা উপকার দৃষ্ট হয়। প্লীহা ও গুল্মাদি রোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। দিনব্যাপী প্রাত্যহিক অজীর্ণরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধের আবিষ্কারকর্ত্তা, এই ঔষধকে বৃহৎ

মিশ্রিত অন্ন ও ব্যঞ্জনাদির সহিত মিলিত করিয়া সেবন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

বৃহৎ অগ্নিমুখ চূর্ণ। যবক্ষার, সাচিমাটী, রক্তচিতামূল, আকনাদি, করঞ্জমূলের ছাল, বিট্‌লবণ, সাম্ভার লবণ, সৌবর্চ্চল লবণ, করকচ লবণ, ৈ জনলবণ, ছোট এলাইচ, তেজপত্র, বামনহাটীর ছাল, বিড়ঙ্গ শাস, হিং, কুড়, শটীর পালো, দারুহরিদ্রা তেউরীমূল, মুথা, বচ, ইন্দ্রযব, আমলা, জীরা, মহাদা, গজপিপ্পলী, কৃষ্ণজীরা, অম্লবেতস, তেঁতুলের খোসা ভস্ম, যমানী, দেবদারু, হরীতকী, আতইষ, বিস্তারকবীজ, হবুষা, সোঁদালফলের শাস, তিল-নালের ক্ষার, ঘণ্টাপারুলের ক্ষার, শজিনামূলেরছালের ক্ষার, কুলেখাড়ার ক্ষার, পলাশের ক্ষার, অগ্নিতাপে উষ্ণীকৃত ও গোমূত্রে নিমজ্জিত মণ্ডুরভস্ম, এই সকল দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ সমভাগে লইয়া টাবা লেবুর রসে ৫ দিন, কাঁজিতে ৩ দিন এবং আদার রস দ্বারা ৩ দিন যথাক্রমে ভাবনা দিবে; অনন্তর চূর্ণ করিয়া রাখিবে। মাত্রা।০ চারি আনা বা ৷৷০ অর্দ্ধ তোলা।

হুতাশন রস। অগ্নিমান্দ্যরোগে ভুক্তদ্রব্য দীর্ঘকালে জীর্ণ হইলে ও তজ্জন্য বিবিধ গ্লানি উপস্থিত হইলে এবং আমাজীর্ণরোগে অগ্নিমান্দ্য বশতঃ বিবিধ উদ্গার ও অন্যান্য লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ আদার রস সহ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ অজীর্ণ দোষে ও বিসূচিকারোগের প্রথমাবস্থায় ২।১ বার দাস্ত হইলে, প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—মুথার রস ও মধু।

হুতাশন রস। গন্ধক, পারদ ও সোহাগার খই; ইহাদের প্রত্যেক ১ ভাগ এবং বিষ ৩ ভাগ ও মরিচ ৮ ভাগ; এই সমস্ত দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ একত্র করিয়া কাগজীলেবুর রসে ১ দিন মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

বৃহৎ হুতাশন রস। অগ্নিমান্দ্যরোগে ভুক্তদ্রব্য দীর্ঘকালে জীর্ণ হইলে এবং বিবিধ গ্লানি প্রকাশ পাইলে ও আমাজীর্ণরোগে দেহের গুরুতা এবং মলের বিকৃত ভাব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা শ্লেষ্মাধিক্য জনিত অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ দোষের উৎকৃষ্ট ঔষধ; কিন্তু বাতাধিক্য শরীরে বিশেষতঃ তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য সেবন দ্বারা বায়ুর প্রকোপবশতঃ যাহাদের অজীর্ণ দোষ প্রবল তাহাদের পক্ষে তাদৃশ উপকারী নহে। অনুপান—জল।

বৃহৎ হুতাশন রস। বিষ ১ ভাগ, সোহাগার খৈ ২ ভাগ ও মরিচ ১২ ভাগ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া জলে মর্দন করিবে। বটী ১ রতি।

অজীর্ণকণ্টকরস। অগ্নিমান্দ্যরোগে ভুক্তদ্রব্যের দীর্ঘকালে পরিপাক, শরীর ভার ও বেদনা অনুভূত হইলে এবং আমাজীর্ণরোগে নানাবিধ উদ্গার ও বমনেচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতাজীর্ণরোগেও অবস্থানুসারে ইহা সেবনে উপকার পাওয়া যায়। স্নিগ্ধদেহ ও পুষ্টধাতু সম্পন্ন ব্যক্তির অতিরিক্ত ভোজন দ্বারা বাতাজীর্ণের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহার এই ঔষধ ব্যবহার করা উচিত। বিসূচিকারোগের প্রথমাবস্থায় ২।৩ বার দাস্ত হইলে এবং কোন উপদ্রব উপস্থিত না হইলে, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—অগ্নিমান্দ্যরোগে জল। বিসূচিকায়—মূথার রস ও মধু।

অজীর্ণকণ্টক রস। পারদ, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেক ১ ভাগ এবং মরিচ চূর্ণ ৩ ভাগ; এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া কণ্টকারী ফলের রসে ২১ বার ভাবনা দিবে। বটী তিন রতি।

অগ্নিকুমার রস। অগ্নিমান্দ্যরোগের প্রবলাবস্থায় ভুক্তদ্রব্যের দীর্ঘকালে পরিপাক, উদ্গার ও শরীরের অলসতা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এবং আমাজীর্ণরোগে নানাবিধ রসসংযুক্ত উদ্গার, বমনেচ্ছা ও অন্যান্য বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। বাতাজীর্ণ, বিসূচিকা ও গ্রহণীরোগের প্রথম অবস্থায়ও, ইহা ব্যবস্থা করা যায়। এই ঔষধে অপক্ব দোষের পরিপাক হয় এবং মল ক্রমশঃ গাঢ় হইতে থাকে। অনুপান—জল। বিসূচীরোগে—জীরাচূর্ণ ও মধু বা মূথার রস ও মধু।

অগ্নিকুমার রস। প্রস্তুতবিধি ৩১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ অগ্নিকুমার রস। অগ্নিমান্দ্য, আমাজীর্ণ, বাতাজীর্ণ, রসশেষাজীর্ণ ও অন্যান্য যে সমস্ত অজীর্ণ দোষরহিত অথচ সময়ে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়া সমাধা হয়, সেই সমস্ত রোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। এই ঔষধ বাত, পিত্তাদি প্রকৃতিভেদে প্রায় সমভাবে তুল্য

উপকারী। ইহা ধারক, অগ্নিবর্দ্ধক অথচ বায়ুজনিত উদরাধ্মানাদি বিনাশক। বিসূচিকারোগের শেষ অবস্থায় উপদ্রবসমূহ দূরীভূত হইলে, মলের গাঢ়তা ও অগ্নির উদ্দীপনার্থ এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অনুপান—জীরাচূর্ণ এবং মধু ২।৩ ফোঁটা।

বৃহৎ অগ্নিকুমার রস। প্রস্তুতবিধি ৩১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লবঙ্গাদি বটী। অগ্নিমান্দ্য, আমাজীর্ণ এবং অজীর্ণদোষ-সমুৎপন্ন বিসূচীরোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে, পাচকাগ্নি বর্দ্ধিত এবং অজীর্ণদোষ দূরীভূত হয়। অনুপান—জল।

লবঙ্গাদি বটী। প্রস্তুতবিধি ৩১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ লবঙ্গাদি বটী। অগ্নিমান্দ্য ও আমাজীর্ণরোগে ক্ষুধামান্দ্য, বমনবেগ ও বিবিধ রস সংযুক্ত উদগারের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে, এবং রোগীর অজীর্ণদোষে পাতলা জলের ন্যায় বা আমসংযুক্ত দাস্ত হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে পুরাতন অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যরোগ দূরীভূত হয় এবং বাতাজীর্ণ রোগেও, অবস্থা-বিশেষে ইহা প্রয়োগে উপকার লক্ষিত হইয়া থাকে। বিসূচিকারোগের পুরাতন অবস্থায় পাতলা বা আমসংযুক্ত দাস্ত হইলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অনুপান—পানের রস ও মধু। বিসূচিকা বা গ্রহণীরোগে জীরাচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ লবঙ্গাদি বটী। প্রস্তুতবিধি ৩১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অগ্নিতুণ্ডী রস। অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগে ভুক্তদ্রব্যের দীর্ঘকালে পরিপাক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হওয়ায় পুনরায় ভোজনে অনিচ্ছা, শরীরে ভারবোধ ও আলস্য ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং অজীর্ণরোগাক্রান্ত ব্যক্তির ক্রিমিজন্য জ্বর, সর্দ্দি, মুখ হইতে থুথু উদগীরণ ও সময় সময় বমন প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অজীর্ণরোগে পাতলা দাস্ত হইলে, ইহা মুথার রস ও মধুসহ প্রয়োগে করিবে।

অগ্নিতুণ্ডী রস। রস, গন্ধক, বিষ, যবানী, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, সাজিমাটী, যব-

ক্ষার, রক্তচিতা, সৈন্ধবলবণ, জীরা, সচললবণ, বিড়ঙ্গ, করকচ্ লবণ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্ব সমান শোধিত কুচিলা-চূর্ণ; এই সমুদয় একত্র করতঃ গোড়ালেবু (জামীর) রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রত্তি।

ভাস্কর রস। আমাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ বা অগ্নিমান্দ্যরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ অজীর্ণদোষে পাতলা দাস্ত, বক্ষঃ জ্বালা, উদরে ও নাভিমূলে শূল প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বিসূচিকারোগের প্রারম্ভে অথবা উপদ্রবাদি বিনষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগে পানের সহিত বটী চর্ব্বণ করিয়া সেবন করিতে দিবে।

ভাস্কর রস। বিষ, পারদ, গন্ধক, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগার খৈ ও জীরা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং লৌহ, অভ্র ও কড়িভস্ম ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, সমুদয়ের সমান লবঙ্গচূর্ণ, এই সমুদয় মিশ্রিত করিয়া জম্বীরের (গোড়ালেবুর) রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রত্তি।

শঙ্খবটী। অগ্নিমান্দ্য, আমাজীর্ণ ও বিষমাগ্নিরোগের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর অনুলোমক, উদরাধ্মান ও অজীর্ণদোষ নাশক। ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাক বশতঃ অম্লোদগার এবং তজ্জনিত বক্ষঃস্থলে ও হৃদয়ে জ্বালা প্রভৃতি উপদ্রব, এই ঔষধ সেবনে বিনষ্ট হয়। অধোগত অম্লপিত্তরোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ অজীর্ণ-দোষে উদরে বেদনা উপস্থিত হইলে, তাহাও এই ঔষধে বিনষ্ট হয়। অনুপান—জল। পাতলা দাস্ত হইলে, মুথার রস বা ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু।

শঙ্খবটী। পারদ ৩ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, বিষ ৩ তোলা, মরিচ ১২ তোলা, শঙ্খভস্ম ১২ তোলা এবং শুঁঠ, সাজিমাটী, হিং, পিপুল, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চল লবণ, বিটলবণ, করকচ্ লবণ ও পাক্তালবণ, ইহাদের প্রত্যেক ১০ তোলা; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র করতঃ মর্দ্দন করিয়া কাগজী লেবুর রসে ৭ দিন ভাবনা দিবে। বটী ২ রত্তি।

মহাশঙ্খবটী। আমাজীর্ণ, বিষ্টব্ধাজীর্ণ, রসশেষাজীর্ণ, ও দোষ-রহিত দিনপাকী অজীর্ণরোগে এই ঔষধ অতিশয় উপকারী। দীর্ঘকালের আমাজীর্ণ ও বিষ্টব্ধাজীর্ণরোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধের

প্রভাবে ভুক্তদ্রব্য শীঘ্রই জীর্ণ এবং ক্ষুধার উদ্রেক হয় ও দীর্ঘকালজাত প্রবল উদরাধ্মান ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে, অথচ আমদোষ বিনষ্ট ও মলের গাঢ়তা সম্পাদিত হয়। অলসক ও বিলম্বিকারোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে, প্রভূত উপকার পাওয়া যায়। প্রাতঃকালে সেব্য। অনুপান —উষ্ণজল।

মহাশঙ্খবটী। শঙ্খভস্ম, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, করকচ লবণ সাম্ভার লবণ, সৌবর্চ্চল-লবণ, তেঁতুলখোসার ক্ষার, শুঁঠ পিপুল, মরিচ, হিং, বিষ, পারদ, গন্ধক, লৌহ ও বঙ্গ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইবে; সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া আপাঙ্গরসে, রক্তচিত্রার-মূলের রস (অভাবে কাথ), জম্বীররস (গোড়ালেবুর রস) ছোলঙ্গলেবুররস, টাবালেবুররস, অম্লবেতস, আমরুলশাক, তেঁতুল, কুল ও করঞ্জ; এই সকল অম্ল দ্রব্যের কাথ দ্বারা যথাক্রমে সাত সাত বার ভাবনা দিবে এবং ঔষধ অম্লরস হইলে, ভাবনা শেষ হইয়াছে, বুঝিবে। বটী ২ রত্তি। এই ঔষধে লৌহ ও বঙ্গ প্রদান না করিলে, তাহাকে শঙ্খবটী কহে, তাহা ও পূর্ব্ববৎ গুণশালী।

ত্রিফলালৌহ। তীক্ষ্ণাগ্নিরোগে অগ্নির প্রবলতা বশতঃ ভুক্তদ্রব্য অতি শীঘ্র জীর্ণ হয় এবং ভোজনেচ্ছা অতীব বলবতী হয়, পিত্তের বিকৃতি বশতঃ এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—দুগ্ধ বা জল।

ত্রিফলালৌহ। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, ইক্ষুচিনি, পিপুল, আপাঙ্গ-বীজ; এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং সর্ব্ব সমান লৌহ; এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রত্তি।

সুকুমারমোদক। বিষ্টব্ধাজীর্ণে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরাধ্মান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু যে সকল ব্যক্তির নিয়মিতরূপে কোষ্ঠবদ্ধ না থাকে, অর্থাৎ কোনও দিন কোষ্ঠবদ্ধ হয় এবং কোনও দিন পাতলা দাস্ত হয়, তাহাদিগকে ইহা প্রদান করিবে না। এই ঔষধ উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে অত্যন্ত উপকারী। স্বাভাবিক কোষ্ঠকাঠিন্য ব্যক্তির পক্ষে ইহা অমৃতের ন্যায় উপকারী। প্রাতঃকালে বা রাত্রে ভোজনান্তে সেব্য। অনুপান—জল।

সুকুমার মোদক। পিপুল, পিপুলমূল, শুঁঠ, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, রক্তচিতা, অভ্র, ভদ্রকের পালো ও কট্‌কী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, দন্তীমূল চূর্ণ ৬ তোলা,

তেউড়ীমূল-চূর্ণ ১৬ তোলা, ইক্ষুচিনি ২৪ তোলা। যথানিয়মে চিনির পাক শেষ হইলে, পাত্র অবতরণ করিয়া সমস্ত চূর্ণ প্রদান করতঃ আলোড়ন করিবে; অনন্তর উপযুক্ত মধুসহ মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা।০ চারি আনা হইতে ১ এক তোলা।

ত্রিবৃতাদিমোদক। বিদগ্ধাজীর্ণে, আমাজীর্ণে, অগ্নিমান্দ্যে ও বিবিধ কারণে অগ্নির বিকৃতি হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অম্লপিত্তরোগে অগ্নিমান্দ্যাবস্থায় বিশেষতঃ দাস্ত বদ্ধ, হাত, পা জ্বালা ও অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবনে সমধিক উপকার লক্ষিত হয়। অনুপান—জল।

ত্রিবৃতাদিমোদক। তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, পিপুলমূল, পিপুল ও রক্তচিতা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, গুলকের পালো ৪০ তোলা, শুঁঠ-চূর্ণ ৪০ তোলা, ইক্ষু-চিনি ২৪০ তোলা; এই সমস্ত দ্বারা যথানিয়মে মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ।০ অর্দ্ধ তোলা হইতে ১ এক তোলা।

লবঙ্গাদ্যমোদক। বিদগ্ধাজীর্ণরোগে অম্লোদগার, পাতলা দাস্ত, ঘর্ম্ম ও বক্ষঃস্থলে জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধে দীর্ঘকালের অজীর্ণদোষ দূরীভূত হয়। পিত্তাতিসারের পুরাতন অবস্থায় এবং অধোগত অম্লপিত্তরোগে দাস্ত ও বমন প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, ইহা অমৃতের ন্যায় উপকারী। অনুপান—জল।

লবঙ্গাদ্যমোদক। লবঙ্গ, পিপুল, শুঁঠ মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, নাগেশ্বর, তগরপাদুকা, এলাইচ, জাতীফল, বংশলোচন, কটফল, তেজপাতা, পদ্মবীজ, রক্তচন্দন, কাকোলী, অগুরু, বেণারমূল, অভ্র, কর্পূর, জয়িত্রী, মুথা, জটামাংসী, যবতণ্ডুল, ধনে ও গুলুকা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সমস্ত চূর্ণের সমান লবঙ্গ-চূর্ণ; লবঙ্গচূর্ণসহ অন্যান্য চূর্ণের সমষ্টির দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি; যথাবিধানে মোদক পাক করিবে। মাত্রা ।০ অর্দ্ধ তোলা হইতে ১ এক তোলা।

মুস্তকাদ্যরিষ্ট। আমাজীর্ণ অথবা অগ্নিমান্দ্যরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং বিসূচিকারোগের পুরাতন অবস্থায় পাতলা দাস্ত ও অগ্নির দুর্ব্বলতা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। আমগ্রহণীরোগে বা সংগ্রহ

গ্রহণীরোগে আমসংযুক্ত পাতলা দাস্ত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা সন্ধ্যাকালে বা প্রাতঃকালে একবার সেব্য।

মুস্তকারিষ্ট। মুথা ২৫ সের, পাকার্থ জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের; এই কাথ ছাকিয়া লইয়া ইহ'র সহিত ইক্ষুগুড় ৩৭।৷০ সের, ধাইপুষ্প ২ সের এবং যমানী, শুঁঠ, মরিচ, লবঙ্গ, মেথী, রক্তচিতা ও জীরা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা মিশ্রিত করিয়া একটা মাটীর পাত্রে ১ মাস কাল মুখ রুদ্ধ করিয়া রাখিবে, যেন পাত্রের অভ্যন্তরে বায়ু প্রবিষ্ট না হয়, অনন্তর ১ মাস পরে ঔষধ ছাকিয়া কাচপাত্রে মুখ রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। মাত্রা ১ এক তোলা হইতে ২ দুই তোলা।

অমৃত-হরীতকী। বিষ্টব্ধাজীর্ণরোগে কোষ্ঠবদ্ধ, উদর, কটীদেশ ও গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে বেদনা, উদরে গুড়্‌গুড়্‌ শব্দ, উদরাধ্মান, উদরে বায়ুপূর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। আনাহ, বাতজ অর্শঃ এবং বাতাশ্রিত গ্রহণীরোগেও, ইহা প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। এই ঔষধ নূতন ও পুরাতন উভয় অবস্থায় সমান ফলপ্রদ। ইহা সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি ও অজীর্ণদোষ দূরীভূত হয় এবং পাচকাগ্নি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনুপান—জল।

অমৃত-হরীতকী। উৎকৃষ্ট সুপক হরীতকী ১০০টী লইয়া উপযুক্ত পরিমাণ তক্রে সিদ্ধ করিবে; অনন্তর সাবধানে ঐ হরীতকীর মধ্যস্থিত বীজ এরূপ ভাবে ফেলিয়া দিবে, যেন হরীতকী ভগ্ন না হয়, পরে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, পিপুলমূল, চৈ, রক্তচিতা, বিটলবণ, সৈন্ধব লবণ, সৌবর্চ্চললবণ, সাম্ভার লবণ, করকচ লবণ, হিং, যবক্ষার, সাজিমাটী; কৃষ্ণজীরা ও যমানী এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া চূর্ণসমষ্টির অর্দ্ধ ভাগ তেঁতুড়ীমূল-চূর্ণ পূর্ব্বোক্ত চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিবে, পরে সমস্ত চূর্ণ চুকাপালঙ্গের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া আর্দ্র অবস্থায় উহা ঐ শূন্য-গর্ভ হরীতকীর মধ্যে পূর্ণ করিবে এবং রৌদ্রে কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিয়া একটী পাত্রে রাখিবে। প্রত্যহ উহার ১টী হরীতকী মর্দ্দন করিয়া জলসহ প্রাতঃকালে সেবন করাইবে।

অগ্নিঘৃত। অগ্নিমান্দ্যরোগ পুরাতন হইলে, আমরস দ্বারা হৃদয়, পার্শ্ব ও বক্ষঃস্থল প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং পিত্তের বিপর্য্যয় বশতঃ ক্ষুধামান্দ্য, সময় সময় দাস্ত, বক্ষঃস্থলে জ্বালা ও দৃষ্টির হানি প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়, এই রূপ অবস্থায় বায়ু ও পিত্তের বৈষম্য বিবেচনা করিয়া

রোগীকে এই ঘৃত সেবন করিতে দিবে অর্থাৎ যাহাদের কোষ্ঠকাঠিন্য অথচ অগ্নিমান্দ্য বিদ্যমান, তাহাদিগকে ইহা ব্যবস্থা করা বিধেয়। কিন্তু যে সকল ব্যক্তির অগ্নিমান্দ্যবশতঃ প্রায়শঃ জলবৎ পাতলা অথবা আমসংযুক্তমল নির্গত হয়, তাহাদিগকে ইহা ব্যবস্থা করিবে না; বিশেষতঃ বালক, নব-প্রসূতি এবং জ্বর, কাস, সর্দ্দি প্রভৃতি রোগাভিভূত ব্যক্তির পক্ষে এই ঘৃত প্রযোজ্য নহে। অপরাহ্নে সেব্য। অনুপান—উষ্ণ ছাগী দুগ্ধ।

অগ্নিঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। দধি /৪ সের, কাঞ্জি /৪ সের। শুক্ত /৪ সের। আদার রস /৪ সের। কল্কার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, রক্তচিতা, গজপিপুল, হিং, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, সাম্ভারলবণ, করকচলবণ সৌবর্চ্চললবণ, যবক্ষার, সাজিমাটী ও হবুষ; ইহাদের প্রত্যেক ৪ তোলা লইয়া যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে মাত্রা ।০ চারি আনা হইতে এক ১ তোলা।

অজীর্ণরোগে—জ্বর-চিকিৎসা।

অগ্নিকুমার রস। অগ্নিমান্দ্য, বিষমাগ্নি, আমাজীর্ণ ও বিষ্টব্ধাজীর্ণরোগে জ্বর প্রকাশ পাইলে, রোগীকে লবঙ্গচূর্ণ সহ এই ঔষধের এক এক বটিকা সেবন করিতে দিবে। অজীর্ণতাবশতঃ ২।১ বার দাস্ত এবং তৎসঙ্গে জ্বর প্রকাশ পাইলে, অথবা অজীর্ণ দোষে অত্যধিক পাতলা দাস্ত ও তৎসঙ্গে জ্বর থাকিলে, শুঁঠচূর্ণ কিম্বা ধনে ও শুঁঠের কাথ সহ প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ উদরাময় অর্থাৎ অতিসারে মল পরিপক্ক হইলে অথবা গ্রহণীরোগে আমসংযুক্ত পাতলা দাস্ত হইলে বা আমাতিসারের অল্প প্রকোপ অবস্থায় জ্বর প্রকাশ পাইলে, ধনে ও শুঁঠের কাথ বা মুথার রস ও মধু অথবা ভাজা জীরা চূর্ণ ও মধু সহ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

অগ্নিকুমার রস। প্রস্তুতবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মৃত্যুঞ্জয় রস। অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণরোগে পুরাতন জ্বর মৃদুভাবে প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে ।০ অর্দ্ধ তোলা জম্বীর (গোড়া-লেবুর) রস সহ সেবন করিতে দিবে; কিন্তু অজীর্ণদোষ প্রবল হওয়ায় জ্বরের বেগ অধিক হইলে, জম্বীররসের পরিবর্ত্তে পানের রস সহ সেবন করিতে

দেওয়া উচিত ; যেহেতু জ্বরের প্রবলাবস্থায় আমরসের বৃদ্ধিহেতু অম্লরসাত্মক জম্বীররস সহযোগে ঔষধ সেবনে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া থাকে।

মৃত্যুঞ্জয় রস। প্রস্তুতবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অজীর্ণ রোগে-শিরঃশূল ও গাত্রবেদনা-চিকিৎসা।

রামবাণরস। আমাজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও বিষ্টব্ধাজীর্ণ প্রভৃতি রোগে ক্রমশঃ কটিদেশ, গ্রীবা, ও অন্যান্য সন্ধিস্থান বা সর্ব্বাঙ্গে বেদনা অনুভূত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—নিসিন্দাপাতার রস ও মধু। অজীর্ণতাবশতঃ দাস্ত বা পাতলা মল নির্গত হইলে, জীরাচূর্ণ ও মধু অথবা কেবলমাত্র জলসহ ঔষধ সেবন করিতে দিবে। জলবৎ পাতলা দাস্ত হইলে, মুথার রস ও মধুসহ প্রযোজ্য।

রামবাণ রস। প্রস্তুতবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রস। আমাজীর্ণ, বিষ্টব্ধাজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, তৎসঙ্গে শিরোবেদনা, চক্ষুর দৃষ্টিহানি ও গাত্রবেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, এইরূপ অবস্থায় রোগীকে এই ঔষধ প্রত্যহ প্রাতে নিসিন্দাপাতার রস বা পানের রস ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। জ্বরাদি রোগেও, শিরোবেদনা এবং গাত্রবেদনা থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার হয়।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রস। প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাতগজেন্দ্রসিংহ। অগ্নিমান্দ্য, আমাজীর্ণ ও বিদগ্ধাজীর্ণ রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, অর্থাৎ পুরাতন অবস্থায় কটিদেশ, হস্ত, পদ ও অন্যান্য স্থানে বেদনা বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতাজীর্ণরোগে সর্ব্বদা কোষ্ঠকাঠিন্যাবস্থায় ইহা প্রয়োগে শীঘ্র উপকার পাওয়া যায় না। অনুপান—হরীতকী চূর্ণ বা হরীতকী বাটা ও সৈন্ধবলবণ।

অজীর্ণরোগে—শূল-চিকিৎসা।

শূলহরণযোগ। অগ্নিমান্দ্য, আমাজীর্ণ ও বিষ্টব্ধাজীর্ণ প্রভৃতি রোগে ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ রোগীর আমাশয়, পক্কা-শয় বা বস্তিস্থানে (নাভির নিম্নভাগে) কাহারও বা সমস্ত উদরে বেদনা প্রকাশ পায়; অজীর্ণদোষ হইতে এইরূপ বেদনা উপস্থিত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ উষ্ণ দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। উদরের স্থান-বিশেষে নিয়মিত কালে প্রত্যহ বেদনা প্রকাশ পাইলেও, এই ঔষধে উপকার পাওয়া যায়। অজীর্ণ-জনিত সাধারণ বেদনায় ইহা প্রযোজ্য নহে।

শূলহরণযোগ। প্রস্তুতবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শঙ্খাদিচূর্ণ। অগ্নিমান্দ্য, আমাজীর্ণ ও বিষ্টব্ধাজীর্ণ প্রভৃতি রোগে উদরের স্থান বিশেষে প্রত্যহ বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই চূর্ণ রোগীকে উষ্ণ জলসহ সেবন করিতে দিবে। অজীর্ণদোষে সাধারণ বেদনায়, এই ঔষধ প্রয়োজ্য নহে।

শঙ্খাদিচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিসূচিকারোগে—হিক্কা ও বমন চিকিৎসা।

চন্দ্রকান্তি রস। বিসূচিকারোগে বমন উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বায়ুর প্রকোপ বশতঃ উদরাধ্মান এবং মলমূত্ররোধ অথবা তজ্জনিত কোন লক্ষণ উপস্থিত হইলে, ইহা সেবন নিষিদ্ধ। অনুপান—শশারবীজ বাটা ও স্তনদুগ্ধ।

চন্দ্রকান্তিরস। প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ। বিসূচিকারোগে পুনঃপুনঃ বমন প্রকাশ পাইলে এবং পিত্তের প্রকোপ বশতঃ বমনে তিক্তরসবিশিষ্ট নীল অথবা হরি-দ্রাভ জলীয় পদার্থ নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। যাহাদের বমনে পিত্তের আধিক্য প্রকাশ পায়, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ

অত্যন্ত উপকারী। বমনের সহিত হিক্কা প্রকাশ পাইলেও, ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অনুপান—শশারবীজ বাটা ও স্তনদুগ্ধ।

পিপ্পল্যাদ্য লৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃষধ্বজ রস। বিসূচিকারোগে পুনঃপুনঃ বমন লক্ষিত হইলে এবং বায়ু-জনিত উপদ্রব অর্থাৎ উদরাধ্মান ও মলমূত্ররোধ প্রভৃতির নিবৃত্তি হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বিসূচিকারোগের পুরাতন অবস্থায় বাতশ্লেষ্মাপ্রধান রোগীকে ইহা ব্যবস্থা করা যায়। এই ঔষধ বমননিবৃত্তিকর এবং ক্ষুধাবর্দ্ধক। অনুপান—শালপাণীর রস।

বৃষধ্বজরস। প্রস্তুতবিধি ৩২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিসূচিকারোগে-উদরাধ্মান, মল ও মূত্ররোগ-চিকিৎসা।

দারুষট্কপ্রলেপ। বিসূচিকারোগে অন্যান্য উপদ্রবের সহিত অথবা কেবলমাত্র উদরাধ্মান লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া রোগীর উদরে প্রলেপ প্রদান করিবে। যাবৎ উদরাধ্মানের নিবৃত্তি না হয় অথবা পুনরায় আধ্মানের আশঙ্কা থাকে, তাবৎ এই প্রলেপ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

দারুষট্কপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যবপ্রলেপ। বিসূচিকারোগের প্রবলাবস্থায় অন্যান্য উপদ্রবের সহিত অথবা কেবলমাত্র উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে, উদরে এই ঔষধ প্রলেপ দিবে।

যবপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ম্মুখ রস। বিসূচিকারোগে প্রস্রাব বন্ধ, হাতে, পায়ে খাইল ধরা ও অন্যান্য উপদ্রবের সহিত উদরাধ্মান লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—চাউল ধোয়া জল।

চতুর্ম্মুখরস। প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্ষারযোগ। বিসূচিকারোগের প্রবলাবস্থায় উদরাধ্মান এবং তৎসঙ্গে প্রস্রাব বন্ধ হইলে, এই ঔষধ এক ঘণ্টা অন্তর রোগীকে সেবন

করিতে দিবে। অনুপান—সোয়া ভিজান জল অথবা পাথরকুচির পাতার রস। প্রস্রাব হইলে, ঔষধ সেবন বন্ধ করিবে।

কারযোগ। স্বর্ণসিন্দূর ও প্রবালভস্ম ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ এবং যবক্ষার উভয়ের সমষ্টির তুল্য লইয়া পাথরকুচির রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৫ রত্তি।

বটপত্রী প্রলেপ। বিসূচিকারোগের প্রবল অবস্থায় রোগীর প্রস্রাব বন্ধ হইলে এবং তৎসঙ্গে উদরাধ্মান প্রভৃতি অন্যান্য উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ দ্বারা বস্তিস্থানে প্রলেপ দিবে। প্রস্রাব যথারীতি পরিষ্কার হইলে, প্রলেপ বন্ধ করিবে।

বটপত্রীপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিম্বিকাদ্য প্রলেপ। বিসূচিকারোগের প্রবল অবস্থায় রোগীর প্রস্রাব বন্ধ হইলে ও তৎসঙ্গে উদরাধ্মানাদি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ বস্তি-স্থানে প্রয়োগ করিবে। যাবৎ প্রস্রাব না হয়, তাবৎ পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে।

বিম্বিকাদ্য প্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গ্বাদ্যা বর্ত্তি। বিসূচিকারোগে দাস্ত বন্ধ হওয়ায় উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে, এই বর্ত্তি যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া মলদ্বারে প্রবেশ করাইবে। ইহা ব্যবহারে দাস্ত হয় এবং উদরাধ্মানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিকট্বাদ্যা বর্ত্তি। বিসূচিকারোগে অধোগত বায়ু রুদ্ধ হওয়ায় দাস্ত ও প্রস্রাব বন্ধ হইলে, এই বর্ত্তিতে কিঞ্চিৎ ঘৃত মাখাইয়া মলদ্বারে প্রবেশ করাইবে। ইহা ব্যবহারে দাস্ত পরিষ্কার ও প্রস্রাব হয় এবং উদরাধ্মান হ্রাস পায়।

ত্রিকট্বাদ্যাবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিসূচিকারোগে—পিপাসা-চিকিৎসা।

তৃষ্ণান্তক রস। বিসূচিকারোগে রোগী পিপাসায় অভিভূত হইলে, এই ঔষধ মুহুর্মুহুঃ মধুসহ লেহন করিতে দিবে; রোগী লেহন করিতে (চাটিয়া খাইতে) অসমর্থ হইলে, তাহার জিহ্বার উপর লাগাইয়া দিবে;

তৃষ্ণান্তক রস। কাবাবচিনি ১ তোলা, যষ্টিমধু ।০ তোলা, কজ্জলী ।০ আনা; এই সকল চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা /০ এক আনা বা ৵০ দুই আনা।

কর্পূরপানীয়। বিসূচিকারোগে রোগী পিপাসায় অভিভূত হইলে, এই জল তাহাকে পিপাসা কালে, পুনঃপুনঃ পান করিতে দিবে।

(৪০৩) কর্পূরপানীয়। শীতল জল ১ তোলা ও কর্পূর ৩ রতি একত্র ভিজাইয়া রাখিবে।

জম্বুক্কাথ। বিসূচিকারোগের প্রবলাবস্থায় নিরন্তর পিপাসা প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে বমন বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্কাথ শীতল করিয়া অল্প অল্প মাত্রায় রোগীকে পান করিতে দিবে।

জম্বুক্কাথ। জামের কচিপাতা ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা প্রক্ষেপ মধু ।০ অর্দ্ধ তোলা।

বিসূচিকারোগে—হিমাঙ্গ, জ্ঞানলোপ ও নাড়ীর গতিরবিপর্য্যয়-চিকিৎসা।

মৃতসঞ্জীবনীসুরা। বিসূচিকারোগে নাড়ীর গতির শিথিলতা এবং শ্লেষ্মার আধিক্য বশতঃ রোগীর শরীর শীতল বোধ হইলে, এই ঔষধ তাহাকে ১ ঘণ্টা বা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। ইহা সন্নিপাত জ্বরে হিমাঙ্গ অবস্থায় রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া যায়। এই ঔষধ সেবনে সুনিদ্রা হইলে, বিসূচিকারোগের শান্তি হয়।

মৃতসঞ্জীবনীসুরা। প্রস্তুতবিধি ৩২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মৃগমদাসব। বিসূচিকারোগের প্রবলাবস্থায় রোগীর জ্ঞান-লোপ, শরীরের শীতলতা, নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ তাহাকে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। যাবৎ নাড়ীর গতি স্বাভাবিক অবস্থা ধারণ না করে এবং শরীর উষ্ণবোধ না হয়, তাবৎ এই ঔষধ পুনঃপুনঃ সেবন করাইবে। সান্নিপাত জ্বরে হিমাঙ্গ ও নাড়ীর গতির শিথিলতা অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিকার ভাব লক্ষিত হইলে, ইহা অত্যন্ত উপকারী।

মৃগমদাসব। প্রস্তুতবিধি ৩২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মৃগনাভিযোগ। বিসূচিকারোগের প্রবলাবস্থায় নাড়ীর শিথিলতা, শরীরের শীতলতা ও জ্ঞানলোপ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। সমধিক ঘর্ম্ম বা বমন দ্বারা নাড়ী শিথিল এবং হিমাঙ্গ হইলে, ইহা প্রয়োগে তাদৃশ উপকার হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

মৃগনাভি যোগ। প্রস্তুতবিধি ৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব (মতান্তরে)। বিসূচিকারোগে শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ শরীরের শীতলতা, জ্ঞানলোপ, ও নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রুদ্রাক্ষ-ঘসা ও স্তনদুগ্ধ অথবা তালের বাগুড়ার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। পিত্তের আধিক্য বশতঃ বমন প্রবল থাকিলে, ইহা দ্বারা তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না; কিন্তু বমন নিবৃত্তি-হইলে, অথবা অল্প বমন থাকিলে, শশার বীজের শাঁস ও স্তনদুগ্ধ সহ সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব [মতান্তরে]। প্রস্তুতবিধি ৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ সূচিকাভরণ রস। বিসূচিকারোগে শ্লেষ্মার সমধিক প্রকোপবশতঃ নাড়ীর গতিলোপ, শরীর একেবারে শীতল, জ্ঞানলোপ ও অন্যান্য উপদ্রব প্রকাশ পাইলে এবং অন্য কোনও ঔষধে কোন উপকার না হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ঔষধ সেবনান্তে নাড়ী কথঞ্চিৎ উষ্ণবোধ হইলে, সেই মুহূর্ত্তেই রোগীর মস্তক ও গাত্রে তিল তৈল মাখাইয়া জলধারা দিবে এবং বিবিধ শীতল দ্রব্য অর্থাৎ দধি, নারিকেলজল প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ রোগীকে পান করিতে দিবে। একটী বটী সেবন করাইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত তাহার গুণ পরীক্ষা করিবে। এক বটীতে উপকার না হইলে, পুনরায় আর এক বটী সেবন করিতে দিবে এবং তাহাতেও উপকার না হইলে, অর্দ্ধঘণ্টা পরে আর এক বটী সেবন করাইবে। এইরূপ ৪।৫টী বা অবস্থা-বিশেষে ও বয়ঃক্রম অনুসারে ৭।৮টী বটীও প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধ বালক, বৃদ্ধ বা গর্ভিণীদিগকে কদাপি সেবন করাইবে না। অনুপান—ডাবের জল।

বৃহৎ সূচিকাভরণ রস। প্রস্তুতবিধি ৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ চন্দ্রোদয়মকরধ্বজ। বিসূচিকারোগে অত্যধিক দাস্ত ও বমন এবং অন্যান্য উপদ্রব সমূহ দ্বারা রোগীর শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল, নাড়ীর শিথিলতা এবং যাবতীয় শারীরিক শক্তির হীনতা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রত্যহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। দাস্ত, বমন ও উদরাধ্মান প্রভৃতি উপদ্রব সমূহ বিদ্যমানে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে। উপদ্রব সমূহ দূরীভূত হইলে, নাড়ীর সুস্থতা ও শরীরের যথোচিত তাপ সংরক্ষণার্থ, এই ঔষধ পানের রস সহ প্রয়োগ করা আবশ্যক। বায়ু ও পিত্তপ্রধান শরীরে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য নহে। অনুপান—পানের রস ও মধু।

বৃহৎ চন্দ্রোদয়মকরধ্বজ। স্বর্ণসিন্দূর ৮ তোলা, কর্পূর ৮ তোলা, এবং জাতীফল মরিচ ও লবঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেক ৩২ তোলা, মৃগনাভি ।• তোলা, এই সমুদয় একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ৫ রতি।

মকরধ্বজ বটিকা। বিসূচিকারোগে বমন, দাস্ত, হিক্কা, ও অন্যান্য উপদ্রব দ্বারা শরীরের সমধিক দুর্ব্বলতা, নাড়ীর শিথিলতা, ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে পানের রস ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে। উপদ্রবসমূহ বিদ্যমানে শরীর সমধিক দুর্ব্বল বা কৃশ হইলে, এই ঔষধ সেবনে বিশেষ কোনও উপকার হয় না; ইহা সেবনে শরীরের দুর্ব্বলতা ও তজ্জনিত নাড়ীর বিশৃঙ্খলতা বিনষ্ট হয়। রোগী সমধিক দুর্ব্বল হইলে, মাংসের যূষ ও দুগ্ধ প্রভৃতি পুষ্টিকর ও বলকর পথ্যের ব্যবস্থা করিবে।

মকরধ্বজ বটিকা। প্রস্তুতবিধি ৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিসূচিকারোগে—খল্লী-চিকিৎসা।

কুষ্ঠাদ্যমর্দ্দন ও কুষ্ঠাদ্যতৈল। বিসূচিকারোগে হাতে ও পায়ে খাইল ধরিলে ও রোগী উদরের বেদনায় অভিভূত হইলে, এই ঔষধ তাহার তৎতৎ স্থানে মর্দ্দন করিতে দিবে। যাবৎ খাইল ধরা নিবৃত্তি না হয়, তাবৎ এই ঔষধ রোগীর হাতে ও পায়ে মালিষ করিবে। খল্লীনামক বাতব্যাধিরোগে এই মর্দ্দন এবং এই তৈল প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়।

কুষ্ঠাদ্যমর্দ্দন ও কুষ্ঠাদ্যতৈল। কুড় ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক ২ তোলা লইয়া তিলতৈল ।৵০ অর্দ্ধ পোয়া এবং কাঁজি অর্দ্ধ পোয়া সহ মিশ্রিত করতঃ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া লইবে। ইহা দ্বারা তৈল পাক করিতে হইলে, তিলতৈল ১ সের, চুক্র:(অভাবে কাঁজি) ৪ সের। কল্কার্থ—সৈন্ধব লবণ ৮ তোলা ও কুড় ৮ তোলা লইয়া যথাবিধি পাক করিবে।

দার্ব্বাদি মর্দ্দন ও দার্ব্বাদি তৈল ঃ বিসূচিকা-রোগে হাতে পায়ে খাইল ধরিলে, এই ঔষধ রোগীর তৎতৎ স্থানে মালিষ করিতে দিবে। যে পর্য্যন্ত খাইল ধরা নিবৃত্তি না হয়, তাবৎ মালিষ করা উচিত। এই ঔষধ দ্বারা তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলেও, খাইল ধরা নিবৃত্তি হয়। খল্লী নামক বাতব্যাধিরোগে এই তৈল প্রয়োগ করা যায়।

দার্ব্বাদি মর্দ্দন ও দার্ব্বাদি তৈল। দারচিনি, তেজপাতা, রাস্না, অগুরু, শজিনাছাল, কুড়, বচ, ও শুল্‌ফা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া কাঁজিদ্বারা উত্তমরূপে পেষণ করিবে। এই ঔষধ দ্বারা তৈল পাক করিতে হইলে, তিল তৈল /১ সের ও কাঁজি /৪ সের এবং কল্কার্থ—দারচিনি, তেজপাতা, রাস্না, অগুরু, শজিনাছাল, কুড়, বচ ও শুল্‌ফা; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা লইয়া যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

অলসক ও বিলম্বিকারোগে—
উদরাধ্মান-চিকিৎসা

বচাদি-প্রলেপ ঃ অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাধ্মান প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে মলমূত্ররোধ ও উদ্গার প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া রোগীর উদরে প্রলেপ দিবে। ২।৩ ঘণ্টা অন্তর পুনরায় প্রলেপ পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

বচ-প্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দারুষট্‌ক প্রলেপ ঃ অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাধ্মান প্রবল এবং তজ্জন্য দাস্ত ও প্রস্রাব একেবারে বন্ধ হইলে ও সময় সময় উদ্গার প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ রোগীর উদরে প্রদান করিবে। অলসক ও বিলম্বিকারোগে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ২।৩ ঘণ্টা অন্তর প্রলেপ পরিবর্ত্তন করিয়া পুনরায় নূতন প্রলেপ দিলে, সমধিক উপকার হয়।

দারুষট্‌ক প্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কাঞ্জিকস্বেদ। অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে, উদরে পুনঃ পুনঃ স্বেদ প্রদান করা কর্ত্তব্য; যাবৎ আধ্মানের নিবৃত্তি না হয়, তাবৎ এইরূপ স্বেদ প্রদান আবশ্যক।

কাঞ্জিক স্বেদ। প্রস্তুতবিধি ৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ফলবর্ত্তি। অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাধ্মান প্রবল এবং তজ্জন্য দাস্ত ও প্রস্রাব বন্ধ হইলে, এই বর্ত্তি গুহ্যদেশে প্রবেশ করাইয়া কিছু সময় রাখিয়া দিবে। এইরূপ ভাবে বর্ত্তি কিছুক্ষণ থাকিলে, বায়ু নির্গত এবং কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে। এই বর্ত্তি বিসূচিকা ও অন্যান্য বায়ুপ্রধান রোগে আধ্মান-নিবর্ত্তক।

ফলবর্ত্তি। ময়নাফল, পিপুল, কুড়, বচ ও শ্বেত সর্ষপ; ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ; গুড়-সর্ষপবাদ এবং দুগ্ধ উপযুক্ত পরিমাণে লইয়া একত্র পেষণ করতঃ বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে।

হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ। অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণ জল সহ দুই ঘণ্টা অন্তর রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অজীর্ণজন্য অলসকরোগের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিলে, বিশেষ উপকার হয়। রোগের প্রবলাবস্থায় ও অন্যান্য বাহ্য প্রলেপাদি ব্যবহার কালেও, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—উষ্ণজল।

হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বহ্ন অগ্নিমুখচূর্ণ। অলসক ও বিলম্বিকারোগে রোগীর উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। অজীর্ণদোষ বিদ্যমান থাকিলে, রোগের প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। রোগ প্রবল হইলে, বাহ্য প্রলেপ প্রয়োগকালেও, ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। উদরাধ্মান হ্রাস পাইলে, এই ঔষধ প্রয়োগে কোষ্ঠ শুদ্ধি হয় এবং রোগীর ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়। অলসক ও বিলম্বিকারোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে এই ঔষধ অতি উপকারী। অনুপান—উষ্ণজল।

বহ্ন অগ্নিমুখ চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হরীতক্যাদি চূর্ণ। অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে, এই চূর্ণ রোগীকে এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। রোগের

প্রবল অবস্থায় অন্যান্য বাহ্য ঔষধ প্রয়োগ-কালে, ইহা আমিয়িক প্রয়োগ করিবে। অনুপান—উষ্ণ জল।

হরীতক্যাদি চূর্ণ। হরীতকী, পিপুল, সৌবর্চ্চললবণ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵৹ দুই আনা।

চতুর্ম্মুখ রস। অলসক ও বিসূচিকারোগে উদরাধ্মান এবং তৎসঙ্গে মলমূত্ররোধ ও উদ্গার প্রকাশ পাইলে, রোগীকে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ইহার ১ রতী সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর অনুলোম হয়; অলসক ও বিলম্বিকারোগে বায়ুর সমধিক প্রবলাবস্থায় এবং বাতপিত্তাধিক শরীরে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—ত্রিফলাভিজান জল।

চতুর্ম্মুখ রস। প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চিন্তামণি রস। অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাধ্মান এবং তৎসঙ্গে মলমূত্ররোধ ও উদ্গারাধিক্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ত্রিফলাভিজান জল।

চিন্তামণি রস। প্রস্তুতবিধি ৩৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গ্বাদ্যবর্ত্তি। অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে দাস্ত ও প্রস্রাব একেবারে বন্ধ হইলে, এই বর্ত্তি রোগীর গুহ্যদেশে কিছুকাল অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত উদরাধ্মানের নিবৃত্তি বা মলত্যাগ না হয়, তাবৎ প্রবেশ করাইয়া রাখিবে; এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা উদরাধ্মানের নিবৃত্তি ও কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে।

হিঙ্গ্বাদ্যবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিকটুকাদ্যা বর্ত্তি। অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাধ্মান প্রবল এবং তজ্জন্য দাস্ত ও প্রস্রাব বন্ধ হইলে, এই বর্ত্তিতে কিঞ্চিৎ ঘৃত মাখাইয়া রোগীর গুহ্যদেশে প্রবেশ করাইবে। ইহা দ্বারা বায়ু অনুলোম এবং কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে।

ত্রিকটুকাদ্যা বর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অলসক ও বিলম্বিকারোগে- মল ও মূত্ররোধ-চিকিৎসা।

বটপত্রী প্রলেপ। অলসক ও বিলম্বিকারোগে প্রস্রাব বদ্ধ এবং রোগীর বস্তি-স্থান স্ফীত হইলে, এই প্রলেপ বস্তিস্থানে লাগাইয়া দিবে। ইহা দ্বারা বস্তিগত বায়ু অনুলোম হয় এবং প্রস্রাব হইতে থাকে।

বটপত্রী প্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আমলকী-প্রলেপ। অলসক ও বিলম্বিকারোগে প্রস্রাব বদ্ধ হইলে, বস্তি স্থানে এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

আমলকী প্রলেপ। শুষ্ক আমলকীর বীজ পরিত্যাগ করিয়া উহাকে জলে মর্দ্দন করিয়া বস্তি স্থানে প্রলেপ দিবে।

সুকুমার মোদক। অলসক ও বিলম্বিকারোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, বাহ্য ও আময়িক অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, এই ঔষধ উষ্ণ জল সহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

সুকুমার মোদক। প্রস্তুতবিধি ৩৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকারোগে-পথ্য।

অগ্নিমান্দ্য ও বিষমাগ্নিরোগের প্রথমাবস্থায় মধ্যাহ্নে অতি পুরাতন রক্ত-শালী তণ্ডুলের অন্ন, কই, খলিসা, শিঙ্গি ও মৌরলা প্রভৃতি ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল, বেতের ডগা, বেতোশাক, কচি মূলা, কাঁচাকলা, পটোল, শজিনার ডাটা, কচিবেগুণ, গন্ধভাদুলেশাখ ও করোলা প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যঞ্জন ও অন্যান্য লঘুপাক দ্রব্য এবং রাত্রিতে খৈরমণ্ড, যবমণ্ড, বার্লি, সাগু বা কাঁচামুগের যূষ পথ্য দিবে। ঐ রোগে সর্ব্বদা উষ্ণ জল পান এবং উষ্ণ জল শীতল করিয়া তাহাদ্বারা রোগীকে স্নান করান বিধেয়, এবং যাহাতে রাত্রিতে সুনিদ্রা হয়, এরূপভাবে শয়নেরব্যবস্থা করা উচিত। রোগ পুরাতন হইলে, অথবা রোগ অনেকাংশে নিবৃত্তি হইলে, মধ্যাহ্নে ঐ সমস্ত দ্রব্য এবং রাত্রিতেও অন্নব্যঞ্জনাদি সহমত পথ্য দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তীক্ষাগ্নি-

রোগে পুনঃ পুনঃ আহার এবং গুরুপাক ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য অর্থাৎ দধি প্রভৃতি ও অন্যান্য দ্রব্য রোগের প্রবলতা বিবেচনা করিয়া পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। এইরোগে আহারান্তে দিবানিদ্রা প্রশস্ত।

আমাজীর্ণ রোগের প্রারম্ভে বা প্রকোপাবস্থায় অতি লঘুপথ্য, সাগু, যবমণ্ড অর্থাৎ বার্লি, অন্নমণ্ড বা খৈরমণ্ড রোগীকে প্রদান করিবে এবং অগ্নি সবল ও উপদ্রব সমূহ হ্রাস হইলে, অগ্নিমান্দ্য রোগের পথ্যাবৎ প্রাতে অতি পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন ও রাত্রিতে যবমণ্ড বা সাগু প্রভৃতি পথ্য দিবে এবং উষ্ণজল পান ও উষ্ণজল শীতল করিয়া রোগীকে স্নান করাইবে। রোগ নিবৃত্ত হইলে মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে অতি পুরাতন রক্তশালি তণ্ডুলের অন্ন ও ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল ও অন্যান্য ব্যঞ্জনাদি প্রদান করিবে। দেশ কাল ও রোগীর প্রকৃতিভেদে রাত্রিতে সুজির রুটী ও ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল পথ্য দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু গুরুপাক দ্রব্য, অধিক পরিমানে আহার, শীতল বা বাসি দ্রব্য পথ্য দেওয়া কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

বিষ্টব্ধাজীর্ণরোগেও, আমাজীর্ণের ন্যায় রোগারম্ভে অতি লঘুপাক দ্রব্য পথ্য, উষ্ণজল পান এবং উষ্ণজলে স্নানের ব্যবস্থা করিবে এবং রোগের বিবিধ উপদ্রব নিবৃত্তি হইলে; আমাজীর্ণরোগের ন্যায় মধ্যাহ্নে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল এবং অগ্নিমান্দ্যরোগের পথ্যানুযায়ী বিবিধ দ্রব্যের ব্যঞ্জন, রাত্রিতে সাগু, যবমণ্ড, মুগেরযূষ বা মসুরযূষ প্রভৃতি এবং রোগী আরোগ্যলাভ করিলে, মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল ও অন্যান্য পূর্ব্বোক্ত ব্যঞ্জনাদি পথ্য দিবে।

বিদগ্ধাজীর্ণেও, পূর্ব্ববৎ লঘু অথচ পিত্তনাশক অন্ন-পানীয় এবং অম্লপিত্ত-রোগের পথ্যানুসারে তিক্ত, মধুরাদি দ্রব্য অবস্থাবিশেষে পথ্য দেওয়া যায়। তক্র (ঘোল), কাঞ্জি প্রভৃতি অজীর্ণরোগীর পক্ষে সমধিক উপকারী।

বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকারোগের প্রবল অবস্থায়, রোগীকে প্রথমে লঙ্ঘন প্রদান কর্ত্তব্য, অনন্তর অতি লঘুপথ্য, যথা—সাগু যবমণ্ড, শটীরপোলো, এরারুট, বা চিড়ার মণ্ড প্রভৃতি আবশ্যকমত সেবন করিতে দিবে অর্থাৎ রোগের প্রকোপাবস্থায় উপবাস ও ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা উপদ্রবসমূহ নিবৃত্ত হইলে অগ্নির বল অনুসারে সাগু বা বার্লি প্রভৃতি পথ্য দেওয়া যাইতে পারে,

তদনন্তর মলের পরিপক্বতা, প্রস্রাব পূর্ব্ববৎ নির্গমন, উদরাধ্মান, বমন ও উদরের বেদনা প্রভৃতি নিবৃত্ত হইয়া, অগ্নি সবল হইলে ও ক্ষুধা যথোচিত প্রকাশ পাইলে রোগীকে মধ্যাহ্নে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল এবং অগ্নিমান্দ্যরোগের পথ্যানুযায়ী পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। রাত্রিতে সাগু, যবমণ্ড প্রভৃতি পথ্য এবং উষ্ণ জল পান করিতে দেওয়া আবশ্যক। এইরূপ ভাবে কিছুদিন অতীত হইলে এবং শরীর সবল ও ক্ষুধা প্রকাশ পাইলে, মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে দুই বেলা অন্ন পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। যে পর্য্যন্ত রোগীর শারীরিক বল ও অগ্নিবল যথারীতি প্রকাশ না পায়, তাবৎ গুরুপাক দ্রব্য অর্থাৎ দধি, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রদান করা উচিত নহে। শরীরের বল রক্ষার্থ পায়রা, কুক্কুট, হরিণ, খরগোশ ও লাবপক্ষী প্রভৃতির মাংসের অতি পাতলা যূষ রোগীকে প্রদান করা যাইতে পারে। বিসূচী, অলসক ও বিলম্বিকারোগে অতি সাবধানে রোগীকে পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য, যেহেতু পথ্যের অনিয়ম হইলে, পুনর্ব্বার রোগ প্রবল হইয়া রোগীর প্রাণ বিনাশ করিতে পারে। অনিচ্ছাক্রমে বা অজীর্ণে পুনরায় ভোজন, রাত্রিজাগরণ, অধিক জলপান, পীচক আলু, ছানা, ক্ষীর, দধি, সরবৎ, মিঠাই, ঘৃত ও তৈলবহুল দ্রব্য, মাংস, ক্ষীর ও মৎস্যাদি বিরুদ্ধদ্রব্য একত্র ভোজন; সর্ব্বপ্রকার ডাইল, বাসি বা পচা মৎস্যের ব্যঞ্জনাদি ও অধিক মিষ্ট-দ্রব্য সেবন, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকারোগে সর্ব্বদা পরিত্যজ্য। যে পর্য্যন্ত রোগী সবল না হয়, ততদিন উষ্ণজল শীতল করিয়া তাহা দ্বারা স্নান করান আবশ্যক।

অম্ল-চিকিৎসা।

অম্লপিত্তরোগের লক্ষণ।

অম্লপিত্তের সাধারণ লক্ষণ। ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাক, ক্লান্তিবোধ, বমন, তিক্ত অথবা অম্ল উদ্গার, শরীর ভারবোধ, বক্ষঃস্থল ও গলা জ্বালা এবং অরুচি এই সমস্ত অম্লপিত্তরোগের সাধারণ লক্ষণ।

অধোগত অম্লপিত্তের লক্ষণ। হরিৎ, পীত অথবা অন্যান্য বর্ণবিশিষ্ট দুর্গন্ধ, পাতলা মলভেদ এবং পিপাসা, দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, জ্ঞানের বিপর্য্যয়, বমনবেগ, শরীরের স্থানে স্থানে কোঠ (চক্রাকার) উৎপত্তি, অগ্নিমান্দ্য, রোমাঞ্চ, ঘর্ম্ম ও শরীরের পীতাভ, এই সমস্ত উপদ্রব অধোগত অম্লপিত্তরোগের লক্ষণ।

ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তের লক্ষণ। ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্ত-রোগে হরিৎ, পীত, নীল, কৃষ্ণ, ঈষৎ রক্তাভ, বা রক্তাভ, মাংস প্রক্ষালিত জলের ন্যায় পিচ্ছিল, কফ সংসৃষ্ট এবং বিবিধ বর্ণযুক্ত, তিক্ত, অম্ল বা লবণ রসাত্মক বমন, ভুক্তদ্রব্যের বিদগ্ধাজীর্ণ অবস্থায় অথবা অভুক্তাবস্থায় বমন করিলে, তিক্ত বা অম্লরসাত্মক বমন এবং উদগারেও ঐরূপ তিক্ত বা অম্লরস প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এই রোগে হৃদয়, কণ্ঠ ও কুক্ষিদেশে দাহ, শিরো-বেদনা, হাত, পা জ্বালা, শরীর সর্ব্বদা উষ্ণবোধ, অত্যন্ত অরুচি, চুলকণা, মণ্ডলাকৃতি বহুসংখ্যক পীড়কার উৎপত্তি, অবিপাক ও বমন-বেগ ; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং রোগী কফপিত্তলক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে।

বাতিক অম্লপিত্তের লক্ষণ। কম্প, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, শরীর ঝিন্‌ঝিন্‌বোধ, অবসাদ, গাত্র-বেদনা, অন্ধকারবৎ দর্শন, বিভ্রম, মোহ ও শরীর-রোমাঞ্চ ; এই সমস্ত লক্ষণ বাতিক অম্লপিত্তরোগে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক অম্লপিত্তের লক্ষণ। মুখ হইতে শ্লেষ্মা-ক্ষরণ, শরীরের গুরুতা, জড়তা ও অবসাদ, অরুচি, শীতবোধ, বমি, কফ-লিপ্তপ্রায় বোধ, অগ্নিমান্দ্য, বলহানি, কণ্ডু ও অতিশয় নিদ্রা ; এই সমস্ত লক্ষণ অম্লপিত্তরোগে কফের আধিক্য থাকিলে প্রকাশ পায়।

বাতশ্লৈষ্মিক অম্লপিত্তের লক্ষণ। কম্প, প্রলাপ ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি বাতিক অম্লপিত্তের লক্ষণ এবং মুখ হইতে শ্লেষ্মক্ষরণ, শরীর ভারবোধ ও জড়তা প্রভৃতি শ্লৈষ্মিক অম্লপিত্তের লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পাইলে, তাহাকে বাতশ্লৈষ্মিক অম্লপিত্ত কহে।

শ্লেষ্মপিত্তরোগের লক্ষণ। অন্ধকারবৎ দর্শন, আলস্য, শিরোবেদনা, প্রসেক (লালাস্রাব), মুখের মধুর আস্বাদ, এই সমস্ত শ্লেষ্মপিত্তের লক্ষণ।

অম্লপিত্তরোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ। অম্ল-পিত্তরোগ অল্পদিন হইতে প্রকাশ পাইলে এবং যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করিলে উহা সাধ্য। বহুদিনোৎপন্ন এবং কুপথ্যসেবী ব্যক্তির অম্লপিত্ত অসাধ্য।

অম্লপিত্তরোগের চিকিৎসা-বিধি।

বিরুদ্ধ দ্রব্য, দূষিত অন্ন, বিদাহি দ্রব্য ও অন্যান্য পিত্তপ্রকোপকারী দ্রব্য ভোজনে পাচকাগ্নি বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইতে উর্দ্ধগত ও অধোগত উভয়বিধ অম্লপিত্তরোগের প্রায় সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পাইয়া থাকে ; কিন্তু বিদগ্ধাজীর্ণে অম্লপিত্তের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় না, অথচ বিদগ্ধাজীর্ণ হইতে অনেক স্থলে, অম্লপিত্তরোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। অধোগত অম্লপিত্তরোগের চিকিৎসার সহিত পৈত্তিক গ্রহণীর চিকিৎসার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। অম্ল-পিত্তরোগ প্রবল হইলে, যখন অন্যান্য বাহ্য লক্ষণ (গাত্রে কোঠ বা মণ্ডলাকৃতি চিহ্ন ও পীড়কা প্রভৃতির উৎপত্তি) এবং হৃদয় ও মস্তক প্রভৃতি স্থানে শূল ও উদরে গুল্মাদি প্রকাশ পায়, তখন উহার চিকিৎসা সাধারণ চিকিৎসাপ্রণালী হইতে অনেকাংশে পৃথক্ বুঝিতে হইবে। উর্দ্ধগত এবং অধোগত উভয়বিধ অম্লপিত্তরোগেই পিত্তের আধিক্য প্রকাশ পায়। উর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে বিবিধবর্ণের পাতলা দাস্ত হইয়া থাকে ; অতএব বমন ও দাস্ত দ্বারা অম্লপিত্তরোগের গতি নিরূপণ করা যায়। অবস্থাবিশেষে এই বমন ও দাস্ত যুগপৎ লক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা হইলে, অম্লপিত্ত-রোগ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। বিদগ্ধাজীর্ণরোগ অহিতাচরণ বশতঃ পৈত্তিকগ্রহণী অথবা উভয়বিধ অম্লপিত্তে পরিণত হইতে পারে। বিবিধ-কারণে পাচকাগ্নির বিদাহই অম্লপিত্তের প্রধান কারণ।

অম্লপিত্তে বমন। বমন অম্লপিত্তরোগের একটী প্রধান উপদ্রব ; কিন্তু,উর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগেই বমন প্রবল হয়, অধোগত অম্লপিত্তরোগে সময় সময়

বমনবেগ মাত্র প্রকাশ পায় এবং শ্লেষ্মপিত্তরোগেও সময় সময় বমন প্রকাশ পাইয়া থাকে। অম্লপিত্তরোগে বমন অনেক স্থানে দুর্দ্দমনীয় হইয়া পড়ে, বিবিধ মুষ্টিযোগ ও বিবিধ ঔষধ দ্বারাও অনেক সময় উপকার পাওয়া যায় না। এই বমন বা উদ্গার—তিক্ত, অম্ল বা কটু প্রভৃতি রসবিশিষ্ট হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, পিত্তের আধিক্য বা বিকৃতি বশতঃই ঐরূপ হয়, তথাপি ভুক্ত-দ্রব্যের অপরিপাকবশতঃ অম্লরসাত্মক বমন হইয়া থাকে। ক্রিমির প্রকোপ বশতঃ অথবা ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়ার অন্তে তিক্তবহুল অম্লরসযুক্ত বমন প্রকাশ পায়; অনেক স্থলে, তিক্ত,অম্ল ও কটু রসাত্মক ভুক্তদ্রব্যের রস হইতে তিক্ত, অম্ল বা কটুরসবিশিষ্ট বমন প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই প্রকার বমনে পাচকাগ্নির ক্রিয়ার ব্যতিক্রম সহজেই অনুমিত হয়। এইরূপ বমন প্রকাশ পাইলে, ধাত্রীলৌহ ও সপ্তামৃতলৌহ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু অম্লপিত্তরোগে হৃৎশূল ও গুল্মশূলাদি উপদ্রব সকল প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে বমন থাকিলে, ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে) ও অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অম্লপিত্তরোগে যাহাদের প্রায়শঃ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে; অথচ অজীর্ণ জন্য উদরাধ্মান বা অন্য কোনরূপ উপসর্গ প্রবলভাবে প্রকাশ পায় না, তাহাদিগকে বিরেচনার্থ হরীতকীখণ্ড বা অগস্ত্যচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সপ্তাহে ২।১ দিন প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে। বিরেচন দ্বারা অনেকাংশে বমনের নিবৃত্তি হয়; কিন্তু যাহাদের দাস্ত, উদরাধ্মান ও অজীর্ণজন্য বিবিধ উপদ্রব বিদ্যমান থাকে, তাহাদিগকে বিরেচক ঔষধ প্রদান না করিয়া, বমন নিবারণার্থ ধাত্রীলৌহ, ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে), সিতামণ্ডূর বা সপ্তামৃতলৌহ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অম্লপিত্তরোগে বমন ও দাস্ত, উভয় এক সময় প্রবল হইলে, প্রথমে বমন নিবারক ঔষধই প্রদান করা কর্ত্তব্য, কারণ এক সময়ে বমন ও দাস্ত উভয় বন্ধ করিলে, রোগ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা, অতএব বমনের নিবৃত্তি ও তজ্জনিত বুকজ্বালা, হৃৎশূল, পার্শ্বশূলাদি হ্রাস পাইলে, দাস্ত নিবারণার্থ ঔষধ প্রদান করিবে; কেবলমাত্র পিত্তপ্রশমনার্থ পিত্তান্তক-রস বা মহাপিত্তান্তকরস, অধিক পাতলা দাস্ত হইলে দিবসে ১ বার মাত্র সেবন করিতে দিবে।

অম্লপিত্তে উদরাধ্মান ঃ অধোগত অম্লপিত্তরোগে উদরাধ্মান

একটী প্রধান উপসর্গ, উদরাময় প্রবল হইলে, নানাবর্ণের পাতলা দাস্ত হইয়া থাকে। উদরাময়প্রবল রোগীর অবস্থানুসারে উদরাধ্মান এবং কটি, পার্শ্ব ও গ্রীবা প্রভৃতি সন্ধিস্থানে সময় সময় বেদনাও প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং রোগী অনেক সময় আমবাত বা বাত রোগদ্বারা আক্রান্ত বলিয়া মনে করে। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐরূপ বাত, অম্লপিত্তাশ্রিত উদরাময় ও উদরাধ্মানাদি উপসর্গ নিবৃত্ত না হইলে দূরীভূত হয় না, তবে ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা কিছু সময়ের জন্য প্রশমিত হইতে পারে। উদরাময় নিবারণার্থ অমৃতার্ণব রস, গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা, শঙ্খবটী, বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস বা লবঙ্গাদ্যমোদক রোগীকে সেবন করিতে দিবে। উদরাময় পুরাতন হইলে এবং মলের সহিত আম লক্ষিত হইলে, মহারাজ নৃপতিবল্লভরস বা বিজয়পর্পটী প্রভৃতি ঔষধ যথানিয়মে প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার হয়। এই অবস্থায় পিত্তান্তকরস ও মহা-পিত্তান্তকরস অতিশয় উপকারী। উদরাময় এবং বমন যুগপৎ প্রকাশ পাইলে প্রথমে বমন নিবারক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা বমনের নিবৃত্তি করিয়া পশ্চাৎ উদরাময়-নিবারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

অম্লপিত্তে উদরাধ্মান। অম্লপিত্তরোগে সাধারণরতঃ উদরাধ্মান সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় না; কিন্তু কাহারও কাহারও অজীর্ণদোষবশতঃ উদরা-ধ্মান প্রকাশ পায়; ঐ সকল ব্যক্তি অনেক সময়ে বাতকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় অর্থাৎ কটি, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে সময় সময় বেদনা অনুভব করে। উদরাধ্মান হইতেও অনেক সময় পাতলা দাস্ত হইয়া থাকে, অবস্থাভেদে আবার ঐ উদরাধ্মান ক্রমশঃ হ্রাস পায়, এরূপ অবস্থায় চিন্তামণিরস, চতুর্ম্মুখরস অথবা বৃহৎ বাতচিন্তামণি অপরাহ্লে ব্যবস্থা করিবে এবং রোগীর উদরে উষ্ণজল দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে। উদরাধ্মান প্রবল হইলে, অতিশয় লঘুপাক অন্ন-পানীয় ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। অবস্থাভেদে রাত্রিতে অন্নাহার পরিত্যাগের পরামর্শ দেওয়া উচিত।

অম্লপিত্তে চিত্তচাঞ্চল্য ও শিরঃকম্প। অম্ল-পিত্তরোগে বায়ুর প্রবলতা বশতঃ মনের অস্থিরতা, মানসিক দুর্ব্বলতা ও শরীরের কম্প প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে; অনেকের রাত্রিতে একেবারে নিদ্রা হয় না

এবং নিদ্রার অভাব প্রযুক্ত সর্ব্বদাই দুর্ব্বলতা অনুভূত হয়। এইরূপ অবস্থা ঊর্দ্ধগত ও অধোগত উভয়বিধ অম্লপিত্তেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। নিদ্রার অভাব প্রযুক্ত মানসিক দুশ্চিন্তা, উদরাধ্মান ও তজ্জনিত বহুবিধ উপদ্রব সংঘটিত হয়; এই অবস্থায় বায়ু পিত্তাশ্রিত হওয়ায় শীতল ক্রিয়া দ্বারা কিয়দংশে আশু উপকার পাওয়া যায়। রাত্রিতে নিদ্রার অভাব, শিরোঘূর্ণন ও শরীর কম্প প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, গুড়ূচ্যাদি তৈল, বৃহৎ গুড়ূচ্যাদি-তৈল বা বাতব্যাধিচিকিৎসায় বক্ষ্যমাণ মধ্যমনারায়ণতৈল বা ত্রিশতিপ্রসারণী তৈলাদির বাহ্য প্রয়োগে এবং চিন্তামণিরস, বৃহৎবাতচিন্তামণি বা বীরেশ্বর রস প্রভৃতি ঔষধ সেবনে অনেকাংশে উপকার সাধিত হয়; কিন্তু রোগীর উদরাময় প্রবল থাকিলে, কেবলমাত্র ঐ সকল ঔষধের উপর নির্ভর না করিয়া উদরাময় নাশক পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সকল প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তে শিরোঘূর্ণন ও মানসিক দুর্ব্বলতা নিবারণার্থ পূর্ব্বোক্ত বাহ্য ও আভ্যন্তরিক ঔষধের সহিত শতাবরীঘৃত প্রয়োগে সমধিক উপকার পাওয়া যায়; কিন্তু উদরাধ্মান বা পাতলা দাস্ত অথবা অম্লোদগার থাকিলে, ঘৃত ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য নহে।

অম্লপিত্তে-শূল। ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে হৃদয়, মস্তক, গ্রীবা ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পায় এবং ঐ বেদনা সময় সময় হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে, কারণ অম্লোদগার ও বমন উপদ্রবের সহিত হৃদয়, গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে বেদনার সম্বন্ধ রহিয়াছে; সুতরাং অম্লোদগার ও উদরাধ্মান প্রভৃতির নিবৃত্তি হইলে, আবার ঐ সকল বেদনা অনেকাংশে হ্রাস পায়। অম্লপিত্তরোগে বায়ু ও পিত্তের আধিক্য বশতঃ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এবং বক্ষঃস্থলের নিম্নভাগে, কুক্ষিদেশে ও উদরে শূল প্রকাশ পাইলে, বিরেচনার্থ অগস্ত্যচূর্ণ বা হরীতকীখণ্ড ২।১ দিন অন্তর রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই প্রকার শূল প্রথমাবস্থায় বক্ষঃস্থলেই প্রকাশ পায়, অনন্তর হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি অন্যান্য স্থানেও প্রকাশিত হয়। এইরূপ শূলে ধাত্রীলৌহ, ত্রিফলা-মণ্ডূর, সৌভাগ্যশুণ্ঠীমোদক, বিদ্যাধরাভ্র ও সপ্তামৃতলৌহ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঐ সকল ঔষধ সেবনে অম্লোদগার, বমন এবং তজ্জনিত শূলাদির নিবৃত্তি হয়; কিন্তু রোগীর উদরাধ্মান প্রবল থাকিলে, চিন্তামণিরস, বৃহৎ চিন্তামণি বা

চতুর্ম্মুখরস তৎসঙ্গে ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। যে সমস্ত অম্লপিত্তরোগীর দাস্ত, অজীর্ণদোষ ও তৎসঙ্গে শূল প্রবল থাকে, তাহাদিগকে মহাশঙ্খ বটী, বৃহৎ নৃপতিবল্লভ বা মহারাজ নৃপতিবল্লভ সেবন করাইবে; কিন্তু অম্লপিত্তশূলে দাস্ত ও বমন উভয়ই প্রবলরূপে প্রতীয়মান হইলে, প্রথমাবস্থায় বমন নিবর্ত্তক ঔষধ সমূহ ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

অম্লপিত্তে-জ্বর। ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে রোগীর দাস্ত বদ্ধ হয় ও অনেক সময় জ্বর প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু ঐ জ্বর অল্পবেগেই প্রকাশ পাইতে দেখা যায় এবং তৎসঙ্গে উদরাধ্মান, বমন প্রভৃতি লক্ষণও প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় স্নান, আহার বন্ধ অথবা রুক্ষগুণযুক্ত ঔষধ সেবন করাইলে, ঐ জ্বর কোনও মতে হ্রাস পায় না, আবার অনেক স্থলে স্নান আহারেও, রোগ কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় না, এইরূপ দেখা গিয়াছে,—কিন্তু উদরাধ্মান, বমন ও দাস্ত প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, স্নান ও আহারের নিয়ম প্রতিপালনের সহিত রোগীকে যথানিয়মে জ্বরঘ্ন ঔষধ অর্থাৎ বৃহৎ জ্বরান্তকলৌহ, সর্ব্বজ্বরহরলৌহ বা পুটপক্ক বিষমজ্বরান্তকলৌহ প্রভৃতি বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবস্থা করিবে।

অম্লপিত্তে-কোষ্ঠবদ্ধ। অম্লপিত্তরোগে প্রায়শঃ কোষ্ঠবদ্ধের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়; কোষ্ঠবদ্ধ অবস্থায় প্রায়শঃ উদরাধ্মান লক্ষিত হয় এবং কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাধ্মানবশতঃ আবার পিত্তাশ্রিত শূল ও গুল্ম বৃদ্ধি পাইতেও দেখা যায়। এইরূপ উদরাধ্মান, শূল ও গুল্ম প্রভৃতি একত্র প্রকাশ পাইলে রোগ অত্যন্ত কঠিন হয় অর্থাৎ উহার চিকিৎসায় ফল লাভ করা প্রায়শঃ কষ্টকর হইয়া থাকে। কোষ্ঠবদ্ধ অবস্থায় রোগীর উদরাধ্মান থাকিলে, তাহার প্রতীকার করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক; যেহেতু আধ্মানের নিবৃত্তি না হইলে, বিরেচক ঔষধ সেবনদ্বারা বিশেষ কোন উপকার হয় না, আবার বিরেচনক্রিয়া ভিন্ন গুল্ম (চাকা বা চাপ) অথবা শূলেরও নিবৃত্তি হয় না; সুতরাং সর্ব্বাগ্রে উদরাধ্মান নিবারণার্থ বাতানুলোমক চিন্তামণিরস বা চতুর্ম্মুখরস প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে প্রত্যহ বৈকালে প্রয়োগ করা আবশ্যক। উদরাধ্মানের কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি হইলে, অগস্ত্যচূর্ণ বা হরীতকীখণ্ড প্রভৃতি ঔষধ বিরেচনার্থ রোগীকে ২।৩দিন অন্তর প্রাতে সেবন করিতে দিবে, ঐ সকল ঔষধ সেবনে ২।১ বার

দাস্ত হইলে, শূলনিবারণার্থ যথোক্ত ঔষধ সেবন করিতে দিবে। যথারীতি কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, শূল অনেকাংশে নিবৃত্ত হয়, গুল্মও হ্রাস পায় এবং অম্লপিত্ত-রোগের সমস্ত উপদ্রবও সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পাইয়া থাকে; কিন্তু অধোগত অম্লপিত্ত রোগীকে বিরেচক ঔষধ অতি সাবধানে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যাহাতে ২।১ বার প্রত্যহ কোষ্ঠাশ্রিত মল সহজে নির্গত হয়, এইরূপ মৃদু-ঔষধ ব্যতীত কখনও তীক্ষ্ণ বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে। এই জন্যই শাস্ত্রে অধোগত অম্লপিত্তরোগীর মৃদু বিরেচন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; যেহেতু অধিক পাতলা দাস্ত হইতে পুনরায় উদরাময় জন্মিবার আশঙ্কা। অধোগত অম্লপিত্তে শিরোঘূর্ণন, শূল গাত্রদাহ, ও বমনবেগ প্রভৃতি উপদ্রব সকল উপস্থিত হয়, ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং তন্নিবারণার্থ চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। যে সকল অম্লপিত্তরোগীর অজীর্ণ দোষ প্রবল অথচ তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং বক্ষঃস্থল ও হাত, পা জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাদিগকে বিরেচক ঔষধ প্রদান করিবে না; কেবল মাত্র, মহাশঙ্খবটী, ভাস্করলবণ প্রভৃতি ও অন্যান্য উপদ্রবের জন্য যথানির্দ্দিষ্ট ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

অম্লপিত্তে-গাত্রদাহ। ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে রোগীর হস্ত, পদ প্রভৃতি স্থানে সময় সময় জ্বালা বোধ হয়; ঐ জ্বালা সময় সময় এত বৃদ্ধি পায় যে, রোগীর নিদ্রার পর্য্যন্ত ব্যাঘাত হয়, আবার সময় সময় উহা স্বয়ং কথঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়া থাকে; এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগীর গাত্রে গুড়ূচ্যাদিতৈল বা বৃহৎ গুড়ূচ্যাদিতৈল মালিষ করিতে দিবে এবং গুড়ূচ্যাদিলৌহ বা ধাত্রীলৌহ প্রভৃতি ঔষধ অনুপান-বিশেষে সেবন করাইবে। রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এবং উদরাধ্মান বা অজীর্ণদোষ বিদ্যমান না থাকিলে, তাহাকে তিক্তকঘৃত, মহাতিক্তকঘৃত বা পঞ্চ-তিক্তকঘৃত সেবন করাইলে, ঐ জ্বালা সত্বরই বিনষ্ট হয়। অম্লপিত্তরোগে অজীর্ণদোষ বা অম্লোদগার অবস্থায় ঘৃত-সেবনে বিশেষ উপকার হয় না বরং অনিষ্টই ঘটে, অতএব বিবেচনা পূর্ব্বক রোগীকে ঘৃত সেবন করিতে দিবে।

অম্লপিত্তে-গাত্রকণ্ডু ও পীড়কা। ঊর্দ্ধগত অম্ল-পিত্তরোগে গাত্রকণ্ডূ ও পীড়কা প্রভৃতি লক্ষিত হয়, এবং তৎসঙ্গে বমন, দাহ

প্রভৃতি লক্ষণও প্রকাশ পাইয়া থাকে ; এইরূপ অবস্থায় রোগীকে বিরেচনার্থ বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড সেবন করিতে দিবে, উহাদ্বারা বিরেচন হইলে, পীড়কার নিবৃত্তি হয়। এই অবস্থায় তিক্তকঘৃত বা মহাতিক্তকঘৃত রোগীর অগ্নিবল বুঝিয়া সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

শ্লেষ্মপিত্তের চিকিৎসা। শ্লেষ্মপিত্তরোগেও, অম্লপিত্তের ন্যায় বমন, মূর্চ্ছা ও অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে ; অধিকন্তু শিরোবেদনার আধিক্য প্রায়শঃ লক্ষিত হয়। অম্লপিত্তরোগে বমন, মূর্চ্ছা, অরুচি প্রভৃতি অবস্থায় যে সমস্ত ঔষধ পৃথকরূপে বর্ণিত হইয়াছে, শ্লেষ্মপিত্তরোগে ঐ সকল অবস্থায় সেই সমস্ত ঔষধ-প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। মূর্চ্ছা, নিদ্রার অভাব ও শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি অবস্থায় বীরেশ্বররস, বৃহৎবীরেশ্বর রস বা শ্লেষ্মপিত্তান্তক রস সেবন করিতে দিবে। রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য ও গাত্রদাহ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, বৃহৎহরিদ্রাখণ্ড প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়।

অম্লপিত্তরোগে—ঔষধ

বাসাদি ক্কাথ। অম্লপিত্তরোগে রোগীর জ্বর, গাত্রকণ্ডু ও গাত্রজ্বালা লক্ষিত হইলে, এই ক্বাথ শীতলাবস্থায় তাহাকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে।

বাসাদি ক্বাথ। বাসক ছাল, পলতা ও কণ্টকারী ; এই তিনটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

ত্রিফলাদি ক্কাথ। উর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে জ্বর, বমন ও গাত্রদাহ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই ক্বাথ সিদ্ধ করিয়া শীতল করতঃ বৈকালে সেবন করিতে দিবে।

ত্রিফলাদি ক্বাথ। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, পলতা ও কটকী ; এই কয়েকটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা ; জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। শীতল হইলে, প্রক্ষেপ ইক্ষুচিনি, যষ্টিমধু-চূর্ণ ও মধু এই সকল সমভাগে মিলিত ।৹ তোলা।

গুড়ুচ্যাদি ক্কাথ। উর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে হাত, পা জ্বালা,

জ্বর, বমন, গাত্রকণ্ডু ও পীড়কা প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই কাথ শীতল করতঃ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

গুড়ূচ্যাদি কাথ। পদ্মগুলঞ্চ, নিমছাল, পটোলপত্র, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা। শীতল হইলে প্রক্ষেপ মধু ।০ তোলা।

দশাঙ্গ কাথ। ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে হাত পা জ্বালা, জ্বর, বমন, গাত্রকণ্ডু বা পীড়কা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ শীতল করতঃ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

দশাঙ্গ কাথ। বাসকছাল, পদ্মগুলঞ্চ, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, নিমছাল, চিরতা, ভৃঙ্গরাজ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, পটোলপত্র; এই সমুদয় সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; শীতল হইলে প্রক্ষেপ মধু ।০ তোলা।

পটোলাদি কাথ। পিত্তশ্লেষ্মরোগে অথবা অম্লপিত্তরোগে পিত্তশ্লেষ্মা প্রবল হইলে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য, জ্বর, বমন, গাত্রকণ্ডু ও ভ্রম প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

পটোলাদি কাথ। পটোলপত্র, শুঁঠ, পদ্মগুলঞ্চ ও কট্‌কী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

বৃহৎ এলাদি চূর্ণ। অম্লপিত্তরোগে গাত্রজ্বালা, জ্বর ও বক্ষঃস্থলে বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ কিঞ্চিৎ মধুসহ অথবা ইক্ষুচিনি সহ অপরাহ্নে বা মধ্যাহ্নে সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ এলাদি চূর্ণ। এলাইচ, চাঁপাবৃক্ষের ছাল, রক্তচন্দন, হরীতকী, ধনে, রক্তচিতা, আমলা, গোরক্ষচাকুলে পলতা ও মুথা; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ও মধু প্রত্যেক সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ দুই আনা।

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ। ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে রোগীর বমন, শূল ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণ জল সহ সেবন করিতে দিবে।

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ। শোধিত হিং ১ ভাগ, নির্গুণীফল ২ ভাগ, তেঁতুলছাল ৪ ভাগ এবং গব্য-ঘৃত ৮ ভাগ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া একটী পাত্রে রাখিয়া মুখবন্ধ করতঃ পাক করিবে এবং ভস্মীভূত হইলে, উহার পাক সম্পন্ন হইয়াছে, জানিবে। মাত্রা ।০ চারি আনা।

পিত্তান্তক রস। অধোগত অম্লপিত্তরোগে বমনবেগ, দাস্ত ভ্রান্তি ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ধনে ও পলতা-ভিজান জল।

পিত্তান্তকরস। জাতীফল, জটামাংসী, কুড়, তালীশপত্র, স্বর্ণমাক্ষীক, লৌহ, অভ্র ও লবঙ্গ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান রৌপ্য ভস্ম; একত্র জলে মর্দ্দন করিবে; বটী ৩ তিন রত্তি।

মহাপিত্তান্তক রস। অধোগত অম্লপিত্তরোগে প্রবল বমনবেগ, অরুচি, দাস্ত ও উদরে শূল প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ অপরাহ্নে সেবনের ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবনে ঐ সমস্ত উপদ্রব শীঘ্রই দূরীভূত হয়। অনুপান—ধনে ও পলতা ভিজান জল।

মহাপিত্তান্তক রস। পিত্তান্তক রসে স্বর্ণমাক্ষীকের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ মিশ্রিত করিলে তাহাকে মহাপিত্তান্তক রস কহে।

বীরেশ্বর রস। অম্লপিত্ত ও শ্লেষ্মপিত্তজনিত নিদ্রার অভাব, হাত, পা জ্বালা এবং ভ্রম ইত্যাদি লক্ষণপ্রকাশ পাইলে, অথবা শ্লেষ্মপিত্তরোগে রোগীর মূর্চ্ছা, অন্ধকারবৎ দর্শন এবং অন্যান্য লক্ষণ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ সন্ধ্যাকালে বা অপরাহ্নে ক্ষেতপাপড়ার রস সহ সেবন করাইবে। নিদ্রার অভাব ও তজ্জনিত অন্যান্য উপদ্রব প্রবল হইলে, ইহা সমধিক উপকারী।

বীরেশ্বর রস। রসসিন্দূর, তামা, অভ্র, লৌহ, হরিতাল, গন্ধক, কাকড়াশৃঙ্গী, বচ, সোহাগারখৈ, বামনহাটি, হরীতকী, বালা ও ধনে; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া পটোলপত্রের রস অথবা ক্ষেতপাপড়ার রস দ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী ৫ রত্তি।

বৃহৎ বীরেশ্বর রস। অম্লপিত্তরোগে বা শ্লেষ্মপিত্তরোগে নিদ্রার অভাব বা হাত, পা জ্বালা, ভ্রম ও অন্যান্য লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে এবং পিত্তরোগে রোগীর মূর্চ্ছা, অন্ধকারবৎ দর্শন ও অন্যান্য বাতজনিত লক্ষণ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ সন্ধ্যার সময় বা অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। যাহাদের নিদ্রার অভাব এবং তজ্জনিত অন্যান্য লক্ষণ সকল অনেকদিন হইতে প্রকাশ পায়, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—ক্ষেতপাপড়ার রস ও মধু।

বৃহৎ বীরেশ্বর রস। স্বর্ণসিন্দুর, রূপা, স্বর্ণ, অভ্র, হরিতাল, রস, গন্ধক, সোহাগার খৈ, শুঁঠ, বামনহাটী, হরীতকী, বালা, ও ধনে, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ক্ষেতপাপড়ার-রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৫ রতি।

শ্লেষ্মপিত্তান্তক রস। শ্লেষ্মপিত্তরোগে মূর্চ্ছা, ভ্রম, বমন, আলস্য ও শিরোবেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে পিত্তজনিত উপদ্রবসমূহও দূরীভূত হয়। অনুপান—হরীতকী, পিপুল,, গুড় ও শুঁঠচূর্ণ সমভাগ।

শ্লেষ্মপিত্তান্তক রস। রসসিন্দুর, তাম্র, লৌহ, রক্তচিতা, গন্ধক, সোহাগার খৈ, চিরতা, ইন্দ্রযব, রাস্না, পদ্মগুলঞ্চের পালো ও পদ্মকাষ্ঠ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ক্ষেতপাপড়ার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

পিত্তান্তক লৌহ। ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে রোগীর উদরে ও কুক্ষিদেশে বেদনা, হাত, পা জ্বালা, জ্বর, গাত্র-কণ্ডু ও পীড়কা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ পটোল-পত্রের রস সহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। বক্ষঃস্থলে জ্বালা, কুক্ষিদেশে বেদনা ও অম্লপিত্তাশ্রিত গাত্রকণ্ডু প্রভৃতিতেও, ইহা অতিশয় উপকারী।

। পারদ, গন্ধক, অভ্র, জাতীফল, লবঙ্গ, কুড়, দারুচিনি, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আকনাদি, ইন্দ্রযব, চিরতা, সৈন্ধবলবণ, রসসিন্দুর, তাম্র, বঙ্গ, পালাশবীজ, মুথা, যমানী ও তেজপাতা; ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা ও লৌহ ২৫ তোলা; এই সমস্ত একত্র মর্দ্দন করিয়া পটোলপত্র, গীমা, হিঞ্চা, নিমপাতা ও আপাঙ্; ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ৩ রতি।

পানীয় বটিকা। অম্লপিত্তরোগে উদরে বা কুক্ষিদেশে, শূল, পার্শ্বশূল, মন্দাগ্নি ও গ্রহণীদোষ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—চাউলধোয়া জল।

পানীয়বটিকা। তেউড়ীমূল, মুথা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও রক্তচিতা; ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা; পারদ ও গন্ধক ইহাদের প্রত্যেক ।॰ তোলা এবং লৌহ, অভ্র, ও বিড়ঙ্গ, ইহাদের প্রত্যেক ৪ তোলা, এই সমুদয় একত্র করিয়া ত্রিফলার কাথে মর্দ্দন করিবে। বটী ৪ রতি।

অম্লপিত্তান্তক রস। অম্লপিত্তরোগে গাত্রদাহ, কুক্ষিশূল ও বমনবেগ প্রভৃতি উপদ্রব অথবা ঊর্দ্ধগত বা অধোগত অম্লপিত্তের লক্ষণ সকল লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—মধু অথবা ধনে ও পলতার জল।

অম্লপিত্তান্তক রস। রসসিন্দুর, অভ্র ও লৌহ; এই সকল সমভাগ এবং সর্ব্ব সমান হরীতকী চূর্ণ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, জলে পেষণ করেবে। বটী ৫ রত্তি।

শুণ্ঠীখণ্ড। অম্লপিত্তরোগে হৃদয় ও কুক্ষিদেশে শূল, অগ্নিমান্দ্য, বমন ও কটিদেশ বা সন্ধিস্থানে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে জলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, বাতশ্লেষ্মাশ্রিত বা পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত অম্লপিত্তে অতিশয় উপকারী।

শুণ্ঠীখণ্ড। শুঁঠ-চূর্ণ ৩২ তোলা, ইক্ষুচিনি, /১ সের গব্য ঘৃত /১ সের ও গোদুগ্ধ /৮ সের; এই সমুদায় একত্র পাক করিয়া পাকশেষে পাত্র নামাইয়া উষ্ণাবস্থায় আমলকী, ধনে, মুথা, জীরা পিপুল, বংশলোচন, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, কৃষ্ণজীরা ও হরীতকী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৷৹ তোলা উহাতে মিশ্রিত করিয়া শীতল হইলে, মধু ২৪ তোলা প্রদান করিবে। মাত্রা ।৹ চারি আনা।

সৌভাগ্যশুণ্ঠীমোদক। অম্লপিত্তরোগে অগ্নিমান্দ্য ও তৎসঙ্গে গাত্রবেদনা ও ভারবোধ, কুক্ষিশূল, হৃৎশূল, শিরঃশূল পার্শ্বশূল ও রোগীর অলসতা প্রভৃতি বাতশ্লৈষ্মিক বা পিত্তশ্লৈষ্মিক অম্লপিত্তের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ শীতল জল বা গোদুগ্ধ সহ সেবনের ব্যবস্থা করিবে। ইহা অম্লপিত্তরোগে অতিশয় উপকারী এবং পুষ্টিকর, বলকর ও শুক্রবর্দ্ধক।

সৌভাগ্যশুণ্ঠী মোদক। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা বহেড়া, ভৃঙ্গরাজ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, কুড়, যমানী লৌহ, অভ্র, কাকড়াশৃঙ্গী, কট্‌ফল, মুথা, এলাইচ, জাতীফল, জটামাংসী, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, গন্ধমাত্রা, শটীর পালো, যষ্টিমধু, লবঙ্গ ও রক্ত চন্দন; ইহাদের চূর্ণ সমভাগ, সর্ব্বচূর্ণের সমষ্টির সমান শুঁঠ-চূর্ণ এবং শুঁঠ-চূর্ণ ও অন্যান্য চূর্ণের সমষ্টির দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি ও সমুদায়ের চতুর্গুণ গব্য দুগ্ধ। প্রথমে গো-দুগ্ধে চিনি পাক করিয়া পরে অতি মৃদু অগ্নিতাপে অন্যান্য চূর্ণ ঐ চিনির সহিত মোদকবৎ পাক করিয়া নামাইবে। মাত্রা ৷৹ অর্দ্ধ তোলা বা ১ এক তোলা।

শতাবরী ঘৃত। অম্লপিত্তরোগে রোগীর মূর্চ্ছা, নিদ্রানাশ, গাত্রদাহ, পিত্তাধিক্য বা বিবিধ উপদ্রব-জনিত মানসিক দুর্ব্বলতা অর্থাৎ চিত্ত-চাঞ্চল্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহাকে এই ঘৃত সেবন করিতে দিবে। উদরাময়ের প্রবল অবস্থায় ঘৃত সেবন করাইবে না। সাধারণতঃ মন্দাগ্নি থাকিলে, অল্প পরিমাণে অপরাহ্নে সেবনের ব্যবস্থা করিবে। ইহা শুক্র ও বল-বর্দ্ধক। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

শতাবরী ঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। শতমূলীর স্বরস /৪ সের। গোদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শতমূলী /১ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ।০ চারি আনা।

জীরকাদ্য ঘৃত। শ্লেষ্মপিত্তরোগে মন্দাগ্নি, বমন ও অরুচি প্রকাশ পাইলে, রোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

জীরকাদ্য ঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথাবিধানে মূর্চ্ছাপাক করিবে। পাকার্থ জল—১৬ সের। কল্কদ্রব্য—কৃষ্ণজীরা ৩২ তোলা ও ধনে ৪ তোলা। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ।০ চারি আনা।

নারায়ণ ঘৃত। অম্লপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় গাত্রজ্বালা, বমন ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে এবং রোগীর উদরাময় ও উদরাধ্মান প্রভৃতি বিদ্যমান না থাকিলে, এই ঘৃত তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

নারায়ণ ঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—দ্রাক্ষা, আমলকী, পটোলপত্র, শুঁঠ, কট্কী ও বচ, ইহাদের প্রত্যেক ৮ তোলা। কাথ্যদ্রব্য—পিপুল /২ সের, জল ২০ সের, শেষ /৫ সের। পদ্মগুলঞ্চরস /৪ সের। আমলকী রস /৭।০ সাড়েসাত সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ।০ চারি আনা।

শ্রীবিল্ব তৈল। অম্লপিত্তরোগে রোগীর উদরাময়, হাত, পা জ্বালা, শরীরের সমধিক দুর্ব্বলতা ও জ্বরভাব প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, রোগের পুরাতন অবস্থায়, এই তৈল তাহাকে নাভিদেশে ও অন্যান্য অঙ্গে মালিস করিতে দিবে। ইহা উদরাময় প্রশমক ও পুষ্টিকর। স্ত্রীলোকের সুতিকারোগে উদরাময় অবস্থায় এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

শ্রীবিষ্ণুতৈল। তিলতৈল /৪ সের। কাথ্যদ্রব্য—কচি বেলশুঁঠ ১২৸০ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। আমলকীরস /৪ সের। ছাগীদুগ্ধ /৮ সের। কল্কদ্রব্য—আমলা, লাক্ষা, হরীতকী, মুথা রক্তচন্দন, বালা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, শ্বেতচন্দন, কুড়, এলাইচ, তগরপাদুকা, জটামাংসী, শৈলজ, তেজপত্র, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, বচ, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, শুল্ফা ও পুনর্ণবা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

অম্লপিত্তে—বমন চিকিৎসা।

ধাত্রীলৌহ। অম্লপিত্তরোগে অম্লরস বিশিষ্ট বমন হইলে অথবা তিক্ত বা অম্লরস বিশিষ্ট উদ্গার উঠিলে, এই ঔষধ অপরাহ্নে পটোল-পত্র-রস অথবা ধনে-পল্‌তা-ভিজান-জল সহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অম্লপিত্তরোগে বমনের সঙ্গে হাত, পা জ্বালা এবং কুক্ষিদেশে ও বক্ষঃস্থলে বেদনা বা শূল প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই ঔষধে ঐ সমস্তই বিনষ্ট হয়। ইহা অত্যন্ত উপকারী।

ধাত্রীলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে)। অম্লপিত্তরোগে ভোজনের অন্তে বা অপরাহ্নে অথবা অন্য সময়ে অম্লরস বিশিষ্ট বমন বা অম্লোদ্গার হইলে এবং তৎসঙ্গে উদরের ও কুক্ষিদেশের শূল এবং জ্বালা প্রভৃতি উপসর্গ অসহনীয় হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অম্লপিত্তাশ্রিত শূলরোগে ইহা অতিশয় উপকারী। অম্লপিত্তাশ্রিত হাত, পা জ্বালা ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব এই ঔষধে বিনষ্ট হয়। ভোজনের আদি, মধ্য ও অন্তে ইহা সেবন করিলে, উৎকট শূলরোগ বিনষ্ট হয়।

ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে)। কুট্টিত যবতণ্ডুল ৩২ তোলা, পাকার্থ জল ১২৮ তোলা, শেষ ৩২ তোলা; বস্ত্রপূত শতমূলীর রস, আমলকীর রস, দধি ও দুগ্ধ ইহাদের প্রত্যেক ৩৪ তোলা, ভূমিকুষ্মাণ্ডেররস, গব্যঘৃত ও ইক্ষুরস, ইহাদের প্রত্যেক ৩২ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়া গোমূত্র দ্বারা শোধিত ও চূর্ণীকৃত মণ্ডূর ৪৮ তোলা উহাতে প্রদান করতঃ পাক করিবে; পাক শেষে অতি মৃদু অগ্নিসন্তাপে জীরা, ধনে দারুচিনী, তেজপাতা, এলাইচ, গজপিপ্পলী, মুথা, হরীতকী, লৌহ, অভ্র, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রেণুক, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, তালীশ

পত্র ও নাগেশ্বর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া লইবে। মাত্রা।০ চারি আনা হইতে ১ এক তোলা।

সপ্তামৃত লৌহ। অম্লপিত্তরোগে ভোজনের অন্তে বা অপরাহ্নে অম্লরস বিশিষ্ট বমন হইলে, এই ঔষধ রোগীকে মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। ইহা অম্লপিত্তাশ্রিত শূলরোগেও অতিশয় উপকারী। অনুপান—গোদুগ্ধ।

সপ্তামৃতলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সিতামণ্ডূর লৌহ। অম্লপিত্তরোগে আহারের পর মধ্যাহ্নে অথবা অন্য কোন সময়ে বমন হইলে, এই ঔষধ রোগীকে আহারের পূর্ব্বে সেবন করিতে দিবে। ইহা অম্লপিত্ত জনিত শূলরোগে অতিশয় উপকারী। হাত, পা জ্বালা, মূর্চ্ছা, শূল ও দাহ প্রভৃতি উপদ্রব অম্লপিত্তের সহিত প্রকাশ পাইলে, তাহাও এই ঔষধে বিনষ্ট হয়। অনুপান—শীতল গোদুগ্ধ।

সিতামণ্ডূর। মণ্ডূর অগ্নিতে দগ্ধ করতঃ ক্রমান্বয় সাতবার গোমূত্রে নিক্ষেপ করিবে ও রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। এই নিয়মে মণ্ডূর-চূর্ণ ৮০ তোলা, ইক্ষুচিনি ৪০ তোলা, পুরাতন গব্যঘৃত ৬৪ তোলা, গব্য দুগ্ধ ১২৮ তোলা, এই সমস্ত একত্র মৃদু অগ্নিতে লৌহপাত্রে পাক করিবে, পাক সিদ্ধ হইলে, পাত্র নামাইয়া উষ্ণ থাকিতে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যষ্টিমধু, এলাইচ, দুরালভা, বিড়ঙ্গশাস, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, কুড় ও লবঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, উহাতে প্রদান করিবে এবং শীতল হইলে, মধু ১৬ তোলা মিশ্রিত করিবে মাত্রা।৷০ অর্দ্ধ তোলা।

অম্লপিত্তে-উদরাময়-চিকিৎসা।

অমৃতার্ণবরস। অধোগত অম্লপিত্তরোগে জলবৎ বা শ্লেষ্মা-সংযুক্ত পাতলা দাস্ত হইলে এবং উদরে শূল বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় অথবা ১ বার মাত্র সেবন করিতে দিবে। অনুপান—মুথার রস অথবা ভাজা-জীরা-চূর্ণ ও মধু।

অমৃতার্ণবরস। প্রস্তুতবিধি ১৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা। অধোগত অম্লপিত্তরোগে জলবৎ পাতলা দাস্ত হইলে এবং তৎসঙ্গে উদরে বেদনা ও পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান

থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় বা ১ বার মাত্র সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু।

গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা। প্রস্তুতবিধি ৩১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস। অধোগত অম্লপিত্তরোগে রোগীর পাতলা দাস্ত এবং তৎসঙ্গে বুকে, কুক্ষিদেশে বা কটিদেশে বেদনা প্রভৃতি বাতের উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে এবং শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে অম্লপিত্ত ও উদরাময়জনিত যাবতীয় উপসর্গ বিনষ্ট হয়, বিশেষতঃ ইহা অত্যন্ত বল ও শুক্রবর্দ্ধক এবং পুষ্টিকর। অনুপান—অত্যন্ত পাতলা দাস্ত হইলে, ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু। এবং দাস্তের তাদৃশ তারল্য না থাকিলে, পানের রস ও মধু।

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস। প্রস্তুতবিধি ৩৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ লবঙ্গাদি বটী। অধোগত অম্লপিত্তরোগে উদরাময় প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ আমসংযুক্ত পাতলা দাস্ত ও তৎসঙ্গে উদরাধ্মান, কটি, পৃষ্ঠ ও কুক্ষিস্থানে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

বৃহৎ লবঙ্গাদি বটী। প্রস্তুতবিধি ৩১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহারাজ নৃপতিবল্লভ রস। অধোগত অম্লপিত্তরোগে প্রত্যহ বা ২।৩ দিন অন্তর মুহুর্মুহুঃ জলবৎ পাতলা দাস্ত অথবা আমসংযুক্ত দাস্ত হইলে ও তৎসঙ্গে রোগীর বমন এবং হৃদয়, পার্শ্ব বা কুক্ষি প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও অজীর্ণদোষ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অম্লপিত্তাশ্রিত গ্রহণীরোগের পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় বা একবার মাত্র প্রযোজ্য। অনুপান—ভাজা-জীরাচূর্ণ ও মধু।

মহারাজ নৃপতিবল্লভ রস। প্রস্তুতবিধি ২৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রসপর্পটী। অধোগত অম্লপিত্তরোগে বাতশ্লেষ্মাধিক রোগীর পাতলা দাস্ত হইলে এবং ঐরূপ দাস্ত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে, যখন অন্যান্য ঔষধে

উপকারের আশা থাকে না, তখন তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অম্লপিত্তরোগে যাহাদের উদরাময়ের প্রবলতা বশতঃ যাবতীয় সন্ধিস্থানে বেদনা এবং উর্দ্ধশ্লেষ্মগত রোগসকল প্রকাশ পায়, তাহাদিগকে এই ঔষধ যথানিয়মে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন কালে অতি লঘুপাক পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু দুগ্ধ প্রতিদিনই সহ্যমত সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধের সেবন-বিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রসপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিজয়পর্পটী। অধোগত অম্লপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ উদরাময় দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে, যখন অন্যান্য ঔষধে উপকারের আশা থাকে না, সেই সময় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে উদরাময়াশ্রিত আমবাত প্রশমিত এবং শারীরিক বল বৃদ্ধি হয়। অম্লপিত্তরোগে ইহা উদরাময় নাশক শ্রেষ্ঠ ঔষধ। এই ঔষধ সেবনকালে প্রতিদিন লঘুপাক অন্ন ও ব্যঞ্জন এবং দুগ্ধ সহ্যমত পথ্য দিবে। ইহার সেবন ও পথ্যবিধি ২৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিজয়পর্পটী। প্রস্তুতবিধি ২৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শঙ্খবটী। অধোগত অম্লপিত্তরোগে পাতলা দাস্ত ও তৎসঙ্গে উদরাধ্মান, বুকজ্বালা, অথবা দুর্গন্ধ উদ্গার থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। যে সকল ব্যক্তির উদরাধ্মান বা উদ্গার প্রকাশ পায় না এবং কেবল দাস্ত হয়, তাহাদিগের পক্ষেও ইহা দ্বারা অনেকাংশে উপকার হয়। এই ঔষধ অগ্নিবর্দ্ধক। অনুপান—ভাজাজীরাচূর্ণ ও মধু অথবা মুথার রস ও মধু।

শঙ্খবটী। প্রস্তুতবিধি ৩৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লবঙ্গাদ্য মোদক। অধোগত অম্লপিত্তরোগে রোগীর বিবিধবর্ণের পাতলা দাস্ত এবং তৎসঙ্গে বক্ষঃস্থলে জ্বালা, অগ্নিমান্দ্য ও উদ্গার প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা বল ও পুষ্টিজনক। অনুপান—জল।

লবঙ্গাদ্য মোদক। প্রস্তুতবিধি ৩৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অম্লপিত্তে—উদরাধ্মান-চিকিৎসা।

চিন্তামণি রস। অম্লপিত্ত রোগে বায়ুর প্রবলতা বশতঃ সর্ব্বদা বা কিছু সময়ের জন্ম উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে, এবং তৎসঙ্গে নিদ্রার অভাব ও শিরোঘূর্ণন বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্ণে ১ বার অথবা অবস্থাভেদে অর্থাৎ রোগের আতিশয্যে মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্ণে ২ বার সেবন করিতে দিবে। ইহা বল ও পুষ্টিজনক। অনুপান—কোষ্ঠবদ্ধ অবস্থায় শুঁঠ, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া-ভিজান জল অর্দ্ধছটাক ও মধু ২ ফোঁটা। স্বভাব কোষ্ঠ বা উদরাময় থাকিলে, চাউলধোয়া জল অর্দ্ধছটাক ও মধু ২ ফোঁটা।

চিন্তামণি রস। প্রস্তুতবিধি ৩৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ম্মুখ রস। অম্লপিত্তরোগে রোগীর বায়ুর প্রকোপ বশতঃ উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে শিরোঘূর্ণন, মাথায় বিবিধ-প্রকার যন্ত্রণাবোধ বুকজ্বালা ও অম্লোদ্গার প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে কেবল অপরাহ্ণে এক বার অথবা মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্ণে দুইবার সেবন করিতে দিবে। ইহা পুষ্টিকর। অনুপান—কোষ্ঠবদ্ধে হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিজান জল। উদরাময় থাকিলে, চাউলধোয়া জল।

চতুর্ম্মুখ রস। প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি। অম্লপিত্তরোগে বায়ুর প্রকোপ-বশতঃ রোগীর উদরাধ্মান থাকিলে অথবা অম্লপিত্তের প্রবলতা বশতঃ শিরো-ঘূর্ণন, নিদ্রার অভাব, হাত পা জ্বালা, বমন ও পাতলা দাস্ত প্রভৃতি উপদ্রব প্রবল হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। উদরাধ্মান ভিন্ন অন্য উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবনে, তাহাও দূরীভূত হয়। ইহা অত্যন্ত বলকর ও পুষ্টিজনক। অপরাহ্ণে একবার প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ বাত-পিত্ত প্রধান রোগীকেই সেবন করাইবে। অনুপান—আতপচাউলধোয়া জল।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি। স্বর্ণ ৩ ভাগ, রূপা ২ ভাগ, অভ্র ২ ভাগ লৌহ ৫ ভাগ, প্রবাল ৩ ভাগ, মুক্তা ৩ ভাগ এবং স্বর্ণসিন্দূর ৭ ভাগ, এই সমস্ত একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন এবং ছায়ায় শুষ্ক করিবে। বটী ২ রত্তি।

মহাশঙ্খবটী। অম্লপিত্তরোগে, অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণদোষপ্রযুক্ত উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে বমনভাব, দাস্ত কিম্বা বক্ষঃ বা হাত পা জ্বালা থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে সেবন করাইবে। অনুপান—জল।

মহাশঙ্খ বটী। প্রস্তুতবিধি ৩৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অম্লপিত্তে—কোষ্ঠবদ্ধতা চিকিৎসা।

অগস্ত্যচূর্ণ। অম্লপিত্তরোগে কোষ্ঠবদ্ধ এবং তৎসঙ্গে বমন, হাত পা জ্বালা, প্রবল বেদনা এবং মাথাঘোরা, প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে বিরেচনার্থ সেবন করিতে দিবে। কেবলমাত্র কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলেও, ইহা ব্যবস্থা করা যায়। ইহা অবস্থাবিশেষে প্রত্যহ সেবন না করাইয়া ২।৩ দিন অন্তর সেবন করাইবে। অনুপান—জল বা নারিকেলজল।

অগস্ত্যচূর্ণ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, বড়এলাইচ ও তেজপাতা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, লবঙ্গচূর্ণ ১০ তোলা, তেউড়ীচূর্ণ ৪০ তোলা এবং ইক্ষুচিনি ৮০ তোলা মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ অর্দ্ধ তোলা।

হরীতকী খণ্ড। অম্লপিত্তরোগে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে এবং তৎসঙ্গে প্রবল শূল, বমনবেগ বা হাত, পা জ্বালা প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে; কিন্তু মন্দাগ্নি বা স্বভাবকোষ্ঠ ব্যক্তিকে প্রত্যহ ইহা সেবন করাইলে, উদরাময় হইবার সম্ভাবনা। এমতাবস্থায় ২।৩ দিন অন্তর এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অম্লপিত্তে কেবলমাত্র কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলেও, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ বা উষ্ণ জল।

হরীতকীখণ্ড। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ নাগেশ্বর, যমানী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ধনে, মৌরী, শুল্‌ফা ও লবঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, তেউড়ীমূল ও সোণামুখী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা, হরীতকীচূর্ণ ৬৪ তোলা, ও ইক্ষুচিনি ২৫৬ তোলা। প্রথমে চিনি পাক করিয়া অতি মৃদু অগ্নির তাপে অবশিষ্ট চূর্ণ প্রদান পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ।০ অর্দ্ধ তোলা।

অম্লপিত্তে—শূল-চিকিৎসা।

ধাত্রীলৌহ। অম্লপিত্তরোগে প্রথমতঃ বক্ষঃস্থলের নিম্নভাগে অর্থাৎ কুক্ষিদেশে, অনন্তর বক্ষঃস্থলে এবং গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও তৎসঙ্গে বক্ষঃস্থলে জ্বালা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। অম্লপিত্তে কেবল মাত্র রোগীর বেদনা প্রকাশ পাইলেও এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অনুপান—পল্‌তার রস বা ধনে ও পল্‌তা ভিজান জল, বায়ুপিত্ত প্রধান শরীরে অর্থাৎ গরম ধাতুতে ডাবের জল।

ধাত্রীলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে) অম্লপিত্তরোগে রোগীর প্রথমতঃ বক্ষস্থলের নিম্নভাগে, অনন্তর হৃদয় ও পার্শ্বে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা অতিশয় উপকারী। অম্লপিত্তরোগে কোষ্ঠবদ্ধের সহিত প্রবল বমন বা বমনবেগ, হাত পা ও বক্ষঃস্থলে জ্বালা প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলেও, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহা বৈকালে অথবা ভোজনের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে সেব্য। অনুপান—ধনে ভিজানজল ও ইক্ষুচিনি। বায়ু ও পিত্তের অত্যন্ত প্রাধান্য থাকিলে—অর্থাৎ গরম ধাতুতে পল্‌তার রস ও ইক্ষুচিনি কিম্বা ডাবের জল।

ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ৪০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সপ্তামৃতলৌহ। অম্লপিত্তরোগে রোগীর কুক্ষিদেশে বা হৃদয়ে প্রবল বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বেদনার সহিত বমন, বমনবেগ, বক্ষঃস্থলে জ্বালা ও অন্যান্য লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলেও, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। অনুপান—দুগ্ধ, তদভাবে জল।

সপ্তামৃতলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিদ্যাধরাভ্র। অম্লপিত্তরোগে কুক্ষিদেশে, হৃদয়ে বা নাভি ও হৃদয়ের মধ্যভাগে প্রবল শূল বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পিত্তশ্লেষ্মজনিত শূলরোগেও ইহা অত্যন্ত উপকারী।

অম্লপিত্তরোগে অগ্নিমান্দ্য ও বমন প্রভৃতি উপদ্রবগুলিও, এই ঔষধে অনেকাংশে দূরীভূত হয়। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ ও ইক্ষুচিনি। গরম ধাতুতে পল্‌তার রস ও ইক্ষুচিনি কিম্বা ডাবের জল।

বিদ্যাধরাভ্র। বিড়ঙ্গশাস, মুথা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, পদ্মগুলঞ্চের পালো, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, রক্তচিতা, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেক ২ তোলা, গোমূত্রে জারিত মণ্ডূরভস্ম ৩২ তোলা, লৌহ ৩২ তোলা, কৃষ্ণাভ্রভস্ম ৮ তোলা, থুলকুড়ীর রসে মর্দ্দিত ও বস্ত্রপূত পারদ ১৷৹ দেড় তোলা এবং শোধিত গন্ধক ২ দুই তোলা, প্রথমে যথানিয়মে পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী করিয়া অন্যান্য চূর্ণ উহাতে মিশ্রিত করতঃ লৌহপাত্রে ঘৃত ও মধুসহ লৌহদণ্ডদ্বারা মর্দ্দন করিবে। অনন্তর ঘৃতের পাত্রে ঔষধ রাখিবে। মাত্রা ১০ দশ রতি।

ত্রিফলামণ্ডূর। অম্লপিত্তরোগে রোগীর উদরে ও কুক্ষিদেশে প্রবল শূল বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বেদনার সহিত হৃদয়ে বা বক্ষঃস্থলে জ্বালা ও বমন প্রভৃতি উপদ্রবও ইহাতে বিনষ্ট হয়। অনুপান—শীতলজল বা গোদুগ্ধ।

ত্রিফলামণ্ডূর। হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং মণ্ডূরভস্ম ৩ তিন তোলা; এই সমস্ত একত্র করিয়া ঘৃত ও মধু দ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটি ৩ তিন রতি।

সৌভাগ্যশুণ্ঠী মোদক। অম্লপিত্তরোগে হৃদয়, পার্শ্বদ্বয় মস্তক ও কুক্ষিদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর অগ্নিমান্দ্য, গলাজ্বালা, বুকজ্বালা, সময় সময় জ্বর ও কার্য্যে অনুৎসাহ প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—গোদুগ্ধ বা শীতল জল।

সৌভাগ্যশুণ্ঠী মোদক। প্রস্তুতবিধি ৪০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পথ্যাদিচূর্ণ। অম্লপিত্তরোগে বমনবেগ, কোষ্ঠকাঠিন্য, উদরাধ্মান, হৃদয় ও কুক্ষিদেশে বেদনা, মাথাঘোরা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—শীতল জল।

পথ্যাদিচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অম্লপিত্তে—গাত্রকণ্ডু ও দাহ-চিকিৎসা।

গুড়ূচ্যাদিলৌহ। অম্লপিত্তরোগে রোগীর হাত-পা জালা এবং তৎসঙ্গে রাত্রিতে নিদ্রার অভাব বা গাত্রকণ্ডু ও অন্যান্য উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—হিঞ্চার রস বা পল্‌তার রস ও মধু।

গুড়ূচ্যাদিলৌহ। গুলঞ্চের পালো ৯ তোলা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিড়ঙ্গশাস, মুথা, ও রক্তচিতা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, লৌহ, ১৮ তোলা; একত্র জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ৫ রতি।

ভাস্করামৃতাভ্র। অম্লপিত্তরোগে রোগীর গাত্রদাহ, গাত্রকণ্ডু অথবা ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রতিদিন পল্‌তার রস সহ সেবন করাইবে।

ভাস্করামৃতাভ্র। কৃষ্ণাভ্র ভস্ম ২ তোলা লইয়া উহাকে বাসক ছালের কাথ, পদ্মগুলঞ্চ, কেশুর্ত্তে, ক্ষেৎপাপড়া, নিমছাল, ভৃঙ্গরাজ, মুথা, শ্বেতপুনর্ণবা, বৃহতী, বেড়েলার মূল ও শতমূলী; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা রসে, ভাবনা দিয়া, পুনর্ব্বার শতমূলীর রস ১২ তোলা দ্বারা ভাবনা দিবে। বটী ৩ রতি।

হরিদ্রো-খণ্ড। অম্লপিত্তরোগে রোগীর হাত পা জালা, গাত্রে কণ্ডু ও পিড়কা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, স্বভাবকোষ্ঠ ব্যক্তিকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা বিস্ফোটক ও দদ্রু প্রভৃতি রোগেও ব্যবহৃত হয়। অনুপান—উষ্ণজল।

হরিদ্রাখণ্ড। হরিদ্রাচূর্ণ ৬৪ তোলা, গব্য ঘৃত ৪৮ তোলা, গব্য দুগ্ধ ১৬ সের, ইক্ষুচিনি /৬।০ সের। এই সমস্ত দ্রব্য মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিয়া শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, বিড়ঙ্গ, তেউড়ীমূল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, নাগেশ্বর, মুথা ও লৌহ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিবে এবং পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিবে। মাত্রা ১ এক তোলা হইতে ২ দুই তোলা।

বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড। অম্লপিত্তরোগে রোগীর হাত পা, ও অন্যান্য অঙ্গে কণ্ডু বা পিড়কা লক্ষিত হইলে এবং কোষ্ঠ-বদ্ধ থাকিলে, এই ঔষধ

বিরেচনার্থ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা শীতপিত্ত, উদর্দ্দ এবং ক্রিমিরোগেও প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উষ্ণজল।

বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড। হরিদ্রাচূর্ণ ৩২ তোলা, তেউড়ীমূলচূর্ণ ৩২ তোলা, হরীতকীচূর্ণ ৩২ তোলা, ইক্ষু চিনি /৫ সের এবং দারুহরিদ্রা, মুথা, যমানী, বনযমানী, রক্তচিতা, কট্‌কী, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, শুঁঠ, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা, বিড়ঙ্গ, পদ্মগুলঞ্চের পালো, বাসকমূলের ছাল, কুড়, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, চই, ধনে, লৌহ ও অভ্র; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা। প্রথমে ইক্ষুচিনি কিঞ্চিৎ জলসহ পাক করিবে; যথারীতি পাক হইলে, অতি মৃদু অগ্নির তাপে অন্যান্য চূর্ণ উহাতে প্রদান করিয়া পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিবে। মাত্রা ।০ অর্দ্ধ তোলা হইতে ১ এক তোলা।

তিক্তক ঘৃত। অম্লপিত্তরোগে রোগীর হাত পা জ্বালা এবং গাত্রে কণ্ডু ও পিড়কাদি উৎপন্ন হইলে, এই ঘৃত তাহাকে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু অম্লপিত্ত রোগীর অম্লোদগার, উদরাধ্মান ও দাস্ত প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, ঘৃত সেবন নিষিদ্ধ। অনুপান উষ্ণদুগ্ধ।

তিক্তক ঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য—হরীতকী, আমলা, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বাসকছাল, দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া, পটোলপত্র, বলাডুমুর, কটুকী ও নিমছাল; ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—পিপুল, মুথা, রক্তচন্দন, বলালতা, ইন্দ্রযব ও চিরতা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা—।০ অর্দ্ধ তোলা।

মহাতিক্তক ঘৃত। অম্লপিত্তরোগীর দাহ এবং গাত্রে কণ্ডু ও পিড়কা উৎপন্ন হইলে, এই ঘৃত তাহাকে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু উদরাময়, অম্লোদগার ও উদরাধ্মানাদি উপদ্রব বিদ্যমানে, এই ঘৃত সেবন করাইবে না। এই ঔষধ গাত্রকণ্ডু প্রভৃতি চর্ম্মগত বিবিধ রোগে অতিশয় উপকারী। ইহাতে জীর্ণ জ্বরাদি উপদ্রবও দূরীভূত হয়।

মহাতিক্তক ঘৃত। গব্যঘৃত /৩ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। আমলকীর রস /৮ সের। কল্কদ্রব্য—ছাতিমছাল, আতইচ, সোন্দাল, কট্কী, আকনাদি, মুথা, বেণার মূল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, পটোলপত্র, নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, দুরালভা, রক্তচন্দন, পিপুল, গজপিপুল, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, রাখালশসা, শতমূলী, ভায়ালতা, অনন্তমূল, ইন্দ্রযব, বাসকছাল, মূর্বা, পদ্মগুলঞ্চ, চিরতা, যষ্টিমধু ও বলালতা; এই সকল

দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ।০ অর্দ্ধ তোলা।

গুড়ূচী তৈল। অম্লপিত্তরোগে হাত, পা এবং অন্যান্য অঙ্গে প্রবল দাহ উপস্থিত হইলে, এই তৈল গাত্রে মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিবে। অম্লপিত্তরোগে পিত্তের প্রকোপবশতঃ নিদ্রার অভাব হইলে, এই তৈল মস্তকে মর্দ্দন করা যাইতে পারে।

গুড়ূচীতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য—পদ্মগুলঞ্চ /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—পদ্মগুলঞ্চ /১ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

বৃহৎ গুড়ূচী তৈল। অম্লপিত্তরোগে পিত্তের প্রকোপ-বশতঃ গাত্রদাহ, গাত্রকণ্ডু বা বিবিধ পিড়কা প্রকাশ পাইলে, এই তৈল স্নানের পূর্ব্বে ২।৩ ঘণ্টা কাল গাত্রে মালিশের ব্যবস্থা করিবে। কুষ্ঠ এবং বাতরক্ত-রোগেও এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বৃহৎ গুড়ূচীতৈল। তিলতৈল /৪ সের যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য—পদ্মগুড়ূচী ১২।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোদুগ্ধ ১৬ সের। অশ্বগন্ধা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শ্বেতচন্দন, শতমূলী, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রাস্না, বলাডুমুর, অনন্তমূল, জীবন্তী, পিপুলমূল শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোমরাজবীজ, থুলকুড়ী, রাখালশশার মূল, গেঠেলা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্ত-চন্দন, কাঁচা হলুদ, শুল্ফা ও ছাতিমছাল; ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

অম্লপিত্তরোগে—জ্বর-চিকিৎসা।

বৃহৎ জ্বরান্তক লৌহ। অম্লপিত্তরোগে রোগীর জ্বর প্রকাশ পাইলে, এবং পাতলা দাস্ত হইলে, এই ঔষধ বৈকালে সেবন করিতে দিবে। জ্বরের অল্প বেগ এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, ইহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অম্লপিত্তরোগে কোষ্ঠবদ্ধ এবং তৎসঙ্গে জ্বর থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান জীরাচূর্ণ ও মধু। কোষ্ঠ-বদ্ধ থাকিলে, পানের রস ও মধু।

বৃহৎ জ্বরান্তকলৌহ। প্রস্তুতবিধি ৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বজ্বরহর লৌহ। অম্লপিত্তরোগে রোগীর জ্বর অল্পবেগে প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে উদরাময় বা বমনবেগ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ বৈকালে সেবনের ব্যবস্থা করিবে। যে সকল ব্যক্তির পিত্তের বা বাতপিত্তের প্রকোপ লক্ষিত হয়, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ অমৃতবৎ উপকারী। শ্লেষ্মাধিক ব্যক্তিকে বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কোষ্ঠবদ্ধাবস্থায় অবস্থা-বিশেষে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অধোগত অম্লপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু। কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকিলে পানের রস ও মধু।

সর্ব্বজ্বরহরলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পুটপক্ক বিষমজ্বরান্তক লৌহ। অম্লপিত্তরোগে রোগীর অল্পবেগে বা মধ্যবেগে জ্বর প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে উদরাময় প্রবল থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। কোষ্ঠবদ্ধ অবস্থায়ও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অধোগত অম্লপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় উদরাময় থাকিলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু। কোষ্ঠবদ্ধাবস্থায় পিপুলচূর্ণ ও মধু।

পুটপক বিষমজ্বরান্তক-লৌহ। প্রস্তুতবিধি ৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অম্লপিত্তরোগে—চিত্তচাঞ্চল্য ও বুদ্ধিভ্রম-চিকিৎসা।

চিন্তামণি রস। অম্লপিত্তরোগে মনের অস্থিরতা, স্মৃতিলোপ ও চিত্তচাঞ্চল্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতাশ্রিত পিত্তের প্রকোপবশতঃ নিদ্রার অভাব বা সর্ব্বদা চিত্তের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইলে, ইহা বৈকালে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ভিজান জল এবং মধু ২।১ ফোঁটা। উদরাময় থাকিলে, চাউলধোয়া জল ও মধু।

চিন্তামণি রস। প্রস্তুতবিধি ৩৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি। অম্লপিত্তরোগে রোগীর মনের অস্থিরতা, শিরোঘূর্ণন, নিদ্রার অভাব, সর্ব্বদা বিষণ্ণভাব ও স্মৃতিশক্তির লোপ

প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। রোগীর বায়ু ও পিত্তের সমধিক প্রকোপ ও উদরাময় প্রকাশ পাইলে, ইহা সমধিক উপকারী। পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তিকে এই ঔষধ সেবন করাইবে না। অনুপান—হরীতকী, আমলা ও বহেড়া-ভিজান জল ও মধু। উদরাময় থাকিলে, আতপচাউল-ধোয়া জল ও মধু।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৪১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ম্মুখ রস। অম্লপিত্তরোগে রোগীর মনের চাঞ্চল্য, নিদ্রার অভাব, শিরোঘূর্ণন, শরীরের কম্প ও স্মৃতিশক্তির লোপ প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—হরীতকী, আমলা ও বহেড়া-ভিজান জল মধু। উদরাময় বিদ্যমান থাকিলে, চাউল-ধোয়া জল ও মধু।

চতুর্ম্মুখ রস। প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ গুড়ূচী তৈল। অম্লপিত্তরোগে নিদ্রার রোগীর অভাব, শিরোঘূর্ণন ও স্মৃতিলোপ প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই তৈল মর্দ্দন করিতে দিবে।

বৃহৎ গুড়ূচী তৈল। প্রস্তুতবিধি ৪১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অম্লপিত্তরোগে—পথ্যাপথ্য।

অম্লপিত্তরোগে ঊর্দ্ধ ও অধোগত ভেদে পথ্য নিরূপণ করিবে। সাধারণতঃ অধোগত অম্লপিত্তরোগে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, জাঙ্গল প্রাণীর মাংসের যূষ, করলা, পটোল, হিঞ্চাশাক, বেতের ডগা, পাকাকুমড়া, কলার মোচা, ও বেতোশাক প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যঞ্জন এবং অন্যান্য তিক্তরস প্রধান দ্রব্য ভোজন করিতে দিবে। অম্লপিত্তে কোষ্ঠবদ্ধ বা বমন প্রবল থাকিলে, রাত্রিতে অন্নাহার বন্ধ করিয়া টাট্‌কা খৈ ও গরম দুগ্ধ ব্যবস্থা করিবে। ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগেও, ঐ সমস্ত পথ্য প্রদান করা যাইতে পারে। অম্লপিত্তরোগে নূতন তণ্ডুলের অন্ন, লঙ্কা ও অন্যান্য কটু (ঝাল) দ্রব্য, দুগ্ধ, দধি এবং মদ্য প্রভৃতি বিদাহী অর্থাৎ পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য-সেবন একেবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

অর্শোরোগ-চিকিৎসা।

বাতিক অর্শের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ।

কষায়, কটু অথবা তিক্তরসবিশিষ্ট এবং রুক্ষ, লঘু বা শীতল দ্রব্য ভোজন, অত্যল্প পরিমাণে ভোজন, তীক্ষ্ণ মদ্যপান, উপবাস, শীতলদেশে বাস, ব্যায়াম, শোক, শীত, প্রবল বায়ু ও রৌদ্র-সেবা; এই সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা বাতজ অর্শোরোগ উৎপন্ন হয়। এই অর্শের বলি স্রাব-রহিত, চিন্‌চিন্‌ বেদনাযুক্ত, ম্লান, ধূমের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বা অরুণবর্ণ, কঠিন, অপিচ্ছিল, গোস্তনের বৎ কর্কশ, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণ্টকাকীর্ণ, বিভিন্নরূপ, বক্রভাবাপন্ন, তীক্ষ্ণাগ্র এবং স্ফুটিত মুখ হইয়া থাকে। এই সকলের মধ্যে কোনও বলির আকার বন কার্পাসের ফলের ন্যায় এবং কোনটির আকার কদম্বপুষ্পের ন্যায় কোনটির আকার বা শ্বেতসর্ষপের ন্যায় হইয়া থাকে। বাতিক অর্শোরোগে মস্তক, পার্শ্ব, স্কন্ধ, কটি, উরু ও বঙ্ক্ষণ (কুচ্‌কী) প্রভৃতি স্থানে বেদনা অনুমিত হয় এবং হাঁচি, উদ্গার, উদরে ভারবোধ, বক্ষঃস্থলে বেদনা, অরুচি, কাস, শ্বাস, বিষমাগ্নি, কর্ণের অভ্যন্তরে শব্দ ও ভ্রান্তি; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাতে আমাশয়রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় অর্থাৎ পিচ্ছিল, ফেনাবিশিষ্ট, বদ্ধ, গুঠ্‌লে মল নির্গত হয় এবং মলত্যাগ কালে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব, শব্দের সহিত মল নির্গমন ও রোগীর ত্বক্‌, নখ, মল, মূত্র, নেত্র ও মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। এই বাতজ অর্শঃ হইতে প্লীহা, উদরী ও অষ্ঠীলারোগ জন্মিতে পারে।

পৈত্তিক অর্শের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ।

কটু, অম্ল বা লবণরসাত্মক অথবা উষ্ণ-দ্রব্য ভোজন, ব্যায়াম, অগ্নি এবং রৌদ্রের উত্তাপ, উষ্ণদেশ ও উষ্ণ কাল, ক্রোধ, মদ্যপান, ঈর্ষা, বিদাহী ও তীক্ষ্ণ-দ্রব্য ভোজন এবং উষ্ণবীর্য্যপানীয় অন্ন ও ঔষধ সেবন, এই সকল কারণে পিত্তার্শ উৎপন্ন হয়। পৈত্তিক অর্শের মাংসাঙ্কুর সকল পাতলা, রক্তস্রাবকারী, আমগন্ধি, নীল, রক্ত, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে; উহার অগ্রভাগ নীলবর্ণ দৃষ্ট হয় ও উহা ঈষৎ কোমল, লম্বমান এবং শুকজিহ্বা, যকৃৎখণ্ড

জোকের মুখের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট, যবের ন্যায় মধ্যভাগ স্থূল এবং উষ্মাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। পৈত্তিক অর্শোরোগে দাহ, পাক, জ্বর, ঘর্ম্ম, পিপাসা, মূর্চ্ছা, অরুচি, মোহ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং নীল, পীত বা রক্তবর্ণ পাতলা, অপকমল-ভেদ হয় ও রোগীর ত্বক্, নখ, মল, নেত্র ও মুখ হরিত, পীত অথবা হরিদ্রাবর্ণ দৃষ্ট হয়।

শ্লৈষ্মিক অর্শের নিদান পূর্ব্বক লক্ষণ। মধুর, স্নিগ্ধ, শীতল, লবণ, অম্ল বা গুরুদ্রব্য ভোজন, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, দিবানিদ্রা, সর্ব্বদা সুখজনক (কোমল) শয্যায় শয়ন ও সর্ব্বদা সুখজনক আসনে উপবেশন, পূর্ব্বদিগাগত বায়ু-সেবন, শীতল-দেশে বাস, শীতকাল এবং চিন্তা-শূন্যতা এই সমস্ত কারণে শ্লৈষ্মিক অর্শোরোগ উৎপন্ন হয়। শ্লৈষ্মিক অর্শের অঙ্কুর সকলের মূলভাগ বৃহৎ, ঘন অর্থাৎ গাঢ় অবয়বযুক্ত, অল্প বেদনা বিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি, স্থূল, তৈলাভ্যঙ্গবৎ স্নিগ্ধ, সরল, গোলাকৃতি, গুরুদ্রব্যা-ক্রান্তবৎ ভারী, নিশ্চল, পিচ্ছিল, আর্দ্রবস্ত্রাবৃতবৎ মসৃণ, অত্যন্ত কণ্ডুযুক্ত ও স্পর্শে সুখজনক; ইহাদের আকার বংশাঙ্কুর, কাঁঠালবীজ বা গোস্তন সদৃশ। শ্লৈষ্মিক অর্শোরোগে রোগীর বঙ্ক্ষণদ্বয়ে অর্থাৎ কুচ্‌কিতে বন্ধনবৎ কষ্ট এবং গুহ্যদেশে, বস্তিতে ও নাভিস্থানে আকর্ষণবৎ বেদনা, শ্বাস, কাস, বমনবেগ, মুখ ও নাসিকা হইতে স্রাব, অরুচি, সর্দ্দি, মেহ, মূত্র-কৃচ্ছ্রতা, মস্তকের জড়তা, শীতজ্বর, ক্লীবতা, অগ্নিমান্দ্য, বমন, অপক মল-বহুল পীড়ার উৎপত্তি বা প্রবাহিকার লক্ষণযুক্ত, বসা-সদৃশ কফমিশ্রিত মলের নির্গমন; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহা হইতে ক্লেদ রক্তাদি স্রাব হয় না; এবং মলের কাঠিন্য থাকাতেও, অর্শের বলিসকল বিদীর্ণ হয় না; এই রোগে রোগীর ত্বক্ ও মলাদি তৈলাভ্যঙ্গবৎ স্নিগ্ধ ও পাণ্ডুবর্ণ লক্ষিত হয়।

বাতপৈত্তিক অর্শের নিদান পূর্ব্বক লক্ষণ। বাতিক ও পৈত্তিক অর্শোরোগের মিলিত কারণ হইতে বাত-পৈত্তিক অর্শোরোগ উৎপন্ন হয় এবং ঐ অর্শোরোগে বাতিক ও পৈত্তিক অর্শের সমুদায় লক্ষণ মিলিত থাকে।

বাতশ্লৈষ্মিক অর্শের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ। অর্শের যে সমস্ত কারণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বাতশ্লেষ্মজনিত অর্শ সেই সমস্ত কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং বাতিক ও শ্লৈষ্মিক অর্শের যে সমস্ত লক্ষণ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, বাতশ্লেষ্মজনিত অর্শে সেই সমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

পিত্তশ্লৈষ্মিক অর্শের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ। পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক অর্শোরোগের যে সমস্ত কারণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত কারণে পিত্তশ্লেষ্মজনিত অর্শরোগ উৎপন্ন হয় এবং পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক অর্শের লক্ষণসকল পিত্তশ্লেষ্মজনিত অর্শে মিলিত ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক অর্শের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ। বাতিক পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক অর্শোরোগের যে সমস্ত কারণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত কারণে সান্নিপাতিক অর্শোরোগ উৎপন্ন হয় এবং বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক এই তিন দোষোৎপন্ন অর্শোরোগের লক্ষণ সকল যুগপৎ সান্নিপাতিক অর্শোরোগে প্রকাশ পায়।

রক্তার্শের লক্ষণ। রক্তার্শের লক্ষণ পিত্তার্শের ন্যায় হইয়া থাকে। রক্তার্শের মাংসাঙ্কুর সকলের আকৃতি বটাঙ্কুরবৎ, কুঁচফল এবং প্রবালের ন্যায় লোহিত বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ অর্শের বলি কঠিন মলের আঘাতে পেষিত হইলে, অর্শঃ হইতে সহসা উষ্ণ রক্ত নির্গত হইয়া থাকে; রক্তের অধিক স্রাববশতঃ রোগী ভেকবৎ পীতবর্ণ লক্ষিত হয় এবং রক্তক্ষয়-জনিত রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। রোগীর বল, বর্ণ, উৎসাহ ও ওজোধাতুর ক্ষয় হইয়া যায় এবং রোগী বিকলেন্দ্রিয় অবস্থায় পরিণত হয়। ইহাতে কৃষ্ণবর্ণ, কঠিন ও রুক্ষ মলত্যাগ হয় এবং অধোগত বায়ুর নিঃসরণ হয় না।

বাতোল্বণ রক্তার্শের লক্ষণ। রক্তার্শোরোগে বায়ুর আধিক্য হইলে, তরল, অরুণবর্ণ ও ফেনাযুক্ত রক্ত নির্গত হইয়া থাকে এবং কটি, উরু ও গুহ্যদেশে বেদনা ও অধিক রুক্ষতা বশতঃ রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

পিত্তোল্বণ রক্তার্শের লক্ষণ। রক্তার্শোরোগে পিত্তের প্রকোপ হইলে, রক্তার্শের সাধারণ লক্ষণ প্রকাশ পায়, যে-হেতু পিত্তের প্রকোপ বশতঃই রক্তার্শোরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং তজ্জন্য পৃথক লক্ষণ প্রকাশ পায় না।

শ্লেষ্মোল্বণ রক্তার্শের লক্ষণ। শ্লেষ্মাধিক রক্তার্শো-রোগ, গুরু ও স্নিগ্ধ দ্রব্য সেবন দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং ঐ রোগে, রোগীর মল শিথিল, শ্বেত বা পীতবর্ণ, স্নিগ্ধ, গুরু ও শীতল হয়। অর্শের রক্ত গাঢ় পাণ্ডুবর্ণ, পিচ্ছিল ও সূতার ন্যায় দৃঢ় হয় এবং মলদ্বার আর্দ্র চর্ম্মাবৃতবৎ ও পিচ্ছিল হইয়া থাকে।

সহজ অর্শের লক্ষণ। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক অর্শের যে সকল লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সহজ (জন্ম হইতে জাত) অর্শেও সেই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

নাসাদিগত অর্শের লক্ষণ। নাসা, লিঙ্গ ও নাভিস্থলে কেঁচোর মুখের ন্যায়, পিচ্ছিল ও কোমল অর্শ উৎপন্ন হয়, উহার লক্ষণ, বাতাদি ভেদে অর্থাৎ বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক অর্শের ন্যায় প্রকাশ পায়।

চর্ম্মকীল লক্ষণ। সর্ব্বশরীরস্থিত ব্যান বায়ু শ্লেষ্মাকে আশ্রয় পূর্ব্বক চর্ম্মের বহির্ভাগে গোজার ন্যায় অচল ও কর্কশ মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে, ইহার নাম চর্ম্মকীল বা আচিল। এই রোগে বায়ুর আধিক্য থাকিলে, ঐ সকল চর্ম্মকীল সূচীবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত ও কর্কশ হইয়া থাকে। পিত্তপ্রধান চর্ম্মকীলের মুখ কৃষ্ণবর্ণ। কফপ্রধান চর্ম্মকীল স্নিগ্ধ, গ্রন্থিযুক্ত ও গাত্রের তুল্য বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

অর্শোরোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ। বাহ্যবলি (সংবরণী) আশ্রিত একদোষোত্থিত (বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক) অর্শো-রোগ, উৎপত্তির কাল হইতে একবৎসর অতীত না হইলে, সুখসাধ্য। বাহ্য-বলিজাত অর্শঃ দ্বিদোষাশ্রিত এবং সবৎসরব্যাপী অথবা এক বৎসরের অধিক কাল স্থায়ী হইলে, কষ্টসাধ্য ও ত্রিদোষাশ্রিত হইলে সেই অর্শঃ যাপ্য হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় বলিতে (বিসর্জনীতে) উৎপন্ন অর্শোরোগ, একবৎসর ব্যাপী এবং

একদোষাশ্রিত হইলে, উহা কষ্টসাধ্য; দ্বিদোষাশ্রিত হইলে, ঔষধ ও পথ্যাদি সেবনে যাপ্য হয় এবং ত্রিদোষাশ্রিত হইলে, অসাধ্য হইয়া থাকে।

তৃতীয় বলিতে (প্রবাহিণীতে) উৎপন্ন অর্শঃ, একদোষাশ্রিত হইলে, তাহা যাপ্য, দ্বিদোষ বা ত্রিদোষাশ্রিত হইলে, উহা অসাধ্য এবং সহজ অর্শঃও ত্রিদোষাশ্রিত হইলে, অসাধ্য হইয়া থাকে।

অর্শোরোগের উপদ্রব-ভেদে অসাধ্য লক্ষণ। অর্শোরোগে হস্ত পদ, মুখ, নাভি, গুহ্যদেশ ও অণ্ডকোষ, এই সকল স্থানে শোথ এবং হৃদয়ে ও পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, এই সমস্ত উপদ্রব মিলিত ভাবে উপস্থিত হইলে, রোগ অসাধ্য হইয়া থাকে।

হৃদয় ও পার্শ্বদ্বয়ে সমধিক বেদনা, মোহ, বমন, অঙ্গবেদনা, জ্বর, পিপাসা ও গুহ্যদেশের পকতা; এই সমস্ত লক্ষণ একত্র বা ইহার কোন একটী পৃথক রূপে প্রকাশ পাইলে, অর্শোরোগী বিনষ্ট হয়।

পিপাসা, অরুচি, গাত্রবেদনা, অধিক পরিমাণের রক্তস্রাব, শোথ ও অতিসার এই সমস্ত লক্ষণ মিলিত হইলে বা ইহাদের কোন একটী পৃথকরূপে প্রকাশ পাইলে, সেই অর্শোরোগ অসাধ্য হইয়া থাকে।

অর্শোরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

গুহ্যদেশের অভ্যন্তরে ৫॥০ সাড়ে পাঁচ অঙ্গুলী প্রমাণ একটী স্থূল নাড়ী আছে, ঐ নাড়ীতে শঙ্খের আবর্ত্তের ন্যায় তিনটী বলি উপর্য্যুপরি অবস্থিত। তাহার ঊর্দ্ধদেশে অবস্থিত অঙ্গুলি পরিমিত অংশকে সংবরণী নাড়ী বা প্রথম বলি কহে; তাহার ঊর্দ্ধাংশে ১॥০ অঙ্গুলি পরিমিত বিসর্জনী নাড়ী অবস্থিত, উহাকে দ্বিতীয় বলি কহে এবং তদূর্দ্ধে ১॥০ অঙ্গুলি পরিমিত তৃতীয় বলি অবস্থিত, উহাকে প্রবাহিণী কহে। বাতাদি দোষভেদে ঐ সকল বলি আবার ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই তিনটী বলিতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং ঐ সকল অঙ্কুর [illegible] নির্গত হইয়া থাকে, ইহাকেই অর্শোরোগ। এই অর্শোরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে বিবিধ কারণে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয় এবং ঐ দোষত্রয় শরীরের ত্বক্, মাংস ও মেদ সংদূষিত করিয়া গুহ্যবলিতে অঙ্কুর উৎপাদন করে। একেই অর্শোরোগ

পঞ্চবিধ বায়ু, পঞ্চবিধ পিত্ত ও পঞ্চবিধ কফ এবং গুহ্যান্তর্গত ত্রিবিধ বলি, ইহারা সকলেই যুগপৎ প্রকুপিত হয়।

এই অর্শোরোগ হইতে অন্যান্য বহু ব্যাধির উৎপত্তি হইতে পারে। এইস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, পঞ্চবিধ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা একই সময় প্রকুপিত হইয়া কি প্রকারে একই সময়ে পীড়া উৎপাদন করে? যেহেতু প্রাণবায়ু হৃদয়ে, উদানবায়ু কণ্ঠদেশে, সমানবায়ু নাভিদেশে, ব্যানবায়ু সর্ব্বশরীরে এবং অপান বায়ু গুহ্যদেশে অবস্থান করে; এইরূপে পঞ্চবিধ শ্লেষ্মা ও পঞ্চ পিত্ত শরীরে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে অবস্থিত, সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, পঞ্চবিধ বায়ু, পঞ্চপিত্ত ও পঞ্চশ্লেষ্মার মধ্যে দেহের কোন স্থানে বায়ু প্রকুপিত হইলে, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের বায়ুও প্রকুপিত হয় অর্থাৎ গুহ্যস্থিত অপান বায়ু প্রকুপিত হইলে, মল মূত্রাদি নির্গমনের ব্যাঘাত জন্মায়, সুতরাং দৈহিক বিধানানুসারে নাভিমণ্ডলস্থিত সমান বায়ুও প্রকুপিত হয়, আবার বায়ু প্রকুপিত হইলে, শ্লেষ্মা এবং পিত্তও ক্রমশঃ কুপিত হয়। এইরূপ একদোষ প্রকুপিত হইলে অন্যান্য দোষও ক্রমশঃ প্রকুপিত হইতে থাকে, এইজন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "একঃ প্রকুপিতো দোষঃ সর্ব্বানেব প্রকোপয়েৎ।" এইরূপ দোষদ্বারা রস রক্তাদি ধাতু-সমূহের মধ্যে কোনও একটী প্রকুপিত হইলে তৎসঙ্গে অন্যান্য ধাতু ক্রমশঃ দূষিত হইয়া থাকে। সর্ব্ববিধ অর্শোরোগে রোগীর মলবদ্ধ থাকে; কিন্তু, বাতাদি দোষভেদে উহা কঠিন, পাতলা বা আমসংযুক্ত হইয়া থাকে, সুতরাং পাচক অগ্নির বৈষম্য বা মন্দতা অর্শোরোগের প্রধান লক্ষণ-মধ্যে গণনীয়।

বাতিক অর্শোরোগে পঞ্চ বায়ু প্রকুপিত হইলে, বায়ুজনিত বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ শির, পার্শ্ব, স্কন্ধদেশ, কটি, কুচ্‌কি ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা, তৎসঙ্গে উদ্গার, বিষ্টম্ভ ও পাচকাগ্নির বৈষম্য প্রভৃতি বাতাশ্রিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। মল অল্প পরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে, কোষ্ঠবদ্ধজন্য গুল্ম, প্লীহোদর প্রভৃতি উৎপন্ন হইবারও সম্ভাবনা থাকে; কাস শ্বাসাদি উপসর্গও প্রকাশ পায়, এই সকল লক্ষণ দ্বারা পঞ্চস্থানে অবস্থিত পঞ্চবিধ বায়ুর ক্রিয়ার বৈষম্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

পৈত্তিক অর্শোরোগে পঞ্চ পিত্ত প্রকুপিত হইয়া দাহ, জ্বর, ঘর্ম্ম, পিপাসা, মূর্চ্ছা ও মলের বিভিন্নবর্ণতা প্রভৃতি উপসর্গ উৎপাদন করে। এই রোগে পিত্তের বিকৃতি বশতঃ অন্যান্য বিবিধ রোগও উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

শ্লৈষ্মিক অর্শোরোগেও, পূর্ব্ববৎ পঞ্চশ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উৎপাদন করে এবং ঐ সকল উপদ্রব হইতে কালপ্রকর্ষে আবার ভিন্ন ভিন্ন রোগ উৎপন্ন হয়। শ্লৈষ্মিক অর্শে অগ্নির মন্দতা প্রযুক্ত ভুক্তদ্রব্য দীর্ঘকালে জীর্ণ হয়; সুতরাং উহা হইতে ক্রমশঃ আম সঞ্চয় হইয়া থাকে, বিশেষতঃ, ঐ রোগে মল সম্যক্ রূপে নির্গত না হওয়ায় উদরে অধিক পরিমাণে আম (অপক্ব শ্লেষ্মা) সঞ্চিত হয় এবং অবশেষে ঐ শ্লেষ্মা সময় সময় নির্গত হইয়া থাকে। অর্শো-রোগে বায়ু ও পিত্ত অথবা বায়ু ও শ্লেষ্মা কিম্বা পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই উভয় দোষের লক্ষণসকল যখন মিলিতভাবে প্রকাশিত হয়, তখন অর্শোরোগ অতীব কষ্টদায়ক হইয়া থাকে; তিনদোষের লক্ষণ মিলিত হইলে রোগ প্রায়ই অসাধ্য হয়।

রক্তার্শোরোগে পিত্তার্শের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং সমধিক রক্ত নির্গত হয়, ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং রক্তার্শোরোগে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ আর পৃথক্ পৃথক্ উপসর্গ প্রকাশ পায় না, বায়ু এবং শ্লেষ্মার প্রকোপভেদে পৃথক পৃথক্ উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সহজ অর্থাৎ জন্ম হইতে যে অর্শঃ প্রকাশ পায়, তাহাতেও ত্রিদোষ জনিত অর্শের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শাস্ত্রে অর্শোরোগের চিকিৎসাপ্রণালী সাধারণতঃ চারি প্রকার নিরূপিত হইয়াছে; যথা—ঔষধ-প্রয়োগ, ক্ষার-প্রয়োগ, শস্ত্র প্রয়োগ এবং অগ্নি-প্রয়োগ। অর্শের অবস্থানুসারে ঐ সকল চিকিৎসার তারতম্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ বাতজনিত বা অন্যান্য অর্শে বায়ু ও পিত্তাদি নাশক ঔষধ দ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি এবং বিবিধ ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা দোষের নিবৃত্তি হইলে, বলিকে স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত করা; ক্ষার প্রয়োগ দ্বারা প্রবৃদ্ধ বলি ক্ষরীকরণ, শস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা বলি ছেদন এবং শ্লেষ্মজনিত বৃহন্মূল অর্শে অগ্নি প্রয়োগ দ্বারা বলি দগ্ধীকরণ, শাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন জলৌকা দ্বারা অর্শের রক্তপাত এবং প্রলেপ প্রয়োগ দ্বারা বলির স্খলনবিধি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; কিন্তু সাধারণতঃ তীক্ষ্ণ প্রলেপ দ্বারা বলির স্খলন, ঘোর

প্রদান ও ঔষধ সেবন দ্বারাই অর্শের চিকিৎসা হইয়া থাকে। প্রলেপাদি দ্বারা বলি খলনের চেষ্টা না করিলে আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগে তাদৃশ উপকার হয় না অথবা পুনঃ পুনঃ রোগ প্রকাশ পায়, এইজন্যই বলি-খলনার্থ প্রলেপ প্রয়োগ করা একান্ত কর্তব্য। অর্শের বলি খলিত হইলে পুনরায় ঐ রোগ প্রকাশ পায় না এইরূপ অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে।

বাতজনিত অর্শোরোগে কোষ্ঠশুদ্ধির ঔষধ প্রয়োগ করা বিশেষ কর্তব্য। যে সমস্ত ঔষধে বায়ু অনুলোম হয় এবং অগ্নি বৃদ্ধি পায়, সেই প্রকার ঔষধ অর্শোরোগীর পক্ষে হিতকর।

সাধারণতঃ বাতজনিত অর্শে অঙ্কুর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, যাহাতে ঐ অঙ্কুর খলিত হয়, সেইরূপ বিবিধ প্রলেপ প্রয়োগ এবং কর্পূরাদি চূর্ণ, মরিচাদি চূর্ণ, লবণোত্তম চূর্ণ বা বিজয়চূর্ণ অবস্থানুসারে রোগীকে সেবনের ব্যবস্থা করিবে। এই সমস্ত ঔষধ আগ্নেয় এবং বাতানুলোমক। বাতজ অর্শোরোগীর কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাধ্মান প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, স্বল্প অগ্নিমুখ চূর্ণ, অগ্নিমুখলবণ এবং অবস্থা-বিশেষে বিরেচনার্থ নারাচচূর্ণ বা হরীতকীযোগ পৃথক পৃথক্ সেবন করিতে দিবে। উদরাধ্মান প্রবল হইলে চতুর্মুখরস বা চিন্তামণিরস প্রভৃতি প্রয়োগ-করা আবশ্যক। রোগের মধ্যাবস্থায় বা পুরাতন অবস্থায় প্রাণদাগুড়িকা, কর্পূরাদ্যচূর্ণ, শূরণমোদক বা কাকায়ন মোদক প্রভৃতি ঔষধ, বাতাদিদোষ-ভেদে সেবনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

বাতশ্লেষ্মপ্রধান অর্শোরোগে প্রথমে অর্শের অঙ্কুর যাহাতে বিনষ্ট হয়, তজ্জন্য প্রলেপ প্রয়োগ করিবে এবং কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, যমানীচূর্ণ ও বিটলবণ একত্র করিয়া তক্রসহ অথবা বিজয়চূর্ণ বা স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ, রোগীকে সেবন করিতে দিবে। রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় কাকায়ন মোদক, শ্রীবাহুশাল-গুড়, শূরণমোদক বা বৃহৎ শূরণ মোদক প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে ব্যবস্থা করিবে।

পিত্তপ্রধান অর্শোরোগে অর্শের অঙ্কুর বৃদ্ধি পাইলে, তন্নিবারণার্থ যথোক্ত প্রলেপ প্রয়োগ করিবে এবং সমশর্করচূর্ণ বা স্বপ্নশূরণাদ্য লৌহ সেবন করা-ইবে। রোগ পুরাতন হইলে, প্রাণদাগুড়িকা বা শ্রীবাহুশাল গুড় সেবন করিতে দিলেও উপকার হয়। উদরাময় প্রবল থাকিলে, পীযূষবল্লী রস, বৃহৎ অগ্নিকুমার প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

রক্তার্শোরোগের প্রথমাবস্থায় রক্তস্রাব নিবারক কোনও ঔষধ প্রদান করিবে না, যেহেতু দূষিত রক্ত বন্ধ হইলে তাহা হইতে বিবিধ পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে। এই রোগে প্রথমতঃ পিত্তের সমতাকারক বিবিধ যোগ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, কারণ পিত্ত প্রশমিত হইলে, রক্তস্রাব আপনিই নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

রক্তার্শোরোগে অঙ্কুরসকল-বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইলে, প্রলেপ প্রয়োগ করিবে, অনন্তর রক্তস্রাব নিবৃত্তিকারক বিবিধ যোগ, চন্দনদি কাথ, মানান্তলৌহ, কুটজলেহ বা কুটজাষ্টক প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রক্তার্শোরোগ পুরাতন হইলে, কুষ্মাণ্ডাবলেহ বা বৃহৎ কুষ্মাণ্ডাবলেহ রোগীকে সেবনের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

বাতপিত্তপ্রধান অর্শোরোগে বায়ুর আধিক্য থাকিলে, বাতার্শ নাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ উদরাধ্মান ও শূল প্রভৃতি উপদ্রব প্রবল হইলে, তন্নিবারণার্থ চতুর্ম্মুখ রস বাতচিন্তামণিরস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য এবং জ্বর, কাস প্রভৃতি উপদ্রব তৎসঙ্গে দৃষ্ট হইলে, তন্নিবারণার্থ বক্ষ্যমাণ উপদ্রব-চিকিৎসার নিয়মানুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বাতপৈত্তিক অর্শো-রোগে কোষ্ঠকাঠিন্ত থাকিলে, বিরেচনার্থ নারাচচূর্ণ বা হরীতকী যোগ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে, কিন্তু পিত্তের প্রবলতা বশতঃ পাতলা বা অপক্কমল নির্গত অথবা রক্তস্রাব হইলে, ভাস্করলবণ, বৃহৎ অগ্নিকুমার রস, মহাশঙ্খবটী বা কণাদ্য লৌহ অনুপানভেদে প্রয়োগ করিবে। কোষ্ঠকাঠিন্ত উপস্থিত না হয়, এইরূপ অনুপান সংযোগে পীযূষবল্লী রস বা বৃহৎ পীযূষবল্লী রস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ প্রাণদাগুড়িকা, তীক্ষ্মমুখ রস, চন্দ্র-প্রভাগুড়িকা বা অগ্নিমুখলৌহ, প্রভৃতি ঔষধ বায়ু বা পিত্তের হ্রাস বৃদ্ধি বিবে-চনা করিয়া অর্শোরোগে সেবন করিতে দিবে এবং রোগের পুরাতন অবস্থায় চব্যাদি ঘৃত বা কুটজাদ্যঘৃত প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে।

শ্লৈষ্মিক অর্শের অঙ্কুর সকল কঠিন ও দীর্ঘাকৃতি হইলে প্রথমতঃ অর্শে তীক্ষ্ণ প্রলেপ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; যেহেতু ঐ সকল অঙ্কুর ক্ষয় না হইলে, আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা তাদৃশ উপকার হয় না। আভ্যন্তরিক প্রয়োগের জন্ত বিবিধ যোগ এবং জাতিফলাদি বটী বা রসগুড়িকা ব্যবস্থা

করিবে ও আমপাচনার্থ মহাশঙ্খবটী বা বৃহৎ অগ্নিকুমার প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

পিত্তশ্লেষ্মজনিত অর্শোরোগে অর্শের অঙ্কুর সকল তীক্ষ্ণ ও বর্দ্ধিত হইলে তন্নিবারণার্থ প্রলেপ প্রয়োগ কর্ত্তব্য। পিত্তের প্রকোপ বশতঃ পাতলা দাস্ত বা রক্তস্রাব প্রভৃতি লক্ষিত হইলে অগ্নিবর্দ্ধক ও পাচক ভাস্করলবণ, বৃহৎ অগ্নিকুমার বা পীযূষবল্লী রস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে এবং শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ অগ্নিমান্দ্য, পুনঃ পুনঃ পাতলা দাস্ত ও কাস প্রভৃতি উপসর্গ লক্ষিত হইলে, বৃহৎ অগ্নিকুমার, বৃহৎ লবঙ্গাদ্য চূর্ণ, ভাস্কর-লবণ বা পীযূষবল্লী রস প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে এবং অর্শোরোগে আভ্যন্তরিক প্রয়োগার্থ প্রাণদাগুড়িকা, অগ্নিমুখলৌহ, বা কুটজলেহ প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিবে। রোগের পুরাতন অবস্থায়ও, ঐ সকল ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়।

সান্নিপাতিক অর্শোরোগে যে দোষের প্রবলতা দৃষ্ট হইবে, তদনুসারে চিকিৎসা করিবে এবং অর্শের অঙ্কুর বর্দ্ধিত হইলে প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক অর্শে যাহাতে সহজে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়, এরূপ বাতানুলোমক ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এই রোগে সময় সময় কোষ্ঠবদ্ধ বা উদরাধ্মান হইলে, স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ, হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ বা নারাচ-চূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ ও দাস্ত হইলে, বৃহৎ লবঙ্গাদ্যচূর্ণ, ভাস্করলবণ বা পীযূষবল্লী রস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। জ্বর ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব নিবারণার্থ, বক্ষ্যমাণ উপদ্রব চিকিৎসার নিয়মানুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক অর্শোরোগে দশমূল-গুড়, শ্রীবাহুশাল গুড়, শূরণমোদক, বৃহৎ শূরণমোদক, প্রাণদাগুড়িকা, চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা প্রভৃতি ঔষধ দোষের বলাবল অনুসারে সেবন করিতে দিবে এবং পুরাতন অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে পিপ্পল্যাদ্য তৈল অনুবাসন অর্থাৎ পিচকারীর দ্বারা প্রয়োগ করিবে ও মালিশের জন্য কাসীসাদ্য তৈল বা বৃহৎ কাসীসাদ্য তৈল ব্যবস্থা করিবে। ইহা প্রয়োগে অর্শের অঙ্কুর নিপতিত হয়। সান্নিপাতিক অর্শের চিকিৎসানুসারে সহজ অর্শের চিকিৎসা করিবে।

অর্শোরোগে—উপদ্রব। অর্শোরোগে বাতাদি দোষভেদে মস্তক, পার্শ্ব, কটি, কুচ্‌কি, গুহ্যদেশ, বক্ষঃস্থল, বস্তি ও নাভিমূল প্রভৃতিস্থানে বেদনা

কাস, শ্বাস, অগ্নির বিষমতা, পাতলা বা আমসংযুক্ত দাস্ত, গ্রহণীরোগ, কখনও বা গুঠ্‌লেমল নির্গমন অথবা কোষ্ঠবদ্ধ বা পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প মল নির্গমন, দাস্তের সময় গুহ্যদেশে বেদনা, উদরে বায়ুপূর্ণতা, কর্ণাভ্যন্তরে স্বন্ স্বন্ শব্দ, ভ্রম, জর, পিপাসা, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম, অরুচি, সর্দ্দি, মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও বমন প্রভৃতি বহুবিধ উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই সকল উপদ্রবের মধ্যে বলবান্ উপদ্রবের চিকিৎসা না করিলে, রোগী অত্যন্ত ব্যাকুল হয়; সুতরাং যখন যে উপদ্রব প্রবল হইবে, তখন সেই উপদ্রবের নিবারণার্থ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উভয়বিধ ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

অর্শোরোগে-উদরাধ্মান বা উদরে বায়ুরোগ। অর্শোরোগে উদরাধ্মান হইলে, চতুর্ম্মুখরস বা চিন্তামণি-রস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বায়ু প্রকোপজন্য উদরাধ্মানের সহিত পার্শ্ব, বস্তিদেশ, বক্ষঃস্থল ও কটিদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে, তাহা ঐ সমস্ত ঔষধ সেবনে বিনষ্ট হয়। উদরাধ্মানের সঙ্গে অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, অগ্নিমান্দ্যচিকিৎসোক্ত স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ, বড়বানলচূর্ণ বা হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে; কোষ্ঠবদ্ধ প্রবল হইলে, নারাচচূর্ণ বা হরীতকী-যোগ সেবন করাইবে; কিন্তু, তীক্ষ্ণ বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া দাস্ত করান উচিত নহে; যেহেতু উহাতে দুর্ব্বলতাবশতঃ বায়ু প্রকুপিত হয়, সুতরাং উদরাধ্মান নিবৃত্তি হয় না।

অর্শোরোগে-কোষ্ঠবদ্ধতা। অর্শোরোগে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে, অগ্নিবর্দ্ধক মৃদু-বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা আবশ্যক। উদরাধ্মান নিবারণ জন্য পূর্ব্বোল্লিখিত নারাচচূর্ণ, হরীতকীযোগ বা স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাবিশেষে প্রয়োগ করিবে এবং উহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে, ফলবর্ত্তি বা হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি প্রভৃতি বাহ্য ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা রোগীকে দাস্ত করাইবে। কোষ্ঠবদ্ধ হইলে এবং তৎসঙ্গে উদরে ও কটিদেশে বেদনা থাকিলে, বায়ু ও পিত্তের প্রবলতা অনুসারে সুকুমারমোদক, হরীতকীখণ্ড বা অগস্ত্যচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; কিন্তু, এই সকল বিরেচক ঔষধ অধিক মাত্রায় সেবন করাইবে না, যাহাতে ২।১ বার মাত্র দাস্ত হয়, এইরূপ ভাবে

প্রয়োগ করিবে অর্শোরোগ চিকিৎসা করিতে হইলে, কোষ্ঠশুদ্ধির উপর দৃষ্টি প্রদান অত্যন্ত আবশ্যক।

অর্শোরোগে—বেদনা। অর্শোরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, শরীরের নানাস্থানে বেদনা প্রকাশ পায়, কোষ্ঠবদ্ধজন্য উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে, এই বেদনা প্রবল হয়; উদরাময়ের জন্যও সময় সময় স্থান-বিশেষে অল্প বেদনা প্রকাশ পাইয়া থাকে। অর্শোরোগীর কোষ্ঠবদ্ধ ও মন্দাগ্নি হইতে শরীরে বেদনা হইলে, অলম্বুষাদ্য-চূর্ণ, বৈশ্বানর-চূর্ণ বা যোগরাজ গুগ্-গুলু প্রভৃতি ঔষধ রোগীর অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে। এই সমস্ত ঔষধ বায়ুর অনুলোমক ও কোষ্ঠশুদ্ধিকর এবং অগ্নিবলবর্দ্ধক; সুতরাং অর্শো-রোগীর কটি, গ্রীবা অথবা পার্শ্বাদি সন্ধিস্থিত বাতের পক্ষে, উহা অত্যন্ত উপকারী। মস্তক এবং তৎসন্নিহিত স্থানে বেদনা থাকিলে, স্বল্পলক্ষ্মী-বিলাস, মহালক্ষ্মীবিলাস বা শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। উদরে ও নাভিস্থানে বেদনা থাকিলে, অগ্নিদীপক ও পাচক ঔষধ অর্থাৎ মহাশঙ্খবটী বা শূলহরণ যোগ প্রভৃতি ঔষধ উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিতে দিবে। গুহ্যদেশ বা বস্তিস্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, চিন্তামণিরস বা চতুর্ম্মুখরস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

অর্শোরোগে—জ্বর। অর্শোরোগে পিত্তাধিক্যবশতঃ জ্বর প্রকাশ পাইয়া থাকে, এই জ্বরের বেগ কখনও হ্রাস হয়, কখনও বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। জ্বর প্রকাশ পাইলে, রোগী সমধিক কষ্ট অনুভব করে। অর্শোরোগের প্রবলাবস্থায় জ্বরবৃদ্ধি হইয়া থাকে। জ্বরের প্রবলাবস্থায় ও শরীর সবল থাকিলে, জয়াবটী, মৃত্যুঞ্জয়রস অথবা মহাজ্বরাঙ্কুশ প্রভৃতি ঔষধ অনুপানভেদে সেবন করাইবে। এইরূপ অবস্থায় অন্ন-পথ্য বন্ধ করিয়া রোগীকে অবস্থানুসারে পথ্য প্রদান করিবে; কিন্তু জ্বর অল্পবেগে প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর স্নান ও আহার সহ্য হইলে চূড়ামণিরস বা বৃহৎজ্বরান্তকলৌহ প্রভৃতি ঔষধ দোষানুসারে তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অর্শে ক্ষার বা তীক্ষ্ণ প্রলেপাদির প্রয়োগকালে শারীরিক অবস্থানুসারে অনেকের জ্বর হইয়া থাকে, ঐ জ্বর অর্শের ক্ষত শুষ্ক

হইলেই দূরীভূত হয়; সুতরাং তজ্জন্য পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ প্রায়শঃ প্রয়োগ করিতে হয় না।

অর্শোরোগে—মেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র। অর্শোরোগাক্রান্ত ব্যক্তির অনেক সময় মেহ বা মূত্রকৃচ্ছ্রদোষ অর্থাৎ প্রস্রাবকালীন যাতনা অথবা পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প প্রস্রাব হইয়া থাকে। এইরূপ মেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্রতা বস্তিগত বায়ুর প্রকোপ, কোষ্ঠশুদ্ধির অভাব অথবা অগ্নিমান্দ্য-জনিত অন্যান্য উপদ্রববশতঃ প্রকাশ পায়। এই মেহরোগে অনেক সময় প্রস্রাবের নিম্নভাগে চুণের ন্যায় বা লাল মিশ্রিত পদার্থ দৃষ্ট হয়। বিবিধ শীতল দ্রব্য প্রয়োগদ্বারা উহার বিশেষ হ্রাস বৃদ্ধি পায় না। এইরূপ মেহ প্রায়শঃ রোগের প্রবলাবস্থায় বা পুরাতন অবস্থায় লক্ষিত হয়; সুতরাং তন্নিবারণার্থ মেহমুদ্গরবটিকা, চন্দ্রপ্রভাবটিকা, মহাবঙ্গেশ্বর বা বঙ্গাষ্টক প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এ সকল ঔষধে মূত্রকৃচ্ছ্র ও মেহ অনেকাংশে দূরীভূত হইয়া থাকে। তজ্জন্য প্রায়শঃ অন্যান্য ঔষধ সেবন করিতে হয় না। মূত্রকৃচ্ছ্র প্রবল হইলে, মেহমুদ্গরবটিকা, বৃহৎ সোমনাথরস বা চন্দ্রপ্রভাবটিকা সেবনে সমধিক উপকার হয়। অর্শোরোগে প্রমেহদোষ বিদ্যমান থাকিলে, স্নান ও আহারাদির পালন করা অতি আবশ্যক।

অর্শোরোগে-উদরাময়। অর্শোরোগে পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ উদরাময় প্রবল হইয়া থাকে। পিত্তাধিক্য বশতঃ পাতলা দাস্ত হয়। শ্লেষ্মাধিক্যবশতঃ প্রবাহিকা রোগের ন্যায় আম সংযুক্ত মল নির্গত হইয়া থাকে। এই উভয় অবস্থায় বাতানুলোমক অথচ ধারক ঔষধ ভাস্করলবণ, বৃহৎ লবঙ্গাদ্যচূর্ণ, পীযূষবল্লীরস বা মহাশঙ্খবটী প্রভৃতি অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে। ইহাদের মধ্যে পীযূষবল্লীরস ও বৃহৎ লবঙ্গাদ্যচূর্ণ আমদোষ নিবৃত্তিকারক এবং অন্যান্য ঔষধ ধারক অথচ অনুলোমক। আমসংযুক্ত রক্তবর্ণ অথবা সরক্ত পাতলা দাস্ত হইলে, পীযূষবল্লীরস, কুটজাষ্টক বা বৃহৎ কুটজাবলেহ প্রভৃতি ঔষধ সেবনে সমধিক উপকার হয়। জ্বর ও উদরাময় একত্র মিলিত হইলে, কুটজাষ্টক বা বৃহৎ কুটজাবলেহ, প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগে জ্বর ও উদরাময় উভয়ই প্রায়শঃ প্রশমিত হয়, তবে আবশ্যক হইলে, সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস, মহাগন্ধক ও অমৃতার্ণব রস প্রভৃতি ঔষধও রোগের প্রথম অবস্থায়

সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু, উদরাময় পুরাতন হইলে ও তৎসঙ্গে জ্বর অল্পবেগে প্রকাশ পাইলে, পুটপাক বিষমজ্বরান্তলৌহ, সর্ব্বজ্বরহর লৌহ বা বৃহৎ জ্বরান্তকলৌহ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

অর্শোরোগে—সর্দ্দি ও কাস। শ্লৈষ্মিক অর্শোরোগে অনেক সময় সর্দ্দি, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হয়। কোষ্ঠ বদ্ধ হইলেও এই সর্দ্দি, কাস প্রভৃতি প্রবল হইয়া থাকে; সর্দ্দি ও কাস প্রভৃতির জন্য পৃথক ঔষধ সেবন না করাইয়া, স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস, মহালক্ষ্মীবিলাস, কফচিন্তামণি বা শৃঙ্গারাভ্র প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে, ঐ সকল ঔষধ অনুপানভেদে সেবন করিলে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। শ্বাসচিন্তামণি, শৃঙ্গ্যাদি-চূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ কাস ও শ্বাসের প্রবলাবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে; কিন্তু ঐ সকল ঔষধদ্বারা পুরাতন কাস বা শ্বাস সমূলে বিনষ্ট হয় না।

অর্শোরোগে-ঔষধ।

অর্কক্ষীরাদি লেপ। অর্শোরোগীর অর্শের অঙ্কুর বর্দ্ধিত, কঠিন বা তীক্ষ্ণাগ্র হইলে, এই প্রলেপ বলিতে প্রয়োগ করিবে। ইহা লাগাইলে, ঐ সমস্ত অঙ্কুর খসিয়া পড়ে।

অর্কক্ষীরাদি লেপ। আকন্দের ক্ষীর, সীজের ক্ষীর, তিতলাউয়ের কচিপাতা ও ডহরকরঞ্জার ছাল, এই সকল দ্রব্য সমানাংশে লইয়া ছাগীমূত্রে পেষণ করিবে; অনন্তর উহা বলিতে লাগাইবে।

স্নুহীক্ষীরাদ্য লেপ। বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক অর্শের অঙ্কুর কঠিন ও বৃহৎ এবং ঐ অর্শের মূলভাগ বৃহত্তর হইলে, এই প্রলেপ বলির মুখে লাগাইয়া দিবে। ইহাতে অর্শের অঙ্কুর সকল খসিয়া পড়ে।

স্নুহীক্ষীরাদ্য লেপ। সীজের ক্ষীর ও হরিদ্রা-চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া বলিতে লাগাইবে, অথবা উক্তদ্রব্য একত্র কার্পাসের সূতায় মাখাইয়া পুনঃপুনঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, তদ্দ্বারা দৃঢ়রূপে অর্শের বলি বন্ধন করিবে, এইরূপ বাঁধিয়া রাখিলে ঐ বলি ছিন্ন হয়।

তুম্বিকাদ্য লেপ। বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক অর্শের অঙ্কুর বর্দ্ধিত এবং অর্শের মূল বৃহৎ ও কণ্টকাকীর্ণ হইলে, এই প্রলেপ বলিতে প্রয়োগ করিবে। উহা লাগাইলে বলি খসিয়া পড়ে।

তুষিকাদ্য লেপ। সবীজ তিক্ত লাউ কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক উহাতে গুড় মিশ্রিত করিয়া অর্শে প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

হরিদ্রাদি লেপ। শ্লৈষ্মিক অর্শে বলির মূলভাগ বৃহৎ এবং উহা বেদনাবিশিষ্ট হইলে ও অর্শের বলি বাহিরে থাকিলে, এই প্রলেপ লাগাইবে।

হরিদ্রাদি লেপ। হরিদ্রা, রক্তচিতা, সোহাগার খৈ এবং গুল, ইহাদের চূর্ণ ও গুড় একত্র করিয়া কাঁজি দ্বারা পেষণ পূর্ব্বক অর্শে প্রলেপ দিবে।

অপামার্গ লেপ। লিঙ্গস্থিত অর্শঃ প্রবল হইলে, ঐ অর্শের মুখে এই প্রলেপ লাগাইবে, ইহা লিঙ্গার্শোরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অপামার্গ লেপ। আপাঙ্ মূল অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া ঐ ক্ষার এবং হরিতাল সমভাগে লইয়া জলে পেষণ করিবে ; অনন্তর অর্শে লাগাইবে।

পঞ্চকোল লেপ। শ্লৈষ্মিক অথবা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শোরোগে কাস, শ্বাস, অরুচি, মস্তকে ভারবোধ ও গাত্র বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তক্র (ঘোল) সহ সেবন করিতে দিবে।

পঞ্চকোল যোগ। পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, রক্তচিতা ও শুঁঠ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ দুই আনা হইতে ।০ চারি আনা।

হরীতকী যোগ। বাতিক ও বাতপৈত্তিক অর্শোরোগীর কোষ্ঠবদ্ধ এবং তৎসঙ্গে কটি, পৃষ্ঠ, বক্ষঃস্থল ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে প্রতিদিন প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

হরীতকী যোগ। গোটা হরীতকী পূর্ব্বদিন গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিবে এবং পর দিন প্রাতে পেষণ পূর্ব্বক, উহার সহিত কিঞ্চিৎ ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। হরীতকী-চূর্ণ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলেও, উপকার পাওয়া যায়।

হরীতক্যাদি চূর্ণ। বাতিক বা বাতপৈত্তিক অর্শোরোগে কোষ্ঠবদ্ধ, এবং কটি, পৃষ্ঠ, বক্ষঃ ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা, মাথায় নানাপ্রকার উদ্বেগ, দাহ, রক্তস্রাব ও পিপাসা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ ফল্‌সা ছালের রস সহ সেবন করিতে দিবে।

হরীতক্যাদি চূর্ণ। হরীতকী, খোসাবিহীন কৃষ্ণতিল, আমলকী, কিস্‌মিস্ ও মধু। ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ দুই আনা হইতে ॥০ অর্দ্ধ তোলা।

শূরণ যোগ। শ্লৈষ্মিক বা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শোরোগে অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, আমাশয় এবং অন্যান্য উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

শূরণ যোগ। বন্যওল মাটীদ্বারা লেপন পূর্ব্বক, বনঘুটের অগ্নিতে দগ্ধ করিবে, পরে সিদ্ধ ওলের সহিত কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ ও কিঞ্চিৎ তিল তৈল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

তিল যোগ। রক্তার্শোরোগে মলদ্বার হইতে সমধিক রক্ত নির্গত হইলে এবং রক্তার্শের অন্যান্য লক্ষণ অর্থাৎ হস্ত, পদ ও প্রভৃতি স্থানে পাণ্ডুতা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

তিল যোগ। কৃষ্ণতিল ১ তোলা পেষণ পূর্ব্বক উহার সহিত ইক্ষুচিনি ।॰ তোলা, ছাগীদুগ্ধ ৪ তোলা মিলিত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

শতমূলী যোগ। রক্তার্শোরোগে মলদ্বার হইতে অধিক রক্তনির্গত হইলে এবং রক্ত নির্গমন হেতু দাহ, পিপাসা ও শরীর পাণ্ডুবর্ণ প্রভৃতি রক্তার্শের লক্ষণ সকল মিলিত ভাবে প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ বৈকালে বা মধ্যাহ্নে সেবন করিতে দিবে। রক্ত অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে দুই বেলা দুই বার ঔষধ প্রযোজ্য

শতমূলী যোগ। শতমূলী ২ তোলা পরিমাণে লইয়া পেষণ পূর্ব্বক উহার সহিত ছাগীদুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

অপামার্গ যোগ। রক্তার্শোরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ও অঙ্কুর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিতে।

অপামার্গ যোগ। আপাঙ্‌ বীজ ।॰ তোলা, চাউলধোয়া জলসহ পেষণ করিয়া সেবন করিতে দিবে।

কুটজ যোগ। রক্তার্শে মলদ্বার হইতে অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হইলে এবং পিত্তার্শে রক্তসংযুক্ত তরল মলভেদ হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

কুটজ যোগ। কুড়চিছাল ।॰ তোলা পরিমাণে পেষণ পূর্ব্বক উহার সহিত তক্র মিশ্রিত করিয়া, দিনে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে।

ভেকদ্রাবণী যোগ। বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক অর্শো-রোগে অর্শের অঙ্কুর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং বিবিধ উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই জল দ্বারা অর্শের বলি ধৌত করিবে। অর্শোরোগের ইহা প্রধান ঔষধ।

ভেকদ্রাবণী যোগ। ঘোষালতা পূর্ব্ব দিন জলে ভিজাইয়া রাখিবে; অথবা অর্দ্ধ সের ঘোষালতা ।৫ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ।১ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া লইয়া, সেই জল দ্বারা অর্শের বলি দিনে ৩।৪ বার ধৌত করিয়া দিবে।

পদ্মক যোগ। রক্তার্শোরোগে মলদ্বার হইতে রক্তস্রাব হইলে, এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে রক্তার্শোজনিত বিবিধ উপদ্রবও বিনষ্ট হয়।

পদ্মক যোগ। কচি পদ্মপাতা পেষণ পূর্ব্বক উহার সহিত কিঞ্চিৎ ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

অশ্বগন্ধাদি ধূপ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক বা রক্তার্শো-রোগে অর্শের অঙ্কুর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং গুহ্যদেশে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ধূপ অর্শে লাগাইবে।

অশ্বগন্ধাদি ধূপ। অশ্বগন্ধা, নিসিন্দা, বৃহতী ও পিপুল; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া তাহার সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিবে এবং এবং উহাতে অগ্নি ধরাইয়া তাহার ধুম অর্শে গ্রহণ করিতে দিবে।

চন্দনাদি কাথ। রক্তার্শোরোগে অর্শঃ হইতে রক্তস্রাব হইলে এবং তজ্জন্য বিবিধ উপদ্রব অর্থাৎ দাহ, জ্বর ও পাণ্ডুতা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

চন্দনাদি কাথ। রক্তচন্দন, চিরতা, দুরালভা ও নাগরমুথা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; এই কাথ ছাকিয়া শীতল হইলে সেবন করিতে দিবে।

কাশ্মর্য্যাদি কাথ। রক্তার্শোরোগে অর্শঃ হইতে রক্ত নির্গত হইলে এবং পিত্তের প্রকোপ বশতঃ দাহ ও জ্বর প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই কাথ সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে, রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

দার্ব্ব্যাদি কাথ। দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, বেণারমূল ও চিরতা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

কুটজাদিচূর্ণ। রক্তার্শোরোগে অর্শঃ হইতে রক্তস্রাব এবং তজ্জনিত বিবিধ উপদ্রব অর্থাৎ বস্তিদেশে বেদনা, শরীরের পীতাভা ও কৃশতা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই চূর্ণ তক্রসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

কুটজাদি চূর্ণ। কুটজফলের শাস, রক্তচিতা, সৈন্ধব, শুঁঠ, ইন্দ্রযব ও সোন্দাল; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵৹ আনা হইতে ।৹ চারি আনা।

কর্পূরাদিচূর্ণ। বাতিক অর্শোরোগে রোগীর সমধিক দুর্ব্বলতা এবং কটি, পৃষ্ঠ ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা, অথবা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শোরোগে পাতলা দাস্ত, অতিসার, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে জলসহ সেবন করিতে দিবে।

কর্পূরাদি চূর্ণ। কর্পূর, লবঙ্গ, এলাইচ, দারুচিনি, নাগেশ্বর, জাতীফল, বেণার মূল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা (সাজীরা), কৃষ্ণাগুরু, বংশলোচন, জটামাংসী, নীলশুন্দি, পিপুল, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, বালা ও কাকোলী; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵৹ দুই আনা হইতে ।৹ চারি আনা।

মরিচাদিচূর্ণ। বাতিক অথবা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শোরোগে অগ্নিমান্দ্য এবং কটি, পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজল সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক।

মরিচাদি চূর্ণ। মরিচ, পিপুল, কুড়, সৈন্ধব, জীরা, শুঁঠ, বচ, হিং, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, রক্তচিতা ও যমানী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা; এবং পুরাতন গুড় ৪ তোলা; একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵৹ দুই আনা।

লবণোত্তমচূর্ণ। বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শোরোগে অগ্নিমান্দ্য এবং কটি, পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ তক্রের সহিত রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

লবণোত্তম চূর্ণ। সৈন্ধবলবণ, রক্তচিতা, ইন্দ্রযব, ডহরকরঞ্জার মূলের ছাল এবং মহানিম্বের ছাল; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵৹ দুই আনা।

নিম্বকরঞ্জচূর্ণ। বাতিক অর্শে অগ্নিমান্দ্য এবং কটি, পৃষ্ঠ, ও বক্ষঃস্থল প্রভৃতি

স্থানে বেদনা, ভোজনে অনিচ্ছা ও বাতশ্লৈষ্মিক অর্শে উদরাময়, জ্বর, কাস, শ্বাস ও মাথার বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। সান্নিপাতিক অর্শোরোগে বায়ুর বা বাতশ্লেষ্মার আধিক্য প্রকাশ পাইলে, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—জল।

বিজয় চূর্ণ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, বচ, হিং, আকনাদি, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চৈ, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, রক্তচিতা, শুল্‌ফা, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, সাম্ভার লবণ, সৌবর্চ্চললবণ, কারকচলবণ, পিপুলমূল, বেলশুঁঠ, ও যমানী, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে মাত্রা ।॰ অর্দ্ধ তোলা।

সমশর্করচূর্ণ। পৈত্তিক বা পিত্তশ্লৈষ্মিক অর্শোরোগে অগ্নিমান্দ্য, কাস, অরুচি ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা কাস এবং শ্বাস রোগেও, প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—জল।

সমশর্কর চূর্ণ। ছোট এলাইচ ১ এক ভাগ, দারুচিনি ২ দুই ভাগ, তেজপাতা ৩ তিন ভাগ, নাগেশ্বর ৪ চারি ভাগ, মরিচ ৫ পাঁচ ভাগ, পিপুল ৬ ভাগ ও শুঁঠ ৭ ভাগ; এই সমস্ত চূর্ণের সমান ইক্ষুচিনি, একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ✓॰ দুই আনা হইতে ।॰ চারি আনা।

অগ্নিমুখলবণ। বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শে অগ্নিমান্দ্য, উদরাধ্মান, কটি, পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা, মাথায় ভারবোধ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অর্শোরোগীর প্লীহা বা যকৃৎবৃদ্ধি অথবা গুল্ম প্রভৃতি রোগ প্রকাশ পাইলে, কিম্বা সাধারণতঃ প্লীহা বা যকৃৎ রোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলেও, ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। প্রাতে প্রযোজ্য। অনুপান—উষ্ণজল।

অগ্নিমুখ লবণ। রক্তচিতা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দন্তী, তেউড়ীমূল ও কুড়; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান সৈন্ধবলবণ, এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া, সীজের ক্ষীর দ্বারা ভাবনা দিয়া সীজের গাছ অথবা সীজের ডালের মধ্যে পূর্ণ করিবে, অনন্তর মধু মুখ সীজের ডাল দ্বারা রুদ্ধ করিয়া উহাকে মাটি দ্বারা লিপ্ত করিবে এবং ঔষধ একেবারে ভস্মীভূত না হয়, এরূপভাবে বনঘুটের অগ্নিতে পাক করিবে। মাত্রা ৫ পাঁচ রত্তি।

প্রাণদাগুটিকা। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক,

পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক অর্শের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ কোষ্ঠ-বদ্ধ, অগ্নিমান্দ্য অথবা পাতলা দাস্ত, অরুচি, জ্বর, কাস এবং কটি, পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা, মাথায় ভার, ক্ষুধামান্দ্য ও অন্যান্য লক্ষণ সকল লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল।

প্রাণদা গুড়িকা। শুঁঠ ২৪ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, পিপুল ১৬ তোলা, চৈ ৮ তোলা, তালীশপত্র ৮ তোলা, নাগেশ্বর ৪ তোলা, পিপুল ১৬ তোলা, তেজপাতা ১ তোলা, ছোট এলাইচ ২ তোলা, দারুচিনি ১ তোলা, এবং বেণার মূল ১ তোলা; এই সমুদয় চূর্ণ এবং পুরাতন গুড় ২৪০ তোলা একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ দুই আনা হইতে ৷০ অর্দ্ধ তোলা। এই ঔষধ কোষ্ঠবদ্ধ ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইলে, ঔষধে শুঁঠের পরিবর্ত্তে হরীতকী চূর্ণ এবং পিত্ত প্রবল ব্যক্তির পাতলা দাস্ত অবস্থায় সেবন করাইতে হইলে, পুরাতন গুড়ের পরিবর্ত্তে ইক্ষুচিনি দিবে।

চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা। বাতিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক অর্শে কটি, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব ও বক্ষঃস্থল প্রভৃতি স্থানে বেদনা, প্রামেহদোষ, বা মূত্রকৃচ্ছ্রতা, পুরাতন জ্বর ও পাণ্ডু প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রশস্ত। ইহা সেবনে অর্শোরোগীর ঐ সমস্ত উপদ্রব বিনষ্ট হয় এবং শারীরিক বল বৃদ্ধি পায়। এই ঔষধ প্রমেহ, অশ্মরী এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগেও, ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহা সেবন করিয়া নিয়ম পূর্ব্বক আহারাদি করা কর্ত্তব্য। ইহাতে অগ্নিবৃদ্ধি, কোষ্ঠ পরিষ্কার এবং বায়ু অনুলোম হইয়া থাকে। ঔষধ সেবনান্তে শীতল জল পান করিতে দিবে। অনুপান ঘৃত ও মধু।

চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা। পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, অভ্র ৮ তোলা এবং বিড়ঙ্গশাস, রক্তচিতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দেবদারু, চৈ, চিরতা, পিপুলমূল, মুথা, শটীর পালো, বচ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, যবক্ষার, সাজীমাটী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ধনে, গজপিপ্পলী ও আতইষ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, শোধিত শিলাজতু ৬৪ তোলা, শোধিত গুগ্‌গুলু ১৬ তোলা, লৌহ ১৬ তোলা, ইক্ষুচিনি ৩২ তোলা, বংশলোচন, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা এবং দারুচিনি, তেজপাতা ও এলাইচ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২৷৵৪ রতি; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত ও জলদ্বারা মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে। মাত্রা /০ এক আনা হইতে ।০ চারি আনা।

রসগুড়িকা। শ্লৈষ্মিক বা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শে অগ্নিমান্দ্য ও আম-

সংযুক্ত মল পুনঃ পুনঃ নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে কাস, জ্বর বা শরীরের অবসন্নতা বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—হরীতকী-চূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ।

রসগুড়িকা। রসসিন্দূর ১ তোলা এবং বিড়ঙ্গ, মরিচ ও অভ্র; ইহাদের প্রত্যেক ৪ তোলা; এই সমস্ত একত্র করিয়া পাংরাই শাকের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ এক রত্তি।

চক্রেশ্বর রস। বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শে রোগীর অগ্নি-মান্দ্য, কাস, ও অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে হরীতকীচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ সহ সেবন করিতে দিবে।

চক্রেশ্বর রস। রসসিন্দূর ৪ তোলা, সোহাগার খৈ এবং অভ্র প্রত্যেক ৫ তোলা; এই সকল একত্র করিয়া শ্বেত পুনর্ণবার রসে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ দুই রতি।

জাতিফলাদি বটী। শ্লৈষ্মিক অর্শোরোগে আমসংযুক্ত মল নির্গত হইলে এবং অগ্নিমান্দ্য, কাস ও সর্দ্দি প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—হরীতকী-চূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ।

জাতীফলাদী বটী। জাতীফল, লবঙ্গ, পিপুল, সৈন্ধব লবণ, শুঁঠ, ধুস্তুরবীজ, হিঙ্গুল ও সোহাগার খৈ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া জম্বীর (গোড়া লেবুর) রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ দুই রতি।

অগ্নিমুখ লৌহ। বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক অর্শে অগ্নিমান্দ্য, শরীরের পাণ্ডুতা, আমসংযুক্ত পাতলা দাস্ত, কটি ও পৃষ্ঠাদি স্থানে বেদনা এবং প্লীহা বা যকৃত বৃদ্ধি ও শরীরের অবসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা বল ও অগ্নি-বর্দ্ধক। অনুপান—ঘৃত বা দুগ্ধ।

অগ্নিমুখ লৌহ। তেউড়ীমূল, রক্তচিতা, নিসিন্দা, সীজমূল, মুণ্ডিরী ও ভুঁই আমলা; ইহাদের প্রত্যেকের ৬৪ তোলা, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ছাকিয়া লইয়া উহাতে উষ্ণীকৃত গব্যঘৃত ১৯২ তোলা, বৈচীমূলের রসদ্বারা শোধিত উৎকৃষ্ট লৌহভস্ম ৯৬ তোলা, এবং ইক্ষুচিনি ৯৬ তোলা প্রদান করিয়া পাক করিবে এবং ঘন হইলে, উহাতে বিড়ঙ্গ-চূর্ণ ২৪ তোলা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ তোলা, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, ইহাদের সমভাগে মিশ্রিত চূর্ণ ৪০ তোলা, শিলাজতু ৮ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য

প্রদান করিয়া আলোড়ন করিবে এবং শীতল হইলে, মধু ১৬ তোলা প্রদান করিবে ; মাত্রা—৵০ দুই আনা হইতে ।০ চারি আনা বা ॥০ অর্দ্ধ তোলা।

মাণাদ্যলৌহ। পৈত্তিক বা রক্তার্শে রোগীর পাতলা দাস্ত বা রক্তসংযুক্ত দাস্ত হইলে এবং দেহের পাণ্ডুতা, দাহ, অগ্নজ্বর, শরীরের দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—রক্তার্শে ছাগীদুগ্ধ। পিত্তার্শে—শতমূলীর রস ও ইক্ষুচিনি।

মাণাদ্যলৌহ। মাণ, ওল, রক্তচন্দন, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুথা ও রক্তচিতা ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সর্ব্ব সমান লৌহ ; জলদ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ তিন রতি।

তীক্ষ্মমুখ রস। বাতিক, বাতপৈত্তিক অথবা সান্নিপাতিক অর্শে রোগীর কটি ও পৃষ্ঠাদি স্থানে বেদনা, কাস, মাথার উদ্বেগ, প্রমেহ বা মূত্রকৃচ্ছ্র, ও সর্ব্বদা বায়ুজনিত বিবিধ উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে বৈকালে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—হরীতকী, আমলা, ও বহেড়া ভিজান জল ২ তোলা ও মধু ২ ফোঁটা অথবা ইক্ষুচিনি।

তীক্ষ্মমুখ রস। রসসিন্দূর, তাম্র, স্বর্ণ, অভ্র, তীক্ষ্ণলৌহ, মুণ্ডলৌহ, গন্ধক, মণ্ডূর ও স্বর্ণমাক্ষিক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া, ঘৃতকুমারীর রসে একদিন মর্দ্দন করিবে, পরে মুষামধ্যে রাখিয়া মাটীদ্বারা লেপ প্রদান পূর্ব্বক, রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ঘুটের অগ্নিতে পাক করিবে। মাত্রা ২ দুই রতি।

অর্শঃকুঠার রস। বাতিক বা শ্লৈষ্মিক অর্শে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ, উদরাধ্মান, কটি, পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ জলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অর্শোরোগীর কোষ্ঠবদ্ধ এবং অর্শের প্রবলাবস্থায় ইহা অতি উপকারী।

অর্শঃকুঠার রস। পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ১৬ তোলা, এবং লৌহ, তাম্র, দন্তীমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও গুগ্গুলু ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা, বংশলোচন, সোহাগার খৈ, যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ ; ইহাদের প্রত্যেকের ৪০ তোলা, শোধিত সীজের ক্ষীর ৬৪ তোলা ; এই সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিবে ; প্রথমে গোমূত্র ৪ সের পাক করিবে এবং অর্দ্ধাবশেষে উহার সহিত ঐ সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মৃদু অগ্নির সন্তাপে পাক করিবে। মাত্রা ।০ চারি আনা।

কুটজলেহ। পৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক বা রক্তার্শো-রোগে পাতলা দাস্ত, আমরক্ত সংযুক্ত গুঠ্‌লে মল অথবা কেবল রক্ত নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অর্শোরোগীর গ্রহণীদোষ অর্থাৎ উদরাময় অবস্থায়ও, ইহা প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধ ধারক অথচ কোষ্ঠবদ্ধকারক নহে। রক্তার্শঃ বা পিত্তার্শঃজনিত পাণ্ডুতা ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব ইহাতে বিনষ্ট হয়। ইহা রক্তার্শের মধ্যে বা পুরাতন অবস্থায় প্রযোজ্য। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ বা শীতল জল।

কুটজলেহ। সরস কুড়চির ছাল ৮০০ তোলা পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কাথ ছাকিয়া লইয়া পুনরায় অগ্নিতে পাক করিবে এবং উহাতে পুরাতন গুড় ২৪০ তোলা, গব্যঘৃত ৬৪ তোলা প্রদান করিবে; ঔষধ ঘন হইলে, ঐ পাত্র অবতরণ পূর্ব্বক, রক্তচন্দন, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রসাঞ্জন, রক্তচিতা, ইন্দ্রযব, বচ, আতইচ ও বেলশুঁঠ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রদান পূর্ব্বক মৃদু অগ্নির সন্তাপে পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিয়া পাক করিবে, ঔষধ শীতল হইলে, উহাতে মধু ৬৪ তোলা মিশ্রিত করিবে। মাত্রা।০ চারি আনা বা ।০ অর্দ্ধ তোলা।

কুটজাষ্টক। রক্তার্শে বা পৈত্তিক অর্শে রোগীর সমধিক রক্তস্রাব অথবা আম বা রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা রক্তরোধক, রক্তার্শের প্রথম অবস্থায় অথবা অল্প রক্ত নির্গত হইলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু পুনঃ পুনঃ অথবা অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হইলে, ইহা সেবনে রক্ত একেবারে বন্ধ হইয়া নানা বিধ কঠিন রোগ উৎপাদন করিতে পারে, সুতরাং ঐ অবস্থায়, ইহা প্রয়োগ সমীচীন নহে। রক্তার্শের মধ্যাবস্থায় পিত্তশ্লেষ্মা প্রবল হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ বা শীতল জল।

কুটজাষ্টক। প্রস্তুতবিধি ২৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শূরণমোদক। বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শোরোগীর কোষ্ঠবদ্ধ, কটি, পৃষ্ঠ ও পার্শ্বাদিতে বেদনা এবং কাস, শ্বাস ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অর্শোরোগের মধ্য ও পুরাতন অবস্থায়, এই ঔষধ অধিক উপকারী। অনুপান—জল।

শূরণমোদক। মরিচ ২ তোলা, শুঁঠ ৪ তোলা, রক্তচিতা ৮ তোলা এবং ওল ১৬ তোলা; এই সমুদয় চূর্ণের সমান পুরাতন গুড় অর্থাৎ ৩০ তোলা; এই সমস্ত একত্র করিয়া মোদক পাক করিবে। মাত্রা।০ চারি আনা হইতে ৷০ অর্দ্ধ তোলা।

বৃহৎ শূরণমোদক। বাতিক ও বাতশ্লৈষ্মিক অর্শের পুরাতন বা মধ্যাবস্থায়, রোগীর অগ্নিমান্দ্য, কাস, কোষ্ঠবদ্ধ কটি ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। পুরাতন অর্শোরোগে প্লীহা ও যকৃৎবৃদ্ধি প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলেও, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ও বলবর্দ্ধক। পুরাতন অর্শোরোগীর পক্ষে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—উষ্ণজল।

বৃহৎ শূরণমোদক। ওল ১৬ তোলা, রক্তচিতা ৮ তোলা, শুঁঠ ৪ তোলা মরিচ ২ তোলা, এবং হরীতকী, আমলা, বহেড়া, পিপুল, পিপুলমূল, তালীশপত্র, শোধিত ভেলা, ও বিড়ঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা; তালমূলী ৮ তোলা, বিদ্ধাড়কবীজ ১৬ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ একত্র করিয়া পুরাতন গুড় ১৮০ তোলা সহ মিশ্রিত করতঃ মোদক পাক করিবে। মাত্রা।০ চারি আনা বা ৷০ অর্দ্ধ তোলা।

কাঙ্কায়ন মোদক। বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শের মধ্যাবস্থায় বা পুরাতন অবস্থায় কটি ও পার্শ্বাদি বেদনা, শরীরের কৃশতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধে অর্শোরোগের বিবিধ উপদ্রব নষ্ট হয়। পৈত্তিক এবং পিত্তশ্লৈষ্মিক অর্শে পাতলা দাস্ত, দাহ, জ্বর এবং অন্যান্য উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধ অতি সাবধানে সেবন করিতে দিবে। প্রথমে অতি অল্পমাত্রায় প্রযোজ্য। অনুপান—তক্র।

কাঙ্কায়ন মোদক। হরীতকী ৪০ তোলা, জীরা ৮ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, পিপুল ৮ তোলা, পিপুলমূল ১৬ তোলা, চৈ ২৪ তোলা, রক্তচিতা ৩২ তোলা, শুঁঠ ৪০ তোলা, যবক্ষার ১৬ তোলা, উৎকৃষ্টরূপে শোধিত ভেলা ৬৪ তোলা, ওল ১২৮ তোলা; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে এবং সমস্ত ঔষধের দ্বিগুণ পুরাতন গুড় গ্রহণ করিয়া মোদক পাক করিবে। মাত্রা—২ রতি হইতে ৩ বা ৮ রতি।

কৃষ্ণাদ্যমূল গুড়। বাতিক, বাতশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক অর্শোরোগের

পুরাতন অবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ, কটি, উদর বা পার্শ্বাদিতে বেদনা, মাথায় ভার, কাস, শ্বাস ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপদ্রব প্রবল হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে ইহা অত্যন্ত। অগ্নিবর্দ্ধক, অথচ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক। অনুপান—উষ্ণ জল।

দশমূল গুড়। বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, রক্তচিতা, দন্তীমূল; ইহাদের প্রত্যেক ॥০ তোলা, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কাথ ছাকিয়া উহাতে পুরাতন গুড় ১২॥০ সের মিশ্রিত করিয়া যথানিয়মে পাক করিবে এবং গাঢ় হইলে, পাত্র নামাইবে এবং শীতল হইলে, উহাতে তেউড়ীমূল-চূর্ণ /২ সের ও পিপুল চূর্ণ /১ সের মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ॥০ অর্দ্ধ তোলা হইতে ১ এক তোলা।

শ্রীবাহুশাল গুড়। বাতিক, পৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক অর্শের পুরাতন অবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ বা স্বাভাবিকরূপে মল নির্গত হইলে, অথচ কটি, পার্শ্বাদি স্থানে বেদনা, অগ্নিমান্দ্য, কাস, শ্বাস, জ্বর ও প্লীহা প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। বহুকালের পুরাতন অর্শে ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। প্রথমে অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিয়া ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। অনুপান—কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, উষ্ণজল। পৈত্তিক অর্শে বা সহজকোষ্ঠে ছাগীদুগ্ধ।

শ্রীবাহশাল গুড়। তেউড়ীমূল, চই, দন্তীমূল, গোক্ষুর, রক্তচিতা, শটী, রাখালশশা, মুথা, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ ও হরীতকী; ইহাদের প্রত্যেক ৮ তোলা, শোধিত তেলা ৬৪ তোলা, বিত্তারক বীজ ৪৮ তোলা, ওল ১২৮ তোলা, পাকার্থ জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। ঐ কাথ ছাকিয়া উহার সহিত পুরাতন গুড় ৯।৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া পুনরায় পাক করিবে এবং ঘন হইলে, পাত্র নামাইয়া উহার সহিত তেউড়ীমূল, চই, ওল ও রক্তচিতা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা এবং এলাইচ, দারুচিনি, মুথা ও গজপিপ্পলী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪৮ তোলা প্রদান করিয়া পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিবে। মাত্রা ১ এক তোলা।

খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহ। রক্তার্শঃ পুরাতন হইলে এবং রোগীর বায়ু ও পিত্তের আধিক্য থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অক্তার্শোরোগে দাহ, শরীরের গ্লানুতা ও কৃশতা প্রভৃতি উপদ্রবও, ইহাতে দূরীভূত হয়। পুরাতন রক্তার্শোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনুপান—জল।

খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ২৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কুষ্মাণ্ডাবলেহ। রক্তার্শোরোগের পুরাতন অবস্থায় রক্ত নিঃসরণ ও রোগীর শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে, এবং বায়ু ও পিত্তের আধিক্য থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। রক্তার্শোরোগে পাণ্ডু, দাহ, পিপসা ও অন্যান্য উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবনে তাহারও উপকার হয়। পুরাতন রক্তার্শোরোগে ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন, ইহা সেবন করিলে, শারীরিক বল বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অনুপান—জল।

বৃহৎ কুষ্মাণ্ডাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ২৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কুটজাদ্যঘৃত। রক্তার্শোরোগের পুরাতন অবস্থায়, রোগীর অগ্নি সবল থাকিলে এবং সময় সময় আমসংযুক্ত মল নির্গত অথবা রক্তস্রাব হইলে, এই ঘৃত উষ্ণ দুগ্ধ সহ তাহাকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে।

কুটজাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, নাগেশ্বর, নীলশুন্দি, লোধ ও ধাইফুল; এই সকল দ্রব্য মিলিত /১ সের। পাকার্থ-জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ৷৹ অর্দ্ধ তোলা।

পিপ্‌পল্যাদ্য তৈল। পুরাতন অর্শোরোগে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে, বিশেষতঃ উদাবর্ত্তের লক্ষণ অর্থাৎ উদর বায়ুপূর্ণ অনুভূত হইলে এই তৈল দ্বারা মলদ্বারে পিচকারী দিবে; ইহাতে বায়ু অনু-লোম হয়, সুতরাং কটি, পৃষ্ঠ ও গুহ্যদেশ প্রভৃতি স্থানের বেদনা, মলের বদ্ধত ও মূত্রকৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি দোষ দূরীভূত হইয়া থাকে।

পিপ্পল্যাদ্য তৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছা পাক করিবে। গব্যদুগ্ধ /৮ সের। জল ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—পিপুল, যষ্টিমধু, বেলশুঁঠ, শুলফা, ময়নাফল, বচ, শটী, রক্তচিতা ও দেবদারু; প্রত্যেক ১ ভাগ ও কুড় ২ ভাগ, এই একাদশ ভাগ দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের লইয়া যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

বৃহৎ কাসীসাদ্যতৈল। অর্শোরোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল অতি উপকারী। পূর্ব্বোক্ত প্রলেপাদিদ্বারা যে সমস্ত বলি স্খলিত না হয়, তাহাও, এই তৈল প্রয়োগে স্খলিত হইয়া থাকে।

বৃহৎ কাসীসাদ্য তৈল। তিলতৈল /৪ সের। গোমূত্র ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—হীরাকস, সৈন্ধব, পিপুল, শুঁঠ, কুড়, ঈশলাঙ্গলিয়া, পাথরকুচি, করবীর, দন্তী, বিড়ঙ্গ, রক্তচিতা,

হরিতাল, মনঃশিলা, সোনামুখী, সিজের ক্ষীর, ও আকন্দের ক্ষীর ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিবে। পাকাবসানে তৈল ছাকিয়া লইবে।

অর্শোরোগে—উদরাধ্মান-চিকিৎসা।

চতুর্ম্মুখ রস। অর্শোরোগে বায়ুর আধিক্য বশতঃ উদরাধ্মান বা উদর বায়ুপূর্ণ অনুভূত হইলে, এবং তৎসঙ্গে কটী, পৃষ্ঠ ও গুহ্যদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা বায়ুর অনুলোমক এবং প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক। অপরাহ্নে সেব্য। অনুপান—হরীতকী, আমলা এবং বহেড়া-ভিজান জল ও মধু।

চতুর্ম্মুখ রস। প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চিন্তামণি রস। বাতিক, বাতপৈত্তিক, বা সান্নিপাতিক অর্শোরোগে উদরাধ্মান বা উদর বায়ুপূর্ণ অনুভূত হইলে, এই ঔষধ বৈকালে প্রয়োগ করিবে। বায়ুর প্রকোপবশতঃ কটি, পৃষ্ঠ ও গুহ্যদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে, ইহা সেবনে তাহাও, দূরীভূত হয়। অনুপান—সমানাংশে হরীতকী, আমলা এবং বহেড়া-ভিজান জল ও মধু।

চিন্তামণি রস। প্রস্তুতবিধি ৩৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বল্প-অগ্নিমুখ চূর্ণ। অর্শোরোগে বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ উদরাধ্মান, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ ও কোষ্ঠাশুদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এবং তৎসঙ্গে উদরে, পার্শ্বদেশে বা কুক্ষিতে বেদনা অনুভূত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়। প্রাতে বা সন্ধ্যার পর সেব্য। অনুপান—উষ্ণজল।

স্বল্প অগ্নিমুখ চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বড়বানল চূর্ণ। অর্শোরোগে বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ উদরাধ্মান, কোষ্ঠাশুদ্ধি, অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এবং তজ্জন্য উদর, কুক্ষি বা পার্শ্বদেশে বেদনা অনুভূত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

বড়বানলচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৩৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অমৃতহরীতকী। অর্শোরোগে বাতশ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ উদরাধ্মান, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠাশুদ্ধি প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এবং তজ্জন্য উদরে কুক্ষিস্থানে বা পার্শ্বদেশে বেদনা অনুভূত হইলে, প্রত্যহ প্রাতে এই হরীতকী ভক্ষণ করিতে দিবে। অর্শোরোগে পাতলা বা আমসংযুক্ত দাস্ত এবং তৎসঙ্গে উদরাধ্মান থাকিলেও, ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অনুপান—উষ্ণজল।

অমৃতহরীতকী। প্রস্তুতবিধি ৩৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অর্শোরোগে—কোষ্ঠবদ্ধ—চিকিৎসা।

নারাচচূর্ণ। বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শোরোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ এবং উদর বায়ুপূর্ণ হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অর্শোরোগে মল কঠিন হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। ভোজনের পূর্ব্বে ইহা সেবন করিতে দিবে। অনুপান—মধু।

নারাচচূর্ণ। ইক্ষুচিনি ৮ তোলা, তেউড়ী মূল চূর্ণ ৮ তোলা এবং পিপুল চূর্ণ ২ তোলা; এই সমস্ত মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ দুই তোলা।

হরীতকী খণ্ড। বাতিক বা বাতপৈত্তিক অর্শোরোগে কোষ্ঠবদ্ধ অথচ মলের কঠিনতা লক্ষিত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় এবং উদর ও কুক্ষিদেশের বেদনা দূরীভূত হইয়া থাকে। ঔষধ প্রাতে প্রযোজ্য। অনুপান—উষ্ণজল।

হরীতকী খণ্ড। প্রস্তুতবিধি ৪১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অগস্ত্যচূর্ণ। বাতিক বা বাতপৈত্তিক অর্শোরোগে কোষ্ঠবদ্ধ অথচ মলের কাঠিন্য লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় এবং উদর ও কুক্ষিদেশের বেদনা দূরীভূত হইয়া থাকে। অর্শোরোগে পাতলা দাস্ত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ নিষেধ। অনুপান—জল।

অগস্ত্যচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সুকুমার মোদক। অর্শোরোগীর বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ হইলে এবং তজ্জন্য গুঠলে মল নির্গত হইলে, এই ঔষধ

তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে মল তরল ও বায়ু অনুলোম হয়। প্রাতে এক বটী প্রয়োজ্য। অনুপান—উষ্ণজল।

সুকুমার মোদক। প্রস্তুতবিধি ৩৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ফলবর্ত্তি। অর্শোরোগীর কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাধ্মান বিদ্যমান থাকিলেও পূর্ব্বোক্ত বিরেচক ঔষধ সেবনে উপকার না হইলে অথবা বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা অনুচিত বোধ হইলে, অর্থাৎ মলের তরলাবস্থায় বায়ু দ্বারা উদর পূর্ণতা বা উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে, এই বর্ত্তি গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা বায়ুর অনুলোমতা, উদরাধ্মানের নিবৃত্তি এবং কুপিত মল নির্গত হইয়া থাকে।

ফলবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৩৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গ্বাদ্যবর্ত্তি। অর্শোরোগে বায়ু বা বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ উদরাধ্মান ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে, এই বর্ত্তি গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা বায়ু অনুলোম হয় এবং কুপিত মল নির্গত হইয়া থাকে।

হিঙ্গ্বাদ্যবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অর্শোরোগে—বেদন চিকিৎসা।

অলম্বুষাদ্যচূর্ণ। অর্শোরোগে বাতশ্লেষ্মা বা বায়ুর প্রকোপ বশতঃ কটি, পৃষ্ঠ অথবা পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবৰ্দ্ধক ও বাতনাশক অথচ বিরেচক নহে, এই জন্য অর্শোরোগে রোগীর স্বাভাবিক দাস্ত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—ঘোল। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে উষ্ণজল।

অলম্বুষাদ্য চূর্ণ। মুণ্ডিরি, গোক্ষুর, গুলঞ্চের পালো, বিড়ঙ্গক বীজ, পিপুল, তেউড়ীমূল, মুথা, বরুণবৃক্ষের মূল, পুনর্ণবা হরীতকী, আমলা, বহেড়া, ও শুঁঠ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ দুই আনা হইতে হইতে ৷০ অর্দ্ধ তোলা।

বৈশ্বানরচূর্ণ। বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক রোগীর কটি, পৃষ্ঠ বা পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং তৎসঙ্গে, কোষ্ঠবদ্ধতা বা অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

ইহা মৃদু বিরেচক ও অগ্নিবর্দ্ধক। অনুপান—উষ্ণজল। স্বভাবকোষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে তক্র অর্থাৎ ঘোল।

বৈশ্বানর চূর্ণ। সৈন্ধব লবণ ২ ভাগ, যমানী ৫ ভাগ, শুঁঠ ৫ ভাগ ও হরীতকী ১২ ভাগ; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ৵৹ দুই আনা হইতে অর্দ্ধ ।৹ অর্দ্ধ তোলা।

যোগরাজ গুগ্‌গুলু। অর্শোরোগে বায়ু বা বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ কটি, পৃষ্ঠ বা পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে প্রকুপিত বায়ু অনুলোম ও মল দ্রবীভূত হয় অথচ জলবৎ পাতলা দাস্ত হয় না। অনুপান—উষ্ণজল।

যোগরাজ গুগ্‌গুলু। রক্তচিতা, পিপুলমূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ, যমানী, জীরা, দেবদারু, চই, এলাইচ, সৈন্ধব, কুড়, রাস্না, গোক্ষুর, ধনে, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, বেণারমূল, যবক্ষার, তালীশপত্র এবং তেজপত্র; এই সকল দ্রব্যের সূক্ষ্ম-চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ এবং সর্ব্বসমান শোধিত গুগ্‌গুলু লইবে। গুগ্‌গুলু প্রথমে দুগ্ধে শোধন পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া তাহার সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিবে, অনন্তর মর্দ্দন পূর্ব্বক ক্রমে অন্যান্য চূর্ণ উহার সহিত মিশ্রিত করিতে থাকিবে এবং মধ্যে মধ্যে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া গুগ্‌গুলু নরম করিয়া লইবে। এইরূপে সমস্ত চূর্ণ গুগ্‌গুলুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃতাক্ত পাত্রে রাখিবে। মাত্রা ।৹ চারি আনা হইতে ।৹ অর্দ্ধ তোলা।

মহালক্ষ্মীবিলাস রস। শ্লৈষ্মিক অর্শোরোগে মাথায় ভার বা বেদনা ও তৎসঙ্গে জ্বর ও কাস প্রভৃতি থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মপ্রধান অর্শোরোগে মাথাভার, মাথাঘোরা সময় সময় মাথাবেদনা বা কর্ণে শন্ শন্ শব্দ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, কিন্তু কেবল মাত্র বায়ুর প্রাধান্য বশতঃ মাথাঘোরা ও অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে না। অনুপান—পানের রস ও মধু।

মহালক্ষ্মীবিলাস রস। প্রস্তুতবিধি ৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রস। শ্লৈষ্মিক অর্শোরোগে মাথায় বেদনা বা ভার থাকিলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। জ্বর, কাস, শ্বাস ও গাত্র-বেদনা প্রভৃতি উপদ্রবগুলি তৎসঙ্গে বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবনে

তাহাও দূরীভূত হয়। শ্লেষ্মপ্রধান অর্শোরোগীর জ্বরেও ইহা প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। অনুপান—নিসিন্দাপাতার রস ও মধু।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রস। প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জ্বরলক্ষ্মীবিলাস রস। অর্শোরোগে রোগীর মাথায় বেদনা ও ভার থাকিলে, এবং তৎসঙ্গে গাত্রে বেদনা, জ্বর ও কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পানের রস ও মধু।

জ্বরলক্ষ্মীবিলাস রস। প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অর্শোরোগে—জ্বর-চিকিৎসা।

জয়াবটী। অর্শোরোগে জ্বর প্রবল হইলে, জ্বরের অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। জ্বরের সহিত কাস, দাহ প্রভৃতি থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—পানের রস ও মধু। পাতলা দাস্ত হইলে, জীরাচূর্ণ ও মধু।

জয়াবটী। প্রস্তুতবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মৃত্যুঞ্জয় রস। অর্শোরোগীর জ্বরের নূতনাবস্থায় জ্বরের বেগ প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে কাস, সর্দ্দি ও মাথাভার প্রভৃতি থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—পানের রস ও মধু। পাতলা দাস্ত হইলে, জীরাচূর্ণ ও মধু।

মৃত্যুঞ্জয় রস। প্রস্তুতবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাজ্বরাঙ্কুশ। অর্শোরোগীর জ্বরের নূতনাবস্থায় কাস, সর্দ্দি ও মাথায় ভার প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। অনুপান—পানের রস ও মধু; অথবা নিসিন্দাপাতা ও পালিধাপাতার রস ও মধু।

মহাজ্বরাঙ্কুশ। প্রস্তুতবিধি ১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ জ্বরান্তক লৌহ। অর্শোরোগে জ্বরের বেগ অল্প থাকিলে ও স্নানাহার দ্বারা জ্বরবৃদ্ধি না হইলে, বিশেষতঃ ঐ অবস্থায় রোগীর

উদরাময় বা আমসংযুক্ত মল নির্গত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ জয়ান্তক লৌহ। প্রস্তুতবিধি ৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চূড়ামণি রস। অর্শোরোগীর জ্বরের পুরাতন অবস্থায় অল্প বা মধ্য বেগে জ্বর প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ ঐ অবস্থায় স্নানাহার সহ্য হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কাস, সর্ব্বাঙ্গশূল ও শিরোরোগ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলেও, ইহা ব্যবস্থা করা যায়। অনুপান—পানের রস ও মধু।

চূড়ামণি রস। রসসিন্দুর, প্রবাল, স্বর্ণ, রূপা, বঙ্গ, তামা, মুক্তা, লৌহ ও অভ্র; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রত্তি।

অর্শোরোগে—প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র-চিকিৎসা।

মেহমুদ্গর বটিকা। অর্শোরোগে প্রস্রাবের সহিত শুক্র নির্গত বা প্রস্রাব ঘোলাটে, লাল অথবা প্রস্রাবের নিম্নভাগে চূর্ণের ন্যায় পদার্থ-সঞ্চয় বা প্রস্রাবে যন্ত্রণা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে ছাগীদুগ্ধসহ বৈকালে সেবন করিতে দিবে। অর্শোরোগীর পাণ্ডু, কামলা এবং অরুচি প্রভৃতি থাকিলেও, ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বাতপিত্ত-প্রধান ব্যক্তির এই ঔষধ সেবনে সমধিক উপকার হয়।

মেহমুদ্গর বটিকা। রসাঞ্জন, বিট্‌লবণ, দারুহরিদ্রা, বেলশুঁঠ, গোক্ষুর বীজ, দাড়িমের-খোসা, চিরতা, পিপুলমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, ও তেউড়ীমূল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, লৌহ ১৫ তোলা ও শোধিত গুগ্‌গুলু ৮ তোলা, এই সমস্ত একত্র করিয়া ঘৃত দ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী ৫ পাঁচ রত্তি।

চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা। অর্শোরোগীর প্রস্রাব ঘোলাটে বা হরিদ্রাবর্ণ হইলে এবং প্রস্রাবের নিম্নে চূর্ণের ন্যায় পদার্থ সঞ্চয় বা প্রস্রাব কালীন যন্ত্রণা প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অর্শোরোগীর পাণ্ডুতা, কাস, দাহ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইলেও, ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বাতপিত্ত বা পিত্তপ্রধান ব্যক্তির প্রমেহরোগে ইহা সমধিক উপকারী। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ বা জল।

চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা। সোমরাজী, বচ, মুথা, চিরতা, দেবদারু, হরিদ্রা, আতইষ, দারু-হরিদ্রা, পিপুলমূল, রক্তচিতা, তেউড়ীমূল, তেজপত্র, দারুচিনি, এলাইচ ও বংশলোচন ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুই তোলা, ধনে, হরীতকী, আমলা, বহেড়া চই, বিড়ঙ্গ, গজপিপুল, স্বর্ণমাক্ষিক, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, সাজিমাটী, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চল-লবণ ও বিট্‌লবণ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ।৹ অর্দ্ধ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, ইক্ষুচিনি ৮ তোলা, শিলাজতু ১৬ তোলা এবং শোধিত গুগ্‌গুলু ১৬ তোলা, এই সমুদয় একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ৫ রতি।

বঙ্গাষ্টক। অর্শোরোগীর প্রস্রাবের সহিত শুক্রক্ষরণ, প্রস্রাবে জ্বালা ও অন্যান্য উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মপ্রধান অর্শোরোগীর পুরাতন জ্বরের সহিত মেহ থাকিলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; শ্লেষ্মাধিক বা বাতাশ্রিত শ্লেষ্মাধিক ব্যক্তির পক্ষে এই ঔষধ সমধিক উপকারী। অনুপান—হরিদ্রাচূর্ণ, আমলকীর রস ও মধু।

বঙ্গাষ্টক। পারদ, গন্ধক, লৌহ, রৌপ্য, দস্তা, অভ্র ও তাম্র, এই সকল সমভাগ এবং সর্ব্বসমান বঙ্গ; এই সমুদয় একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন পূর্ব্বক মূষামধ্যে রাখিয়া গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা ২ দুই রতি।

মহাবঙ্গেশ্বর রস। অর্শোরোগীর প্রস্রাবে জ্বালা, শুক্রঃ-নিঃসরণ, প্রস্রাবের নিম্নে চূণের ন্যায় পদার্থ-সঞ্চয় বা প্রস্রাবে হরিদ্রাভা বিদ্যমান থাকিলে, বিশেষতঃ প্রমেহদোষবশতঃ রোগীর শরীর অতি কৃশ হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—দুগ্ধ।

মহাবঙ্গেশ্বর রস। পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, স্বর্ণ, বঙ্গ, মুক্তা ও স্বর্ণমাক্ষিক; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

বৃহৎ সোমনাথ রস। অর্শোরোগে বস্তিগত বায়ুর প্রকোপ বশতঃ প্রস্রাবে সমধিক যন্ত্রণা, জ্বালা ও হরিদ্রাভা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। কষ্টসাধ্য বায়ু-রোগে বা পিত্তপ্রধান অর্শোরোগে প্রস্রাবের যন্ত্রণা থাকিলে, এই ঔষধে তাহাও দূরীভূত হয়। ইহা অশ্মরী এবং মূত্রাঘাতরোগেও উপকারী। অনুপান—আমলাভিজান-জল ও মধু, অথবা হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিজান-জল ও মধু।

বৃহৎ সোমনাথ রস। হিঙ্গুলোথ পারদকে পালিধাপাতার রসে সাত বার এবং শোধিত গন্ধককে ইন্দুরকাণীর রসে ৭ বার ভাবনা দিবে, অনন্তর ঐ পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকের দুই তোলা লইয়া কজ্জলী করিবে, তৎপরে লৌহভস্ম ঘৃতকুমারীর রসদ্বারা ৭ বার ভাবনা দিয়া ঐ লৌহ ৭ তোলা এবং অভ্র, বঙ্গ, রূপা দস্তা, স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণ; ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা লইবে। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক ঘৃতকুমারীর রসে ৭বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রত্তি।

অর্শোরোগে—উদরাময়-চিকিৎসা।

ভাস্করলবণ। বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক রোগীর পাতলা দাস্ত অথচ উদরাধ্মান ও শরীরে গ্লানি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ জলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা বাতানুলোমক ও অগ্নিবর্দ্ধক। অনুপান—জল।

ভাস্করলবণ। প্রস্তুতবিধি ৩৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ লবঙ্গাদ্য চূর্ণ। বাতিক, বাতপৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতশ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক অর্শোরোগীর উদরাময় বা আমসংযুক্ত পাতলাদাস্ত এবং তৎসঙ্গে উদরাধ্মান, কাস বা সর্দ্দি প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল।

বৃহৎ লবঙ্গাদিচূর্ণ। লবঙ্গ, আতইষ, মুথা, পিপুল, মরিচ, সাম্ভারলবণ, সৈন্ধব-লবণ, ধনে, কট্‌ফল, কুড়, জয়িত্রী, জায়ফল, কৃষ্ণজীরা, সচললবণ, রসাঞ্জন, ধাইফুল, মোচরস, আকনাদি, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, রক্তচিতা, বিটলবণ, জীরা, বেলশুঁঠ, দারুচিনি, এলাইচ, পিপুলমূল, বনযমানী, যমানী, বরাহক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শুঁঠ, দাড়িমের খোসা, যবক্ষার, নিমছাল, ধূনা, সাচিক্ষার, সমুদ্রফেনা, সোহাগার খৈ, বালা, কুড়চিরছাল, জামছাল, আমছাল, কট্‌কী, অভ্র, লৌহ, গন্ধক ও পারদ; এই সকল-দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং ধনে চূর্ণ ২ দুই ভাগ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।০ চারি আনা।

পীযূষবল্লী রস। পৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক বা শ্লৈষ্মিক অর্শো-রোগীর পাতলা বা আমসংযুক্ত দাস্ত হইলে, অথবা আমবদ্ধ হইয়া অগ্নিমান্দ্য, শোথ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। উদরাময়

পুরাতন হইলে, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই ঔষধ আমপাচক। অনুপান—বেলপোড়া ও ইক্ষুগুড়।

পীযূষবল্লীরস। প্রস্তুতবিধি ১৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাশঙ্খবটী। অর্শোরোগীর আমসংযুক্ত পাতলা দাস্ত ও তৎসঙ্গে উদরে ভারবোধ বা উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে, এবং অগ্নিমান্দ্য, কাস বা অন্যান্য লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ বাতানুলোমক, অগ্নিবর্দ্ধক, আমশূলনাশক ও আমপাচক। অনুপান—জল।

মহাশঙ্খবটী। প্রস্তুতবিধি ৩৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কুটজাষ্টক। অর্শোরোগীর রক্তস্রাব হইলে, অথবা আম কিম্বা রক্তসংযুক্ত অপক্কমল দাস্ত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। উদরাময়ের সহিত জ্বর, কাস ও হস্ত পদাদিতে শোথ থাকিলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, পুরাতন অর্শোরোগেও, ইহা উপকারী। অনুপান—জল বা ছাগীদুগ্ধ।

কুটজাষ্টক। প্রস্তুতবিধি ২৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কুটজাবলেহ। অর্শোরোগীর বলি হইতে সমধিক রক্তস্রাব অথবা আম কিম্বা রক্তসংযুক্ত মল নির্গম এবং তৎসঙ্গে উদরের বেদনা, জ্বর, কাস ও শরীরের গ্লানি প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অর্শোরোগের নূতন ও পুরাতন উভয় অবস্থায়ই এই ঔষধ তুল্য কার্য্যকরী। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ বা জল।

বৃহৎ কুটজাবলেহ। প্রস্তুত বিধি ৩১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অর্শোরোগে—পথ্য।

নূতন ও পুরাতন অর্শোরোগে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন এবং কুলথ-কলাইয়ের ডাইল, পটোল, ওল, মান, বেতোশাক, কচিবেগুণ, পল্‌তা, নিম ও হিঞ্চে প্রভৃতি লঘুপাক দ্রব্য, ব্যঞ্জন ও তক্র প্রভৃতি হিতকর। গুরুপাক-শীতল দ্রব্য, এবং অনুপদেশজাত প্রাণীর মাংস, মৎস্য, দধি, পিষ্টক,

মাষকলাই, বাঁশের কোঁর, বেল, লাউ ও পুইশাক প্রভৃতি শ্লেষ্মা ও পিত্ত-বর্দ্ধক দ্রব্য অর্শোরোগীর কুপথ্য।

রক্তার্শোরোগে রোগীকে পূর্ব্বোল্লিখিত রক্তপিত্তরোগের নিয়মানুযায়ী পথ্য প্রদান করিবে।

ক্রিমিরোগ—চিকিৎসা।

ক্রিমির ভেদ। ক্রিমি প্রধানতঃ দুইশ্রেণীতে বিভক্ত যথা—বাহ্যক্রিমি ও আভ্যন্তর ক্রিমি।

ক্রিমির উৎপত্তিভেদ। বাহ্যক্রিমি শরীরস্থ মল বা ময়লা হইতে উৎপন্ন। আভ্যন্তরিক ক্রিমিসকলের কতকগুলি রক্তগত, কতকগুলি আমাশয়স্থিত ও কতকগুলি পক্বাশয়স্থ পুরীষগত, সর্ব্বসমেত এই চারি প্রকার ক্রিমি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বাহ্য ক্রিমিসকল শরীরের মল ও ঘর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়। উহারা সাধারণতঃ কেশ ও চর্ম্মাশ্রয়ী। যথা—যূক, লিখি ইত্যাদি।

রক্তগত ক্রিমি সকল রক্তবাহি শিরায় অবস্থান করে। উহারা ছয় প্রকার। উহারা পাদরহিত, অতি সূক্ষ্ম; উহাদের মধ্যে কতকগুলি একেবারে দৃষ্টিগোচর হয় না। যথা—কেশাদ, রোমবিধ্বংস ইত্যাদি। আমাশয়স্থিত ক্রিমির মধ্যে কতক গুলি কেঁচোর ন্যায়, কতকগুলি ধান্যাঙ্কুরবৎ, কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম, উহারা আমাশয়স্থিত শ্লেষ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পক্বাশয়-গত অর্থাৎ পুরীষজ ক্রিমি ৫ পাঁচ প্রকার। উহাদের মধ্যে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ এবং কতকগুলি পীত বা শ্বেতবর্ণ ও কতকগুলি স্থূল।

বাহ্যক্রিমির উৎপত্তির কারণ ও উপ-দ্রব। সর্ব্বাঙ্গে বা মস্তকে ময়লা সঞ্চিত হইলে, তাহা হইতে অথবা ঘর্ম্ম হইতে এই ক্রিমি অর্থাৎ উকুন বা চর্ম্মকীটের উৎপত্তি হয়। এই বাহ্য ক্রিমি-সকল পীড়কা, কণ্ডু অর্থাৎ চুলকণা ও গলগণ্ডরোগ উৎপাদন করে।

রক্তজক্রিমির কারণ ও উপদ্রব। ক্ষীরমৎস্যাদি বিরুদ্ধ দ্রব্য একত্র ভোজন, অজীর্ণ সত্বে ভোজন এবং শাকাদি দ্রব্য ভোজনে রক্তজ ক্রিমি উৎপন্ন হয়। ইহারা কুষ্ঠরোগ উৎপাদন করে।

আমাশয়স্থিত ক্রিমির কারণ ও উপদ্রব। মৎস্য, মাংস, গুড়, ক্ষীর, দধি, মধুর ও অম্লরসাত্মক দ্রব্য, অত্যধিক তরলদ্রব্য, দিবানিদ্রা এবং ক্ষীর, মৎস্যাদি বিরুদ্ধ দ্রব্য একত্র ভোজন, এই সমস্ত কারণে আমাশয়স্থিত ক্রিমির উৎপত্তি হয়। এই সমস্ত ক্রিমি বর্দ্ধিত হইয়া উদরের নানা স্থানে বিচরণ করে এবং বমনেচ্ছা, মুখ হইতে জলস্রাব, অপরিপাক, অরুচি, মূর্চ্ছা, বমন, জ্বর, উদরে বন্ধনবৎ পীড়া অর্থাৎ বায়ু দ্বারা মল মূত্রের অনির্গমজনিত—ক্লেশ, কৃশতা, হাঁচি, সর্দ্দি ; এই সমস্ত উপসর্গ উৎপাদন করে।

পক্বাশয়স্থিত ক্রিমির কারণ ও উপদ্রব। মাষকলায়, পিষ্টক, অম্লদ্রব্য, লবণ, গুড়, শাক, মধুররস বা অম্লরসাত্মক দ্রব্য ভোজন, অধিক পরিমাণে দ্রব অর্থাৎ তরল পদার্থ পান এবং ক্ষীর মৎস্যাদি বিরুদ্ধদ্রব্য একত্র ভোজন ; এই সমস্ত কারণে পক্বাশয়স্থ পুরীষজ ক্রিমি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পুরীষজ ক্রিমি বিমার্গগামী হইলে, পাতলা দাস্ত, শূল, উদরের বেদনা ও স্তব্ধতা, শরীরের কৃশতা, পাণ্ডুতা রোমাঞ্চ, অগ্নিমান্দ্য ও মলদ্বারে চুলকণা প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পায়।

ক্রিমিরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

ক্রিমি কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা প্রথমেই অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। যে সমস্ত দ্রব্য ভোজনে শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হয়, সেই সকল দ্রব্য ভোজন করিলে, আমাশয় শ্লেষ্মাবহুল হয় এবং আমাশয়স্থ ক্রিমি উৎপন্ন হয়। শ্লেষ্মবহুল, দ্রব্য ও ক্ষীর মৎস্যাদি বিরুদ্ধ দ্রব্য একসঙ্গে সেবনদ্বারা পক্বাশয়ে শ্লেষ্মা বা মল সঞ্চিত হইলে, ঐ মলে ক্রিমি উৎপন্ন হয়, ইহাই পুরীষজ ক্রিমি। বিবিধ বিরুদ্ধ দ্রব্য ও শাকাদি সেবনদ্বারা রক্তবাহি শিরাসমূহে একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম কীট উৎপন্ন হয়, ঐ কীট উৎপন্ন হইলে, চর্ম্মে বিবিধ পীড়কা ও

কুষ্ঠ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মস্তকের ময়লা হইতে একপ্রকার ক্রিমি জন্মে, ইহাকে উকুন কহে। গাত্রেও উকুনের ন্যায় একপ্রকার ক্রিমি জন্মিয়া থাকে, ঐ ক্রিমি সময় সময় কাহারও কাহারও গাত্রে দৃষ্ট হয়। এই চারিপ্রকার ক্রিমির মধ্যে আমাশয় ও পক্কাশয়গত ক্রিমি বিবিধ রোগ উৎপাদন করে। এই দুই প্রকার ক্রিমি শিশুদিগের উদরে প্রায়শঃ উৎপন্ন হয়; যেহেতু দুগ্ধ ও মিষ্টবহুল দ্রব্যই শিশুদিগের প্রধান খাদ্য। এইরূপ যে সকল বালক ও যুবক অধিক মিষ্ট ও দুগ্ধপ্রিয়, তাহাদিগের উদরেও ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া থাকে। শিশুদিগের ঐরূপ আমাশয়গত ক্রিমিরোগ হইতে জ্বর, সর্দ্দি, হাঁচি, বমন, এবং অরুচি জন্মে; কাহারও পেটে বেদনা, বমন, দাস্ত বা অতিসার, জ্বর ও সর্দ্দি, প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়, এইরূপ উপসর্গ প্রকাশ পাইবার কারণ নিরূপণ করিতে না পারিয়া অনেক সময় চিকিৎসকের মতিভ্রম হইয়া থাকে। ক্রিমি হইতে শিশু ও বালক বালিকাদিগের অনেক সময় উদরাময় বা অতিসার উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ঐ অতিসারে জ্বর, প্রকাশ পায়; সুতরাং এই অবস্থায় উহা ক্রিমিজনিত অতিসার বা জ্বরাতিসার তাহা নিরূপণ করা বিশেষ আবশ্যক। বালক বা যুবকদিগের পুরীষজ ক্রিমি হইতে নাভিদেশে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা, শরীরের কৃশতা ও পাণ্ডু প্রভৃতি উৎপন্ন হয়; কাহারও বা পাতলা দাস্ত ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে। ক্রিমি উর্দ্ধগামী হইলে, তাহা হইতে হৃদ্রোগ, শ্বাস, উদরাধ্মান প্রভৃতি উৎকট পীড়া জন্মে, এমন কি শিরোরোগাদি পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইয়া থাকে। আমাশয়স্থ ও পক্কাশয়স্থ উভয়বিধ ক্রিমিই উর্দ্ধগামী ও অধোগামী হইয়া থাকে, অর্থাৎ আমাশয়গত বড় (কেঁচোর আকৃতি) ক্রিমিসকল হৃদয়ে গমনপূর্ব্বক সময় সময় মুখ হইতে নির্গত হইয়া থাকে। আমাশয়স্থিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধান্যাঙ্কুরবৎ ক্রিমিসকলও পক্কাশয়ে গমন করিয়া মলের সহিত অনেক সময় নির্গত হয়। আমাশয়গত ক্রিমিসকল এইরূপভাবে উর্দ্ধ ও অধোগামী হইতে দেখা যায়। পক্কাশয়গত সূক্ষ্ম ক্রিমিসকল মলের সহিত নির্গত হয়, কিন্তু উহারা উর্দ্ধগামী হইলে, শ্বাস প্রশ্বাসে মলের গন্ধ প্রতীয়মান হয়. ঐ সকল সূক্ষ্ম (ধান্যাঙ্কুরবৎ লেলিহ নামক) ক্রিমি হইতে গুহ্যদেশে কণ্ডু অর্থাৎ চুলকণা প্রকাশ পাইয়া থাকে। ঐ সকল পক্কাশয়গত ক্রিমি বৃদ্ধি

পাইয়া সময় সময় দাস্ত, উদরে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ উৎপাদন করে। মানবের দেহমধ্যে এইরূপ ক্রিমির বিচিত্র-গতি প্রকাশ পায়।

ক্রিমি হইতে যে সকল উপসর্গের উৎপত্তি হয়, তাহাদের সহিত অন্যান্য মূল রোগের বিলক্ষণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে; সুতরাং কোনও রোগের চিকিৎসা-কালে তাহার লক্ষণ দ্বারা উভয়ের ভেদ নিরূপণ করা কর্ত্তব্য; অর্থাৎ ক্রিমি-জনিত শূল ও পিত্তশূল এই উভয়ের লক্ষণের মধ্যে যেমন অনেকাংশে সাদৃশ আছে, তেমনি আবার ঐ উভয় লক্ষণের মধ্যে কিয়দংশে ভেদও দৃষ্ট হয়, এই ভেদ নিরূপণ দ্বারা রোগ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করাই চিকিৎসকের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। এইরূপ ক্রিমিজনিত বমন এবং পিত্তের প্রকোপ বা অজীর্ণাদি দোষ বশতঃ বমন—এই উভয়ের মধ্যে বমনের প্রভেদ বিবেচনা করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগ ও বাতাদি দোষ-ভেদে মূল হৃদ্রোগ এই উভয়ের ভেদ বিবেচনা করিয়া হৃদ্রোগের চিকিৎসা করিবে। ক্রিমিজনিত শিরোরোগের এবং পিত্তশ্লেষ্মাদি ভেদে মূল শিরো-রোগের প্রভেদ নিরূপণ করা বিশেষ প্রয়োজন। ক্রিমিজনিত অগ্নিমান্দ্য বা শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ পাচকাগ্নির দুর্ব্বলতা, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। ক্রিমিদোষে অতিসার বা অজীর্ণাদি দোষে অতিসার, ইহা বিবেচনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ না করিলে, বিপরীত ফল দর্শে। এইরূপ ক্রিমিজনিত জ্বর, সর্দ্দি কোষ্ঠবদ্ধ অথবা অন্যান্য কারণে জ্বর, সর্দ্দি ও কোষ্ঠবদ্ধ, এই সমুদয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া চিকিৎসকের ঔষধ নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ ক্রিমির চিকিৎসা করিতে হইলে, অগ্নিবর্দ্ধক অথচ কোষ্ঠশুদ্ধিকর ঔষধ অর্থাৎ ক্রিমি-মুদগর রস, ক্রিমিধুলিজলপ্লব রস প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে।

ক্রিমিরোগে—বমন। ক্রিমিজন্য বমন ও পিত্তদোষে বমন, এই উভয়ের মধ্যে ভেদ নিরূপণ করিতে হইলে, বমন কোন্ রসবিশিষ্ট, তাহা রোগীকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, যেহেতু অম্লপিত্ত বা অজীর্ণাদি দোষে বমন হইলে, সেই বমন প্রায়শঃ অম্লরসবিশিষ্ট হয়, কিন্তু সাধারণতঃ ক্রিমি দোষে যে বমন হয়, তাহা প্রায়শঃ তিক্ত রস হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ক্রিমি জনিত বমন প্রায়শঃ শূন্য উদরে অধিক হয় ও আহারদ্বারা নিবৃত্ত হয় এবং বমনের পূর্ব্বে মুখ হইতে জল উঠিয়া থাকে। ক্রিমির প্রকোপ জন্য পুনঃ পুনঃ

বমন হইলে, জ্বরে বমন চিকিৎসায় বর্ণিত ক্রিমিনাশক যোগসমূহ রোগের প্রথমাবস্থায় প্রদান করিবে। বমনের সহিত মুখ হইতে ক্রিমি নির্গত হইলে, উক্ত ক্রিমিনাশক যোগ এবং স্বর্ণমৎস্তণ্ডী ও পিপ্পল্যাদ্য লৌহ প্রভৃতি ঔষধ রোগীর অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ক্রিমি হইতে বিকারের ভাব লক্ষিত হইলে, উল্লিখিত যোগ এবং ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যদি বমনে বিকার লক্ষিত না হয় অথবা রোগ পুরাতন হয়, তাহা হইলে, উল্লিখিত ঔষধে বিশেষ উপকার হয় না, এরূপ অবস্থায় ক্রিমিভদ্রবটিকা, বিড়ঙ্গাদি লৌহ বা বিড়ঙ্গাদি ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে। ক্রিমি জন্য বমনে রোগীকে অধিক বেলায় আহার করিতে দেওয়া উচিত নহে, প্রত্যহ এক বা দেড় প্রহরের মধ্যেই পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় ক্ষুধার উদ্রেক হওয়া মাত্রই ভোজন করিতে দিবে। শীতল পানীয় বা শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য কখনও সেবন করিতে দেওয়া উচিত নহে।

ক্রিমিরোগে—অতিসার। ক্রিমি জন্য অতিসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি অনেক সময় মলের সহিত নির্গত হয়, কখনও বা বড় ক্রিমি মলের সহিত অথবা মুখ হইতে পুনঃ পুনঃ নির্গত হইয়া থাকে। রোগীর অগ্নিমান্দ্য প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়, এই অবস্থা অতি ভয়ানক। অনেক সময় ইহাকে অতিসার, পিত্তাতিসার বা বিসূচিকা বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। এইরূপ অতিসার উপস্থিত হইলে, অনেক সময় জ্বর প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, আবার কাহারও বা জ্বর একেবারেই অনুভূত হয় না। ক্রিমিজনিত অতিসারের বমন একটী প্রধান লক্ষণ, এই ক্রিমিজন্য অতিসারে প্রাগুক্ত ক্রিমিনাশক যোগ, স্বর্ণমৎস্তণ্ডী ও বিড়ঙ্গাদিলৌহ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগদ্বারা রোগীর বমন নিবৃত্তি করা আবশ্যক। বমন নিবৃত্তি হইলে, ক্রিমিজনিত অতিসার নিবারণার্থ ক্রিমিকালানল রস বা ক্রিমি রোগারি রস প্রয়োগ করিবে। উদরাময় ও অগ্নিমান্দ্য প্রবল হইলে, গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা, মহাগন্ধক বা অমৃতার্ণব রস প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিবে।

এই রোগের প্রবলাবস্থায় জ্বর থাকিলে, প্রথমতঃ অতিসার ও বমন নিবারণার্থ ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। বমনের নিবৃত্তি হইলে, অতিসার

নিবারণার্থ যে সমস্ত ঔষধ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রয়োগ করিবে ; এবং তৎকালে জ্বরের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ঔষধ সেবন করিতে দিবে। জ্বর প্রবল হইলে বৃহৎ কস্তূরীভৈরব (মতান্তরে) বা কস্তরীভৈরব প্রভৃতি ঔষধ অনুপান বিশেষে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ক্রিমিজনিত উদরাময়ের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় ক্রিমি বিনাশার্থ ক্রিমিভদ্রবটিকা, ক্রিমিরোগারিরস, ক্রিমি কালানলরস বা বিড়ঙ্গলোহ প্রভৃতি ঔষধই সমধিক উপকারী। উদরাময়ের জন্য গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা এবং অমৃতার্ণবরস প্রভৃতি বিশেষ উপযোগী। রোগ পুরাতন হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, পুরাতন জ্বরে প্রযোজ্য ঔষধ সকল বিবেচনা পূর্ব্বক রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

ক্রিমিরোগে-শূল ঃ উদরে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে, এক প্রকার বেদনার উৎপত্তি হয়, তাহাকে ক্রিমিশূল কহে। ইহা অনেক সময় এতদূর প্রবল হয় যে, রোগী আহারাদি করিতে পারে না, দিন রাত্রি বেদনায় অস্থির হয়, রোগীর প্রায়শঃ কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, অনেক সময় আবার বমনও হইয়া থাকে, এইরূপ কষ্টসাধ্য রোগে আহারাদির নিয়ম প্রতিপালনে সমধিক যত্নবান হওয়া আবশ্যক। বিরেচনার্থ রোগীকে অগস্ত্যচূর্ণ প্রয়োগ দ্বারা ২।৪ দিন অন্তর দাস্ত করান বিশেষ প্রয়োজন। হরীতকীখণ্ড প্রত্যহ প্রয়োগ করিলেও, কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। এই অবস্থায় যাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে, এরূপ আহার ও পানীয় ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য। বেদনার জন্য বিড়ঙ্গাদিলৌহ ও বিদ্যা-ধরাভ্র প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। ক্রিমিজনিত শূলরোগ পুরাতন হইলে, ঐ সকল ঔষধ দ্বারাই সমধিক উপকার পাওয়া যায়। এই রোগে রুক্ষ বা শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য-সেবন একেবারে পরিত্যাগ ও এই সকল নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক যাবৎ রোগ একেবারে দূরীভূত না হয়, তাবৎ ঔষধ সেবন বিশেষ আবশ্যক।

ক্রিমিরোগে সর্দ্দি ঃ আমাশয়ে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে, শিশু ও বালক বালিকাদিগের সর্দ্দি প্রকাশ পাইতে দেখা যায় এবং ঐ সর্দ্দি হইতে অনেক সময় কাস বা জ্বর প্রকাশ পাইয়া থাকে, এই অবস্থায় জ্বরঘ্ন ঔষধ দ্বারা অনেক সময় জ্বর নিবৃত্তি হয় না এবং ক্রিমিনাশক ঔষধ দ্বারাও ঐ সর্দ্দি, কাস প্রভৃতি হ্রাস পায় না। এই অবস্থায় প্রথমতঃ বাতানুলোমক কোষ্ঠ

শুদ্ধিকর শৃঙ্গাদিচূর্ণ, অগ্নিমুখচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। উহা সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় এবং তৎসঙ্গে কাস ও সর্দ্দি প্রশমিত হইয়া থাকে। এই সঙ্গে জ্বরের ঔষধ, রোগীর বয়স এবং দোষ-ভেদে সেবন করিতে দিবে। যাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে, এইরূপ অনুপান সহযোগে ঐ সকল ঔষধ প্রয়োগ করিবে। জ্বরের পুরাতন অবস্থায় জ্বর-চিকিৎসায় বর্ণিত গুড়ূচ্যাদিচূর্ণ, জ্বরসংহারচূর্ণ, বিষমজ্বরান্তকচূর্ণ, শ্লেষ্ম-শৈলেন্দ্র রস বা সার্ব্বভৌম রস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে। জ্বর নিবৃত্তি হইলে, রোগীকে অন্নপথ্য ব্যবস্থা করিবে। রোগের পুরাতন অবস্থায় জ্বরচিকিৎসার বিধি অনুসারে অন্নপথ্য ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। ক্রিমি অধোগামী হইয়া পতিত ও কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, অনেকাংশে জ্বর নিবৃত্তি হইয়া থাকে, আবার অনেক স্থলে জ্বর পুরাতন হইলে সহসা নিবৃত্তি হয় না; এই অবস্থায় জ্বর-চিকিৎসার নিয়মানুযায়ী ঔষধ সেবন করিতে দিবে এবং উল্লিখিত সর্দ্দি ও কাসের ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং তৎসঙ্গে ক্রিমিনাশক ঔষধ পৃথক্ রূপে প্রয়োগ করাও কর্ত্তব্য।

ক্রিমিরোগে-অগ্নিমান্দ্য ঃ পক্বাশয়ে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে, ক্ষুধা একেবারে হ্রাস পায়। শিশু ও বালক বালিকাদিগের প্রায়শঃ এই রোগ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐরূপ অগ্নিমান্দ্য হইলে, সময় সময় পাতলা দাস্ত, আহারে অরুচি বা অনিচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণসকল প্রকাশ পায়। অনেক বালকের উদরে ক্রিমি সঞ্চিত হওয়ায় গুহ্যদেশ চুলকায়, এইরূপ অবস্থায় যাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি অথচ অগ্নিবৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে, স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ ও তৎসঙ্গে ক্রিমিমুদ্গরস ক্রিমিধূলিজলপ্লবরস তাহাকে প্রতিদিন সেবন করাইবে এবং রোগীর পাতলা দাস্ত হইলে, ক্রিমিকালানলরস ক্রিমিরোগারিরস প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে।

রক্তজক্রিমি ঃ রক্তবাহি শিরাস্থিত ক্রিমিসকল গাত্রে বিবিধ পীড়কা উৎপাদন করে ঐ সকল পীড়কা আবার সময় সময় পাকিতে দেখা যায়। আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ ভিন্ন উহা একেবারে দূরীভূত হয় না। এই অবস্থায়

যাহাতে কোষ্ঠস্থিত কুপিত মল নির্গত ও রক্তস্থ কীট বিনষ্ট হয়, তাদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। হরিদ্রাখণ্ড, বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড প্রভৃতি ঔষধ সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, রক্ত শোধিত হয়, সুতরাং রক্তগত ক্রিমিরোগে অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা, এই ঔষধই সমধিক উপকারী, ইহা ভূয়োভূয়ঃ পরীক্ষা করা হইয়াছে। যাহাদের স্বভাবতঃ কোষ্ঠবদ্ধ, তাহাদের পক্ষে হরীতকীখণ্ড ও পঞ্চতিক্তঘৃত সমধিক উপকারী স্বভাবকোষ্ঠে হরীতকীখণ্ড ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

চর্ম্মগত ক্রিমি। চর্ম্মগত ক্রিমি সর্ব্বদা দৃষ্ট হইয়া থাকে। মস্তকের কেশ বৃদ্ধি ও মস্তকে ময়লা সঞ্চিত হইলে অধিকাংশস্থলে এই ক্রিমি (উকুন) উৎপন্ন হয়; গাত্রে এবং চক্ষুর পাতায়ও সময় সময় উকুন দেখিতে পাওয়া যায়। মস্তক বা গাত্রে উকুন উৎপন্ন হইলে, মস্তক ও গাত্র সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে এবং স্নানের পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গে ও মস্তকে সরিষার তৈল মর্দ্দন করিবে। পানের রসের সহিত কর্পূর মিশ্রিত করিয়া মাথায় মর্দ্দন করিলে অথবা ধুতুরাপাতার রসের সহিত কর্পূর মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলেও, মাথার উকুন নষ্ট হয়। এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন দ্বারাও যদি ঐ উকুন নষ্ট না হয়, তবে ধুস্তুর তৈল বা বিড়ঙ্গাদিতৈল মাথায় মালিষ করিয়া স্নান করিবে। সাধারণতঃ সমস্ত কেশ ছেদন করিলেও, মাথার উকুন বিনষ্ট হয়, তবে কেশ বৃদ্ধির সহিত উকুন পুনরায় বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়, কিন্তু এই সমস্ত তৈল প্রয়োগ দ্বারা উকুনসমূহ বিনষ্ট হইলে, কিছুদিনের মধ্যে আর উকুন দেখিতে পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ চর্ম্মগত ক্রিমিরোগে গাত্র পরিষ্কার রাখা ও স্নানের পূর্ব্বে সরিষার তৈল মালিষ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগ। আমাশয়াদিতে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে বেদনা জন্মে, ইহাকেই ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগ কহে। এই হৃদ্রোগে আমাশয়জাত ক্রিমির লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়, অর্থাৎ বমন, মুখ হইতে থুথু নিঃসরণ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, মূর্চ্ছা ও কৃশতা প্রভৃতি লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, যাহাতে ক্রিমিসকল অধোগামী হইয়া পতিত হয়, সেই সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বমন প্রকাশ পাইলে,

বিড়ঙ্গাদিলৌহ, বিড়ঙ্গযোগ বা বিড়ঙ্গাদিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই রোগে অগ্নিমান্দ্য বিদ্যমান থাকিলে, অতি লঘুপাক দ্রব্য পথ্য দিবে। রোগীর পাতলা দাস্ত হইলে, শঙ্খবটী বা মহাশঙ্খবটী এবং কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ বা বাড়বানলচূর্ণ প্রভৃতি অবস্থাভেদে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। হৃদয়ের বেদনা প্রবল হইলে, শূলহরণযোগ ও শঙ্খাদিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগে অনেক সময় অম্লপিত্তশূল বা পিত্তশূলাদি বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; সুতরাং বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। মিষ্টদ্রব্য, শীতল বা শ্লেষ্মবর্দ্ধক অন্ন ও পানীয় রোগীকে কখনও সেবন করাইবে না, যাহাতে ক্রিমিসকল অধোগামী হইয়া পতিত হয়, এইরূপ অন্ন ও পানীয় সর্ব্বদা প্রয়োগ করিবে।

ক্রিমিজনিত শিরোরোগ। ক্রিমিজন্য শিরোরোগ উপস্থিত হইলে, মাথায় উৎকট বেদনা, মাথার ভিতরে অত্যন্ত যন্ত্রণা ও ভিতরে দপ্ দপ্ করা এবং নাসিকা হইতে জলস্রাব; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ক্রিমিজনিত শিরোরোগ কষ্টসাধ্য, উহার পরীক্ষার্থ ক্রিমি-জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণসমূহের উপর দৃষ্টি করা একান্ত কর্ত্তব্য; অর্থাৎ ক্রিমিজন্য শিরোরোগে বমন, মূর্চ্ছা, বুকে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণসকলও, অনেক স্থানে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। ঐ সকল লক্ষণ দ্বারা এই রোগ বিশেষরূপে নির্ণীত হইতে পারে। এই রোগ অত্যন্ত কষ্টদায়ক। মাথার ভিতরে অসহ্য বেদনা উপস্থিত হইলে, শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস, মহালক্ষ্মীবিলাস বা নারদীয় মহালক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি ঔষধ সেবন এবং অপামার্গতৈলের নস্য গ্রহণ করিতে দিবে।

ক্রিমিরোগে—ঔষধ।

যমানীযোগ। উদরে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে এবং তজ্জন্য অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

যমানীযোগ। খোরাসানীযমানীচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ, ইহাদের প্রত্যেকের এক তোলা একত্র মিলিত করিবে। মাত্রা ✓০ দুই আনা।

বিড়ঙ্গযোগ। ক্রিমিসকল উদরে সঞ্চিত হওয়ায়, উদরে বেদনা, মুখ হইতে জল উঠা ও বমন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—আনারসের কচিপাতার রস ও মিশ্রী।

বিড়ঙ্গ যোগ। বিড়ঙ্গের শাসচূর্ণ ও পিপুল চূর্ণ সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা /০ এক আনা।

দাড়িমক্বাথ। আমাশয় ও পক্বাশয়স্থিত ক্ষুদ্রক্রিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে। ইহা বহুপরীক্ষিত।

দাড়িম কাথ। দাড়িম গাছের মূলের ছাল ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; প্রক্ষেপ তিল তৈল।০ তোলা।

মুস্তকাদিক্বাথ। উদরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি বৃদ্ধি পাইলে এবং তজ্জন্য উদরাময়, শূল ও জ্বর প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই কাথ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

মুস্তকাদিকাথ। মুথা, ইন্দুরকাণির পাতা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দেবদারু ও শজিনা-বীজ; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ—পিপুলচূর্ণ ৵০ দুই আনা।

বিড়ঙ্গাদিচূর্ণ। আমাশয় ও পক্বাশয়স্থিত ক্রিমি বৃদ্ধি পাইলে এবং তজ্জন্য বিবিধ উপদ্রব অর্থাৎ উদরে বেদনা, সর্দ্দি, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রতিদিন প্রাতে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল।

বিড়ঙ্গাদি চূর্ণ। বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার কমলগুড়ি ও হরীতকী; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ দুই আনা।

পলাশাদিচূর্ণ। আমাশয়স্থ ক্রিমি বর্দ্ধিত হইলে এবং তজ্জন্য জ্বর, অরুচি, উদরাধ্মান ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহা কিছুদিন সেবনে ক্রিমিসকল মৃতাবস্থায় পতিত হয়।

পলাশাদিচূর্ণ। পলাশবীজ, ইন্দ্রযব, বিড়ঙ্গ, নিমছাল ও চিরতা, ইহাদের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ দুই আনা।

পারসীয়াদিচূর্ণ। আমাশয়স্থ বা পক্বাশয়স্থ ক্রিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, এবং তজ্জন্য উদরাময়, জ্বর, সর্দ্দি ও কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণজল সহ ব্যবস্থা করিবে। ক্রিমিরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পারসীয়াদি চূর্ণ। খোরাসানী-যমানী, মুথা, পিপুল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিড়ঙ্গের শাস ও আতইষ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ দুই আনা।

ক্রিমিমুদ্গর রস। আমাশয় ও পক্বাশয়ে জাত ক্রিমি-সকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্য কোষ্ঠবদ্ধতা, গুহ্যদেশ কণ্ডুয়ন, অগ্নিমান্দ্য ও ক্ষুধালোপ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। আমাশয়জাত ক্রিমিরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনুপান—পলতার রস, জল বা ঘেঁটুপাতার রস ও মধু।

ক্রিমিমুদ্গর রস। রস ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, বনযমানী ৩ ভাগ, বিড়ঙ্গ ৪ ভাগ দুগ্ধে শোধিত কুচিলা ৫ ভাগ ও পলাশবীজ ৬ ভাগ; এই সমুদয়ের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া জল-দ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

ক্রিমিকালানল রস। আমাশয় বা পক্বাশয়জাত ক্রিমি-সকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্য উদরাময় ও অগ্নিমান্দ্য প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ ধনে ও জীরার কাথের সহিত প্রয়োগ করিবে। ইহা ক্রিমিরোগের পুরাতন অবস্থায় উদরাময় প্রকাশ পাইলে, অত্যন্ত উপকারী। অর্শ, শোথ ও উদরীরোগে উদরাময় থাকিলে বা গ্রহণীরোগে এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়।

ক্রিমিকালানল রস। প্রস্তুতবিধি ৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্রিমিরোগারি রস। পূর্ব্বোক্ত ক্রিমিসকল বৃদ্ধি পাইলে, এবং তজ্জন্য রোগীর উদরাময়, শরীরের কৃশতা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপদ্রব প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে ক্রিমি ও উদরাময় বিনষ্ট এবং অগ্নি সবল হয়।

ক্রিমিরোগারি রস। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিড়ঙ্গাদিলৌহ। পক্বাশয়জাত ক্রিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্য শূল, অরুচি বা বমন প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে।

ক্রিমি-জনিত শূলরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ; বিশেষতঃ এই ঔষধ গ্রহণীনাশক এবং অগ্নিবর্দ্ধক। অনুপান—পলতার রস ও মধু অথবা শটীর রস ও মধু।

বিড়ঙ্গাদিলৌহ। রস, গন্ধক, মরিচ, জাতীফল, লবঙ্গ, পিপুল, হরিতাল, শুঁঠ ও সোহাগার খ, এই সকল চূর্ণ সমভাগ, লৌহ ৭ ভাগ এবং বিড়ঙ্গ-চূর্ণ ১৬ ভাগ, এই সমস্ত একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ৫ রতি।

ক্রিমিভদ্র বটিকা। বালক ও শিশুদিগের আমাশয় ও পক্কাশয়গত ক্রিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্য উদরাময়, বমন বা অগ্নিমান্দ্য প্রবল হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলেও, ইহা অনুপান-ভেদে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—পল্‌তার রস ও মধু বা কনকচাঁপারপাতার রস ও মধু।

ক্রিমিভদ্র বটিকা। প্রস্তুতবিধি ১৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্রিমিধূলিজলপ্লব রস। কোষ্ঠস্থ ক্রিমি বর্দ্ধিত হওয়ায়, উদরে প্রবল বেদনা হইলে এবং তজ্জন্য পাণ্ডু বা কামলা প্রভৃতি পিত্তবিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা কোষ্ঠশুদ্ধিকর। অনুপান—শীতল জল।

ক্রিমিধূলিজলপ্লব রস। পারদ, গন্ধক, বঙ্গ ও শঙ্খভস্ম, ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ এবং সর্ব্ব সমষ্টি বা সকলের সমান হরীতকী চূর্ণ, এই সমুদয় একত্র করিয়া পটোলপত্রের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

পারিভদ্রাবলেহ বা হরিদ্রাখণ্ড। রক্তগত ক্রিমি-রোগে শরীরের কৃশতা, পীড়কা বা চুলকণা অথবা কুষ্ঠের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ স্বভাবকোষ্ঠব্যক্তিকে সেবন করিতে দিবে। ইহা দদ্রু, বিদ্রধি ও নাড়ীব্রণ প্রভৃতি রক্তদুষ্টিজনিত রোগের মহৌষধ। অনুপান—জল।

পারিভদ্রাবলেহ বা হরিদ্রাখণ্ড। পালিধা পাতার রস /৫ সের, ইক্ষুচিনি /২ সের, গব্যঘৃত /১ সের হরিদ্রা-চূর্ণ /১ সের, এই সমস্ত একত্র পাক করিয়া শেষ পাকে উহার সহিত রক্তচিতা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, সৈন্ধবলবণ, বিদিদারক, আকনাদি, শ্যামালতা, অনন্তমূল, বাসকছাল, পলাশবীজ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, রেণুকা, নিমছাল, সোমরাজী ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং বিড়ঙ্গচূর্ণ ৮ তোলা নিক্ষিপ্ত করিয়া অতি মৃদু অগ্নির সন্তাপে পাক করিবে। মাত্রা ।০ অর্দ্ধ তোলা।

বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড। রক্তগত ক্রিমিরোগে গাত্রে পীড়কা, চুলকণা, শরীরের কৃশতা বা বর্ণের বিপর্য্যয় অথবা কুষ্ঠের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। যাহাদের কোষ্ঠবদ্ধ অথবা স্বভাব-কোষ্ঠ, এই সকল ব্যক্তিকে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; কিন্তু উদরাময় দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিকে, ইহা কখনও প্রয়োগ করিবে না। এই ঔষধ ক্রিমিজনিত জ্বর, পাণ্ডু এবং কামলারোগেও, রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে প্রয়োগ করা যায়। শীতপিত্ত, উদর্দ্দ, কোঠ, কণ্ডু, পামা ও বিস্ফোটক প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠবদ্ধ বা স্বভাবকোষ্ঠ ব্যক্তিকে, ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অনুপান—উষ্ণজল।

বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড। প্রস্তুতবিধি ৪১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চতিক্তঘৃত। রক্তগত ক্রিমিরোগে, কণ্ডু, পীড়কা, এবং কুষ্ঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত কোষ্ঠবদ্ধ বা স্বভাবকোষ্ঠ ব্যক্তিকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

পঞ্চতিক্ত ঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছা পাক করিবে। কাথ্য দ্রব্য—নিমছাল, পটোলপত্র, কণ্টকারী, পদ্মগুলঞ্চ, বাসকছাল; ইহাদের প্রত্যেকে ১০ তোলা, জল, ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; ইহারা সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ৷৹ অর্দ্ধ তোলা।

বিড়ঙ্গঘৃত। ক্রিমিরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর বমন প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ, পাণ্ডুতা অথবা শিরোরোগ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঘৃত অপরাহ্নে প্রয়োগ করিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

বিড়ঙ্গঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ্য দ্রব্য—হরীতকী, বহেড়া, আমলা ও বিড়ঙ্গ, ইহাদের প্রত্যেক /২ সের, পিপুল, পিপুলমূল, চই, রক্তচিতা ও শুঁঠ, ইহারা সমভাগে মিলিত /২ সের এবং বেলছাল, শোণাছাল গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণরারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; ইহারা সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—সৈন্ধবলবণ /২ দুই সের। যথানিয়মে ঘৃত-পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ৷৹ অর্দ্ধ তোলা।

বিড়ঙ্গতৈল। মাথার উকুন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, এই তৈল প্রত্যহ স্নানের পূর্ব্বে মর্দ্দন করিয়া ১ ঘণ্টা পরে স্নানের ব্যবস্থা করিবে।

বিড়ঙ্গ তৈল। কটুতৈল /৪ সের, যথানিয়মে পাক করিবে। গোমূত্র ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—বিড়ঙ্গ, গন্ধক ও মনঃশিলা; ইহারা সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

ধুস্তূরতৈল। মাথার উকুন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে, এই তৈল স্নানের দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে মাথায় মর্দ্দন করিতে দিবে।

ধুস্তূর তৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মুর্চ্ছা পাক করিবে। ধুতুরাপাতার রস ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—ধুতুরাপত্র /১ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

ক্রিমিরোগে বমন-চিকিৎসা।

ক্রিমিনাশক যোগ। ক্রিমির প্রকোপ বশতঃ পুনঃ পুনঃ বমন অথবা তৎসঙ্গে বড়ক্রিমি মুখ হইতে উদ্গীরণ হইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ক্রিমিজন্য বিকারে, এই কাথ অতি উপকারী।

ক্রিমিনাশক যোগ। প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণমৎস্যাণ্ডী। ক্রিমির প্রকোপ বশতঃ পুনঃ পুনঃ বমন অথবা অতিসার প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ক্রিমিজন্য অতিসারের প্রবলতা বশতঃ অন্যান্য উপদ্রব সকলও, ইহা সেবনে দূরীভূত হয়। অনুপান—শশার বীজ ও স্তনদুগ্ধ।

স্বর্ণমৎস্যাণ্ডী। প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পিপ্পল্যাদ্য লৌহ। ক্রিমি বা পিত্তের প্রকোপ বশতঃ পুনঃ পুনঃ বমন এবং বমনবেগে হিক্কা ও শ্বাস উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ শশার বীজ ও স্তনদুগ্ধসহ প্রয়োগ করিবে।

পিপ্পল্যাদ্য লৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্রিমিরোগে—উদরাময়-চিকিৎসা।

গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা। পক্বাশয়স্থ ক্রিমির প্রকোপ-বশতঃ রোগীর পাতলা দাস্ত হইলে, উদরাময়ের নূতন বা পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান জীরাচূর্ণ ও মধু।

গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা। প্রস্তুতবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাগন্ধক। পক্বাশয়গত ক্রিমির বৃদ্ধি বশতঃ রোগীর পাতলা দাস্ত ও তৎসঙ্গে অল্পজ্বর প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। শিশু, বৃদ্ধ ও প্রসূতির উদরাময়ে ইহা অতিশয় উপকারী। অনুপান—মুথার রস ও মধু।

মহাগন্ধক। প্রস্তুতবিধি ১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অমৃতার্ণবরস। পক্বাশয়স্থিত ক্রিমি বর্দ্ধিত হওয়ায় রোগীর বিবিধ বর্ণের পাতলা দাস্ত হইলে এবং দাহ ও পিপাসা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু বা মুথার রস ও মধু

অমৃতার্ণব রস। প্রস্তুতবিধি। ১৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্রিমিরোগে—শূল-চিকিৎসা।

বিদ্যাধরাভ্র। ক্রিমি বা পিত্তের প্রকোপ বশতঃ রোগীর নাভি-মূলে প্রবল বেদনা হইলে এবং আহারে অনিচ্ছা, বমন বা অরুচির আধিক্য থাকিলে, এই ঔষধ পলতার রস ও ইক্ষুচিনিসহ প্রতিদিন অপরাহ্নে সেবন-করিতে দিবে। ইহা অগ্নি ও বলবর্দ্ধক।

বিদ্যাধরাভ্র। প্রস্তুতবিধি ৪১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হরীতকীখণ্ড। ক্রিমি বা পিত্তের প্রকোপ বশতঃ উদরে অসহ্য বেদনা উপস্থিত হইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে উষ্ণ দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

হরীতকী খণ্ড। প্রস্তুতবিধি ৪১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্রিমিরোগে—অগ্নিমান্দ্য-চিকিৎসা।

বৃহৎ অগ্নিমুখ চূর্ণ। পক্বাশয়গত ক্রিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে-এবং তজ্জন্য অগ্নিমান্দ্য, ক্ষুধাহ্রাস ও সময় সময় কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, প্রত্যহ প্রাতে এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ অগ্নিমুখ চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অগ্নিতুণ্ডী রস। পক্কাশয়স্থ ক্রিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্য রোগীর অগ্নিমান্দ্য ও সময় সময় পাতলা দাস্ত, উদরাধ্মান ও অরুচি প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রাতে জল সহ সেবন করিতে দিবে।

অগ্নিতুণ্ডী রস। প্রস্তুতবিধি ৩৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্রিমিরোগে—সর্দ্দি ও কাস-চিকিৎসা।

শৃঙ্গ্যাদি চূর্ণ। আমাশয়ের ক্রিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় কোষ্ঠবদ্ধ এবং তজ্জন্য সর্দ্দি ও কাস হইলে, এই ঔষধ প্রাতে উষ্ণ জল সহ সেবন করিতে দিবে। শিশু ও বালক বালিকাদিগের সর্দ্দি ও কাসে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী।

শৃঙ্গ্যাদি চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রস। আমাশয়স্থিত ক্রিমিরোগে সর্দ্দি ও তৎসঙ্গে জ্বর, কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, প্রত্যহ প্রাতে এই ঔষধ পালিধা-পাতার রস বা নিসিন্দাপাতার রস ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রস। প্রস্তুতবিধি ৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্রিমিরোগে—হৃদ্‌রোগ-চিকিৎসা।

বিড়ঙ্গাদি যোগ। ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগে হৃদয়ে বেদনা থাকিলে এবং তৎসঙ্গে হৃদ্রোগের অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ গোমূত্র সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে ক্রিমিসমূহ নির্গত হয়। অনুপান—উষ্ণ জল।

বিড়ঙ্গাদি যোগ। বিড়ঙ্গের শাস ও কুড় এই উভয়ের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ দুই আনা হইতে।০ চারি আনা।

শূলহরণ যোগ। ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগে হৃদয়ে প্রবল বেদনা হইলে, এবং ক্রিমিজন্য অন্যান্য উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ চাঁপাবৃক্ষের পাতার রস সহ সেবন করিতে দিবে।

শূলহরণ যোগ। প্রস্তুতবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হৃদ্রোগান্তক ঃ ক্রিমিজন্য হৃদ্রোগে হৃদয়ে প্রবল বেদনা হইলে এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য উপদ্রব অর্থাৎ বমন, মুখ হইতে জলস্রাব (থু থু নিঃসরণ) ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—মধু।

হৃদ্রোগান্তক। পারদ, গন্ধক ও অভ্রভস্ম, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া অর্জ্জুনছালের রসে ২১ বার ভাবনা দিবে; বটী ৫ রতি।

ক্রিমিরোগে—শিরঃশূল-চিকিৎসা।

ত্রিকটুকাদ্য নস্য ঃ ক্রিমিজনিত শিরঃশূল প্রবল হইলে, এই নস্য প্রত্যহ প্রাতে নাসিকা দ্বারা গ্রহণের ব্যবস্থা করিবে।

ত্রিকটুকাদ্য নস্য। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, করঞ্জবীজ এবং সজিনাবীজ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগীর মূত্রে মর্দ্দন করিবে এবং ছাগীর মূত্রে মিশাইয়া তরল করিয়া লইবে।

লক্ষ্মীবিলাস ঃ ক্রিমিজন্য শিরোবেদনা প্রবল হইলে এবং মস্তকে অসহ্য যন্ত্রণা ও নাসিকা হইতে জলস্রাব হইলে, এই ঔষধ পানের রস সহ সেবন করিতে দিবে।

লক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহালক্ষ্মীবিলাস রস ঃ ক্রিমিজন্য শিরঃশূল প্রবল হইলে এবং মস্তকে অসহ্য যন্ত্রণা ও নাসিকা হইতে জলবৎ স্রাব হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—নিসিন্দাপাতা ও পালিধাপাতার রস এবং মধু।

মহালক্ষ্মীবিলাস রস। পারদ, গন্ধক, অভ্র, জয়িত্রী, জাতিফল, কর্পূর, স্বর্ণ রৌপ্য, হরিতাল, খর্পর, কস্তুরী, মুক্তা, প্রবাল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ধুস্তুর বীজ, বৃদ্ধদারকবীজ, সীসা ও তামা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া পানের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ দুই রতি।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রস ঃ ক্রিমিজনিত শিরোরোগ প্রবল হইলে অর্থাৎ মাথার ভিতর অসহ্য যন্ত্রণা, নাসিকা হইতে জলস্রাব প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রে নিসিন্দাপাতা ও পালিধাপাতার রস এবং মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রস। প্রস্তুতবিধি ৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অপামার্গ তৈল ঃ ক্রিমিজনিত শিরোরোগ অত্যন্ত প্রবল হইলে অর্থাৎ মাথার বেদনায় রোগী অস্থির হইলে বা চীৎকার আরম্ভ করিলে, এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিতে দিবে। ইহাতে বেশী হাঁচি হয়, সুতরাং, প্রাতেঃকালই ইহার নস্য-গ্রহণের উপযুক্ত সময়।

অপামার্গ তৈল। কটু তৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। গোমূত্র ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—আপাঙ্ বীজ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরিদ্রা, বিছুটী, (বড়চোৎরাপাতা), হিং ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

ক্রিমিরোগে-পথ্য।

ক্রিমিরোগে সাধারণতঃ পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, পটোল, বেতোশাক, কলার মোচা, নিমপাতা, নালিতাপাতা এবং কাঁচামুগ, মসুর বা বুট প্রভৃতির যূষ ও ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল রোগীকে পথ্য প্রদান করিবে। ক্রিমিরোগে অতিসার বা উদরাময় প্রকাশ পাইলে, অতিসার রোগীর পথ্যানুযায়ী চিড়ার-মণ্ড, শটীরপালো বা যবমণ্ড প্রভৃতি অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে। ক্রিমিরোগে বমন হইলে, তিক্তরসপ্রধান বাতানুলোমক পথ্যাদি প্রদান করিবে। ক্রিমিরোগে শূল প্রবল হইলে, শূলরোগের পথ্যানুযায়ী পথ্য ব্যবস্থা করিবে। অজীর্ণকর ও সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য, দধি, মাষকলাই, অম্লরস ও মধুর রসবিশিষ্ট দ্রব্য অর্থাৎ কলা, চিনি, গুড় প্রভৃতি এবং শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য-ভোজন ও দিবানিদ্রা ক্রিমিরোগীর সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

দাহ-চিকিৎসা।

মদ্যপানজনিত দাহের লক্ষণ ঃ মদ্যপান বশতঃ কুপিত পিত্তস্থিত উষ্মা, পিত্ত ও রক্তদ্বারা দূষিত হইয়া দেহস্থিত ত্বক্ আশ্রয় করতঃ দাহ উৎপাদন করে।

রক্তজ দাহের লক্ষণ ঃ সমস্ত দেহাশ্রিত রক্ত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইলে, শরীরে দাহ উপস্থিত হয়; অধিকন্তু রোগীর পিপাসা এবং শরীর ও চক্ষু তাম্রবর্ণ হইয়া থাকে। ঐ ব্যক্তির সমস্ত অঙ্গে বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে লৌহের বা রক্তের গন্ধ প্রতীয়মান হয় এবং ঐ ব্যক্তি নিজেকে অগ্নিব্যাপ্ত বলিয়া মনে করে।

পিত্তজনিত দাহের লক্ষণ। পিত্তজনিত দাহে পিত্তজ্বরের লক্ষণ-সমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

তৃষ্ণানিরোধ জনিত দাহের লক্ষণ। পিপাসা বন্ধ হওয়ায় শরীরস্থ জলীয় ধাতু ক্ষীণ হইলে, পিত্তের উষ্মা বৰ্দ্ধিত হইয়া দেহের ভিতরে ও বাহিরে দাহ উৎপাদন করে। তৃষ্ণা নিরোধ জনিত দাহে রোগীর গল, তালু ও ওষ্ঠদেশ শুকাইয়া যায় এবং রোগী জিহ্বা বাহির করিয়া কম্পিত হইতে থাকে।

রক্তপূর্ণ কোষ্ঠজনিত দাহের লক্ষণ। তীব্র শস্ত্রাঘাতে হৃদয়াদি স্থানে রক্ত পরিপূর্ণ হইলে, এক প্রকার দাহ উৎপন্ন হয়। এই দাহ অতি ভয়ঙ্কর।

ধাতুক্ষয়জনিত দাহের লক্ষণ। রসরক্তাদি ধাতুক্ষয় বশতঃ একপ্রকার দাহ উৎপন্ন হয়। ঐ দাহ উপস্থিত হইলে, রোগীর মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা ও ক্ষীণস্বর প্রকাশ পায় এবং কোন কার্য্যে উৎসাহ থাকে না।

মর্ম্মাভিঘাত জনিত দাহের লক্ষণ। মস্তক হৃদয় ও বস্তিদেশ প্রভৃতি মর্ম্মস্থান আহত হইলে, এক প্রকার দাহ উপস্থিত হয়, তাহা অসাধ্য।

দাহরোগে অসাধ্য লক্ষণ। দাহরোগে রোগীর শরীর শীতল, অথচ শরীরের অভ্যন্তরে দাহ থাকিলে, রোগ অসাধ্য হইয়া থাকে।

দাহ-চিকিৎসা-বিধি।

পিত্তের প্রকোপবশতঃ দাহরোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। জ্বর ও অতিসার প্রভৃতি রোগে বিবিধ অহিতাচরণ বশতঃ পিত্ত প্রকুপিত হইলে, পিত্তস্থিত উষ্মা রক্তের সহিত মিলিত হইয়া ও চর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া দাহ উৎপাদন করে। ফলতঃ পিত্তের বিকৃতি বশতঃ দাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং পিত্তই দোষের নানাকারণে বাতাদি দ্বারা সংরুদ্ধ হইয়া দাহ উৎপাদন ও কোষ্ঠবদ্ধতা আনয়ন করে, পরন্ত অবস্থাবিশেষে আবার কখনও দাস্ত ও দাহ একদা উৎপন্ন করিয়া থাকে; এই দুই প্রকার অবস্থা বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দাহরোগের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। পিত্ত স্বয়ং প্রকুপিত হইলে, রোগীর

পাতলা দাস্ত বা অতিসার হয়, অথচ এইরূপ অবস্থায় দাহও বিদ্যমান থাকে, আবার পিত্তজ্বর, পৈত্তিকপাণ্ডু অথবা পিত্তাতিসার প্রভৃতি অন্যান্য রোগ বশতঃ পিত্ত প্রকুপিত হইলেও, পাতলা মলভেদ ও তৎসঙ্গে দাহ বিদ্যমান থাকে; কিন্তু বাতপৈত্তিক জ্বর ও অর্শ প্রভৃতি কতকগুলি রোগে কোষ্ঠবদ্ধের সহিত দাহ উপস্থিত হইয়া থাকে। মদ্যপান, তৃষ্ণারোগ বা কোষ্ঠবদ্ধের সহিত সর্ব্বত্র দাহ উৎপন্ন হয়। জ্বরাদিরোগে পিত্তের প্রকোপাবস্থায় সাধারণতঃ মলভেদ হইয়া থাকে, কিন্তু বাতাদি দোষের সংমিশ্রণ-ও প্রকোপ বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পায়। জ্বরাদিরোগের চিকিৎসাকালে দাহনিবারণার্থ ঔষধ প্রয়োগ করিবার সময়ে এই দুই শ্রেণীর ঔষধের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য, যেহেতু বাতপিত্তপ্রধান জ্বরাদি রোগে কোষ্ঠ-কাঠিন্য বর্ত্তমানে দাহ প্রকাশ পাইলে, যে সকল দাহনাশক ঔষধে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়, তাদৃশ ঔষধই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। আবার পিত্তজ্বর ও পিত্তাতিসার প্রভৃতি রোগে মলের তরলাবস্থায় দাহ প্রকাশ পাইলে, যে সকল দাহনিবারক ঔষধে মলরুদ্ধ ও পিত্ত প্রশমিত হয়, তাহাই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যে স্থলে স্বভাবতঃ কোষ্ঠশুদ্ধি হয় অর্থাৎ মলের কাঠিন্য বা তরলতা নাই, অথচ দাহ বিদ্যমান থাকে, সেই স্থলে অবস্থা-বিশেষে বিরেচক বা অবস্থাবিশেষে ধারক ও দাহনাশক ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু মদ্যজ দাহ, রক্তজ দাহ, অস্ত্রাঘাতজনিত দাহ বা ধাতুক্ষয়জনিত দাহরোগে ঐরূপ বিরেচক বা ধারক ও দাহনিবর্ত্তক ঔষধের বিচার করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। কেবলমাত্র রোগীর মলের প্রতি সামান্য দৃষ্টি রাখিয়া বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করিলেই চলিতে পারে। এই সকল দাহ-রোগের মধ্যে কেবল রক্তজ দাহে শীতল দ্রব্যদ্বারা প্রলেপ বা শীতল জলে অবগাহন ব্যবস্থেয়; ধাতুক্ষয় জনিত বিবিধ দাহরোগে তৎতৎ রোগনাশক ঔষধ ও তৎসঙ্গে রসরক্তাদি ধাতুবর্দ্ধক অথচ দাহনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; অর্থাৎ প্রমেহ, যক্ষ্মা, কাস ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ, জটিল হইলে এবং রক্তরসাদি ধাতুর ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইলে, এক প্রকার দাহ উপস্থিত হয়, এইরূপ দাহরোগে প্রধানতঃ মূলরোগ নাশক অথচ বাতপিত্তদোষপ্রশমক ঔষধই ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, যেহেতু এই সকল ঔষধ প্রায়শঃ দাহ নাশক ও পিত্ত-

প্রশমক। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, প্রমেহ ও ক্ষয়কাসাদি রোগে দাহ-নিবারণার্থ সুধাকররস এবং পুরাতন অবস্থায় কুশাদ্যতৈল ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। রক্তপূর্ণকোষ্ঠজনিত এবং মর্ম্মস্থানাভিঘাত জন্য দাহ উপস্থিত হইলে, রোগের প্রথমাবস্থায় আহত স্থানে রক্তের প্রবাহ সুন্দর রূপে সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ দাহ প্রশমিত করা কষ্টকর; সুতরাং ঐ সকল আহত স্থানে প্রলেপাদি প্রয়োগ করিবে এবং তৎসঙ্গে ত্রিফলাক্কাথ সেবন করিবে। মদ্যপান-দ্বারা দাহ উপস্থিত হইলে, নিম বা কুলের পাতা কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক মন্থন দণ্ড দ্বারা আলোড়ন করিয়া উহার ফেনা গাত্রে লেপন করিবে, ইহা দ্বারাই মদ্যপানজনিত দাহ দূরীভূত হয়; কিন্তু অত্যধিক মদ্যপানজনিত দাহে রোগীকে মদাত্যয় চিকিৎসানুসারে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য, নচেৎ ঐ দাহ কেবল একমাত্র প্রলেপ দ্বারা সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হয় না।

পিত্তজনিত দাহে জ্বর-চিকিৎসোক্ত দাহ-চিকিৎসার দাহহরলেপ, দাহমঞ্জরী বা দাহান্তকলৌহ প্রভৃতি ঔষধ এবং চন্দনাদিক্কাথ বা পর্পটাদিক্কাথ প্রভৃতি রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ঐ অবস্থায় কাঁজির জলে পেষিত নিম বা কুলপাতা কাঁজির জলে মিশাইয়া আলোড়ন পূর্ব্বক তাহার ফেনা গাত্রে প্রয়োগ করিলেও অনেক উপকার হয়।

পিত্তজদাহরোগে কুশাদ্যতৈল ব্যবহারে অনেক উপকার হয়, কিন্তু যে-স্থলে রক্তের বিকৃতি বশতঃ রক্ত ও পিত্ত উভয় প্রকুপিত হইয়া (বাতরক্তাদি রোগে) দাহ উৎপাদন করে, সেই স্থলে গুড়ূচীতৈল গাত্রে মর্দ্দনে সমধিক উপকার হয়।

রক্তজদাহে বিবিধ পিত্তঘ্ন দ্রব্য সহযোগে সিদ্ধ জল শীতল করিয়া তাহাতে অবগাহন, কুশাদ্যতৈল বা গুড়ুচ্যাদিতৈল গাত্রে মর্দ্দন অত্যন্ত উপকারী।

জ্বর, অতিসার, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি রোগে দাহ উপস্থিত হইলে, উপদ্রব চিকিৎসার নিয়মানুসারে চিকিৎসা করিবে; যে স্থলে দাহ প্রধান উপদ্রবরূপে উপস্থিত হয়, সেই স্থানে সেই সেই রোগের পিত্তনাশক ঔষধ প্রয়োগেই প্রায়শঃ দাহ প্রশমিত হয়, তবে প্রয়োজন হইলে, পিত্তজদাহ-নাশক পৃথক্ ঔষধও ব্যবস্থা যাইতে পারে। ঐ সমস্ত রোগের পুরাতন

অবস্থায় পিত্তের প্রকোপবশতঃ প্রবল দাহ উপস্থিত এবং স্নানাহার সহ্য হইলে তৃণাদ্যতৈল গাত্রে মর্দ্দন করিতে দিবে।

দাহরোগে—ঔষধ।

আরণাললেপ। রক্তজদাহ, পিত্তজদাহ বা তৃষ্ণানিরোধজনিত-দাহরোগে এই প্রলেপ উপর্য্যুপরি রোগীর গাত্রে লেপন করিবে। পাণ্ডু, কামলা ও মেহ প্রভৃতি রোগেও, দাহ উপস্থিত হইলে এবং রোগীর জ্বরের প্রবলতা না থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

আরণাল লেপ। বেণার মূল ও শ্বেতচন্দন সমভাগে লইয়া কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া রোগীর গাত্রে মর্দ্দন করিতে দিবে।

হ্রীবেরাদিযোগ। রক্তজদাহ, পিত্তজদাহ এবং তৃষ্ণানিরোধজনিত দাহ প্রবল হইলে, রোগীকে এই জলে অবগাহন করিতে দিবে।

হ্রীবেরাদি যোগ। বালা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল ও রক্তচন্দন; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া শীতল জলে গুলিয়া তদ্দ্বারা রোগীকে স্নান করাইবে।

চন্দনাদিক্কাথ। পিত্তজদাহে, বাতপিত্তজদাহে এবং পিত্তজ্বর, পাণ্ডু ও অন্যান্য রোগে দাহ প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠশুদ্ধি বা উদরাময় থাকিলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পিত্তের প্রবলাবস্থায় এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী।

চন্দনাদি কাথ। প্রস্তুতবিধি ৪৩৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পর্পটাদিক্কাথ। পিত্তজদাহে এবং পৈত্তিক জ্বর, পাণ্ডু, কামলা বা অন্যান্য রোগে দাহ ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠশুদ্ধি বা উদরাময় থাকিলে, এই কাথ সেবন করিতে দিবে।

পর্পটাদি কাথ। ক্ষেৎপাপড়া, মুথা ও বেণারমূল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

ত্রিফলাদ্যক্কাথ। পিত্তজদাহে অথবা বাতপৈত্তিক জ্বর, পাণ্ডু, কামলা বা অন্যান্য রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, এই ঔষধে পিত্তজশূলও নিবারিত হয়।

ত্রিফলাত্ত কাথ। হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও সোন্দাল ফলের আটা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা। কাথ শীতল হইলে প্রক্ষেপ ইক্ষুচিনি ।• আট আনা, মধু ৵• দুই আনা।

খর্জ্জুরাদ্য চূর্ণ। প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি রোগে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ দাহ প্রকাশ পাইলে, অথবা মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগে বস্তিদেশে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—চাউলধোয়া জল।

খর্জ্জুরাদ্য চূর্ণ। পিণ্ডীখেজুর, আমলকীবীজ, পিপুল, শোধিত শিলাজতু, এলাইচ, যষ্টিমধু, পাথরকুচি, শ্বেতচন্দন, কাকুড়বীজ, ধনে ও ইক্ষুচিনি; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা /• এক আনা হইতে ।• চারি আনা।

সুধাকর রস। প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও ক্ষয়কাস ইত্যাদি রোগে পিত্ত প্রকুপিত হইলে এবং দাহ প্রকাশ পাইলে, ইহা সেবন করিতে দিবে। ধাতুক্ষয়বশতঃ দাহে (ধাতুক্ষয়জনিত দাহে) এই ঔষধ সমধিক উপকারী। ইহা শুক্রবর্দ্ধক।

সুধাকর রস। রসসিন্দূর, অভ্র, স্বর্ণ ও মুক্তা; এই কয়েকটী দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিজান জল এবং শতমূলীর রস, ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

কাঞ্জিক তৈল। পুরাতন জীর্ণজ্বরে দাহ প্রবল থাকিলে অথবা পিত্তজনিত দাহরোগে এই তৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মালিষ করিতে দিবে।

কাঞ্জিক তৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিয়া কাঁজি ১৬ সের সহ তৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

কুশাদ্য তৈল। পিত্তজদাহে, রক্তজদাহে এবং প্রমেহ, পাণ্ডু, ও কামলা প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় পিত্তাধিক্যবশতঃ দাহ প্রবল হইলে, এই তৈল রোগীর গাত্রে মালিষ করিতে দিবে।

কুশাদ্য তৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য—কুশমূল, কাশমূল, বেণামূল, কুশেরুমূল, শাগড়া ও শালপাণী, ইহারা সমভাগে মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী,

মুগাণী, মাষাণী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

দাহরোগে-পথ্য।

সর্ব্ববিধ দাহরোগে শালি তণ্ডুলের অন্ন, কাঁচামুগ, মসূর ও বুটের দাইলের যূষ, কুমুড়া, কাঁকুর, মোচা, কাঁঠাল, লাউ, নারিকেল, খর্জ্জুর, চিনি, দুগ্ধ ও মাখন প্রভৃতি শীতল দ্রব্য সেবন করিতে দিবে এবং রোগীকে শীতল জলে স্নান করাইবে, কিন্তু জ্বরাদি রোগের নূতন অবস্থায় দাহ থাকিলে, সেই সেই রোগের দোষের বলাবল অনুসারে খৈরমণ্ড ও যবমণ্ড প্রভৃতি পথ্যের ব্যবস্থা করিবে।

তৃষ্ণা-চিকিৎসা।

তৃষ্ণার সামান্য লক্ষণ। পিপাসা উপস্থিত হইলে, রোগীর তালু ওষ্ঠ, কণ্ঠ ও মুখে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, ঐ সকল স্থানে দাহ, সর্ব্বাঙ্গে সন্তাপ, মোহ, ভ্রান্তি ও প্রলাপ; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বাতিক তৃষ্ণার লক্ষণ। বাতিক তৃষ্ণারোগে মুখের মলিনতা, শুষ্কতা, ও বিরসতা, ললাটের এক প্রদেশে ও মস্তকে বেদনা, রস ও বারিবহা ধমনী রুদ্ধ হয়; শীতল জল প্রয়োগ দ্বারা এই রোগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

পৈত্তিক তৃষ্ণার লক্ষণ। পৈত্তিক তৃষ্ণারোগে রোগীর মূর্চ্ছা, অরুচি, প্রলাপ, দাহ, অত্যন্ত মুখশোষ, শীতল দ্রব্য সেবনে অভিলাষ, মুখের তিক্ততা, চক্ষু রক্তবর্ণ এবং কণ্ঠদেশ হইতে ধূম নির্গমবৎ বোধ হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক তৃষ্ণার লক্ষণ। স্বীয় কারণে কুপিত শ্লেষ্মা পাচকাগ্নিকে আচ্ছাদিত ও বারিবহা ধমনীকে শুষ্ক করিয়া শ্লৈষ্মিক তৃষ্ণা উৎপাদন করে। এই রোগে রোগীর নিদ্রাধিক্য, শরীর ভারবোধ এবং মুখ মধুররস বিশিষ্ট হয়। বিশেষতঃ রোগী তৃষ্ণা দ্বারা পীড়িত হইয়া অত্যন্ত কৃশ হইয়া থাকে

ক্ষতজ তৃষ্ণার লক্ষণ। শস্ত্রাদিদ্বারা আহত ব্যক্তির ক্ষতস্থান হইতে শোনিত নির্গম ও ক্ষতস্থানের বেদনারজন্য ক্ষতজ তৃষ্ণারোগ জন্মিয়াথাকে।

ক্ষয়জ তৃষ্ণার লক্ষণ। রসাদিধাতুর ক্ষয়জন্য ক্ষয়জতৃষ্ণার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই রোগে দিবারাত্রি পুনঃপুনঃ জলপান করিয়াও, রোগী পরিতৃপ্ত হয় না। বিশেষতঃ রোগীর হৃদয়ে বেদনা ও শূন্যতা, কম্প, মুখশোষ এবং অত্যন্ত পিপাসা হইয়া থাকে। ক্ষয়জতৃষ্ণাকে কেহ কেহ সান্নিপাতিক তৃষ্ণা নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

আমজ তৃষ্ণার লক্ষণ। আমজনিত তৃষ্ণারোগে সান্নি-পাতিক অর্থাৎ বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক পিপাসার লক্ষণ সকল মিলিতভাবে এবং রসক্ষয়ের লক্ষণ বিশেষরূপে প্রকাশ পায় ও রোগীর হৃদয়ে বেদনা, থু থু নির্গম, শরীরের অবসন্নতা প্রভৃতি উপসর্গও, উপস্থিত হইয়া থাকে।

অন্নজ তৃষ্ণার লক্ষণ। স্নিগ্ধ, অম্ল, লবণ ও কটুরস বিশিষ্ট দ্রব্য এবং গুরুপাক দ্রব্য সেবন দ্বারা অন্নজ তৃষ্ণার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

তৃষ্ণারোগের সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ। তৃষ্ণা রোগে রোগীর স্বর ক্ষীণ, মূর্চ্ছা, ক্লান্তি, এবং মুখ, কণ্ঠ হৃদয় ও তালুশোষ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, রোগ কষ্টসাধ্য ও ধাতুশোষণকারী হইয়া থাকে। এই রোগে জ্বর, মূর্চ্ছা, কাস, শ্বাস, অত্যন্ত মুখশোষ, কৃশতা এবং অত্যধিক বমির বেগ ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, রোগ অসাধ্য হয়।

তৃষ্ণারোগ-চিকিৎসা-বিধি।

তৃষ্ণারোগ উৎপন্ন হইবার কারণ প্রথমতঃ অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে পিপাসা উৎপত্তির বহুবিধ কারণ উক্ত হইয়াছে। বিবিধ কারণে বায়ু ও পিত্ত প্রকুপিত হইলেই, পিপাসা উৎপন্ন হয়; কিন্তু পিপাসা উৎপন্ন হইলে, হৃদয়স্থিত ক্লোম নামক যন্ত্রের ও রসবহা ধমনীর ক্রিয়ার ব্যতি-ক্রম ঘটে। ক্লোমযন্ত্রই পিপাসার স্থান। ভয়, শ্রম, বলক্ষয় প্রভৃতি কারণে বায়ু প্রকুপিত হইলে, পিত্তও প্রকুপিত হয়, তজ্জন্য ক্লোম নামক যন্ত্রের ও রসবহা ধমনীর জলীয়াংশ হ্রাস হয়, এবং তৎসঙ্গে জিহ্বা, গলা ও তালু শুষ্ক হইতে থাকে। বায়ুর শোষণগুণ ও পিত্তের আগ্নেয় গুণ বশতঃই এইরূপ হইয়া

থাকে, এই অবস্থায় জলপান দ্বারা পিত্ত প্রশমিত এবং বায়ু প্রকৃতিস্থ হয়; সুতরাং ঐ ক্লোমযন্ত্র এবং ধমনীও, প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে। কটু ও অম্লরসবিশিষ্ট দ্রব্য সেবন, ক্রোধ বা উপবাসাদি দ্বারা পিত্ত প্রকুপিত হইলেও, ঐ যন্ত্রের ও রসবহা ধমনীর ক্রিয়ার লাঘব হয়। শাস্ত্রে কফজ তৃষ্ণার বিভিন্ন সংপ্রাপ্তি উক্ত হইয়াছে; সুতরাং বাতিক ও পৈত্তিক তৃষ্ণার সংপ্রাপ্তি হইতে উহার উৎপত্তি ভিন্নরূপ। কফজ তৃষ্ণায় উদরস্থিত উষ্মা (তেজোময় পিত্ত), কফদ্বারা আচ্ছাদিত হইলে, পিত্তের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে ও পিত্তস্থিত উষ্মা অধোগামী হইয়া জলবাহী সূক্ষ্ম স্রোতঃসমূহকে শুষ্ক করতঃ যে তৃষ্ণা জন্মায়, তাহাতে মুখ শুষ্ক হয় না, বরং মুখের মিষ্টাস্বাদ অনুভূত হয় এবং দেহ শুষ্ক হইতে থাকে। জ্বর, অতিসার, বমন ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগে বায়ু বা পিত্তের প্রকোপ বা রসক্ষয়-বশতঃ তৃষ্ণা উপস্থিত হয় অর্থাৎ জ্বররোগে পিত্তাধিক্য বা বাতপিত্তের আধিক্য অবস্থায়, অতিসারে জলীয় রসধাতুর অত্যধিক নির্গমন হেতু, জ্বরাদিরোগে উদরাময়ের প্রবলতা বশতঃ এবং গ্রহণীরোগেও রসক্ষয় বশতঃ তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। অন্যান্য রোগে দৈহিক যন্ত্রাদির কোনও একটীর ব্যতিক্রম বশতঃ অন্যান্য যন্ত্রের ক্রিয়ার লাঘব হওয়াতে পিপাসার উৎপত্তি হয়। সমধিক রক্তক্ষয়, সহসা আঘাত প্রাপ্তি প্রভৃতি কারণেও পিপাসা উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রমেহ, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগে মূত্রাশয়ের পীড়া হইতেও পিপাসার উৎপত্তি হয়। বিবিধরোগে শরীর দুর্ব্বল হইলেও পিপাসা প্রকাশ পাইয়া থাকে। নানাবিধ রোগে উপসর্গরূপেও পিসাসা প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। রসধাতুর ক্ষয় হইলে যে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, তাহাকে ক্ষয়জ তৃষ্ণা কহে। ক্ষয়জ তৃষ্ণারোগেও বায়ু এবং তৎসঙ্গে পিত্ত প্রকুপিত হয়; রসধাতুর অত্যধিক ক্ষয় হইলে, রসবহা ধমনী ও ক্লোমযন্ত্র শুষ্ক হয়, তজ্জন্য পিপাসার উৎপত্তি হইয়া থাকে। অজীর্ণদোষে এক প্রকার পিপাসা উৎপন্ন হয়, উহাকে আমজতৃষ্ণা কহে। আমজতৃষ্ণায় রোগীর হৃদয়ে বেদনা, শরীরের অবসন্নতা, প্রভৃতি লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে। তৈলঘৃতাদি স্নেহযুক্ত খাদ্য এবং অন্যান্য গুরুপাক দ্রব্য ভোজনে এক প্রকার তৃষ্ণা হয়। উপরে যে সকল তৃষ্ণার বিষয় বর্ণিত হইল, সেই সমস্ত তৃষ্ণার মূল রোগনাশক ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া কেবলমাত্র তৃষ্ণানাশক ঔষধ প্রয়োগ করিলে, পিপাসা সমূলে নষ্ট হয় না, তবে কিয়ৎকালের জন্য স্থগিত থাকে।

পিপাসা উপস্থিত হইবামাত্রই রোগীকে পানার্থ জল প্রদান করিবে; যেহেতু পিপাসায় অভিভূত হইলে, রোগীর মূর্চ্ছা হইতে পারে, সেই জন্যই শাস্ত্রকারগণ পিপাসাকালে রোগীকে জল প্রদান করিতে উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু, জল প্রদান সম্বন্ধে সর্ব্বত্র এক প্রকার বিধি নহে, কোনও তৃষ্ণায় শীতলজল, কোনও তৃষ্ণায় ঈষদুষ্ণজল, কোনও পিপাসায় শীতকষায় প্রদান করা আবশ্যক।

শ্লেষ্মাদ্বারা জঠরাগ্নি আচ্ছাদিত হইলে, প্রথমতঃ বমনদ্বারা শ্লেষ্মার লাঘব করিয়া, পরে বিল্বাদি পানীয় রোগীকে পান করিতে দিবে। গুরুপাক দ্রব্যভোজনে যে তৃষ্ণা উপস্থিত হয়, তাহাতেও বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, কারণ বমনদ্বারা ঐ সকল ভুক্তদ্রব্য বহির্গত হইলে, তৃষ্ণার শান্তি হয়। অতিশয় কৃশ ও দুর্ব্বলব্যক্তিকে, পিপাসা-কালে দুগ্ধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। রসধাতুর ক্ষয় বশতঃ যে সকল রোগে পিপাসা প্রকাশ পায়, তাহাতে রোগীকে মধুমিশ্রিত জল বা দুগ্ধ প্রদান করিবে। মৈথুনাসক্ত ব্যক্তিকে পিপাসাকালে দুগ্ধপান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। শস্ত্রাদির আঘাত বা অন্যান্য কারণে শরীর হইতে অধিক রক্তক্ষয় হইলে যে পিপাসা উপস্থিত হয়, তাহাতে রোগীর ছাগ, মৃগ প্রভৃতি প্রাণীর মাংসের যূষ ব্যবস্থা করিবে। সাধারণতঃ মূর্চ্ছা, বমন, দাহ প্রভৃতি রোগে এবং মদ্যপানদ্বারা তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে, রোগীকে শীতল জল পান করিতে দিবে। সাধারণতঃ জ্বরাদি রোগে পিপাসা হইলে, রোগীকে ঈষদুষ্ণ জল পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু পিত্তজ্বরে উষ্ণজল শীতল করিয়া পান করিতে দেওয়া উচিত। পিত্তজ্বর, অতিসার ও অন্যান্য রোগে পিপাসা-নিবারণার্থ যে সমস্ত পানীয়ের উল্লেখ আছে, তাহাই প্রদান করিবে। তদ্ব্যতীত তৃষ্ণারোগে পিত্তের আধিক্য থাকিলে, অর্থাৎ তৃষ্ণার সহিত দাহ ও পৈত্তিক বমন প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, ষড়ঙ্গপানীয়, দ্রাক্ষাদি কষায় প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। বায়ুর আধিক্যবশতঃ রোগীর পিপাসা উপস্থিত হইলে, মাংসযূষ প্রভৃতি পথ্য, লঘু ও শীতল পানীয় এবং রসাদিচূর্ণ বা মহোদধিরস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। উপসর্গরূপে পিপাসার চিকিৎসাকালে রোগীকে মুখ্যরোগনাশক অথচ তৃষ্ণানিবারক ঔষধই প্রদান করা কর্ত্তব্য।

তৃষ্ণারোগে—ঔষধ।

দ্রাক্ষাদি কষায়। তৃষ্ণারোগে পিত্তের প্রবলতা লক্ষিত হইলে, অর্থাৎ দাহ, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম ও বমন প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। দাহ, মূর্চ্ছা, ও বমন প্রভৃতি রোগেও, তৃষ্ণা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়।

দ্রাক্ষাদি কষায়। কিস্‌মিস্, রক্তচন্দন, খেজুর ও বেণারমূল, ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা কুট্টিত করিয়া ৪৮ তোলা জলে ভিজাইয়া রাখিবে; পরদিন ছাকিয়া তাহাতে ইক্ষুচিনি দুই তোলা মিশাইয়া সেবন করিতে দিবে।

ষড়ঙ্গপানীয়। পিত্তের প্রবলতা বশতঃ তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে, ও তৎসঙ্গে দাহ, ঘর্ম্ম বা বমন প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই জল রোগীকে পিপাসাকালে সেবন করিতে দিবে। পিত্তাশ্রিত জ্বর এবং অন্যান্য রোগে পিপাসা প্রকাশ পাইলেও এই কাথ ব্যবস্থা করা যায়।

ষড়ঙ্গপানীয়। প্রস্তুতবিধি ২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কাশ্মর্য্যাদি পানীয়। পিত্তাধিক্য বশতঃ তৃষ্ণা প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে দাহ, ঘর্ম্ম, বমন, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষিত হইলে, এই পানীয় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পিত্তাশ্রিত জ্বর, কাস ও মেহ প্রভৃতি রোগে পিপাসা প্রকাশ পাইলেও এই পানীয় ব্যবস্থা করা যায়।

কাশ্মর্য্যাদি পানীয়। গাম্ভারীফল, ইক্ষুচিনি, রক্তচন্দন, বেণারমূল, পদ্মকাষ্ঠ, কিস্‌মিস্ ও যষ্টিমধু; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ৮ তোলা লইয়া কুট্টিতকরতঃ ৪৮ তোলা জলে পূর্ব্বদিন ভিজাইয়া পরদিন ছাকিয়া ঐ জল পিপাসাকালে রোগীকে পান করাইবে।

লাজোদক। পিত্তাধিক্য বশতঃ তৃষ্ণা প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে দাহ, ঘর্ম্ম বা বমন প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই জল রোগীকে পান করিতে দিবে; পিত্তাশ্রিত জ্বর, কাস, রক্তপিত্ত ও মেহ প্রভৃতি রোগে পিপাসা প্রকাশ পাইলে, ইহা পানে পিপাসার শান্তি হয়। এই পানীয় কোষ্ঠশুদ্ধি-কর।

লাজোদক। খৈ ১৬ তোলা এবং উষ্ণজল /২ সের একত্র করিয়া একটা পাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে, পরদিন প্রাতে উহার সহিত গাম্ভারীফলচূর্ণ ২ তোলা, মধু ১ তোলা, ইক্ষুগুড় ১ তোলা ও ইক্ষুচিনি ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে অল্প অল্প মাত্রায় পান করাইবে।

তৃণপঞ্চমূলপানীয়। পিত্তাধিক্যবশতঃ রোগীর পিপাসা প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে প্রমেহ, দাহ, রক্তপিত্ত, কাস, মূর্চ্ছা ও অশ্মরী প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই পানীয় রোগীকে পান করিতে দিবে। পিত্তাশ্রিতকাস, রক্তমেহ, হরিদ্রামেহ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগে পিপাসা বিদ্যমান থাকিলেও, এই জল ব্যবস্থা করা যায়। ইহা সেবনে পিত্তাশ্রিত ঐ সকল রোগও অনেকাংশে দূরীভূত হয়।

তৃণপঞ্চমূলপানীয়। কুশমূল, কাশমূল, নল, উলুখড়, ও খাগড়া, এই সকল মূল সমভাগে মিলিত ৮ তোলা একত্র কুট্টিত করিয়া ৪৮ তোলা জলে পূর্ব্বদিন ভিজাইয়া রাখিবে এবং পরদিন প্রাতে এই জল ছাঁকিয়া পিপাসাকালে রোগীকে অল্পমাত্রায় পান করিতে দিবে।

বিল্বাদিপানীয়। কফদ্বারা জঠরাগ্নি আচ্ছাদিত হইলে যে পিপাসা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ বা গুরুপাক দ্রব্য ভোজনে যে পিপাসা প্রকাশ পায়, সেই পিপাসায় রোগীকে এই পানীয় সেবন করিতে দিবে।

বিল্বাদিপানীয়। বিল্বছাল, অড়হরপত্র, ধাইফুল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী গোক্ষুর ও কুশমূল এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল /৪ সের, শেষ /২ সের।

বিল্বশুণ্ঠ্যাদিক্কাথ। অজীর্ণদোষে পাতলা দাস্ত ও তৎসঙ্গে পিপাসা উপস্থিত হইলে, রোগীকে এই ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

বিল্ব শুণ্ঠ্যাদিক্কাথ। বেলশুঁঠ ও শুঁঠ, ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

বটশুঙ্গাদ্যোযোগ। অজীর্ণদোষে বা গুরুপাক দ্রব্য ভোজনে পিপাসা উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে চাউল ধোয়া জলের সহিত সেবন করিতে দিবে।

বটশুঙ্গাদ্যোযোগ। বটের শুঙ্গা, ইক্ষুচিনি, লোধ, দাড়িমের খোসা, যষ্টিমধু ও মধু সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা /০ এক আনা।

রসাদিচূর্ণ। ক্ষয়জ তৃষ্ণা প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ আমবাত, প্রমেহাশ্রিতবাত অথবা অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমে ভূয়োঃভূয়ঃ পিপাসা উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। প্রমেহ, অশ্মরী, মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ ও বহুমূত্র প্রভৃতি রোগে পিপাসা প্রকাশ পাইলে, তাহাও, এই ঔষধে দূরীভূত হয়। অনুপান—বাসি জল।

রসাদিচূর্ণ। পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, কর্পূর ৩ ভাগ, শিলাজতু ৪ ভাগ, বেণার মূল ৫ ভাগ, মরিচ ৬ ভাগ ও ইক্ষুচিনি ৭ ভাগ, এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৩ রতি।

কুমুদেশ্বর রস। ক্ষয়জ তৃষ্ণারোগে বা প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, বহুমূত্র ও শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ পিপাসা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে রক্তচন্দন, অনন্তমূল, মুথা, ছোট এলাইচ ও নাগেশ্বর; ইহাদের কাথ সহ সেবন করিতে দিবে।

কুমুদেশ্বর রস। অমৃতীকরণ নিয়মানুসারে জারিত তাম্র ২ ভাগ ও বঙ্গ ১ ভাগ, একত্র করিয়া যষ্টিমধুর কাথে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ৩ রতি।

তৃষ্ণারোগে—পথ্যাপথ্য।

তৃষ্ণারোগে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, পেয়া, বিলেপী, খৈর ছাতু, অন্নমণ্ড, মাংসযূষ, চিনি, কলার মোচা, কিস্‌মিস্, কয়েত্ বেল, কুল, পুরাতন-তেঁতুল, কুমড়া, পুইশাক, খর্জ্জুর, দাড়িম, আমলকী, কাকুড়, জামীর, করঞ্জ, ছোলঙ্গলেবু, গোদুগ্ধ, মধুররস ও তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্য, কচি তালশাসের জল ও মধু, এই সমস্ত দ্রব্য সুপথ্য এবং গাত্রে চন্দন ও শীতল দ্রব্যের প্রলেপ প্রভৃতি হিতকর।

জ্বর, অতিসার, গ্রহণী ও বমন প্রভৃতি রোগে উপদ্রবস্বরূপ তৃষ্ণা প্রকাশ পাইলে, সেই সেই রোগানুযায়ী তৃষ্ণানাশক পথ্য ব্যবস্থা করিবে। ঐ সমস্ত রোগের প্রবল উপদ্রব সমূহ নিবৃত্ত হইলেও, যদি পিত্তাধিক্য বশতঃ পিপাসা বিদ্যমান থাকে এবং আমবাত, প্রমেহাশ্রিত বাত, ও অন্যান্য রসক্ষয় রোগের পুরাতন অবস্থায় তৃষ্ণা বলবতী হয়, তবে রোগীকে ভাজামুগ, মসূর ও ছোলার যূষ এবং তিক্তরসপ্রধান দ্রব্য অর্থাৎ পল্‌তা, নিম ও হিঞ্চা প্রভৃতির তরকারী সেবন করিতে দিবে, এই সমস্ত দ্রব্য তৃষ্ণারোগে সুপথ্য। ব্যায়াম, তৈলঘৃতাদি স্নেহদ্রব্য পান, ধূমপান, রৌদ্রসেবন, দন্তধাবন, অম্লরস বা কটুরস-বিশিষ্ট দ্রব্য ও তীক্ষ্ণ গুণযুক্ত দ্রব্য ভক্ষণ এবং দূষিত জলপান; এই সমস্ত তৃষিত ব্যক্তির কুপথ্য।

বমন-চিকিৎসা।

বাতিক বমির লক্ষণ। বাতজন্য বমিরোগে রোগীর হৃদয়, পার্শ্ব, মস্তক ও নাভিদেশে বেদনা, মুখশোষ, কাস, স্বরভঙ্গ, শব্দের সহিত প্রবল উদ্গার এবং অত্যন্ত কষ্ট ও বেগের সহিত ফেনাযুক্ত, রুক্ষ অথচ কষায়-রসবিশিষ্ট ঈষৎ তরল পদার্থ বমন হইয়া থাকে।

পৈত্তিক বমির লক্ষণ। পিত্তজনিত বমিরোগে রোগীর মূর্চ্ছা, পিপাসা, মুখশোষ, ভ্রান্তি ও অন্ধকার প্রবিষ্টবৎ বোধ হয়, মস্তক, তালু ও নেত্রে দাহ জন্মে এবং গলা-জ্বালার সহিত, পীত, হরিৎ, কৃষ্ণ বা লোহিতবর্ণ, অত্যন্ত উষ্ণ অথচ তিক্তরস বিশিষ্ট তরল পদার্থ বমন হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক বমির লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক বমিরোগে রোগীর তন্দ্রা, মুখের মধুরাস্বাদ, মুখ হইতে স্রাব, সন্তোষ (ভুক্তব্যক্তির ন্যায় তৃপ্তিবোধ) নিদ্রা, অরুচি, শরীরের গুরুতা এবং রোমহর্ষ (রোমাঞ্চ) হয় ও অল্প বেদনার সহিত স্নিগ্ধ, ঘন অথচ মধুররস বিশিষ্ট শুক্লবর্ণ বমি হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক বমির লক্ষণ। ত্রিদোষজনিত বমিরোগে রোগীর নিরন্তর প্রবল বেদনা, অরুচি, দাহ, পিপাসা, শ্বাস ও মোহ হয় এবং অম্লরসবিশিষ্ট, নীল কিম্বা রক্তবর্ণ, ঘন অথচ উষ্ণ বমি হইয়া থাকে।

বমির উপদ্রব। কাস, তমকশ্বাস, জ্বর, পিপাসা, হিক্কা, চিত্তের বিকৃতি, হৃদ্রোগ এবং অন্ধকারে প্রবিষ্টবৎ বোধ, এই সকল উপসর্গ বমিরোগে উপস্থিত হয়।

বমির সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ। বমিরোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি ক্ষীণ ও উক্ত উপদ্রবসমন্বিত হয় এবং অনবরত রক্ত ও পূযসমন্বিত কিম্বা ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট পদার্থ বমন করে, তবে তাহার রোগ অসাধ্য; কিন্তু বমিরোগ উক্ত কাসাদি উপসর্গ রহিত হইলে, তাহা সাধ্য।

বমির অপর অসাধ্য লক্ষণ। বায়ু যখন বিষ্ঠা, ঘর্ম্ম, মূত্র ও বারিবহা স্রোতঃসমূহকে রুদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধে গমন করে, তখন সঞ্চিত দোষ

অর্থাৎ পিত্ত, কফ ও মেদাদি কোষ্ঠ (আশয়) হইতে বহির্গত হয় বলিয়া, অতিশয় বেগের সহিত মলমূত্রাদির ন্যায় গন্ধ ও বর্ণবিশিষ্ট বমন হয়, এবং রোগী নিরন্তর কাস, হিক্কা ও তৃষ্ণাদি উপসর্গ দ্বারা আক্রান্ত হয়, এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইলে, রোগী শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

বমনরোগে—চিকিৎসা-বিধি।

যে রোগে কুপিত দোষ অত্যন্ত বেগ ও অঙ্গ পীড়নের সহিত ঊর্দ্ধদেশে অর্থাৎ মুখ পর্য্যন্ত ধাবিত হয় এবং ভুক্তদ্রব্য মুখ-পরিপূর্ণ হইয়া বহির্গত হয়, তাহাকে বমি কহে। বমিরোগের সংস্কৃত নাম ছর্দ্দি। অতি তরল দ্রব্য, অতি স্নিগ্ধ দ্রব্য, অপ্রিয় দ্রব্য, অতিশয় লবণ, অসময়ে ভোজন, অধিক পরিমাণে ভোজন, অনভ্যস্ত দ্রব্য ভোজন, অতিশয় দ্রুত ভোজন, আম-দোষ, ভয়, উদ্বেগ, অজীর্ণ ও ক্রিমিদোষ দ্বারা গর্ভিণীদিগের গর্ভোৎপীড়ন হেতু এবং অপ্রিয় বস্তুর দর্শন, শ্রবণ ও ঘ্রাণ দ্বারা দোষ (বায়ু, পিত্ত ও কফ) প্রকুপিত হইয়া ভুক্ত দ্রব্যকে বেগের সহিত ঊর্দ্ধগামী করে, এইজন্য বমি হইয়া থাকে। বমি হওয়ার পূর্ব্বে বমনোদ্বেগ, উদ্গার বোধ, মুখ হইতে লবণাক্ত জলস্রাব এবং আহারীয় ও পানীয় দ্রব্যে অরুচি হইয়া থাকে। বমিরোগ সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার,—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক এবং আগন্তুক। ইহাদের মধ্যে আগন্তুক বমি আবার পাঁচপ্রকার। অসাত্ম্যজা, ক্রিমিজা, আমজা, বীভৎসজা ও দৌহৃদজা। অনভ্যস্ত দ্রব্য ভোজন দ্বারা, যে বমি হয়, তাহাকে অসাত্ম্যজা, কোষ্ঠস্থিত ক্রিমি বর্দ্ধিত হইলে, তজ্জন্য যে বমি হয়, তাহাকে ক্রিমিজা, অজীর্ণহেতু আমরস সঞ্চিত হইলে, তজ্জন্য যে বমি হয়, তাহাকে আমজা, অপ্রিয় বস্তুর দর্শন, শ্রবণ ও আঘ্রাণ দ্বারা যে বমি হয়, তাহাকে বীভৎসজা এবং গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের যে বমি হয়, তাহাকে দৌহৃদজা কহে। জ্বর, অতিসার, অজীর্ণ ও গ্রহণী প্রভৃতি মূলরোগে এই বমন উপসর্গ রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, ঐ সমস্ত রোগ হইতে প্রথমতঃ দোষ সঞ্চিত হইয়া বমন প্রকাশ পায়, অর্থাৎ জ্বরাদি রোগে আমাশয়স্থিত পিত্ত প্রকুপিত হইলে আমাশয়ের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ঘটে, তদনন্তর পুনঃ পুনঃ বমন হয়। সর্ব্বপ্রকার বমনরোগেই পিত্ত-বিকৃতি হয়, সুতরাং পিত্তের বিকৃতি ও আধিক্য বশতঃ সমস্ত

সময় বমন এত প্রবল হইয়া থাকে যে, রোগীর জল পর্য্যন্ত গলধঃকরণ হয়না। ক্রিমিরোগে যে বমন হয়, তাহাতেও, পিত্তের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে; কিন্তু, ঐ সমস্ত বমন ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ ও পথ্যাদির দ্বারা নিবৃত্ত হয়। বমনের কারণ অনেক সময় নিরূপণ করা অতি কষ্টকর। ক্রিমি, অম্লপিত্ত, যকৃৎ-বৃদ্ধি, কাসের নিরন্তর বেগ ও অতিসার প্রভৃতি কতকগুলি রোগে স্বভাবতঃ বমন বেগ প্রকাশ পাইয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত পিত্তাধিক্য এবং অন্যান্য বিবিধ কারণেও বমনবেগ উপস্থিত হয়। বমন রোগে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিকভেদে পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার বমনেই সাধারণতঃ পিত্তের আধিক্য প্রকাশ পায়। যে রোগে যে দোষের প্রাবল্যে বমন হয়, বমনেও সেই দোষের লক্ষণ প্রায়শঃ প্রতীয়মান হয় অর্থাৎ বাতজ গ্রহণীরোগে বমন হইলে, তাহাতে বাতিক বমনের লক্ষণ প্রকাশ পায়, পৈত্তিকজ্বরে বমন হইলে, পৈত্তিক বমনের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। সান্নিপাতিক পাণ্ডু বা সান্নিপাতিক জ্বররোগে বমন হইলে, সান্নিপাতিক বমনের লক্ষণ এবং শ্লৈষ্মিক অর্শোরোগে বমন হইলে, শ্লৈষ্মিক বমনের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইরূপে যে রোগে বমন প্রকাশ পায়, সেই রোগে যে দোষের আধিক্য থাকে, বমনেও সেই দোষের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, সুতরাং কোন্ রোগে বাতাদি দোষত্রয়ের মধ্যে কোনটির প্রকোপ অধিক, তাহা বমন দ্বারাও নিরূপিত হইতে পারে। যেমন শ্লেষ্মার আধিক্য বশতঃ বমন হইলে, মুখের মধুর আস্বাদ ও অরুচি ইত্যাদি লক্ষণ, পিত্তের আধিক্যে বমন হইলে, তিক্তরসাত্মক বমন ও কণ্ঠাদিস্থানে জ্বালা, এবং বায়ুর আধিক্য বশতঃ বমন হইলে, কষায়রসবিশিষ্ট ফেনাযুক্ত বমন ও বমনের সময় প্রবল উদ্গার এবং উক্ত ত্রিদোষের প্রবলতা বশতঃ বমন হইলে, অম্লরসাত্মক, নীল, লোহিতবর্ণ, ঘন ও উষ্ণ বমন হইয়া থাকে। কোনও কোনও স্থলে বমন এরূপ প্রবলভাব ধারণ করে যে, উহাকে প্রধান রোগ-মধ্যে গণনা করিয়া তৎক্ষণাৎ উহার চিকিৎসার প্রয়োজন হয়; এই জন্যই বমনের দোষ নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। অনেক স্থানে কোনও রোগ তাদৃশ প্রবল না হইলেও, বমন প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, আবার কোনও স্থলে বা স্বভাবতঃ দৈনিক নিয়মের বিপর্য্যয় বশতঃ বমন লক্ষিত হয়, এইরূপ অবস্থায় বমনের বাতাদি দোষ নিরূপণ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ না করিলে, বিশেষ কোনও উপকার

পাওয়া যায় না। বমন প্রবল হইলে, রোগীর অবস্থা এতদূর শোচনীয় হয় যে, বমনে মূত্রাদির গন্ধ পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা অতি ভয়ানক, তখন কাস, শ্বাস ও হিক্কা প্রভৃতি উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং রোগী এরূপ কৃশ ও হতাশ হয় যে, তাহার প্রাণের আশা থাকে না। বমনের প্রবল বেগ হ্রাস হইলেও, রোগীর কাস, হিক্কা, তমকশ্বাসের লক্ষণ অল্প বা মধ্যবেগে জ্বর, পিপাসা, হৃদয়ে বেদনা, অন্ধকার দর্শন ও ভ্রমি এই সমস্ত লক্ষণের মধ্যে কাহারও বা ২।৩ টী, কাহারও বা সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঐ সমস্ত উপদ্রব-বিশিষ্ট বমিরোগ উপযুক্ত পথ্যাদি দ্বারাও সময় সময় অনেকাংশ নিবৃত্ত হইতে দেখা যায় এবং অনেক স্থানে আবার ঔষধেরও প্রয়োজন অনুভূত হয়। অগ্নিমান্দ্য না থাকিলে, এই অবস্থায় রোগীকে সর্ব্বদা পুষ্টিকর পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য।

বাতিক বমন। বাতিক বমন কোন রোগের উপসর্গ রূপে প্রকাশ পাইলে, রোগীকে "বৃষধ্বজরস" প্রয়োগ করিবে অথবা স্বল্পপঞ্চমূলীর ক্বাথ দ্বারা প্রস্তুত যবাগু মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে; কিন্তু যখন কোনও রোগের উপসর্গীভূত না হইয়া যন্ত্রাদির ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ বাত-জনিত বমনের লক্ষণ প্রকাশ পাইবে, তখন রোগীকে প্রথমে অতি লঘু পথ্য বা অবস্থা-বিশেষে সহ্যমত উপবাস প্রদান করিয়া পরে সজল দুগ্ধ অথবা মুগ ও ও আমলকীর যূষ ঘৃতে সন্তলন পূর্ব্বক সেবন করিতে দিবে। এই সমস্ত ক্রিয়া দ্বারাই ঐ বমন নিবৃত্ত হইয়া থাকে। অবস্থা-বিশেষে ঐই সমস্ত ক্রিয়াদ্বারা রোগীর বমন নিবৃত্ত না হইলে, পূর্ব্বোক্ত বৃষধ্বজরস বা স্বল্পপঞ্চমূলীর ক্বাথদ্বারা প্রস্তুত যবাগু মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে এবং পথ্যের জন্য অতি লঘু-পাক দ্রব্য সেবনের ব্যবস্থা করিবে।

পৈত্তিক বমন। পিত্তজনিত বমন কোনও রোগের উপসর্গ-রূপে প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ বমনে তিক্তাস্বাদ ও বমনকালে কণ্ঠাদিতে জ্বালা অনুভূত হইলে, রোগীকে পিপ্পল্যাদ্যলৌহ বা চন্দনাদিযোগ অথবা মধুর সহিত পর্প টকক্বাথ সেবন করিতে দিবে। ইহাতে বমন নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে, মধু ও চিনি সহ খৈর মণ্ড পথ্যরূপে

দেওয়া যাইতে পারে। পিত্তপ্রধান বমিরোগে বায়ুর অনুবন্ধ থাকিলে, অনেক স্থলে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকে এবং বমনবেগ প্রবল হয়, এমতাবস্থায় মৃদুবিরেচক অথচ বমন নিবারক হরীতকীচূর্ণ মধুসহ সেবন করাইবে। ইহা-দ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, বমননিবৃত্তি হইতে পারে; কিন্তু কোষ্ঠশুদ্ধি হইলেও যদ্যপি বমন নিবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে মধুসহ খৈরমণ্ড পথ্য এবং পিপ্পল্যাদ্যলৌহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এইরূপ পথ্য ও ঔষধ সেবনে ঐ বমন প্রায়শঃ নিবৃত্ত হয়। এই বমনের সহিত ক্রিমিজনিত বমনের অনেক সাদৃশ্য আছে, সুতরাং ঐ উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণদ্বারা বমন পিত্ত-জনিত কিম্বা ক্রিমিজনিত, তাহা নিরূপণ করিবে।

শ্লৈষ্মিক বমন । শ্লৈষ্মিক বমন প্রায়শঃ শ্লেষ্ম-প্রধান শরীরেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। কোনও রোগের উপসর্গ বা মুখ্যরোগরূপে শ্লৈষ্মিক-বমন প্রকাশ পাইলে, রোগীর আমাশয়ের শোধনার্থ প্রথমে পিপুলচূর্ণ ও বিড়ঙ্গচূর্ণ সমভাগে লইয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে দিবে; কিন্তু রোগী কৃশ বা বমনের অনুপযুক্ত বিবেচিত হইলে, অন্যান্য ঔষধ সেবন না করাইয়া বিড়ঙ্গাদিযোগ বা মুস্তকাদিযোগ মধুসহ সেবন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা আমা-শয় শোধিত হইলে, বমি নিবারণজন্য এলাদিচূর্ণ বা রসযোগ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বমন নিবারণের ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ত্রিদোষজনিত বমন । সান্নিপাতিক বমন বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই দোষত্রয়ের একত্র প্রকোপবশতঃ মুখ্যরোগরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। অনেক স্থলে সান্নিপাতিক বমনেও, বাতাদি দোষের ন্যূনাধিক্য লক্ষিত হয়, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ সমূহ প্রায়শঃ বাতাদি দোষের হ্রাসবৃদ্ধির সমতা করিয়া রোগ দূরীভূত করে, এইজন্যই তাহার পৃথক্ চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন হয় না। এই বমন কোনও রোগের উপসর্গরূপে প্রকাশ পাইলে, রোগীকে মধুসহ গুলঞ্চের কাথ বা জ্বরাধিকারোক্ত ছর্দ্দিহরযোগ অথবা কৌদ্রা-বলেহ, পথ্যাদ্যবলেহ ব্যবস্থা করিবে। এই সকল বমন নিবারক ঔষধ সেবনে বমন নিবৃত্তি না হইলে, বাতাদি দোষের হ্রাসবৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত বমন নিবারক ঔষধ অবশ্যই সেবন করাইবে এবং এলাদিচূর্ণ বা পিপ্পল্যাদ্য-

লৌহ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ত্রিদোষজনিত বমনের সহিত অম্লপিত্তরোগের বমনের অনেক সাদৃশ্য আছে, সুতরাং অম্লপিত্তরোগের অন্যান্য লক্ষণ, বমনের সময় এবং স্বাদদ্বারা প্রকৃতরোগ নিরূপণ করিয়া চিকিৎসা করিবে; যেহেতু অম্লপিত্তরোগে বমননিবারণার্থ যে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, ত্রিদোষজনিত বমনের ঔষধ তাহা হইতে ভিন্ন। আবার ত্রিদোষজনিত বমনের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহার সহিত প্রায়শঃ অন্য কোনও রোগ প্রবলভাবে প্রকাশ পায়, সুতরাং যে রোগ প্রবল হইবে, বমনের সঙ্গে তাহারও চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

আমজনিত বমন। অজীর্ণদোষ বশতঃ বমন প্রকাশ পাইলে, রোগীকে প্রথমতঃ অজীর্ণদোষ সংশোধক ঔষধ এবং লঙ্ঘন প্রদান একান্ত আবশ্যক, যেহেতু যাবৎ অজীর্ণদোষের শান্তি না হয়, তাবৎ ঐ বমন নিবৃত্ত হয় না। অতিসার বা অগ্নিমান্দ্যাদিরোগে আহারের নিয়মের বিপর্য্যয় বশতঃ অজীর্ণরোগ প্রবল হইলেও বমন প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই বমনে ভুক্তদ্রব্যাদি উত্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত বমনবেগ হ্রাস হয় না। এমতাবস্থায় অজীর্ণ-দোষে পুনঃপুনঃ বমন-বেগ প্রকাশ পাইলে, রোগীকে সৌবর্চ্চলাদ্যযোগ মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে এবং অজীর্ণনিবারণার্থ শঙ্খবটী, মহাশঙ্খবটী, বা ভাস্করলবণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে।

ক্রিমিজনিত বমন। এই বমন অন্যরোগের সহিত প্রায়শঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে অর্থাৎ জ্বর, অতিসার প্রভৃতি রোগেও ক্রিমিজনিত বমন প্রকাশ পায়। ক্রিমিজনিত বমন ক্রিমিরোগের প্রধান উপদ্রব। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত ক্রিমিরোগে বর্ণিত হইয়াছে এবং জ্বরের সহিত ক্রিমিজন্য বমনের চিকিৎসা জ্বররোগে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং এই স্থানে তদ্বিষয়ের বর্ণন অনাবশ্যক।

মনের অপ্রীতিকর দ্রব্য দর্শন, শ্রবণ ও ঘ্রাণ দ্বারা যে বমন উপস্থিত হয়, তন্নিবারণার্থ মনের তৃপ্তিকর পদার্থ সেবন এবং ব্যবহার করিতে দেওয়া আবশ্যক। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের যে বমন হইয়া থাকে তাহাতেও, অভিলষিত পদার্থ আহার করিতে দেওয়া আবশ্যক। অনভ্যস্ত দ্রব্যভোজন দ্বারা বমন হইলে, তৃপ্তিজনক দ্রব্য সেবন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য অর্থাৎ যাহার যে

দ্রব্যে অভিলাষ, তাহাকে সেই দ্রব্য প্রদান আবশ্যক। এই সকল আগন্তুজ বমনে বাতাদিদোষের প্রবলতা লক্ষিত হইলে, পূর্ব্বোক্ত বাতাদি-দোষজনিত বমননিবারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

বমনের উপদ্রব। বমন হইতে কাস প্রকাশ পাইলে, রোগী অনেক সময় কাসের বেগে ব্যাকুল হয়, রাত্রে নিদ্রা হয় না, তখন কাসই রোগীর অসহ্য হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় চন্দ্রামৃতরস, কাসান্তক রস বা তালীশাদ্যচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বমন হইতে অল্পকাস ও তমকশ্বাসের অসহ্য বেগ অনেক স্থানে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। এই অবস্থায় রোগীকে মহাশ্বাসারিলৌহ, চন্দ্রামৃতরস, তরুণানন্দরস বা কণ্টকার্য্যাদি অবলেহ সেবন করিতে দিবে। তৎসঙ্গে অল্প জ্বর থাকিলে, জ্বরচিকিৎসোক্ত জয়াবটী ও জ্বরসংহারচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধেই উহা বিনষ্ট হয়, কিন্তু জ্বর ও কাস সমভাবে দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ায় শরীর কৃশ হইলে, বৃহৎচূড়ামণিরস ও মহারাজবটী প্রভৃতি ঔষধ অনুপানভেদে ব্যবস্থা করিবে এবং শ্বাসের জন্য পূর্ব্বোক্ত ঔষধই সেবন করাইবে; যাহাদের অল্প বা মধ্যবেগে জ্বর প্রকাশ পায় কিন্তু শ্বাস প্রকাশ পায় না, তাহাদিগকে জয়াবটী, বিষমজ্বরান্তকচূর্ণ ও জ্বরসংহারচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিবে, ইহাতেই প্রায়শঃ জ্বর হ্রাস পাইয়া থাকে; কিন্তু এই জ্বর পুরাতন হইলে, বাতাদি দোষভেদে বিষমজ্বরের চিকিৎসার ন্যায় জ্বরের চিকিৎসা করিবে।

বমন হইতে হিক্কা প্রায়শঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে, এই অবস্থায় রোগীকে পিপ্পল্যাদ্যলৌহ অথবা ক্ষীরপাকের নিয়মানুসারে শুণ্ঠীক্ষীর পাক করিয়া সেবন করিতে দিবে।

বমনের নিরন্তর বেগ বশতঃ হৃদয়ে অসহ্য বেদনা উপস্থিত হয়, এই বেদনা প্রকাশ পাইলে, রোগীকে হৃদ্রোগের বিধানানুসারে গোরক্ষচাকুলে-চূর্ণ ॥০ অর্দ্ধ তোলা উষ্ণদুগ্ধ সহ অথবা গোধূমচূর্ণ ও অর্জ্জুনছালচূর্ণ সমভাগে লইয়া ঘৃত, চিনি ও ছাগীদুগ্ধ সংযোগে মোহনভোগের ন্যায় পাক করিয়া ভক্ষণ করিতে দিবে। বমন হইতে শ্রান্তি বা শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইলে, রোগীকে পুষ্টিকর দ্রব্য ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ পুষ্টিকর

দ্রব্যদ্বারাই ঐ দোষ অনেকাংশে দূরীভূত হইয়া থাকে। এই বমন অনেক স্থানে পৈত্তিকজ্বর বা অতিসারাদি রোগ হইতে প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং মূলরোগ নিবৃত্তি হইলে, শেষে বমনই প্রবল হয়। এই অবস্থায় পথ্যাদি প্রদান কালে মূলরোগের প্রতি দৃষ্টিপ্রদান কর্ত্তব্য। যেহেতু জ্বর বা অতিসার হইতে বমন প্রকাশ পাইয়া বলবৎ হইলেও, বমন নিবৃত্তির পর পুনরায় জ্বর ও উদরাময়াদি প্রকাশ পাইতে দেখা যায়।

বমনরোগে-ঔষধ।

চন্দনাদিযোগ। পিত্তের বিকৃতি বা আধিক্য বশতঃ তিক্ত-রসবিশিষ্ট বমন এবং তৎসঙ্গে কণ্ঠজ্বালা, মূর্চ্ছা বা পিপাসা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই চূর্ণ, চাউলধোয়া জল ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিেত দিবে; কিন্তু অম্লপিত্তরোগে পিত্তাধিক্য বশতঃ অথবা ক্রিমিজনিত বমনরোগে তিক্ত রসবিশিষ্ট বমন হইলে, এই কাথ সেবনে তাদৃশ উপকার হয় না।

চন্দনাদিযোগ। রক্তচন্দন, বেণার মূল, বালা, শুঁঠ ও বাসকছাল, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইবে। অথবা ঐ সমস্ত দ্রব্য সমভাগে একত্র মর্দ্দন করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। মাত্রা ৵৹ দুই আনা।

বিড়ঙ্গাদি যোগ। শ্লেষ্মাধিক্য বশতঃ বমনে মুখের মধুরাস্বাদ, দেহের গুরুতা এবং মধুররসাত্মক বমন হইলে, এই ঔষধ মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বিড়ঙ্গাদিযোগ। বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও শুঁঠ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵৹ দুই আনা।

মুস্তকাদিযোগ। শ্লৈষ্মিকরোগে রোগীর মুখের মধুরাস্বাদ ও মধুররসাত্মক শুক্লবর্ণ বমন হইলে, এবং তৎসঙ্গে কাস ও সর্দ্দি প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, উহা মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

মুস্তকাদিযোগ। মুথা ও কাকড়াশৃঙ্গীচূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে; মাত্রা ৵৹ দুই আনা।

সৌবর্চ্চলাদ্যযোগ। অজীর্ণবশতঃ বমন হইলে এবং রোগীর

অম্লতিক্তাদি আস্বাদ অনুভূত হইলে, এই ঔষধ মধুর সহিত মাড়িয়া, জল সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন মাত্র বমনের নিবৃত্তি হয়।

সৌবর্চ্চলাদ্যযোগ। সৌবর্চ্চললবণ অভাবে সৈন্ধবলবণ, যমানী, ইক্ষুচিনি ও মরিচ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵৹ দুই আনা বা।৹ চারি আনা।

মধুকাদ্যযোগ। অম্লপিত্ত বা ত্রিদোষাশ্রিতরোগে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ রক্তবমন হইলে, এই ঔষধ রোগীকে দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

মধুকাদ্যযোগ। যষ্টিমধু এবং রক্তচন্দন, এই উভয়ের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵৹ দুই আনা।

পর্পটকক্বাথ। পিত্তাধিক্য বশতঃ যে বমন হয়, তাহাতে রোগীর তিক্তরসবিশিষ্ট বমন এবং তৎসঙ্গে কণ্ঠজ্বালা ও পিপাসা প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই কাথ মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। পৈত্তিকজ্বরে এই কাথ সেবনে উপকার হয়। ক্রিমিজনিত বমনে ইহা প্রযোজ্য নহে। অম্লপিত্ত-জনিত বমনে ইহা সেবনে তাদৃশ উপকার হয় না।

পর্পটককাথ। ক্ষেৎপাপড়া দুই ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই কাথ শীতল হইলে, প্রক্ষেপ মধু।৹ অর্দ্ধ তোলা।

গুড়ূচ্যাদিক্বাথ। অম্লপিত্তরোগে অম্ল বা তিক্তরসংযুক্ত বমন এবং অম্লপিত্তের অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ সেবন করিতে দিবে।

গুড়ূচ্যাদি কাথ। পলুগুড়ূচী, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, নিমছাল এবং পল্তা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, কাথ শীতল হইলে প্রক্ষেপ মধু।৹ অর্দ্ধ তোলা।

গুড়ূচীক্বাথ। ত্রিদোষ জনিত রোগে বমন হইলে এবং তাহাতে পিত্তের আধিক্য ও রোগীর পিপাসা, ঘর্ম্ম এবং গাত্রদাহ প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই কাথ মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

গুড়ূচী কাথ। পলুগুড়ূচী ২ তোলা, জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা। কাথ শীতল হইলে, প্রক্ষেপ মধু।৹ চারি আনা বা।৹ অর্দ্ধ তোলা।

ক্ষৌদ্রাবলেহ। সান্নিপাতিক অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই তিন দোষের প্রকোপবশতঃ কোনও রোগে অম্ল বা লবণাক্ত বমন হইলে

এবং তাহার সঙ্গে রোগীর অরুচি, পিপাসা, দাহ বা অন্য কোন রূপ উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই অবলেহ সেবন করিতে দিবে। অম্লপিত্তরোগে অম্লরসাত্মক বমন হইলে, এই ঔষধ সেবনে তাদৃশ উপকারের সম্ভাবনা নাই।

কৌত্রাবলেহ। হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ধনে, ও জীরা; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ এবং মধু সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৶৹ দুই আনা।

পথ্যাদি অবলেহ। ত্রিদোষজনিতরোগে রোগীর অম্ল বা লবণ রসাত্মক বমন হইলে, এবং দাহ, পিপাসা বা অরুচি প্রভৃতি উপসর্গের কোনও একটী তৎসঙ্গে বিদ্যমান থাকিলে, তাহাকে এই অবলেহ সেবন করিতে দিবে।

পথ্যাদি অবলেহ। হরীতকী, পলতাওলকের পালো, মরিচ ও পিপুল; এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ ও মধু সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৶৹ দুই আনা।

এলাদি চূর্ণ। শ্লৈষ্মিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিকরোগে বমন হইলে, এবং ঐ বমন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট হইলে, এই চূর্ণ রোগীকে ইক্ষুচিনি ও মধুব সহিত সেবন করিতে দিবে। বমনে এই ঔষধ অতি উপকারী।

এলাদিচূর্ণ। এলাইচ, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুলের বীজের শাস, চৈ, প্রিয়ঙ্গু, মুথা, রক্তচন্দন ও পিপুল; উহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা /৹ একআনা।

রসযোগ। শ্লৈষ্মিকরোগে বমন হইলে এবং তজ্জন্য রোগীর মুখের মধুরাস্বাদ এবং বমনে মধুর রসবিশিষ্ট শুক্ল পদার্থ নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—শশার বীজবাটা ও স্তনদুগ্ধ।

রসযোগ। জীরা, ধনে, হরীতকী শুঁঠ পিপুল, মরিচ, ইহাদের চূর্ণ ও মধু সমভাগে এবং রসসিন্দুর সর্ব্বসমান; একত্র জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

বৃষধ্বজ রস। বাত্তিক বা পৈত্তিক রোগে বমন হইলে এবং সেই বমন কষায় বা তিক্তরসবিশিষ্ট হইলে, ও তৎসঙ্গে রোগীর পিপাসা দাহ, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, মুখশোষ ও কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস সহ সেবন করিতে দিবে।

বৃষধ্বজরস। প্রস্তুতবিধি ৩২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পিপ্পল্যাদ্য লৌহ। বাত্তিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক রোগে বমন হইলে এবং ঐ বমনে পিত্তের বা বায়ুর আধিক্য লক্ষিত হইলে,

এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—শশার বীজবা স্তনদুগ্ধ।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বমনে—কাস-চিকিৎসা।

চন্দ্রামৃতরস। বমনের নিরন্তর বেগ নিবৃত্তি হইবার পর রোগীর কাস উপস্থিত হইলে এবং ঐ কাসের বেগ পুনঃপুনঃ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে পানের রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। নিরন্তর কাসের বেগ বশতঃ বমন হইলে এবং কাসের সঙ্গে শ্বাস প্রকাশ পাইলে, তাহাও ইহা সেবনে দূরীভূত হইয়া থাকে।

চন্দ্রামৃতরস। প্রস্তুত বিধি ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কাসান্তক রস। বমনের অন্তে অথবা বমনের বেগবশতঃ কাস প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

কাসান্তক রস। প্রস্তুতবিধি ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তালীশাদ্য চূর্ণ। বমনের নিরন্তর বেগ বশতঃ অথবা বমন প্রশমিত হইবার পরে, রোগীর কাস প্রকাশ পাইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

তালীশাদ্য চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ২২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বমনে শ্বাসকাস-চিকিৎসা।

কণ্টকার্য্যাদ্যবলেহ। নিরন্তর বমনের বেগ হইতে রোগীর শ্বাসকাস (হাঁপানী) প্রকাশ পাইলে, এই অবলেহ রোগীকে উষ্ণজল সহ সেবন করিতে দিবে।

কণ্টকার্য্যাদ্যবলেহ। প্রস্তুতবিধি ২২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্বাসচিন্তামণি (মতান্তরে)। বমনের বেগবশতঃ বা বমন-নিবৃত্তি হইবার পর, রোগীর শ্বাসকাস প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ শুণ্ঠী ও বামনহাটীর কাথের সহিত সেবন করিতে দিবে।

শ্বাসচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ২৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাশ্বাসারি লৌহ। বমনের নিরন্তর বেগ কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইবার পরে রোগীর কাসের সহিত শ্বাস প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—মধু।

বমনে—হিক্কা-চিকিৎসা।

পিপ্পল্যাদ্য লৌহ। বমনের পুনঃ পুনঃ বেগবশতঃ হিক্কা প্রকাশ পাইলে এবং তজ্জন্য রোগী অত্যন্ত ব্যাকুল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে শশার বীজ ও স্তনদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে বমন এবং হিক্কা উভয়ই দূরীভূত হয়।

পিপ্পল্যাদ্য লৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শুণ্ঠীক্ষীর। বমনের প্রকোপ বশতঃ হিক্কা প্রকাশ পাইলে এবং তজ্জন্য রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে, এই দুগ্ধ রোগীকে পান করিতে দিবে। হিক্কা নিবারণের ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শুণ্ঠীক্ষীর। শুঁঠ ২ তোলা, ছাগীদুগ্ধ ১৬ তোলা ও জল ৬৪ তোলা; একত্র পাক করিবে এবং দুগ্ধ মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে।

বমনরোগে—পথ্যাপথ্য।

বমিরোগে সাধারণতঃ বিরেচন, বমন, উপবাস, স্নান, শরীর-মার্জ্জন, খৈব মণ্ড, পুরাতন ষষ্টিক বা রক্তশালী তণ্ডুলের অন্ন, মুগ ও মাষকলায়ের যূষ, গম বা যব দ্বারা প্রস্তুতখাদ্য, মধু এবং শশক, ময়ূর, তিত্তিরি ও লাব প্রভৃতি পক্ষীর মাংস, মৃগমাংস, বেত্তাগ্র, ধনিয়া, সুপক্ব নারিকেল, জাম্বীর, আমলকী, আম্র, কুল, দ্রাক্ষা, কয়েত্‌বেল, কমলালেবু, বেদানা, হরীতকী, দাড়িম ও ছোলঙ্গলেবু প্রভৃতি ফল, বালা, নিম, বাসক, জায়ফল, চিনি, শতমূলী ও নাগেশ্বর, এই সকল হৃদ্য অথচ হিতকর দ্রব্য সুপথ্য। এতদ্ব্যতীত মনের প্রীতিজনক শব্দশ্রবণ, রূপ-দর্শন রস-আস্বাদন ও গন্ধ-আঘ্রাণ প্রভৃতি উপকারী।

নস্য, বস্তি ও স্বেদপ্রদান, ঘৃত ও তৈলাদি স্নেহপান, রক্তমোক্ষণ, দন্তধাবন, নূতন তণ্ডুলের অন্ন, মনের অপ্রীতিকর বস্তুর দর্শন ও আঘ্রাণ, উষ্ণ দ্রব্য, স্নিগ্ধদ্রব্য, অনভ্যস্ত দ্রব্য, সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য, শিম, তেলাকুচা, ঘোষাফল, মৌয়াফল, রক্তচিতা ও ছোটএলাইচ প্রভৃতি দ্রব্য বমনরোগে কুপথ্য।

জ্বরাদি রোগের সঙ্গে বমন প্রবলরূপে প্রকাশ পাইলে, রোগীকে তত্তৎ রোগানুযায়ী খৈর মণ্ড বা যবমণ্ড প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিবে এবং যখন বমন মূল-রোগ মধ্যে পরিগণিত অর্থাৎ একমাত্র বমনই প্রবল হইবে, তখন রোগীকে লঘুপাক দ্রব্য পথ্যপ্রদান করিবে। বমন হ্রাস হইলেও, যাবৎ রোগীর অন্যান্য উপদ্রব হ্রাস না হয়, তাবৎ ঐরূপ লঘু পথ্যই প্রদান করা কর্ত্তব্য। তৎপর রোগীর অগ্নি সবল হইলে, পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মুগের যূষ, ক্ষুদ্র, টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল এবং নারিকেল, লেবু, সুপক্ক আম, কিস্‌মিস্, ইক্ষুচিনি ও মিশ্রী প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য অল্প পরিমাণে প্রদান এবং শীতল জলে স্নানের ব্যবস্থা করিবে, অনন্তর ক্রমশঃ শারীরিক বল বৃদ্ধির সহিত রোগীকে অন্যান্য দ্রব্য সেবন করিতে দিবে।

অরুচি-চিকিৎসা।

বাতিক অরুচির লক্ষণ। বাতজ অরুচিরোগে রোগীর মুখ কষায়রসবিশিষ্ট ও দন্ত পরিহৃষ্ট অর্থাৎ অম্ল দ্রব্য ভক্ষণ করিলে দন্ত যে প্রকার হয়, তদ্রূপ হইয়া থাকে।

পৈত্তিক অরুচির লক্ষণ। পৈত্তিক অরুচিরোগে রোগীর মুখ কটু, তিক্ত ও অম্লরস বিশিষ্ট, উষ্ণ, বিরস এবং দুর্গন্ধযুক্ত হয়।

শ্লৈষ্মিক অরুচির লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক অরুচিরোগে রোগীর মুখ, লবণ ও মধুররস বিশিষ্ট, পিচ্ছিল, গুরু, শীতল ও দুর্গন্ধযুক্ত হয় এবং মুখের বহির্দ্দেশ স্নিগ্ধ হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক অরুচির লক্ষণ। সান্নিপাতিক অর্থাৎ

ত্রিদোষজনিত অরুচিরোগে রোগীর মুখ কটু, তিক্ত, অম্ল, কষায়, লবণ ও মধুর রসবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

আগন্তুক অরুচির লক্ষণ ঃ শোক, ভয়, অতিলোভ ক্রোধ এবং অপ্রিয় গন্ধের আঘ্রাণবশতঃ অরুচি হইলে, মুখ স্বাভাবিকই থাকে, কোনও প্রকার বিকৃত হয় না, অথচ আহারে অরুচি হয়।

অরুচিরোগের অন্য প্রকার লক্ষণ ঃ বাতিক অরুচিরোগে হৃদয়ে শূলবিদ্ধবৎ বেদনা, পৈত্তিক অরুচি রোগে শরীরে বেদনা, পিপাসা ও গাত্রদাহ, শ্লৈষ্মিক অরুচিতে কফস্রাব, ত্রিদোষজনিত অরুচিতে নানাপ্রকার বেদনা এবং আগন্তুজ অরুচিতে মনের ব্যাকুলতা, মোহ ও শরীরের জড়তা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অরুচিরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

অরুচি উৎপন্ন হইবার বিবিধ কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায়শঃ জ্বর, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ ও ক্রিমি প্রভৃতি রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, অরুচি হয়, আবার কোষ্ঠবদ্ধ, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি রোগের সহিতও অরুচি প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই অরুচির সহিত পক্বাশয়ের ক্রিয়ার সম্বন্ধ রহিয়াছে, কারণ যে কোনও রোগে অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হইলে, অবশেষে অরুচি হয়। উদরাময় বা অজীর্ণ রোগ তাহার একমাত্র দৃষ্টান্ত, যেহেতু উদরাময় বা অগ্নিমান্দ্যাদি দোষে অথবা জ্বর, অতিসার প্রভৃতি রোগে অগ্নি নিস্তেজ হইলে, দীর্ঘকাল অন্ন ভোজন অভাবে রক্তের হীনতা বশতঃ পাচকাগ্নি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং তজ্জন্য শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয় ও অরুচি প্রকাশ পাইয়া থাকে। ক্রিমি, পাণ্ডু, কামলা ও কাস প্রভৃতি রোগে আবার বাতাদি দোষভেদে কোষ্ঠবদ্ধ হইলেও, পাচকপিত্তের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ অরুচি হয়। নবজ্বর, সর্দ্দি ও কাস প্রভৃতি রোগে আমাশয়স্থ শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইলে অরুচি জন্মে। অম্লপিত্ত ও পৈত্তিক গ্রহণীরোগে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ উদরাময় প্রবল হইলে যে অরুচি জন্মে, [illegible]তে মুখ তিক্ত হয়, আবার পিত্তের প্রকোপ বশতঃ বমন ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য হইলে যে অরুচি জন্মে, তাহাতেও তিক্ততা অনুভূত হয়, কিন্তু বমন বশতঃ অরুচি হইলে,

সর্ব্বত্র মুখের তিক্ততা অনুভূত হয় না, কেবল যে বমনে পিত্তের আ... থাকে, তাহাতে তিক্ততা অনুভূত হয়। এই অরুচি সর্ব্বাবস্থায় এবং সকল ব্যক্তির প্রকাশ পায় না; কতকগুলি রোগে স্বাভাবতঃ প্রায়শঃ অরুচি প্রকাশ পায় না, কিন্তু অন্যান্য রোগ তৎসঙ্গে প্রকাশ পাইলে, আবার অরুচি প্রকাশ পাইয়া থাকে। বয়োবৃদ্ধির সহিত অনেকের অরুচিদোষ প্রকাশ পায়। অরুচি প্রকাশ পাইলে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই তিন দোষের মধ্যে কোন্ দোষ প্রবল তাহা নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। বাতিকরোগে, পৈত্তিকরোগে, শ্লৈষ্মিক-রোগে এবং সান্নিপাতিকরোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে, প্রায়শঃ সেই সেই দোষজনিত অরুচির লক্ষণ প্রকাশ পায় অর্থাৎ বাতজনিত অর্শ প্রভৃতি রোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে, তাহাতে মুখের কষায় আস্বাদ অনুভূত হয়। পৈত্তিক জ্বরে যে অরুচি হয় তাহাতেও মুখের তিক্ততা প্রকাশ পাইয়া থাকে, এবং শ্লৈষ্মিকজ্বরে যে অরুচি প্রকাশ পায়, তাহাতে মুখের মধুরাস্বাদ অনুভূত হয়।

এইরূপ একদোষজনিত রোগে একদোষজ, দ্বিদোষজনিত রোগে দ্বিদোষজ এবং ত্রিদোষজনিত রোগে ত্রিদোষজ অরুচির লক্ষণ প্রকাশ পায়; কিন্তু একটী রোগের সহিত অন্য একটী রোগ প্রকাশ পাইলে, অর্থাৎ ২।৩টী রোগ মিলিত হইলে, অরুচির বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও বাতশ্লৈষ্মিক প্রভৃতি দ্বিদোষজরোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে, যে দোষের প্রবলতা থাকে, সেই দোষের লক্ষণ লক্ষিত হয়; সুতরাং অরুচি সম্বন্ধে যে দোষের প্রবলতা লক্ষিত হইবে, সেই দোষ-নাশক,অরুচি-নিবারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শোক, ভয়, অতিলোভ, ক্রোধ ও অহৃদ্য-গন্ধ আঘ্রাণ দ্বারা যে সকল অরুচি প্রকাশ পায় সেই সকল অরুচিতে মুখের স্বাদের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না, কেবলমাত্র অরুচি প্রকাশ পায়। এই সকল অরুচি-রোগের চিকিৎসা বাতিক অরুচি রোগের নিয়মানুসারে করিবে। অধিকন্তু শোক, ভয় ও ক্রোধাদি দ্বারা পীড়িত অরুচি-রোগীকে সান্ত্বনা করিবে। যদি কোনও রোগে অরুচি প্রকাশ পায়, তবে সেই মুখ্য রোগনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যেহেতু মুখ্য-রোগ নষ্ট না হইলে, কেবলমাত্র [illegible]চি-নাশক ঔষধে অরুচি সমূলে নষ্ট হয় না। সাধারণতঃ অরুচি জন্মিলে, রোগীর আহারের ইচ্ছা থাকে না, এবং রোগী দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে; এমতাবস্থায় মূলরোগনাশক ঔষধের [illegible] অরুচি